শাহ আবদুল করিম

রচনাসমগ্র

সঙ্কলন ও গ্রন্থন – শুভেন্দু ইমাম।

প্রকাশকাল – ২২ মে, ২০০৯।

উৎসর্গ – বাউলগানের ভক্তদের উদ্দেশে।

শাহ আবদুল করিম (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬ – ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৯) – বাংলাদেশী কিংবদন্তী সঙ্গীতশিল্পী, সুরকার, গীতিকার ও সঙ্গীত শিক্ষক।

ফ্লাপের লেখা

এ এক অন্য পৃথিবী, এ এক অন্য ভাষার কথকতা। হাজার বছর ধরে বাংলার লোকগান অবলীলায় ধারণ করেছে অপ্রাতিষ্ঠানিক সহজিয়া তান্ত্রিক-বৈষ্ণব-সুফি ভাবনাকে। একই দেহে লীন হয়েছে নানা উৎসজাত অধ্যাত্ম-ভাবনা। খনি থেকে তোলা আকাটা হীরার মতো অপরিশীলিত বাচন সোদা মাটির বুকে নামিয়ে আনে বিপুল আকাশটাকে। তাই বাউল করিম বিভোর হয়ে তার গানের ডালি সাজিয়েছেন। আপনমনে সুরে কথা বসিয়েছেন আর কথাকে করেছেন বিহ্বল ভাবের অনুগামী। তাই তার রচনায় পুনরাবৃত্তির অভাব নেই। যেন প্রিয় পরমের ছবি হৃৎকমলে আঁকতে গিয়ে কিছুতেই সাধ মিটছে না তার। শব্দের সিঁড়ি দিয়ে চেতনার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছতে চাইছেন তিনি এবং প্রতিপলে অনুপলে অনুভব করছেন, শব্দাতীতকে শব্দ দিয়ে বাঁধা যাচ্ছে না। কিন্তু ভাবুক বাউলের কাছে উপকরণ তো বড় নয়; অভ্যস্ত শব্দসজ্জাকে বারবার ব্যবহার করছেন এই বিশ্বাসে যে এর মধ্যে 'আশিকের ধন পরশরতন' এর সাক্ষাৎ মিলবে। সন্ত-কবিতার কিছু কিছু পরিচিত শব্দবন্ধ বাউল করিমের প্রগাঢ় অনুভবের দ্যুতিতে নতুন সুরে-তালে-লয়ে বেজে উঠেছে।

রচনাসমগ্রের পাঠকেরা নিশ্চয় লক্ষ করবেন এইসব। নানা উৎস থেকে উৎসারিত অজস্র নদী। যেমন আপন বেগে পাগলপারা হয়ে স্বতন্ত্র উপস্থিতি ঘোষণা করে তবু সাগর-মোহনায় পৌঁছে অসামান্য ঐক্যবোধে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, শাহ আবদুল করিমের রচনাসম্ভারও তেমনি বহুমাত্রিক লোকায়ত চেতনার সংশ্লেষণে সমৃদ্ধ হয়েই অদ্বিতীয় অনুভবের আলো বিচ্ছুরণ করে। 'নিধনের ধন রে বন্ধু আঁধারের আলোক', 'নাম সম্বলে ছাড়লাম তরী অকূল সাগরে', 'শতবর্ণের গাভী হলে একই বর্ণের দুগ্ধ মিলে', 'বন্ধু রে তিলেক মাত্র না দেখিলে কলিজায় আগুন জ্বলে' এবং এরকম অজস্র পঙক্তি স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয় যে শাহ আবদুল করিম বাংলার আবহমান লোকায়ত পরম্পরার-ই সৃষ্টি। বিখ্যাত সেই গ্রিক দার্শনিকের মতো তিনিও মানুষ খুঁজে বেড়ান। এই খোঁজার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যেমন আছে, তেমনি বন্ধন-ভীরু মুক্ত মানুষের। কথকতায় রয়েছে আধিপত্যবাদী সাংস্কৃতিক রাজনীতির বিরুদ্ধে উচ্চারিত প্রতিস্পর্ধা। ধর্মীয় উন্মাদনা ও শাসকের

নগ্ন পীড়নের বিরুদ্ধে তাইতো তিনি নিজের স্পষ্ট অবস্থান ঘোষণা করেন। এইজন্যে কেবল বাউল করিমের জীবন। ব্যাপ্ত সাধনার তাৎপর্য পুরোপুরি বোঝা সম্ভব নয়।

শাহ আবদুল করিমের রচনাসমগ্র প্রত্যেকের কাছেই অমূল্য সাংস্কৃতিক চিহ্নায়ক হিসেবে গণ্য হবে। কেননা আত্মবিস্মৃতির অন্ধকার প্রহরে ঐতিহ্যের বাতিঘরই আমাদের চূড়ান্ত আশ্রয়।

ভাটিবাংলার বাউল সাধক শাহ আবদুল করিম। ভাটির জল-হাওয়া-মাটির গন্ধ আর কালনী-তীরবর্তী জনজীবন, মানুষের সুখ-দুঃখ, দারিদ্র্য-বঞ্চনা, জিজ্ঞাসা, লোকাচার, স্মৃতি প্রভৃতি তাঁর গানে এক বিশিষ্ট শিল্পসুষমায় পরিস্ফুট। জন্ম সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলাধীন ধল-আশ্রম গ্রামে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার। তাঁর বাবা ইব্রাহিম আলী, মা নাইওরজান বিবি। ১৯৫৭ সাল থেকে উজানধল গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস। কাগমারী সম্মেলনে সঙ্গীত পরিবেশন আর মৌলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাহচর্য তাঁর জীবনের মধুরতম স্মৃতি। ১৯৬৪, ১৯৮৫ ও ২০০৭ সালে তিনবার বিলাত ভ্রমণ করেন। ২০০১ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাঁকে একুশে পদক প্রদান করে। এছাড়াও মেরিল-প্রথম আলো আজীবন সম্মাননা (২০০৪), সিটিসেল-চ্যানেল আই মিউজিক এওয়ার্ড (২০০৫) সিলেট সিটি কর্পোরেশন নাগরিক সংবর্ধনা (২০০৬), বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতি সম্মাননা (২০০৬), বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী সম্মাননা (২০০৮), খান বাহাদুর এহিয়া সম্মাননা পদক (২০০৮) ॥ দেশ-বিদেশ থেকে বহু পদক, সম্মাননা ও সংবর্ধনা পেয়েছেন। তাঁর প্রকাশিত বইগুলো হলো: 'আলতাব সঙ্গীত' (আনু. ১৯৪৮), 'গণসঙ্গীত' (আনু. ১৯৫৭), 'কালনীর ঢেউ' (১৯৮১), 'ধলমেলা' (১৯৯০), 'ভাটির চিঠি' (১৯৯৮) ও 'কালনীর কূলে' (২০০১)।

পূর্বকথন

হজরত শাহজালাল (র.) ও শ্রীচৈতন্যদেবের স্মৃতিবিজড়িত পূণ্যভূমি সিলেট সম্পর্কে এক মুগ্ধ আকর্ষণ পূর্ব থেকেই আমার মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল। বিশেষ করে নিসর্গ-নির্ভর সিলেটভূমির ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, এখানকার মানুষের মরমি সাধনার প্রতি আমার পরোক্ষ সংযোগ থাকলেও কর্মসুবাদে যখন এখানে আসি তখন গভীরভাবে তা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ঘটে। সুদীর্ঘকাল থেকে সিলেটের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে রয়েছে সম্প্রীতির উজ্জ্বল নিদর্শন। এখানকার বাউল-সাধকদের সৃষ্টিকর্ম দেশের অপরাপর অঞ্চল থেকে কিছুটা আলাদা। হাওর-নদী-ঝর্ণা, পাহাড়-সমতল, সবুজাভ বনরাজি মানুষের চিত্তকে দোলায়িত করে। আর সেই চিত্তশিহরণে মামি বাউলদের স্বতঃস্ফূর্ত মনে লোকগানের উতল সুর ও কথা, হাওর-নদীর ঢেউয়ের দোলায় দুলতে থাকে। ভাটিবাংলার প্রকৃতিই যেন এখানকার মানুষের কানে-কানে প্রাণে-প্রাণে চিরন্তন সেই ভাবের ছন্দ আর সুরের মুনায় আবেশিত করে তোলে। এমনি এক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সিলেটের লোকসঙ্গীতের ধারা সুফি-মরমি ও বৈষ্ণব-সহজিয়া মতের সঙ্গে একীভূত হয়ে স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহমান। দীন ভবানন্দ, সৈয়দ শাহনুর, শীতালংশাহ, শেখভানু, রাধারমণ দত্ত, হাসন রাজা, দীনহীন, আরকুম শাহ, নূর মোহাম্মদ, দুর্বিন শাহ, শাহ আবদুল করিম প্রমুখ মরমি-বাউল কবির গানে এখানকার আকাশ-বাতাস মুখরিত। তাঁদের চিত্তহরণকারী গানের ভেতর মানুষের আশা মাক্ষা, বিচ্ছেদ-বেদনা, প্রেম-বিরহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিস্ফুট।

২.

বিভাগীয় কমিশনার হিসাবে যোগদানের পর খান বাহাদুর এহিয়া ওয়াকফ এস্টেটের পক্ষ থেকে সিলেট বিভাগের প্রতিটি উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে শিক্ষা ও সমাজকল্যাণে বিশেষ অবদানের জন্য খান বাহাদুর এহিয়া সম্মাননা পদক প্রবর্তন করি। বাউল সম্রাট শাহ আবদুল করিমকে সুনামগঞ্জ জেলা থেকে খান বাহাদুর পদকের জন্য মনোনীত করা হয়। অসুস্থ এ মহান সাধনকে এক নজর দেখতে এবং খান বাহাদুর এস্টেটের মোতাওয়াল্লি হিসেবে নিজ হাতে তাকে সম্মাননা পদক তুলে দেওয়ার জন্য আমি ২০০৮ সালের ২১ অক্টোবর দিরাই উপজেলায়

তার নিজ গ্রামের বাড়িতে উপস্থিত হই। বাউল সম্রাট তখন বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন। আমি গিয়ে তার শয্যাপাশে বসলাম। তিনি আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। আমরা তাঁকে ধরাধরি করে উঠোনে নিয়ে বসালাম। তাঁর ছেলে শাহ নূরজালাল এবং কবির কিছু ভক্ত উঠোনে মাদুর পেতে হারমনিয়াম নিয়ে বাউল ঢঙ্গে নেচে নেচে গান ধরল–কোন মেস্তরি নাও বানাইছে কেমন দেখা যায়; আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম; গাড়ি চলে না চলে না…। বাউল সম্রাটের পাশে বসে জীবনঘনিষ্ঠ এই গানগুলো শুনে আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। ফেরার সময় বাউল সম্রাট তার ছেলের কাঁধে ভর দিয়ে কালনী নদীর ঘাট পর্যন্ত এগিয়ে এসে আমাদের বিদায় জানান। তার সৌম্য, শান্ত এবং পবিত্র অবয়ব স্থায়ীভাবে আমার মানসপটে অঙ্কিত হয়ে রইল। পথে আসতে আসতে এই মরমি সাধকের অমর সৃষ্টিগুলো সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার গভীর তাগিদ অনুভব করলাম।

৩.

বাউল সম্রাট শাহ আবদুল করিমের প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ আফতাব সঙ্গীত, গণসঙ্গীত, কালনীর ঢেউ (১৯৮১), ধলমেলা (১৯৯০), ভাটির চিঠি (১৯৯৮) ও কালনীর কূলে (২০০১) ছাড়াও অনেক মূল্যবান অগ্রন্থিত গান এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তার এসব সৃষ্টি যেন কালের অতলে হারিয়ে না যায় সেজন্য আমি তাঁর সৃষ্টিকর্মগুলো একত্র করে খান বাহাদুর এহিয়া ওয়াকফ এস্টেটের পক্ষ থেকে শাহ আবদুল করিম রচনাসমগ্র প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করি। সে লক্ষ্যে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মো. ফজলুর রহমানকে আহ্বায়ক করে একটি প্রকাশনা পর্ষদ গঠন করি। এই পর্ষদের অন্য সদস্যরা হলেন–মদনমোহন কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান ড. আবুল ফতেহ ফাত্তাহ, সুনামগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. কামরুল আলম, সিলেট জেলা শিল্পকলা একাডেমীর কালচারাল অফিসার আবদুল হান্নান, খান বাহাদুর ওয়াকফ এস্টেটের বিশেষ সহায়ক কর্মকর্তা খালেদ মোবারক, শাহ আবদুল করিমের ছেলে শাহ নূরজালাল এবং শাহ আবদুল করিমভক্ত ও গবেষক সুমনকুমার দাশ। সিনিয়র সহকারী কমিশনার এবং খান বাহাদুর এহিয়া ওয়াকফ এস্টেটের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. হাফিজুর রহমান চৌধুরী এই পর্ষদের সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। প্রকাশনা পর্ষদ দ্রুততম সময়ে তাদের মেধা ও শ্রম দিয়ে রচনাসমগ্রটি পাঠকের হাতে তুলে দেবার সুযোগ সৃষ্টির জন্য তাদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও বাউলসম্রাটের ঘনিষ্ঠজন বিশিষ্ট

সাহিত্যতাত্ত্বিক ড. তপোধীর ভট্টাচার্য মূল্যবান ভূমিকা লিখে এই গ্রন্থকে ঋদ্ধ করছেন। দেশের প্রতিথযশা প্রচ্ছদশিল্পী সুনামগঞ্জের সন্তান ধ্রুব এষ প্রচ্ছদ এঁকে গ্রন্থটির সৌকর্য বৃদ্ধি করেছেন। আমি এই গ্রন্থের প্রকাশ মুহূর্তে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই।

৪.

সিলেটের লোকসঙ্গীত অঙ্গনে তথা বাংলা লোকসঙ্গীত পরিমণ্ডলে বাউল কবি শাহ আবদুল করিম স্বমহিমায় ভাস্বর। তাঁর নামের সঙ্গে নানা অভিধা যুক্ত হলেও সব মহলে তিনি ‘বাউল সম্রাট’ নামেই বেশি পরিচিত। সুনামগঞ্জ জেলার ধল গ্রামে তাঁর জন্ম। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলা কালনী নদী ও তার কুল ঘেষে বিস্তৃত হাওর, সুবিশাল ঢেউ আর দিগন্ত ছোঁয়া জলরাশি খুব সহজভাবেই তাঁর মন কাড়ে। তাই একতারা হাতে মাটির বাউল বেরিয়ে পড়েন সহজ মানুষের সন্ধানে। রাখাল বালকবেশে পৃথিবীর পথে যিনি বেরিয়ে পড়েন–তিনি আজ খ্যাতির শীর্ষে। বাংলা লোকসঙ্গীতকে যেসব সাধক কবি তাঁদের গানের মধ্য দিয়ে অপূর্ব শিল্প-সুষমায় মহিমান্বিত করে তুলেছেন কালের বিচারে বাউল সম্রাট শাহ আবদুল করিম তাঁদের অন্যতম। তিনি আজ বিশ্বের বাংলাভাষী মানুষের প্রিয়জনপ্রিয় মানুষ। বয়সের ভারে নজ বাউল কবি আজ শয্যাশায়ী, দৃষ্টি তাঁর স্পষ্ট হলেও স্মৃতিশক্তি অনেকটা ক্ষীণ।

৫.

একুশে পদক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী সম্মাননা, মেরিল-প্রথম আলো আজীবন সম্মাননাসহ অসংখ্য পদকে ভূষিত বাউল সম্রাট শাহ আবদুল করিম এখন আর কেবল সিলেটের কবি নন। তিনি গোটা বাঙালির গর্বের ধন–হৃদয়ের সম্রাট। শাহ আবদুল করিমের জীবনদর্শন ও শিল্প-ভাবনা বৃহত্তর পাঠক-শ্রোতার কাছে শাশ্বত আবেদন নিয়ে উপস্থাপিত হোক–এই আশা পোষণ করি। বাঙালি পাঠকমহলে শাহ আবদুল করিম রচনাসমগ্র বিপুলভাবে সমাদৃত হলেই আমাদের সকলের শ্রম সার্থক হবে।

ড. জাফর আহমেদ খান
বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট
ও

মোতাওয়াল্লি, খান বাহাদুর এহিয়া ওয়াকফ এস্টেট
সিলেট, ২৫ বৈশাখ ১৪১৬ / ৮ মে ২০০৯

উল্লাসে সংকটে গান চাই

ভাটির দেশের বাউল শাহ আবদুল করিমের অনুপম সৃষ্টির কথা ভাবতে গিয়ে কেন যে নাগরিক কবি বিষ্ণু দে-র কয়েকটি পঙক্তি মনে এল, জানি না। হ্যাঁ, ধ্যানের নীল আকাশই তো চাই। সেই সঙ্গে চাই পারাপারহীন হাওরের বৈরাগ্য আর উদাসীন নিষ্ঠুর সৌন্দর্য। চাই সুধাশ্যামলিম ভালোবাসার জীবনের জন্য আর্তি, আদিগন্ত ব্যাপ্ত বিষাদের স্বাভিমান কান্না-হাসির খড়ির গণ্ডি পেরিয়ে-যাওয়া বাচনাতীত অনুভব। অজস্র ধরনের কৃত্রিমতা ও মরীচিকায় ঠাসা নাগরিক আধুনিকতা কি দিতে পারে এতসব? মেকি আভিজাত্যের প্রতারক ভাষায় অভ্যস্ত আমরা; কীভাবে চিরকালীন জীবনস্পন্দনের সজীব উচ্চারণে সাড়া দেব, ভেবেও পাই না অনেক সময়। সম্ভবত অনাগরিক বা গ্রামীণ বলে পরিচিত হওয়ার আশঙ্কায় কুঁকড়ে থাকি। এখন তো আধুনিকোত্তর অভিজ্ঞানের জন্যে মরিয়া তৃতীয় বিশ্বের উলুখাগড়ার দল। ঐতিহ্য প্রত্নস্মৃতি ভাবাদর্শ ইত্যাদি ধারণা মহাসন্দর্ভ বলে পরিত্যক্ত ও উপহসিত। তাহলে, একুশ শতকের প্রথম

নয় বছর কাটিয়ে দিয়েও আমরা কেন স্বেচ্ছাকৃত চোরাবালিতে তলিয়ে যাচ্ছি? কেন ফিরে ফিরে আসছি বাউল শাহ আবদুল করিমের কাছে।

ফিরে আসতেই হচ্ছে কেননা এছাড়া আমাদের মতো দ্বিধাগ্রস্ত ভণ্ড নাগরিক কালিমালিপ্ত ধ্বস্ত অবসন্ন আধামানুষদের অন্য কোনো উপায় নেই পুনরুজ্জীবনের। পদে-পদে মৃত্যু-শাসিত ক্ষয়-লাঞ্ছিত আমরা। অসুন্দর ও আগ্রাসী লোভের কাছে সমর্পিত আমাদের সম্ভোগ-লোলুপ অপজীবন। টুকরো-মানুষেরা পুঁজিবাদের সীমাহীন নির্লজ্জতা ও কুশ্রীতাকেই একমাত্র সত্য বলে মনে করে। যারা চোখ থাকতেও অন্ধ, তাদের কাছে জমি ও আকাশের যুগলবন্দি কোন তাৎপর্য নিয়ে আসতে পারে? তাহলে কি করণীয় নেই কিছু! সাময়িকতার ফেনিল উচ্ছ্বাসের কাছে কি হার মানবে বিশ্বাস, লাবণ্য, পরম্পরার চিরকালীন ঐশ্বর্য! এইসব জিজ্ঞাসার মীমাংসা করার জন্যেই করিমভাইয়ের অনুরাগী জনেরা তাঁর চিত্তবিত্তের অফুরান প্রচুর ভাড়ারকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সামাজিক দায় নিজেদের চওড়া কাঁধে তুলে নিয়েছেন।

শাহ আবদুল করিম আউল-বাউল মানুষ-রতন। তাঁর আফতাব সঙ্গীত, গণসঙ্গীত, কালনীর ঢেউ, ধলমেলা, ভাটির চিঠি, কালনীর কূলে পুণ্যভূমি সিলেটের চিরস্থায়ী সম্পদ। কিন্তু আফতাবুন্নেসার মতো আফতাব সঙ্গীতও ইদানিং কিংবদন্তি মাত্র। তাই রচনাসমগ্র প্রকাশ করে করিমভাইয়ের সৃষ্টি সম্ভারকে সুলভ করার আগ্রহ বোধ করেছেন অনুরাগীজনেরা। ভরা বর্ষার হাওরের ঢেউয়ের মতো তাঁর গান অথৈ জলের বার্তা বয়ে আনে। মন-মাতানো প্রাণ-মজানো এই গান রাষ্ট্রের কৃত্রিম ভূগোল মানে না। তাই তো সুরমা উপত্যকার পূর্বদিকে, ভিন্ন রাষ্ট্রের আঙিনায়, বরাক উপত্যকায় সিলেট সন্ততিদের মধ্যে এবং লোকমন সম্পর্কে উৎসুক অন্যান্য সঙ্গীতপ্রেমীদের হৃদয়ে করিমের গান অহরহ অনুরণন তোলে। রুহি ঠাকুর-জামালউদ্দিন হাসান বান্না-শুভপ্রসাদ নন্দীমজুমদার-কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্যের মতো কৃতী শিল্পীদের গায়ন-শৈলীতে তাঁর গান ছড়িয়ে পড়েছে বাঙালির প্রতিটি বসতে। শাহ আবদুল করিম এখন অনাড়ম্বর সারল্য, সহজিয়া অনুভব ও মানবিক সম্প্রীতির সংস্কৃতি-দূতে রূপান্তরিত হয়েছেন।

তার গান যেন বিশল্যকরণী, অন্ধজনে দেয় আলো আর মৃতজনে প্রাণ। যিনি গাইতে পারেন, তার তো কথাই নেই; যিনি বিভোর হয়ে গান শোনেন—তাঁর কাছেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে কাকে বলে অভিব্যক্তির বহুস্বর :

মুর্শিদ ধন হে, কেমনে চিনিব তোমারে।
দেখা দেও না কাছে নেও না আর কত থাকি দূরে ॥
...
তন্ত্রমন্ত্র করে দেখি তার ভিতরে তুমি নাই না
শাস্ত্রগ্রন্থ পড়ি যত আরো দূরে সরে যাই
কোন সাগরে খেলতেছ লাই ভাবতেছি তাই অন্তরে ॥

সত্যের গত রূপ কত রঙ। অজস্র মিথ্যায় প্রতিদিন আক্রান্ত আমরা; সেই গহনে যাওয়ার পথ জানা নেই আমাদের। শাহ আবদুল করিমের মতো সৃষ্টিছাড়া বাউল সেই পথের সন্ধান জানেন; কিন্তু তিনিও ইশারার সন্ধাভাষায় কথা বলেন আপন মনে। চোখে যতটুকু তার সহজ সরল জীবন দেখতে পাই, চোখের আড়ালে রয়ে যায় পরাজীবনের ঢের বেশি পরিসর। টীকা-টিপ্পনী-ভাষা দিয়ে তার কি নাগাল পাওয়া যায়? মুর্শিদ কী, তা তো জানি; কিন্তু এই 'মুর্শিদ' অভিধার আড়ালে বাউল যে বহুস্বরিক সত্যের সঙ্গে একান্ত নিজস্ব দ্বিরালাপে মজে রয়েছেন, তার হদিশ কতখানি পাই? বাউলের আনন্দ-বেদনা যেমন বাস্তব, তেমনই চিহ্নায়িত। তাঁর গানে যখন উচ্চারিত হয় 'আশা করি আলো ডুবে যাই অন্ধকারে'—তাকে আক্ষরিক অর্থে নিতে পারি না। আমরা তো জলের জলের উপরে ফাৎনাকে দেখি, কুচো-ঢেউয়ে তার সামান্য নাড়াচড়া দেখি—জলাশয়ের কোন গভীরে লুকিয়ে রয়েছে সুতোয়-গাঁথা মাছ। তা তো জানি না।

২

এ এক অন্য পৃথিবী, এ এক অন্য ভাষার কথকতা। হাজার বছর ধরে বাংলার লোকগান অবলীলায় ধারণ করেছে অপ্রাতিষ্ঠানিক সহজিয়া-তান্ত্রিক-বৈষ্ণব সুফি ভাবনাকে। একই দেহে লীন হয়েছে নানা উৎসজাত অধ্যাত্ম-ভাবনা। খনি থেকে তোলা আকাটা হীরার মতো অপরিশীলিত বাচন সোঁদা মাটির বুকে নামিয়ে আনে বিপুল আকাশটাকে। তাই বাউল করিম বিভোর হয়ে তাঁর গানের ডালি সাজিয়েছেন। আপনমনে সুরে কথা বসিয়েছেন আর কথাকে করেছেন বিহ্বল ভাবের অনুগামী। তাই তার রচনায় পুনরাবৃত্তির অভাব। নেই। যেন প্রিয়পরমের ছবি হৃৎকমলে আঁকতে গিয়ে কিছুতেই সাধ মিটছে না তার। শব্দের সিঁড়ি দিয়ে চেতনার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছতে চাইছেন তিনি। এবং প্রতিপলে অনুপলে অনুভব করছেন, শব্দাতীতকে শব্দ দিয়ে বাঁধা যাচ্ছে না। কিন্তু ভাবুক বাউলের কাছে উপকরণ তো বড় নয়; অভ্যস্ত শব্দসজ্জাকে বারবার ব্যবহার

করছেন এই বিশ্বাসে যে এর মধ্যে 'আশিকের ধন পরশরতন' এর সাক্ষাৎ মিলবে। সন্ত-কবিতার কিছু কিছু পরিচিত শব্দবন্ধ বাউল করিমের প্রগাঢ় অনুভবের দ্যুতিতে নতুন সুরে-তালে-লয়ে বেজে উঠেছে।

রচনাসমগ্রের পাঠকেরা নিশ্চয় লক্ষ করবেন এইসব। নানা উৎস থেকে উৎসারিত অজস্র নদী যেমন আপন বেগে পাগলপারা হয়ে স্বতন্ত্র উপস্থিতি ঘোষণা করে তবু সাগর-মোহনায় পৌঁছে অসামান্য ঐক্যবোধে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, শাহ আবদুল করিমের রচনাসম্ভারও তেমনি বহুমাত্রিক লোকায়ত চেতনার সংশ্লেষণে সমৃদ্ধ হয়েই অদ্বিতীয় অনুভবের আলো বিচ্ছুরণ করে। 'নির্ধনের ধন রে বন্ধু আঁধারের আলোক', 'নাম সম্বলে ছাড়লাম তরী অকূল সাগরে', 'শতবর্ণের গাভী হলে একই বর্ণের দুগ্ধ মিলে', 'বন্ধু রে তিলেক মাত্র না দেখিলে কলিজায় আগুন জ্বলে' এবং এরকম অজস্র পঙক্তি স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয় যে শাহ আবদুল করিম বাংলার আবহমান লোকায়ত পরম্পরার-ই সৃষ্টি। বিখ্যাত সেই গ্রিক দার্শনিকের মতো তিনিও মানুষ খুঁজে বেড়ান। এই খোঁজার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যেমন আছে, তেমনি বন্ধন-ভীরু মুক্ত মানুষের। কথকতায় রয়েছে আধিপত্যবাদী সাংস্কৃতিক রাজনীতির বিরুদ্ধে উচ্চারিত। প্রতিস্পর্ধা। ধর্মীয় উন্মাদনা ও শাসকের নগ্ন পীড়নের বিরুদ্ধে তাইতো তিনি নিজের স্পষ্ট অবস্থান ঘোষণা করেন। এইজন্যে কেবল বাউল করিমের জীবন ব্যাপ্ত সাধনার তাৎপর্য পুরোপুরি বোঝা সম্ভব নয়।

'তত্ত্বজ্ঞান জাগে যার মুছে যায় আঁধার'—-এই উচ্চারণের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে-বিশ্বাস, তা হলো, হিন্দু-মুসলমান-শাক্ত-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সকলেই সমান। প্রেমের বাজারে। তাই তো তিনি সাকার-নিরাকার সম্পর্কিত বিবাদে বিশ্বাসী নন। তাঁর চির অন্বিষ্ট সেই সত্য—যা 'মানুষের মাঝে মানুষের কাজে/মানুষের সাজে বিরাজ করে' করিম ভাইয়ের সেসব উচ্চারণ ইতোমধ্যে প্রবাদে পরিণত হয়েছে, তাদের মধ্যে মানুষের তত্ত্ব-বিষয়ক বাণী সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। 'মানুষ হলে মানুষ মিলে, নইলে মানুষ মিলে না'—এই পঙক্তিতে রয়েছে উর্ধ্বায়িত চেতনার ইন্দ্রজাল। গভীরতম উপলব্ধির নির্যাস অনুরণিত হয়েছে সহজিয়া সুরের গ্রন্থনায়। এমন উচ্চারণ আরও রয়েছে তার :

মানুষ হয়ে তালাশ করলে মানুষ পায়
নইলে মানুষ মিলে না রে বিফলে জনম যায় ॥
…

যে মানুষ পরশরতন সেই মানুষ গোপনের গোপন
দেয় না ধরা থাকতে জীবন, পথে গেলে পথ ভোলায় ॥

যাঁরা লোক-সাহিত্যের গবেষক, তাঁদের দেখার ধরনের সঙ্গে বাউলতত্ত্বের গবেষকদের দেখার ধরন পুরোপুরি মিলবে না। তেমনি গীতরসপিপাসুজনদের শৈল্পিক চাহিদার সঙ্গেও অন্য জিজ্ঞাসুদের পার্থক্য থাকবেই। তবে এটা নিশ্চিত যে শাহ আবদুল করিমের রচনাসমগ্র প্রত্যেকের কাছেই অমূল্য সাংস্কৃতিক চিহ্নায়ক হিসেবে গণ্য হবে। কেননা আত্মবিস্মৃতির অন্ধকার প্রহরে ঐতিহ্যের বাতিঘরই আমাদের চূড়ান্ত আশ্রয়।

তপোধীর ভট্টাচার্য

সঙ্কলন ও গ্রন্থন প্রসঙ্গে

ভাটিবাংলার আপোসহীন এক বাউল সাধকের নাম শাহ আবদুল করিম (জন্ম ১৯১৬)। দেহতত্ত্ব, নিগূঢ়তত্ত্ব, বাউলতত্ত্ব, মনঃশিক্ষা, আল্লা-নবি-ওলি-পির মুর্শিদ স্মরণে প্রচুর গান লেখার পাশাপাশি লিখেছেন শোষিত মানুষের দুঃখ দুর্দশার গান, শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী পঙক্তিমালা। এজন্যে লোকগানের সমজদার সুধীর চক্রবর্তী তাঁকে ‘ভাটি অঞ্চলের গণগীতিকার’ আখ্যা দিয়েছেন; যতীন সরকার তাঁর গানকে বলেছেন ‘সর্বহারার দুঃখজয়ের মন্ত্র’ আর সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম তাকে অভিহিত করেছেন ‘গণমানুষের বাউল’ বলে।

তাঁর প্রকাশিত বই ছয়টি–আফতাব সঙ্গীত (আনু. ১৯৪৮), গণসঙ্গীত (আনু. ১৯৫৭), কালনীর ঢেউ (১৯৮১), ধলমেলা (১৯৯০), ভাটির চিঠি (১৯৯৮) ও কালনীর কূলে (২০০১)। সম্প্রতি কালনীর ঢেউ গ্রন্থটির চতুর্থ সংস্করণ বেরোলেও তার অন্য বইগুলো প্রথম সংস্করণের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারেনি। এ কারণে তার সৃষ্টিকর্মের একটি বড় অংশ লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে গেছে। প্রথম বই আফতাব সঙ্গীত তো এখন এক কিংবদন্তি; কারো কাছে পাওয়া যায় না– স্বয়ং রচয়িতার সংগ্রহেও নেই।

২

শাহ আবদুল করিমের নবতিতম জন্মদিনকে সামনে রেখে তার সমস্ত গান ও অন্যান্য লেখা এক মলাটভুক্ত করার চিন্তা থেকে এবং তাঁর গানের মূল্যায়নধর্মী একটি প্রবন্ধসংগ্রহ বের করার অভিপ্রায়ে আমরা কতিপয় করিম-অনুরাগী ২০০৩ সালের ২৮ জুন আমার বাসায় সমবেত হয়েছিলাম। এক পর্যায়ে শাহ আবদুল করিম স্বয়ং উপস্থিত হন এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এই আড্ডায় অন্যান্যের মধ্যে অংশ নিয়েছিলেন তপোধীর ভট্টাচার্য, স্বপ্ন ভট্টাচার্য, মোহাম্মদ সাদিক, জেসমিন আরা বেগম, সেলিমা সুলতানা, প্রয়াত রুহি ঠাকুর, আবুল ফতেহ ফাত্তাহ, জামালউদ্দিন। হাসান বান্না, শাহ নূরজালাল, আবদুর রহমান, মোস্তাক আহমাদ দীন, সুমনকুমার দাশ প্রমুখ। তপোধীর ভট্টাচার্য একটি কাগজে ২০০৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি শাহ আবদুল করিমের নবতিতম জন্মদিন উদ্যাপনের প্রাক্কালে আমাদের কী করণীয় তা লিপিবদ্ধ করেন। শাহ আবদুল করিমের আগ্রহে আমাকে দেওয়া হয় রচনাসমগ্রের সঙ্কলনের দায়িত্ব। স্থির হয় তপোধীর ভট্টাচার্য এর ভূমিকা লিখবেন। এরপর চলে সংগ্রহ ও সঙ্কলনের কাজ।

রচনাসমগ্র সঙ্কলনের শুরুতে হোঁচট খেতে হলো; অনেক খোঁজাখুজির পরও আফতাব সঙ্গীত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। রচয়িতা ব্যতীত কারো স্মৃতিতেও এই বইয়ের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। শাহ আবদুল করিম তার ‘আত্মস্মৃতি’-তে আফতাব সঙ্গীত প্রসঙ্গে লিখেছেন, ‘‘ছোটো একটি বই ছাপার উদ্যোগ নিলাম। /সুনামগঞ্জের রায় প্রেসে বই ছাপায় দিলাম ॥ /আফতাব সঙ্গীত ছিল বইখানার নাম।/ আবদুল করিমের গান বার আনা দাম ॥’ তিনি এক সাক্ষাৎকারে আরো বলেছিলেন ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে এই বই বেরোয় এবং তাতে গানের সংখ্যা ৪০।

রচনাসমগ্র প্রকাশের জন্য অনেকেই আগ্রহ দেখান। কিন্তু নানা জটিলতার কারণে যথাসময়ে বইটি প্রকাশিত হয়নি। সম্প্রতি সিলেটের বিভাগীয়। কমিশনার ও খান বাহাদুর এহিয়া ওয়াকফ এস্টেট-এর মোতাওয়াল্লি ড, জাফর আহমদ খান বিষয়টি জানার পর খুব সহৃদয়তা ও দ্রুততার সাথে বইটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এজন্য তাকে করিম-অনুরাগীদের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এছাড়া প্রকাশনা পর্ষদের আহ্বায়ক মো. ফজলুর রহমান ও সদস্য সচিব মো. হাফিজুর রহমান চৌধুরীর পরিশ্রম ও আগ্রহ বইটির প্রকাশনাকে ত্বরান্বিত করেছে। তাদের প্রতিও রইল কৃতজ্ঞতা।

৩

বাউল করিম রচয়িতা হিসেবে খুবই খুঁতখুঁতে স্বভাবের। বানানের ভুল সংশোধন ব্যতীত তিনি তাঁর লেখার সামান্য পরিবর্তনও সহ্য করতে পারেন না। তবে নিজের লেখা নিজে বারবার পরিবর্তন করেছেন, কখনোবা গানগুলো নতুনভাবে বিন্যস্ত করেছেন। এই স্বভাবটা তার স্মৃতি-দৌর্বল্যের পূর্ব পর্যন্ত বজায় ছিল। আশির দশকের প্রথমদিকে তার সাথে পরিচয়। ততদিনে তার ‘কালনীর ঢেউ’-এর প্রথম সংস্করণ বেরিয়ে গেছে। দ্বিতীয় সংস্করণ বের করার পর তিনি বারবার আফসোস করে বলেছেন, ‘আপনাকে কেন বইটা দেখালাম না?’ এরপর ‘ধলমেলা’ থেকে তার একান্ত আগ্রহে পরবর্তী বইগুলো আমার তদারকিতে বেরিয়েছে। আফতাব সঙ্গীত ব্যতীত তাঁর যাবতীয় বই তিনি আমাকে প্রদান করেন। প্রদত্ত বইগুলোতে কিছু কিছু গান তার নিজের হাতে সংশোধন ও পুনর্বিন্যাস করা। রচনাসমগ্র সঙ্কলন ও গ্রন্থনের সময় তাঁর সংশোধনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৪

তিনি তাঁর গানে লিখেছেন যে বিদ্যমান সমাজব্যবস্থা বিপক্ষে থাকায় লেখাপড়া করতে পারেননি। দারিদ্র্যের কারণে বাল্যকালেই লেখাপড়ার পরিবর্তে রাখালের চাকরিতে ঢুকতে হয় তাকে। এ এমন এক চাকরি যাতে ‘ঈদের দিনেও ছুটি নাই’। ‘ধলবাজার’ প্রতিষ্ঠার পর বর্ষার সময় যখন বেকার ছিলেন তখন বাজারের এক ‘ভুশিমালের দোকান’-এ বালক করিম চাকরি নেন। সে সময় নৈশবিদ্যালয়ে কয়েকদিন শিক্ষাগ্রহণ করেন। সে বিদ্যালয়ে তিনি বিনামূল্যে পান একটি ‘বড়দের বই’। কিন্তু এ স্কুল নানা কারণে বন্ধ হয়ে যায় দ্রুত। ‘আত্মস্মৃতি’-তে তিনি এ প্রসঙ্গে লেখেন :

‘বড়দের বই আমার হয়ে গেল সাথি।/প্রয়োজন আছে তাই পড়ি দিবারাতি ॥/অক্ষরজ্ঞান হলো আমার তাড়াতাড়ি।/পুঁথিপুস্তক তখন পড়তে আমি পারি ॥/জানার জন্য বিভিন্ন বই পুস্তক পড়ি।/গান গাই উপস্থিত রচনা করি ॥’ তার যে শুধু বাংলা অক্ষরজ্ঞান ছিল তা নয়—’সিলেটি নাগরি’ হরফে লেখা নানা সাধকের তত্ত্বগ্রন্থ তিনি পড়তেন। সৈয়দ শাহনুরের ‘নুরনসিহত’ পাণ্ডুলিপিটি তাঁর সংগ্রহে আছে এখনও।

তিনি কোনও কোনও সময় খাতায়, কখনোবা বিচ্ছিন্ন কাগজে তাঁর গান টুকে রাখতেন। পরে আলাদা খাতায় প্রথমদিকে তাঁর ঘনিষ্ঠজন দেবেন্দ্রকুমার চৌধুরী এবং পরবর্তীতে শিষ্য আবদুর রহমান ও ভাগনে আবদুল তোয়াহেদকে দিয়ে লিপিবদ্ধ করিয়ে নিতেন।

এই সমগ্রে তাঁর সর্বশেষ প্রকাশিত গানের বই আমরা প্রথমে রেখেছি। তারপর পর্যায়ক্রমে পেছন-ফেরা। সবশেষে সংযোজিত হলো তার অগ্রন্থিত ১৫টি গান এবং পয়ারে লেখা ‘আত্মস্মৃতি’। অগ্রন্থিত গানগুলি বিভিন্ন সময়ে রচিত। নানা আসরে গানগুলো গীত হলেও কোনো বইয়ে স্থান পায়নি। বাউলপুত্র শাহ নুরজালাল এগুলো কপি করিয়ে দিয়েছেন। এই প্রথম এ ১৫টি গান গ্রন্থবদ্ধ হলো। ‘আত্মস্মৃতি’-তে পাঠকেরা তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঙ্গী হবেন। পরিশিষ্ট অংশে শাহ আবদুল করিমের গ্রন্থপরিচিতি দেওয়া হলো। সমগ্রের বাইরে বিভিন্ন শিল্পীর খাতায়, বাংলাদেশ বেতারে ধারণকৃত বিভিন্ন গানের অনুষ্ঠানসহ অন্যত্র আরও কিছু গান বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারে। এগুলো সংগ্রহ ও সঙ্কলনভুক্ত করা সময়সাপেক্ষ কাজ। ভবিষ্যতে তাঁর রচনাসমগ্র পূর্ণতা পাবে–এই আশাবাদ ব্যক্ত করা যায়।

রচনাসমগ্র সঙ্কলন ও গ্রন্থনায় স্বয়ং শাহ আবদুল করিমের নির্দেশনা ও অকুণ্ঠ সহায়তা পেয়েছি। এছাড়া বিভিন্নভাবে তপোধীর ভট্টাচার্য, আবুল ফতেহ ফাত্তাহ, মোস্তাক আহমাদ দীন, শাহ নূরজালাল, আবদুর রহমান, আবদুল তোয়াহেদ, নাজমুল হক নাজু ও সুমনকুমার দাশ সহযোগিতা করেছেন। সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

শুভেন্দু ইমাম

কালনীর কূলে

কালনীর কূলে

প্রথম প্রকাশ – নভেম্বর ২০০১
উৎসর্গ – শাহ নূরজালাল

১.

বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ
প্রশংসা আল্লার
এ বিশ্বের মালিক মৌলা
সে বিনে আর কেবা কার ॥

সেই সে পবিত্রজনে
স্মরণ করি দিল-ইমানে
নুরনবি পাক্‌পাঞ্জাতনে
দরুদ সালাম হাজারবার ॥

নবি ওলি পির গয়গাম্বার
আউলিয়া আম্বিয়া আল্লার
সবার কাছে সালাম আমার
আমি বান্দা গুনাগার ॥

পির মুর্শিদের চরণ ধরে
পিতামাতা ওস্তাদেরে
শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে
স্মরণ করি বারেবারে ॥

এই দুনিয়া মায়ায় ঘেরা
অল্প কয়দিন ঘোরাফেরা
যেদিন চলে গেল তারা
খুঁজলে খবর মিলে না আর ॥

মৌলাজির পাকদরবারে
শিষ্য-ভক্ত সহকারে
পানা চাহি করজোড়ে
আমি কাঙাল গুনাগার ॥

আবদুল করিম দীনহীনে
ভরসা রেখেছে মনে
একুল-সেকুল দু-জাহানে
পাইতে রহমত-দিদার ॥

২.

ওহে সর্বশক্তি, দাও আমারে মুক্তি
নাই ভাবভক্তি আমি গুনাগার ॥

ভক্তিভরে যেজন তোমারে করে স্মরণ
পুরাও তার আকিঞ্চন, তুমি হও তার

ডাকি সকাতরে দয়া করো আমারে
এ ভবসাগরে করে দাও পার ॥

বিশ্বব্যাপিয়া রয়েছ ছাপিয়া
পাই না খুঁজিয়া তোমার দিদার
প্রতি ঘটে ঘটে তব ধ্বনি ওঠে
হাটে মাঠে ঘাটে শুনি সে ঝংকার ॥

আমি অতি মূঢ়মতি, দয়া কর আমার প্রতি
তুমি যে বিশ্বপতি দয়ার ভাণ্ডার
তব স্নেহভরে আলো-আঁধারে
এ বিশ্বজুড়ে জীব ঘোরে অনিবার ॥

বাউল আবদুল করিম বলে, আশা না পুরাইলে
আশাতে প্রাণ গেলে কলংক তোমার
পাইলে তব দরশন পোরে মম আকিঞ্চন
এই মাত্র নিবেদন চরণে তোমার ॥

৩.

আল্লাহ গাফুরুর রাহিম নামে ডাকি তোমারে
ক্ষমা করো তুমি আমারে।
ভুল করেছি পদে পদে দরবারে
ক্ষমা করো তুমি আমারে ॥

রিপুর বশে কত করেছি গুনা
কবিরা সগিরা আর জানা-অজানা
করজোড়ে চাহি ফানা নতশিরে–
ক্ষমা করোল তুমি আমারে ॥

দয়া করে তুমি নিজে বলিলা
লা তান্নাতু মির রহমতুল্লা
আশ্বাসবাণী দিলা সবারে–
ক্ষমা করো তুমি আমারে ॥

ইন্নাল্লাহা মাআসোবিরিন রয়েছে বাণী
সবুরেতে মেওয়া ফলে অন্তরে জানি
আবদুল করিম সেই বাণী বিশ্বাস করে–
ক্ষমা করো তুমি আমারে ॥

৪.

দয়াল তুমি রাহমান রাহিম
দয়া করো ক্ষমা করো
তুমি আহকামুল হাকিম ॥

পড়িয়া এই ভবের ধাঁধায়
জীবন আমার বিফলে যায়
তুমি বিনা আমি অসহায়
এই ভবে হলেম এতিম ॥

তালাচাবি তোমার কাছে
আমার বলতে কী ধন আছে
তোমার খাইয়া জীবন বাঁচে
আমি যে চির খাদিম ॥

রাখো চরণ ছায়াতলে
দিও না দূরে ঠেলে
তুমি দয়াল আপন হলে
আর কিছু চায় না করিম ॥

.

৫.

বিশ্বপতি খোদা তোমার
মহিমা অপার
রাখো-মারো ভাঙো-গড়ো তুমি বিনে কেবা কার ॥

সবাই দেখি যার-তার ভাবে
এ জগতের সৃষ্ট জীবে
নামের মহিমা সবে
গাইতেছে অনিবার ॥

নামের ধ্বনি সর্বস্থানে ওঠে
বিরাজ করো প্রতি ঘটে
কুদরতে বুদ্ধি না খাটে
ভাবিলে নাই কূলকিনার ॥

স্বর্গ-মর্ত-আকাশ-পাতালে
আলো-আঁধারে কি অনল-অনিলে
কুল্লেশাইন মোহিত তুমি
অখণ্ড মণ্ডলাকার ॥

মন মজাও হে তোমার প্রেমে
নাম যে স্মরি দমে দমে

কয় বাউল আবদুর করিমে
ঘোচাও মনের অন্ধকার ॥

.

৬.

দয়াল নাম শুনিয়া
আশায় আছি চাইয়া
দয়ার বলে নেও না কোলে
কাঙাল জানিয়া ॥

জমি বাড়ি টাকা কড়ি
এই সমস্ত লইয়া
কামিনী-কাঞ্চনের নেশায়
আছি বন্দি হইয়া ॥

জালে বন্দি মীন বাঁচবে কয়দিন
জল গেলে শুকাইয়া
বেলা গেলে সন্ধ্যা হলে
আঁধার যাবে হইয়া ॥

ভাই-বন্ধুগণ কেউ নয় আপন
দেখি যে ভাবিয়া
সবাই একদিন যাইতে হবে
এই সমস্ত থইয়া ॥

আমি-বা কার কেবা আমার
পাই না যে খুঁজিয়া

করিম কাঁদে ঠেকছি ফাঁদে
আগে না বুঝিয়া ॥

.

৭.

দয়া করো দয়াল তোমার দয়ার বলে
কী দিয়া সেবিবে চরণ কাঙালে
জীবন-সাফল্য তোমায় পাইলে—
কী দিয়া সেবিবে চরণ কাঙারে ॥

কত ধনী-মানী জ্ঞানী-গুণী তোমার আশায়
বাদশাহি ছাড়িয়া কেহ জঙ্গলায়
পাইতে তোমায় জীবন-যৌবন দিয়াছে ঢেলে—
কী দিয়া সেবিবে চরণ কাঙালে ॥

রাবেয়া সঁপিয়া দিলেন দেহ-প্রাণ-মন
বলকের ইব্রাহিম ছাড়েন সিংহাসন
ওয়াসকরনি প্রেমিক সুজন জঙ্গলে—
কী দিয়া সেবিবে চরণ কাঙালে ॥

আবদুল করিম বলে তোমার আশা করে
ফরিদ উদ্দিন ছয়ত্রিশ বৎসর অনাহারে
মনসুর শুল্লিতে চড়ে হক নাম বলে—
কী দিয়া সেবিবে চরণ কাঙালে ॥

.

৮.

জন্মিয়া শুনেছি ভবে তুমি আছ
তুমি চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা
আকাশ বাতাস সৃজিয়াছ ॥

এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গড়ে
জীবসমষ্টি সৃষ্টি করে
প্রাণের প্রাণ হয়ে পরে
মিছরিতে মিঠা সেজেছ ॥

ছয় রিপুর যন্ত্রণায় পড়ে
ঘুরছে জীব এই সংসারে
ধর্মাধর্ম বিচার করে
কয়জনকে সে-জ্ঞান দিয়াছ ॥

মসজিদ-মন্দির-গির্জাঘরে
কেউ খোঁজে জঙ্গল-পাহাড়ে
আবদুল করিম বিশ্বাস করে
আমাতে তুমি রয়েছ ॥

.

৯.

এ জগতে ডাকে তোমায়
কত ভাবে কত জনে
কেহ ডাকে তন্ত্রেমন্ত্রে
কেহ ডাকে আকুল প্রাণে ॥

তুমি বলেছ নাকি
যে ডাকে তার কাছে থাকি

তাই তো এত ডাকাডাকি
নইলে ডাকবে কী কারণে ॥

বসিয়া ধর্মশালাতে
ডাকে যার যে বিধানমতে
সাড়া দাও কার ডাকেতে
সেই খবর কেউ না জানে ॥

এই যে দুনিয়াদারি
কেউ ভেবেছে স্বর্গপুরী
হয়ে তোমার প্রেমভিখারি
ঘর ছেড়ে কেউ গেল বনে ॥

হয়ে তোমার প্রেমরোগী
যে হয়েছে সর্বত্যাগী
আছ তুমি তাহার লাগি
আবদুল করিম পাই কেমনে ॥

.

১০.

তোমার খেলা বুঝে উঠা ভার
খেলা কী চমৎকার
তোমার খেলা বুঝে উঠা ভার।
অন্তর্যামী আছ তুমি
এই বিশ্ব ভুলের ভূমি
আমি নয় তুমি সর্বসার–
খেলা কী চমৎকার ॥

তোমার ইচ্ছায় এ সংসারে
সৃজিলে আদম-হাওয়ারে
বসাইতে এই ভবের বাজার।
আদম গড়া হলে পরে
আদমকে সজিদা করে
ফেরেস্তাগণ হুকুমে তোমার ॥

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু জানি
তোমাকে মুনিব মানি
আদম হলো মাটির তৈয়ার।
মকরম এই বির্তক করে
রইল সে দূরে সরে
লান্নতের তক্ত গলে তার ॥

আদমের কালবে ছিলা
ফেরেস্তার সজিদা নিলা
বুঝিয়া মকরম গুনাগার।
সব ফেরেস্তার মাস্টার
ছিল হিংসার ফলে লান্নত নিল
করিম বলে করে অহংকার ॥

.

১১.

ডাকলে দয়া করো বলে
সকলের জানা
তাই তো এত ডাকাডাকি
সবাই চায় তোমার করুণা ॥

মকরম তোমার ভক্ত ছিল
ফেরেস্তার মাস্টারি নিল
একটি কথায় গোল বাঁধিল
রেহাই দিলায় না ॥

হুসেনকে কারবালাতে
নিদারুণ পিপাসাতে
এক বিন্দু পানি দিতে
কে করলো মানা ॥

নাম দিয়াছ দয়াল বলে
শিশু মরে মায়ের কোলে
পাষাণে মাথা ভাঙ্গিলে
দয়া করো না ॥

গরিব কাঙাল দুঃখীজনে
দয়া মাগে নিশিদিনে
দুঃখ বাড়ে দিনে-দিনে
মিছে ভাবনা ॥

দয়া যদি না করিবে
দয়াল নাম তোর মুছে যাবে
নইলে পাপী উদ্ধার পাবে
কিসের ভাবনা ॥

কোনো দিন তোমার দয়ায়
পাপী যদি উদ্ধার পায়
আবদুল করিম বলে তোমায়
পুরবে আমার মনোবাসনা ॥

.

১২.

দয়াল বলে ডাকে তোমায় কাঙালে
মুক্ত করে দাও গো দয়াল
বন্দি আছি মায়াজালে ॥

তুমি যে হও জগৎস্বামী
তুমি সবার অন্তর্যামী
এই আবেদন করি আমি
পাই যেন অন্তিমকালে ॥

যখন যে বিপদে পড়ে
তার ভাষায় সে স্মরণ করে
প্রাণ খুলে যে বলতে পারে
নিজের ভাষায় বলিলে ॥

বিফলে জীবন চলে যায়
উদ্ধারিয়া লও গো আমায়
বাংলাভাষাতে তোমায়
বলে করিম বাঙালে ॥

১৩.

আমি কী করিব রে
প্রাণনাথ তুমি বিনে
সোনার অঙ্গ পুড়ে আঙ্গার
হলো দিনে-দিনে রে
প্রাণনাথ তুমি বিনে ॥

আসা-যাওয়া সার হয়েছে
নিয়তির বিধানে
জন্ম-জরা-যমযাতনা
সব তোমার অধীনে রে
প্রাণনাথ তুমি বিনে ॥

আশেক যারা জানে তারা
মন দিয়া মন কিনে
প্রেমসাগরে বাইলে বঁড়শি
ধরে রসের মীনে রে
প্রাণনাথ তুমি বিনে ॥

চির-অপরাধী আমি
বাঁধা আছি ঋণে
তোমার কাছে ক্ষমা চাহে
করিম দীনহীনে রে
প্রাণনাথ তুমি বিনে ॥

.

১৪.

নবির ভেদ কে জানতে পারে
জানি মনপ্রাণে এ তিনভুবনে
নবির সমান খোদায় কেউরে না করে ॥

আপে সাঁই নিরঞ্জন প্রেমেরই কারণ
নবিকে করলেন সৃজন আপনার নুরে
আপে পরোয়ারে আদর করে
দোস্ত বলে ডাকলেন যারে ॥

সেতারার ছিলেন সাজ হজরত আলী মাথার তাজ
দুই ইমাম কানের দুল-দুল ছিলেন দু-ধারে
মা জহুরা গলার হার ছিলেন কী বাহার
ছিলেন নবি আরশ-উপরে ॥

সাজরাতুল একিনে অতিশয় গোপনে
ছিলেন নবিজি ময়ুর-আকারে
সামনে আয়না ধরে পা রাব্বানা
রুহুগণের সৃজন করে ॥

আওয়ালে আহাদ দুওমে আহাম্মদ
ছিয়মে মোহাম্মদ নামটি ধরে
আবদুল করিম বলে এ ভূমণ্ডলে
প্রকাশ হলেন নবি মক্কা শহরে ॥

.

১৫.

সর্বধনে ধনী তুমি
আমি যে কাঙাল
আউলিয়া শাহজালাল ॥

পাক নুরেতে নুরনবি
সেই নুরে তোমার ছবি
প্রশংসা কী বলবে কবি
ভাবিয়া বেহাল—
আউলিয়া শাহজালাল ॥

ছিলা তুমি ইয়ামনি
অমূল্য পরশমণি
তুমি যে রহমতের খনি
কুদরত কামাল—
আউলিয়া শাহজালাল ॥

এ দেশবাসীর ভাগ্য ভালো
আঁধারে পাইল আলো
ভক্তগণে লুটে নিল
প্রেম ভাণ্ডারের মাল—
আউলিয়া শাহজালাল ॥

পাগল আবদুল করিম বলে
আশায় জীবন গেল চলে
দয়ালের দয়া হলে
ভয় কী একাল-সেকাল—
আউলিয়া শাহজালাল ॥

.

১৬.

ইয়ামন হতে আইলায় দয়াল
শাহজালাল আউলিয়া
যুগের আঁধার মাঝে
নুরের আলো জ্বালাইয়া ॥

আউলিয়া পরশ জানি
নায়েবে রাসুল মানি

আশেকের শিরোমণি
তুমি গুণে গুণিয়া ॥

প্রেমিকজনে প্রেমখেলায়
আমি আছি ভবজ্বালায়
উদ্ধারিয়া লও না আমায়
প্রেমের নৌকায় তুলিয়া ॥

আশেক-প্রেমিক-ভক্তগণে
শান্তি পায় গুণগানে
আবদুল করিম দীনহীনে
কাঁদে জনম ভরিয়া ॥

.

১৭.

শাহজালাল ইয়ামনি ওলির দরবারে
কত রঙের মানুষ আসে প্রেমের বাজারে ॥

বাসনা-কামনা নিয়া রোগী-ভোগী সব মিলিয়া
দয়া চায় হাত তুলিয়া, সকাতরে ॥

ভালো মানুষ আসে যারা ভালো ভালো পোষাক পরা
আতর-গোলাপ ছিটায় তারা জিয়ারত করে ॥

ফকির যারা নাম ধরেছে অন্য এক ভাবে পড়েছে
কেউ গায় কেউ নাচে কেউ জিকির পড়ে ॥

আরেক দল ফকিরের ধারা গান করেন যন্ত্র ছাড়া
পাক-পবিত্র হয়ে তারা বসেন উপরে ॥

আমি সবার কাছে যাই, আমি সবার করিম ভাই
আমার কোনো বিভেদ নাই আমার বিচারে ॥

.

১৮.

ওগো শাহপরান আউলিয়া
এই দেশে আসিলায়
কী ধন সঙ্গে নিয়া ॥

কী ধন দিতে কী ধন নিতে
কী মনে ভাবিয়া
জন্মস্থান ছেড়ে আইলায়
সর্বত্যাগী হইয়া ॥

মজাররদে ওলি তুমি
তুমি গুণে গুণিয়া
দুই কুলের বাদশাহ হলে
কোন পরশ পাইয়া ॥

প্রেমিক ভক্ত আশেক যারা
তোমার নাম শুনিয়া
দরগা জিয়ারতে আসে
দেওয়ানা হইয়া ॥

না দেখিয়া না চিনিয়া
মনে আশা নিয়া
ভক্তগণ কাঁদে তোমার
দরবারে বসিয়া ॥

করিম বলে আছ তুমি
লা-মউত হইয়া
দাও তোমার রহমতের ছায়া
কাঙাল জানিয়া ॥

.

১৯.

ওগো আল্লার ওলি শাহপরান
দয়াল বলে ভক্ত সবাই
গায় যে তোমার গুণগান—
আল্লাহর ওলি শাহপরান ॥

শাহজালালের সঙ্গী হলে
মুখে আল্লা-আল্লা বলে
সিলেটে আসিলে চলে
ছেড়ে দিয়ে জন্মস্থান–
আল্লার ওলি শাহপরান ॥

ভোগী নয় ত্যাগী জানি
তাই তো দিল-ইমানে মানি
দূর করে দাও পেরেশানি
করো তোমার দয়া দান–
আল্লাহর ওলি শাহ পরান ॥

বাউল আবদুল করিম বলে
দয়াল তোমার দয়া হলে
ইহকাল-পরকালে

পাইব রহমত আসান–
আল্লার ওলি শাহ্পরান ॥

.

২০.

খাজা তোমার নামের ধ্বনি
জগৎ জুড়ে শুনতে পাই
সবাই তোমায় ভালোবাসে
হিন্দু-মুসলিম প্রভেদ নাই ॥

চিশতিয়া তরিকা তোমার
আজমিরে রয়েছে মাজার
ভক্তগণের প্রেমের বাজার
প্রেমসাগরে খেলে লাই ॥

হয়ে তোমার প্রেমে পাগল
আশেকে গায় প্রেমের গজল
আছে এতে আসল-নকল
ভক্তি বিনা মুক্তি নাই ॥

পড়ে ছয় রিপুর কবলে
এ জনম গেল বিফলে
বাউল আবদুল করিম বলে
আমি তোমার দয়া চাই ॥

.

২১.

পিরানে পির আমার
আব্বাস ক্বারি নাম যাঁহার
হাজারো সালাম আমার
সেই চরণে ॥

চরমহল্লা সাধকপুর
ভক্তজনের মনচোর
কাটিয়া মায়ার ডোর
রইলেন গোপনে ॥

আউলিয়া-সরদার করে
ভেজিলেন পরোয়ারে
স্মরণ করি শ্রদ্ধাভরে
দিল-ইমানে ॥

পদছায়া যে পাইবে
সর্বধনে ধনী হবে
অনায়াসে তরে যাবে
জিয়ন মরণে ॥

আমি কাঙাল দীনহীন
আমায় না বাসিও ভিন
ভাব ভক্তির নাহি চিন
পাব কেমনে ॥

ধন্য মৌলা আব্বাস ক্বারি
প্রেমবাগান তৈয়ার করি
ফুল ফুটাইলেন সারি সারি
সেই বাগানে ॥

আশেক ভ্রমরা যারা
মধুপানে লিপ্ত তারা
হয়ে আমি সর্বহারা
বাঁচি কেমনে ॥

বাউল আবদুল করিম বলে
দয়াময় নাম সম্বলে
অকূলে কূল পাব বলে
ভরসা মনে ॥

ধরছি পাড়ি একেলা
আকাশে নাই রে বেলা
ভরসা মুর্শিদ মৌলা
এই নিদানে ॥

.

২২.

প্রাণের প্রাণ মুর্শিদ আমার
মৌলা বক্স নাম যাহার
চরণেতে জানাই আমি
সালাম হাজার হাজার ॥

যুগের শেষে এসে যখন
জন্ম নিলেন এ ধরায়
জেলা হয় সুনামগঞ্জ
জন্মস্থান হয় উকারগাঁয়
শরিয়তে পায়বন্দ ছিলেন
তরিকতের রাহাদার

সুফি সাধক ছিলেন
মারিফত করে বিচার ॥

শিষ্য ভক্ত আশেকগণ
সবারে করে কাঙাল
তেরোশো আটান্ন সনে
করলেন তিনি ইন্তেকাল
নূরের বাতি নিভে যেদিন
হয়ে গেল অন্ধকার
আষাঢ় মাসের নয় তারিখ
ছিল সেদিন রবিবার ॥

ভক্তবৃন্দ আছে কত
করে সদা গুণগান
খাঁটি প্রেমের প্রেমিক যারা
তাদের জন্য বর্তমান
বাউল আবদুল করিম বলে
ইজ্জতে আশেক সবার
ইহকাল পরকালে
পাইতে রহমত দিদার ॥

.

২৩.

মরি হায় হায় রে গুণগান গাই
মৌলা বক্স মুন্সি সাহেবের
গুণের সীমা নাই–
মরি হায় হায় রে ॥

ধন্য মৌলা বক্স মুন্সি
উকারগ্রামে বাড়ি
কলির যুগে করে গেলেন
আশ্চর্য ফকিরি—
মরি হায় হায় রে ॥

শরিয়তে পায়বন্দ ছিলেন
মারিফতে রাজা
কীভাবে কী করে গেলেন
যায় না কিছু বোঝা–
মরি হায় হায় রে ॥

ভক্তবৃন্দ আছে যারা
গুণগান করে
উরুস মোবারক হয়
বৎসরে বৎসরে–
মরি হায় হায় রে ॥

চরণেতে জানাই আমি
হাজারো সালাম
বাউল আবদুল করিম যার
চরণের গোলাম–
মরি হায় হায় রে ॥

২৪.

আউলিয়া ইব্রাহিম মস্তান
মোকাম শ্রীপুর

ভক্ত হলে কাছে মিলে
নইলে বহুদূর ॥

না জানি কী ভেবেছিলেন
ঘরবাড়ি ছাড়িয়া দিলেন
বন-জঙ্গল কত ঘুরিলেন
কাটিয়া মায়ার ডোর ॥

প্রেমের মালা দিয়া গলে
আধ্যাত্মিক সাধনার বলে
রঙবেরঙের খেলা খেলে
ভক্তজনের মনচোর ॥

অটল পুরুষ মহামতি
পির বলে রয়েছে খ্যাতি
চেহারায় চান্দের জ্যোতি
পেশানিতে ভাসে নুর ॥

মনে সদা এই আকিঞ্চন
পাইতে সে রাঙা চরণ
স্বরূপে হইলে মিলন
দুঃখের নিশি হবে ভোর ॥

পির মুর্শিদের আশ্রয় নিলে
অকূলেতে কূল মিলে
বাউল আবদুল করিম বলে
আমি হই এক দিনমজুর ॥

.

২৫.

তোরা আও আও রে
আশেক ভক্ত ভাই
ইব্রাহিম মস্তান সাহেবের
গুণগান গাই ॥

বিশ্বনাথ থানায় বাড়ি
শ্রীপুরে বাসা
পশ্চিম দিকে হাসন রাজার
রঙের রামপাশা ॥

হাসন রাজা ছিলেন একজন
মরমি কবি
ইব্রাহিম মস্তান হলেন
মারিফতের ছবি ॥

চেহারায় নুরের জ্যোতি
দেখতে মনোহর
বনজঙ্গলে ঘুরলেন কত
ছেড়ে বাড়ি ঘর ॥

কী চাহিলেন কী পাইলেন
এই ভাবনা করি
কলির যুগে করে গেলেন
আশ্চর্য ফকিরি ॥

ইব্রাহিম মস্তান হলেন
মজাররদে ওলি

জামানা আখেরি রে ভাই
এসেছে ঘোর কলি ॥

মুর্শিদ মৌলা বক্স মুন্সি
দিল-ইমানে জানি
ইব্রাহিম মস্তান সাহেবকে
পির বলিয়া মানি ॥

ভক্তবৃন্দ আছে যারা
গুণগান করে
উরস মোবারক হয়
বৎসরে বৎসরে ॥

আমি রইলাম অন্ধকারে
তারা পাইল আলো
বাউল আবদুল করিম বলে
ভাগ্য যাদের ভালো ॥

.

২৬

মুর্শিদের কাছে আমি কেন যাই
কার কাছে কী বলিব
কেন তার গুণগান গাই ॥

আমি হলেম চিররোগী
ভব-ব্যাধিতে ভুগি
হয়েছি দোষের ভাগী
কত মন্দ শুনি তাই।

মুর্শিদের আশ্রয় নিলে
মনপ্রাণ বিকাইয়া দিলে
ভবব্যাধির ঔষধ মিলে
এছাড়া আর উপায় নাই ॥

মুর্শিদ আঁধারের বাতি
ভক্তজনের চিরসাথি
ঔষধ হোমিওপ্যাথি
খাইলে রয় না রোগ বালাই
অভক্ত তার কাছে যায় না
তাই তো সে সন্ধান পায় না
দয়াল সে-জন পয়সা চায় না
বিনামূল্যে ঔষধ পাই ॥

ঔষধ নয় সুধা যাচে
সুধা মিলে প্রেমের গাছে
ভক্তজন খেয়ে বাঁচে
অভক্তের কপালে ছাই।
সর্বহারা হয়ে পরে
আবদুল করিম চিন্তা করে
মুর্শিদের চরণ ধরে
স্বরূপে রূপ দেখতে চাই ॥

.

২৭

মুর্শিদের প্রেমবাজারে
কে যাবে রে আয়

যেতে যদি হয় বিলম্ব নয়
চল যাই সকালবেলায় ॥

মনে মনে যোগ পড়িলে
সময়ে রাস্তা ধরিলে
সুজনের সঙ্গ করিলে
সুবাতাসে প্রাণ জুড়ায় ॥

সেই বাজারে যারা যাবে
মন্ত্র নয় মন্ত্রণা পাবে
বেচা-কেনা ভাবে-ভাবে
বিনা মূল্যে মাল বিকায় ॥

পঞ্চরসের রসিক হলে
মিশে যায় পাগলের দলে
বাউল আবদুল করিম বলে
আমার দিন বিফলে যায় ॥

.

২৮

লাইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদ রাসুলুল্লাহ
নামের মালা জপ না
ঐ নাম করো সার, ঘুচিবে আঁধার
সময় গেলে আর হবে না ॥

স্বরূপে সাধন, শুদ্ধ করো মন
মুর্শিদের চরণ ভজ না।
দমের কোঠায় দিয়া তালা

ঐ নাম জপ নিরালা
ত্রিতাপ জ্বালা রবে না ॥

নামে আছে প্রেমসুধা
খাইলে রয় না ভবক্ষুধা
আপন হতে খোদা জুদা ভেব না
পরশে পরশ মিলে হয় সরস
ক্বালবে আরশ মক্কা মদিনা ॥

বন্দি হয়ে মায়াজালে
জীবন গেল বিফলে
প্রেমসাগরের অতল জলে ডুব দিলে না
খুঁজলে পাবে দেখা কোথায় প্রাণসখা
আবদুল করিম বোকা, বোঝে না ॥

.

২৯.

দমে দমে পড় জিকির
লাইলাহা ইল্লাল্লাহ
নাম ছাড়া দম ছাড় যদি
ঠেকবে হিসাবের বেলা ॥

একুল সেকুল দুজাহানে
তরে যাবে নামের গুণে
টের পেয়েছে আশেকগণে
কোন কলে খেলে মৌলা ॥

মুর্শিদের আওয়াজের বলে
বালকের ক্বলব খোলে
দমের কোঠায় চাবি দিলে
দেখবে রে নুরের খেলা ॥

বন্দি হয়ে মায়াজালে
ভবের জনম যায় বিফলে
বাউল আবদুল করিম বলে
ভরসা মুর্শিদ মৌলা ॥

.

৩০

আল্লাহর নাম লইলাম না রে
ও মন ভুলে পড়ে
ও নাম লইলাম না লইলাম না
লইলাম না রে ॥

আল্লাহ আল্লাহ বল মন রে
আল্লাহ কর সার
নামের গুণে হইতে চাই
ভবসিন্ধু পার ॥

তনের মাঝে আল্লা-নবি
নাহি হয় ভিন
সময় থাকিতে মন
তুই তোরে চিন ॥

বাউল আবদুল করিম বলে
মন পবিত্র করো
এক নামে তরিয়া যাইতাম
কিবা ছোটো-বড় ॥

.

৩১

প্রাণনাথ হে
মনপ্রাণ তোমারে দিলাম না।
ভবমায়ায় ভুলে আমি
তোমার খবর নিলাম না–
মনপ্রাণ তোমারে দিলাম না ॥

শিশুকালে ছিলাম ভালো
আদরে মায়ের কোলে
যৌবনে মায়ার বাঁধনে
পড়িয়াছি গোলমালে
ভবসাগরের অতল জলে
কূল-কিনারা মিলে না ॥

তুমি স্রষ্টা তোমার সৃষ্টি
তুমি তো জগতের মূল
তুমি যারে করো দয়া
অকূলে তার মিলে কূল
দরবারে করে থাকি ভুল
করো তুমি মার্জনা ॥

বেলা গেল সন্ধ্যা হলো
পড়িয়াছি বিপাকে
জাহাজ নৌকা ঐ নদীতে
ডুবেছে লাখে লাখে
পড়ে নদীর ঘূর্ণিপাকে
ডুবলে কেউ আর ভাসে না ॥

দয়াময় নামটি তোমার
রয়েছে জগৎ জুড়ি
বাউল আবদুল করিম তোমার
স্নেহ-দয়ার ভিখারি
বাঁচি কিবা ডুবে মরি
তোমায় যেন ভুলি না ॥

.

৩২

কাঙালের বন্ধু রে
কাঙাল জেনে দয়া কর মোরে
আশায় নিরাশ করিও না
বলি করজোড়ে ॥

আকাশে নয় পাতালে নয়
নহে তুমি দূরে
স্বরূপেতে আছ জানি
ভক্তের অন্তরে ॥

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ
সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে

ভাণ্ডারের ধন করে হরণ
নিল মদনা চোরে ॥

কামসাগরে ছাড়লাম তরী
যৌবনের আষাঢ়ে
রিপুর বশে বশী হয়ে
পড়লাম ঘোর আঁধারে ॥

সঙ্গীহারা অধর্মরা
কে রাখবে আদরে
কালনী নদীর তীরে করিম
আছে কুঁড়েঘরে ॥

.

৩৩

নাম সম্বলে ছাড়লাম তরী
কূল দাও কি ডুবিয়া মরি ॥

তুমি কাঁদাও তুমি হাসাও
তুমি ডুবাও তুমি ভাসাও
তুমি মার তুমি বাঁচাও
ভাঙাগড়া সব তোমারই ॥

পড়ে দয়াল ঘোর বিপদে
ভার দিয়াছি তোমার পদে
পাড়ি দাও নির্বিবাদে
তুমি নিজে হও কাণ্ডারি ॥

আবদুল করিম ভাবছে এবার
মিছে কেবল আমার আমার
নৌকা তোমার পুঁজি তোমার
আমি তোমার সব তোমারই ॥

.

৩৪

ডাকছে কাঙাল ওগো দয়াল
কেমন করে যাই ওপারে
আর কতদিন থাকবো দয়াল
এই ভব কারাগারে ॥

আমি বা কার কেবা আমার
আপন আমি বলবো কারে
কত আমি চলে গেল
খুঁজলে কি আর মিলে তারে ॥

গেলে কেউ ফিরে আসে না
ডুবলে তরী আর ভাসে না
সুখ-দুঃখে কাঁদে-হাসে না
কেউ কি তারে রাখতে পারে ॥

সম্পর্ক সব ছেড়ে দিয়া
যায় যে চির বিদায় নিয়া
আবদুল করিম কয় ভাবিয়া
স্মৃতি থাকে এই সংসারে ॥

.

৩৫

কও গো দয়াল
এখন আমার কী গতি
বেলা গেল সন্ধ্যা হলো
কেউ নাই মোর সঙ্গের সাথি ॥

একাকী চলেছি পথে
সামনে আঁধার রাতি
নির্ধনের ধন পরশরতন
তুমি আঁধারের বাতি ॥

কেউ বলে দয়াল দাতা
কেউ বলে জগৎপতি
করিম বলে তুমি আমার
দেহরথের সারথি ॥

.

৩৬

অকূলে পড়িয়া ডাকি
ওগো দয়াময়
তোমার আশা নাম ভরসা
আমার যে আর কিছু নয় ॥

পড়ে আছি ঘোর আঁধারে
আর আমি ডাকিব কারে
তুমি থাকতে ভবপারে
কাঙালের কিসের ভয় ॥

দয়াময় নামটি ধরো
বাঁচাও মারো ভাঙো গড়ো
সকলই যে তুমি করো
সৃষ্টি এবং স্থিতি-লয় ॥

দয়া করো বলে তুমি
দয়াল বলে ডাকি আমি
তুমি যে জগৎস্বামী
তুমি দয়াল বিশ্বময় ॥

মহা অপরাধী আমি
বলব কী সব জানো তুমি
তুমি সবার অন্তর্যামী
বাউল আবদুল করিম কয় ॥

.

৩৭

আল্লার বাড়ি মক্কাশরিফ
বোঝে না মন পাগলে
ব্যক্তি নয় সে শক্তি বটে
আছে আকাশ-পাতালে ॥

খোদে খোদা প্রতি ঘটে
আল্লা আছে বিশ্বময়
ক্বালবে মোমিন আর্শে আল্লা
হাদিসে তার প্রমাণ রয়
কী করে পাই তার পরিচয়
নিজে শুদ্ধ না হলে ॥

আল্লা-নবি কী বলেছেন
এই হলো আসল বিষয়
শা-রগ হতে আরও কাছে
বলছেন আল্লা দয়াময়
তাহলে সবার মধ্যে রয়
বিচার করো আসলে ॥

সে যে হয় দয়াল দাতা
নাম রাহমানুর রাহিম
কাঙালকে করেন দয়া
আমি গুনাগার আজিম
বলে বাউল আবদুল করিম
বন্দি আছি মায়াজালে ॥

.

৩৮

আসল কাজে ফাঁকি দিয়া রে
মন তুই আর চলিবে কতদিন
শোধ হলো না মহাজনের ঋণ ॥

মন রে, ভবের বাজারে আইয়া
ছয় রিপুর সঙ্গ পাইয়া রে
কামিনী কাঞ্চন চাইয়া রে
মন তোর আপনজন বাসিলে ভিন ॥

মন রে, চিন্তা করে দেখতে হবে
কেউ তো রইল না ভবে রে

একা একদিন যাইতে হবে রে
মন তোর সঙ্গী নাই কেউ যাবার দিন ॥

মন রে, বাউল আবদুল করিম ভাবে
কেন বা আসিলাম ভবে রে
ভবের জনম বিফল যাবে রে
আমার মনপাগলা বড় কঠিন ॥

.

৩৯

মন পাগলা তুই লোকসমাজে
লুকি দিয়ে থাক
মনমানুষ তোর মনমাঝে
আছে রে নির্বাক ॥

মনে মনে করো ভাবনা
সঙ্গী বিবেক বিবেচনা
মন না দিলে মন মিলে না
দিয়ে হাজার লাখ ॥

লাগে না তো ডাকাডাকি
তোর সঙ্গে তার মাখামাখি
পিঞ্জিরাতে প্রেমের পাখি
যত্ন করে রাখ ॥

অন্তর্যামী আছে যেজন
সে জানে তোর অন্তর কেমন

চায় না বাহিরের আবরণ
বাহিরের পোষাক ॥

স্মরণে চরণ মিলে
বাউল আবদুল করিম বলে
আশেক হলে মাশুক মিলে
ডাকে নাই যার ফাঁক ॥

.

৪০

ভবসাগরের নাইয়া
মিছা গৌরব করো রে
পরার ধন লইয়া।
একদিন তোমার যাইতে হবে।
এই সমস্ত থইয়া রে
পরার ধন লইয়া ॥

পরার ঘরে বসত করো
পরার অধীন হইয়া
আপনি মরিয়া যাইবায়
এই ভব ছাড়িয়া রে
পরার ধন লইয়া ॥

কী ধন লইয়া আইলায় ভবে
কী ধন যাইবায় লইয়া
ভবে আইয়া ভুলিয়া রইলায়
ভবের মায়া পাইয়া রে
পরার ধন লইয়া ॥

বাউল আবদুল করিম বলে
মনেতে ভাবিয়া
মন্ত্র না জানিয়া ঠেকলাম
কালসাপিনী লইয়া রে
পরার ধন লইয়া ॥

মামাঝি তোর মানবতরী
ভবসাগরে ভেসে যায়
বেলা গেলে সন্ধ্যা হলে
পাড়ি দেওয়া হবে দায় ॥

যারা সুজন বেপারি
সুসময়ে ধরে পাড়ি
দয়াল নামে গেয়ে সারি
অনুরাগের বৈঠা বায় ॥

ভবসাগরের পাকে পড়ে
কেউ বাঁচে কেউ ডুবে মরে
ভক্তজনে আশা করে
অকূল কূল পাইতে চায় ॥

সামনে আঁধার রাতি
কেউ নহে কার সঙ্গের সাথি
মুর্শিদ ইমানের বাতি
যেজনে সেই পরশ পায় ॥

·

ও মনমাঝি রে
অকূল সাগরে তোমার নাও
অকূলেতে কূল মিলিবে
মুর্শিদ যদি পাও ॥

ছয় রিপুকে বাধ্য করে
প্রেমের বৈঠা বাও
ভাঙা তরী বিপদ ভারি
সাবধানে চালাও ॥

ভালো-মন্দ বলুক লোকে
করিও না রাও
করিম বলে প্রাণ সঁপে দাও
মুর্শিদের পাও ॥

.

৪৩

মন মুসল্লি ভাই
শরিয়তে আছ তুমি
তরিকতে নাই
তরিকতে নাই
তুমি হকিকতে নাই ॥

হকিকতের হক বিচারে
মন পবিত্র হলে পরে
দেখতে পাবে আপন ঘরে
আল্লা আলেক সাই ॥

হও যদি খাঁটি মুসলমান
বাহির-ভিতর করো সমান
যে হবে মুনাফিক নাদান
নরকে তার হবে ঠাঁই ॥

আসা-যাওয়া করে দমে
দিনে দিনে আয় কমে
কয় বাউল আবদুল করিমে
মরণকালে চরণ চাই ॥

.

৪৪

হিংসাখোরগণ বলে এখন
আবদুল করিম নেশাখোর
ধর্মকর্মের ধার ধারে না
গানবাজনাতে রয় বিভোর ॥

হিংসা অহংকার করা
মোমিনের কর্তব্য নয়
আদমকে হিংসা করিয়া
মকরম আবেদ শয়তান হয়
বুঝিতে হয় আসল বিষয়
হিংসা নিন্দা করে দূর ॥

হিংসাখোরগণ ধার্মিক নয়
করে দেখো সুবিচার
অহিংসা পরম ধর্ম
জ্ঞানী বলেন বারেবার

আল্লা-রাসুলের বাজার
কেউ ধনী কেউ দিনমজুর ॥

মসজিদকে খোদার ঘর বলি
মন্দির ভগবানের ঘর
আসলে খোদার আরশ
হয় মোমিনের অন্তর
যে করে তার নিজের খবর
আমি বলি সে চতুর ॥

মানুষের সঙ্গ করিলে
মানুষ তখন মানুষ হয়
জন্ম-জরা-যমযাতনা
থাকে না তার কোনো ভয়
বাউল আবদুল করিমে কয়
নয়ন রাখো মাশুকপুর ॥

.

৪৫

এয়ার কন্ডিশন মেশিন আছে
মায়ের কাছে
মাইয়ায় কেউরে হাসায়
কেউরে কাঁদায়
কলের পুতুল কলে নাচে ॥

চুম্বকে করে আকর্ষণ
পুরুষের ধন করে হরণ

শীত-গরম করে নিয়ন্ত্রণ
মানুষ তৈয়ার করিতেছে ॥

স্রষ্টার যে সৃষ্টিধারা
এই ভবে আসিল যারা
মায়ের গর্ভে সবাই গড়া
এতে কি আর দ্বিমত আছে ॥

মাইয়াতে রয়েছে শান্তি
ঠিক করে নেও ভাবকান্তি
দূর হলো যার ভুল-ভ্রান্তি
আঁধারে আলো জ্বলেছে ॥

ব্যভিচার করবে যারা
জবাবদিহি হবে তারা
আবদুল করিম বুদ্ধিহারা
কী হবে তাই ভাবিতেছে ॥

.

৪৬

আগে বাইদ্যার সঙ্গ না করে
কালসাপিনী ধরতে গেলাম
সাহসের জোরে
ফণা ধরলো ছোবল মারলো
বিষে অঙ্গ কেমন করে ॥

ওঝা বৈদ্যের কাছে গেলাম
কত শতবার

কিছুতেই আর শান্তি হয় না
দিল বেকারার
ডাক শোনে না মন্ত্র মানে না
ঝাড়লে বিষ উজান ধরে ॥

বাইদ্যা যারা জানে তারা
সাপ ধরিবার কল
বাঁশির গানে ডেকে আনে
বাঁশিতে কৌশল
সাপিনী দেখিলে তারে
অমনি মাথা নত করে ॥

পঞ্চরসে মাখা যেজন
শুদ্ধ শান্ত হয়
কালসাপিনী দংশিলে
তার মরণের নাই ভয়
সে জানে সুধা কোথায় রয়
খেয়ে যায় অমরপুরে ॥

মায়াবিনী কালসাপিনী
এই করিম বলে
মহামন্ত্র না জানিলে
দংশে কপালে
গুরুবস্তু ঠিক থাকিলে
সেজন সাপ ধরতে পারে ॥

.

সাহস বিনা হয় না কখনো
প্রেম-পিরিতি
প্রেমে মন দিলাম প্রাণ দিলাম
করতে হয় এই প্রতিশ্রুতি।

প্রেমিকের নাই আশয়-বিষয়
করে না কুলমানের ভয়
তার ভাবে সে রয় সব সময়
জ্ঞান থইয়া পাগলের মতি ॥

প্রেমভাবে যে যারে চায়
লক্ষ্য স্থির হইলে সেথায়
আপনাকে হারিয়ে যায়
দেখিলে সেই রূপজ্যোতি ॥

বাউল আবদুল করিম বলে
প্রেমে বিচ্ছেদ ঘটিলে
ভাসিতে হয় নয়নজলে
কেউ হয় না এই দুঃখের সাথি ॥

.

৪৮

ঘৃণা লজ্জা ভয় থাকিতে
প্রেম হবে না
যে করে আত্মসমর্পণ
তার প্রেমে আর গোল বাধে না ॥

প্রেমের বাতাস লাগে যার গায়
দেখলে তারে চেনা যায়
প্রমাণ দেয় ভাবভঙিমায়
আত্মসুখের ধার ধারে না ॥

পঞ্চরসে মাখা যেজন
রসিক সুজন সে মহাজন
অন্তরে তার পরশরতন
সে করে স্বরূপ সাধনা ॥

শুদ্ধপ্রেম যার ভাগ্যে ঘটে
আঁধারে তার চন্দ্র ওঠে
আবদুল করিম প্রেমের হাটে
সময়ে যাইতে পারল না ॥

.

৪৯

কেউ বলে দুনিয়া দোজখ
কেউ বলে রঙের বাজার
কোনো কিছু বলতে চায় না
যে বুঝেছে সারাসার ॥

এ সংসারের ভোজবাজি
বোঝে না মন বড় পাজি
আসল কাজে হয় না রাজি
বুঝাইলে বোঝে না আর ॥

এই ভবে আসিল যত
আসলে কেউ রইল না তো
আসা-যাওয়া অবিরত
যাবার বেলা কেউ নয় কার ॥

মহামানব আসলেন যারা
আসলে সর্বহারা
ভোগী নয় ত্যাগী তারা
নবি ওলি পয়গাম্বার ॥

কী হইবে শেষের দিনে
সদা এই ভাবনা মনে
আবদুল করিম দীনহীনে
ভাবিতেছি অনিবার ॥

.

৫০

এলিম শিখলে আলেম হয় না
আমল না হলে
দেহমন পবিত্র হলে
ইমানের বাতি জ্বলে ॥

শুনি জ্ঞানী-গুণীর বচন
চরিত্র পবিত্র ভূষণ
নিজে হলে সংশোধন
মন তখন পথে চলে ॥

লম্বা দাড়ি টুপি পিরহানে
আল্লা-নবির গুণগানে
মনে যদি অহংকার আনে
সব যাবে রসাতলে ॥

আসছ ভবে যাইতে হবে
চিরদিন কি ভবে রবে
সুখ-দুঃখ ভোগ করিবে
আপনার কর্মফলে ॥

কাম ক্রোধ লোভ মোহ আর
ছাড়িলে হিংসা অহংকার
ঘুচে যাবে মনের আঁধার
বাউল করিম বলে ॥

.

৫১

আমি গান গাইতে পারি না
গানে মিলে প্রাণের সন্ধান
গান গাওয়া মোর হলো না ॥

জানি না ভাব-কান্তি
গাইতে পারি না সে গান
যে গান গাইলে মিলে
আঁধারে আলো সন্ধান
গান গাইলেন লালন রাধারমণ
হাসন রাজা দেওয়ানা ॥

আরকুম শাহ ফকির শিতালং
বলেছেন মারফতি গাও
সৈয়দ শাহনুরের গানে
শুকনাতে দৌড়াইলেন নাও
করিম বলে প্রাণ খুলে গাও
গাইতে যার বাসনা ॥

.

৫২

মানবতত্ত্বের কী মাহাত্ম্য
বোঝে কয়জনে
মানবতত্ত্ব প্রকাশিল
অতি সন্ধানে ॥

বোঝা যায় না মানবলীলা
কী ভেদে করেছে খেলা
খুলেছে যার প্রেমের তালা
সে জানে মনে ॥

আপনাকে ভালোবাসি
বিশ্বাস করে হও সাহসী
আপন ঘরে মক্কা-কাশী
আছে গোপনে ॥

করিম বলে ও পাগল মন
আপন ঘরে চৌদ্দ ভুবন
চোখ থইয়া তুই অন্ধ যখন
দেখবে কেমনে ॥

৫৩

আমি আছি আমার মাঝে
আমি করি আমার খবর
আমি থাকলে সোনার সংসার
আমি গেলে শূন্য বাসর ॥

এ জগতে আমি মূল
এছাড়া মিটে না গোল
আমি বৃক্ষ আমি ফুল
আমি মধু আমি ভ্রমর ॥

আমি আঁধার আমি আলোক
আমি আশেক আমি মাশুক
যে বোঝে না সে বুঝুক
কেবা আপন কেবা রে পর ॥

আমি আছি আমার বেশে
বসত করি মাটির দেশে
আমি আমায় ভালোবেসে
বাতাসে বাঁধিয়াছি ঘর ॥

বসে আছি আপন ঘরে
খুঁজতে যাই না অন্য কারে
করিম বলে মরা মরে
আমি নিত্য আমি অমর ॥

৫৪

আমি তুমি, তুমি আমি
অন্তর্যামী অন্তরেতে
অনুমানে দূরে জেনে
দিন গেল মোর পাগলামিতে ॥

স্বরূপে রূপ মিশাইয়া
মীমের পর্দায় ঢাকনি দিয়া
রঙ মাখিয়া সঙ সাজিয়া
আছ তুমি এ ধরাতে ॥

তুমি গেলে আমার মরণ
তা যদি হলো না বারণ
আমি জীব তুমি জীবন
আসা যাওয়া একই সাথে ॥

কিসের আমি কিসের আমার
তুমি বিনে কে আছে আর
যা আছে সকলই তোমার
তালাচাবি তোমার হাতে ॥

আবদুল করিম ভাবিতেছি
তুমি আমি একই আছি
ভূতের বেগার খাটিতেছি
পড়েছি গোলকধাঁধাতে ॥

.

৫৫

আমি বলি আমার আমার
আমার কেহ নয়
আমি আমার হলেম না তো
পর কি আপন হয় ॥

আসা-যাওয়া একা একা
ভববাসে কয়দিন থাকা
কে কার পাইবে দেখা
দেহ যখন হইবে লয় ॥

জন্ম জরা যম যাতনা
এছাড়া তো কেউ দেখি না
আজ আছি কাল থাকব কি না
এই তো মনে ভয় ॥

আসা-যাওয়া কী কারণে
ভাবি কোন বিধির বিধানে
আবদুল করিম মনে মনে
ভাবে সব সময় ॥

.

৫৬

ধনে হীন মানে হীন আমি
আপনজনে বাসে ভিন
শোধ হলো না মহাজনের ঋণ ॥

জন্ম নিলাম মানবকুলে
আছি ভবমায়ায় ভুলে

দিনে দিনে তনু হইল হীন।
জানেন আল্লাহ রাসুলে
কী হবে হিসাবের দিন–
শোধ হলো না মহাজনের ঋণ ॥

পিতামাতার কাছে ঋণী
মন জানে আর আমি জানি
আর জানেন এলাহি আলমিন।
মনমানুষের কাছে ঋণী
ভাবি যারে নিশিদিন–
শোধ হলো না মহাজনের ঋণ ॥

এই ভবমায়ার বাঁধনে
বাড়ে দুঃখ দিনে দিনে
এখন আছি জালে বন্দি মীন।
জল শুকাইলে যাব চলে
বলে করিম দীনহীন–
শোধ হলো না মহাজনের ঋণ ॥

.

৫৭

আমি তো জানি না আমার
এখন কী হবে
বেলা গেল সন্ধ্যা হলো
ভাবি নীরবে

জীবন পাই মায়ের গর্ভেতে
একবিন্দু পানি হতে

আসিলাম এই জগতে
যাইব কবে ॥

বন্দি হলেম মায়াজালে
গাই গান তাল-বেতালে
বোঝে না মনমাতালে
ঠেকলাম স্বভাবে ॥

এ জনম গেল বিফলে
জীবনলীলা সাঙ্গ হলে
করিম বলে যাব চলে
কোলে কি লবে ॥

·

৫৮

আজ আছি কাল থাকব কি না
ভাবি সব সময়
মিছে বলি আমার-আমার
আমার বলতে কিছুই নয় ॥

নিয়তির বিধান মতে
আসা-যাওয়া এই জগতে
মন চলে না শুদ্ধ পথে
তাই তো হয়েছে সংশয় ॥

ভাঙা-গড়ার খেলা বিধির
কেউ বাদশা কেউ যে ফকির

কোনো কিছুই থাকে না স্থির
কালে পরিবর্তন হয় ॥

করিম বলে মনের হেলায়
জীবন গেল ভবের খেলায়
কী করিব যাবার বেলায়
সামনে মহা-প্রলয় ॥

.

৫৯

ভবের জনম বিফল গেল
মিটলো না প্রেমপিপাসা
ভালো-মন্দের ধার ধারি না
লোকে বলে কুলনাশা ॥

মন চলে না ধর্মপথে
পারলাম না স্বভাব নিতে
কাম ক্রোধ লোভ হিংসাতে
মন হয়েছে বেদিশা ॥

মুর্শিদ চান্দের প্রেমবাজারে
যে জনে মাল খরিদ করে
থাকে না সে অন্ধকারে
পূর্ণ হয় মনের আশা ॥

সমাপ্ত হলে জীবনের
উপায় নাই শেষের দিনের

দীনহীন আবদুল করিমের
দয়াল নামটি ভরসা ॥

.

৬০

মাটির পিঞ্জিরায় সোনার ময়না রে
তোমারে পুষিলাম কত আদরে।
তুমি আমার আমি তোমার এই আশা করে–
তোমারে পুষিলাম কত আদরে ॥

কেন এই পিঞ্জিরাতে তোমার বসতি
কেন পিঞ্জিরার সনে তোমার পিরিতি
আসা-যাওয়া দিবারাতি ঘরে বাহিরে–
তোমারে পুষিলাম কত আদরে ॥

তোমার ভাবনা আমি ভাবি নিশিদিন
দিনে দিনে পিঞ্জিরা মোর হইল মলিন
পিঞ্জিরা ছাড়িয়া একদিন যাইবে উড়ে–
তোমারে পুষিলাম কত আদরে ॥

আবদুর করিম বলে ময়না তোমারে বলি
তুমি গেলে হবে সাধের পিঞ্জিরা খালি
কে শুনাবে মধুর বুলি বল আমারে–
তোমারে পুষিলাম কত আদরে ॥

.

৬১

গাড়ি চলে না, চলে না
চলে না রে
গাড়ি চলে না ॥

চড়িয়া মানবগাড়ি
যাইতেছিলাম বন্ধুর বাড়ি
মধ্য পথে ঠেকলো গাড়ি
উপায়-বুদ্ধি মিলে না ॥

মহাজনে যত্ন করে
পেট্রল দিল টেংকি ভরে
গাড়ি চালায় মনড্রাইভারে
ভালো-মন্দ বোঝে না ॥

গাড়িতে পেসিঞ্জারে
অযথা গণ্ডগোল করে
হেন্ডিম্যান কন্টেকটারে
কেউর কথা কেউ শোনে না ॥

পার্সগুলো সব ক্ষয় হয়েছে
ইঞ্জিনে ময়লা জমেছে
ডায়নমা বিকল হয়েছে
লাইটগুলো ঠিক জ্বলে না ॥

ইঞ্জিনে ব্যতিক্রম করে
কন্ডিশন ভালো নয় রে
কখন জানি ব্রেকফেইল করে
ঘটায় কোন দুর্ঘটনা ॥

আবদুল করিম ভাবছে এবার
কন্ডেম গাড়ি কী করবো আর
সামনে বিষম অন্ধকার
করতেছি তাই ভাবনা ॥

.

৬২

দুঃখ কার কাছে জানাই
বিচ্ছেদের আগুনে অঙ্গ
পুড়ে হলো ছাই
পাইলে তারে প্রেমসাগরে
খেলতাম প্রেমের লাই॥

আপন জেনে প্রাণবন্ধুরে
বুকে দিলা ঠাঁই
দেখিলে জীবন বাঁচে
নইলে মরে যাই ॥

শুইলে স্বপনে দেখি
জাগিয়া না পাই
উদাসিনী হয়ে তখন
প্রাণবন্ধুর গান গাই ॥

জীবের জীবন পরশরতন
প্রাণবন্ধু কানাই
করিম বলে না পাইলে
বাঁচার উপায় নাই ॥

·

৬৩

আমি সাধ করে পরেছি গলে
শ্যামকলঙ্কের মালা
যায় যাবে কুলমান যাবে
প্রাণ গেলেও ভালা গো সখি–
শ্যাম কলঙ্কের মালা ॥

সেও পাগল, করেও পাগল
পাগলামি তার খেলা
তার কারণে দুই নয়নে
বহে নদী-নালা গো সখি–
শ্যাম কলঙ্কের মালা ॥

বাউল আবদুল করিম বলে
শোনো গো সরলা
সে বিনে আর কে খুলিবে
প্রেমবাক্সের তালা গো সখি–
শ্যাম কলঙ্কের মালা ॥

·

৬৪

বড় সাধ করে গো সখি
পিরিত করেছি
আমি একূল সেকূল

দুই কূল ছেড়ে
প্রেমসাগরে ভেসেছি ॥

প্রেমসাগরের অতল জলে
বাও-বাতাসে ঢেউ খেলে গো
প্রাণবন্ধের নাম সম্বলে
হাইল ধরিয়া বসেছি ॥

সখি আমার চাওয়া-পাওয়া
সুখের ঘরে শূন্য দেওয়া গো
আমার শুধু নৌকা বাওয়া
যতদিন বেঁচে আছি ॥

বন্ধে যারে দয়া করে
অকূলে কূল দিতে পারে গো
করিম বলে প্রাণবন্ধুরে
পাই যদি প্রাণে বাঁচি ॥

.

৬৫

আমার মনের দুঃখ যত গো
সখি প্রাণবন্ধে জানে
প্রাণবন্ধুর বিচ্ছেদে আমার
দুঃখ বয়ে আনে গো
সখি প্রাণবন্ধে জানে ॥

কুলনাশা বাঁশির ধ্বনি
আসে যখন কানে

উদাসিনী করে মোরে
বন্ধুর বাঁশির গানে গো
সখি প্রাণবন্ধে জানে ॥

বিচ্ছেদ জ্বালা বড় জ্বালা
সয় না আমার প্রাণে
করিম বলে বন্ধু পাইলে
কাজ নাই কুলমানে গো
সখি প্রাণবন্ধে জানে ॥

.

৬৬

পিরিতি করিয়া বন্ধে
ছাড়িয়া গেল
আগে তো জানি না বন্ধের
মনে কী ছিল ॥

শুনো ওগো সহচরী
ধৈর্য না ধরিতে পারি
না দেখিলে প্রাণে মরি
উপায় কী বলো ॥

প্রেম কী হয় যথাতথা
প্রেম করা কি মুখের কথা
প্রেমে যে দারুণ ব্যথা
অন্তরে দিল ॥

পূর্বকথা মনে আছে
সেদিন আজ চলে গেছে
চিরদিন থাকিবে কাছে
এই আশা ছিল ॥

বাউল আবদুল করিম বলে
প্রাণ জ্বলে বিচ্ছেদানলে
প্রাণবন্ধু যাবার কালে
সঙ্গে না নিল ॥

.

৬৭

আসি বলে গেল বন্ধু আইল না
যাইবার কালে সোনা বন্ধে
নয়ন তুলে চাইল না ॥

আসবে বলে আসায় রইলাম
আশাতে নিরাশা হইলাম
বাটাতে পান সাজাই থইলাম
বন্ধু এসে খাইল না ॥

সুজন বন্ধুরে চাইলাম
মনে বড় ব্যথা পাইলাম
আমি শুধু তার গান গাইলাম
সে আমার গান গাইল না ॥

ভুলবো তারে কেমন করে
এই আশাতে যাব মরে

আসে যদি মরণ-পরে
করিমে তো পাইল না ॥

.

৬৮

প্রাণবন্ধু বিনে গো
সখি দুঃখ এল মনে
কুলমান নিল দুঃখ দিল
আমার প্রাণধনে গো
সখি দুঃখ এল মনে ॥

ফাঁকি দিয়া মন নিয়া
লুকাইয়া কোন বনে
রইল হাসি গলে ফাঁসি
প্রেম করে তার সনে গো
সখি দুঃখ এল মনে ॥

কথা দিয়াছিল বন্ধে
ভুলবে না জীবনে
তাই তো তারে মনে পড়ে
শয়নে-স্বপনে গো
সখি দুঃখ এল মনে ॥

প্রেমরতন অমূল্য ধন
করতে হয় যতনে
করিম বলে সুফল ফলে
সুজনে-সুজনে গো
সখি দুঃখ এল মনে ॥

.

৬৯

বলো সখি প্রাণপাখি
কোন দেশে রইল
এ জীবনে ভুলিবে না
আমারে কইল ॥

প্রেম করে গেল ছাড়িয়া
মন-প্রাণ নিল কাড়িয়া
আমারে প্রাণে মারিয়া
কার সঙ্গ লইল ॥

লাগলো গলে প্রেমের ফাঁসি
জগতে রইল হাসি
করে আমায় কুলবিনাশী
নিদারুণ হইল ॥

আশায় জীবন হলো গত
আশা পূর্ণ হইল না তো
প্রেম করিয়া আবদুল করিম
কত দুঃখ সইল ॥

.

৭০

পিরিত করা প্রাণে মরা গো
সখি আগে আমি জানি না
প্রেম করা যে এই লাঞ্ছনা ॥

সখি গো, বলিতে পারি না মুখে
যে-দুঃখ মোর পোড়া বুকে গো
আঁধার দেখি দিবালোকে গো
সখি ঘুমাইলে ঘুম আসে না–
প্রেম করা যে এই লাঞ্ছনা ॥

সখি গো, প্রেম করিলে শান্তি মিলে
বলে তাহা কোন পাগলে গো
বিনা কাষ্ঠে আগুন জ্বলে গো
সখি নিভাইলেও নিভে না–
প্রেম করা যে এই লাঞ্ছনা ॥

সখি গো, নদীর জোয়ারভাটা দিলে
ফিরে আসে কালে কালে গো
যৌবন-জোয়ার একবার গেলে গো
সখি জীবনে আর আসে না–
প্রেম করা যে এই লাঞ্ছনা ॥

সখি গো, বাউল আবদুল করিম বলে
প্রেমের মালা দিয়া গলে গো
প্রাণবন্ধুরে পাব বলে গো
আমি করি কত আরাধনা–
প্রেম করা যে এই লাঞ্ছনা ॥

.

পিরিতে শান্তি মিলে না
মন মিলে মানুষ মিলে
সময় মিলে না ॥

প্রেমিক যারা জিতে মরা
আসলে সর্বস্বহারা
যে যারে চায় তারে ছাড়া
প্রাণে বাঁচে না ॥

পিরিত করে মন-উল্লাসে
ঠেকলো যেজন ভালোবেসে
কালনাগে দংশিলে বিষে
মন্ত্র মানে না
শুনো ওগো প্রাণসজনী
কী সুখে যায় দিন-রজনী
মন জানে আর আমি জানি
অন্যে জানে না ॥

এখন শুনি লোকে বলে
দুঃখের পরে শান্তি মিলে
মানে না তো মনপাগলে
লোকের সান্ত্বনা ॥

বাউল আবদুল করিম বলে
ভাবিয়া আপন দিলে
পিরিতে বিচ্ছেদ না হলে
পরীক্ষা হয় না ॥

.

বন্ধুহারা জিতে মরা মনপ্রাণ উতলা
কেমন করে ঘরে রই একেলা ॥

সখি গো থাকি আমি পরার ঘরে
কত মন জুগাইলাম তারে
গলে লইলাম কলঙ্কের মালা
শাশুড়ি ননদি বাদি এই যন্ত্রণায় সদায় কাঁদি
বন্ধে আরও দিলো দ্বিগুণ জ্বালা–
কেমন করে ঘরে রই একেলা ॥

সখি গো, প্রেম করা বড় জ্বালা।
না করছে-জন আছে ভালা
যে করছে তার সোনার অঙ্গ কালা
যে জন প্রেমের ভাও জানে না
তার সঙ্গে প্রেম করিও না
মরছি মরছি আমি মরছি ভালা–
কেমন করে ঘরে রই একেলা ॥

সখি গো, আসতো বন্ধু কইতাম কথা
যাইত আমার মনোব্যথা
মাথায় লইতাম তার চরণের ধূলা
আবদুল করিম কয় ভাবিয়া
আসিবে শ্যাম কালিয়া
কইতাম দুঃখ পাইলে নিরালা–
কেমন করে ঘরে রই একেলা ॥

.

৭৩

বাঁচিব কেমনে গো
সখি প্রাণবন্ধুরে ছাড়া
আহার নিদ্রা লয় না মনে
নয়নে বয় ধারা গো–
সখি প্রাণবন্ধুরে ছাড়া ॥

বন্ধু আমার আশার আলো
বন্ধু নয়নতারা
উদাসিনী মন যে আমার
থাকে পাগলপাড়া গো–
সখি প্রাণবন্ধুরে ছাড়া ॥

আমার মতো কর্মপোড়া
বন্ধু-শোকী যারা
পাইলে চরণ দুঃখ বারণ
চিরসুখী তারা গো
সখি প্রাণবন্ধুরে ছাড়া ॥

প্রেমের নেশায় বন্ধুর আশায়
হইলাম সর্বহারা
না আসিলে বন্ধু বলে
করিম যাবে মারা গো–
সখি প্রাণবন্ধুরে ছাড়া ॥

.

৭৪

ওগো প্রাণ-সই
বন্ধু বিনে মনের বেদনা কারে কই
যার লাগি কলঙ্কের ডালা
হাতে তুলে মাথায় লই–
বন্ধু বিনে মনের বেদন কারে কই ॥

বাঁচে না প্রাণ তারে ছাড়া
হয়েছি পাগলের ধারা
প্রেম করিয়া সর্বহারা
কুল ছেড়ে কলঙ্কী হই–
বন্ধু বিনে মনের বেদন কারে কই ॥

আমায় ছেড়ে গেল দূরে
থাকে বন্ধু মধুপুরে
আশা দিয়া বন্ধে মোরে
গাছে তুলে নিল মই–
বন্ধু বিনে মনের বেদন কারে কই ॥

আহার-নিদ্রা লয় না মনে
ভাবি তারে নিশিদিনে
বলে করিম দীনহীনে
কেমন করে বেঁচে রই–
বন্ধু বিনে মনের বেদন কারে কই ॥

.

৭৫

আর কতদিন গাইব গো সখি
প্রাণবন্ধুর গান

প্রেমের নেশায় বন্ধুর আশায়
যৌবন হলো অবসান ॥

সখি আমি একা ছিলাম
প্রাণবন্ধুর সঙ্গ নিলাম
ছেড়ে দিলাম জাতিকুলমান
আপন জেনে প্রাণবন্ধুরে
সোনার যৌবন করলাম দান ॥

কাছে নিল ভালোবেসে
এখন থাকে দূর বিদেশে
পাগল বেশে কাঁদে মনপ্রাণ
দেখা দেয় না খবর নেয় না
করিয়াছে অভিমান ॥

সে যদি না করে স্মরণ
পাই না যদি যুগল চরণ
বাঁচন-মরণ দুইই এক সমান
আবদুল করিম অন্ধকারে
প্রাণবন্ধু আকাশের চান ॥

.

৭৬

বন্ধু তো আইল না গো
সখি দুঃখ বলবো কারে
পিরিত করে বন্ধে মোরে
কোন বিচারে ছাড়ে গো–
সখি দুঃখ বলবো কারে ॥

জেনে আপন জীবন-যৌবন
দিলাম আমি যারে
দুঃখ দিল ছেড়ে গেল
যৌবনের আষাঢ়ে গো–
সখি দুঃখ বলবো কারে ॥

কইতে নারি সইতে নারি
যাই না কারো ধারে
কেউ নাই আমার কই যাব আর
বন্ধে যদি মারে গো–
সখি দুঃখ বলবো কারে ॥

আশায় আছি মরি বাঁচি
সার করেছি তারে
করিম বলে দয়া হলে
কোলে নিতে পারে গো–
সখি দুঃখ বলবো কারে ॥

.

৭৭

জীবন-অন্ত কালে গো সখি
আসিল না কালা
আপন বলে নিলাম গলে
শ্যামকলঙ্কের মালা গো–
সখি আসিল না কালা ॥

বন্ধু বিনে দুই নয়নে
বহে নদী-নালা

শাশুড়ি ননদি বাদি
জ্বালার উপর জ্বালা গো–
সখি আসিল না কালা ॥

কার কাছে কী বলিব
ভাবি যে নিরালা
কুল ছাড়িলাম মাথায় নিলাম
শ্যামকলঙ্কের ডালা গো–
সখি আসিল না কালা ॥

করিম বলে কে খুলিবে
মন-বাক্সের তালা
ভাবি মনে নাম স্মরণে
মরণ হলে ভালা গো–
সখি আসিল না কালা ॥

.

৭৮

কও রে পথিক ভাই
তুমি নি দেখেছ আমার
প্রাণবন্ধু কানাই;
যার লাগিয়া পাগল হইয়া
কাঁদিয়া বেড়াই ॥

ভাই রে ভাই, হাতে বাঁশি মাথে চূড়া
পীতবসন পরা
নয়নে প্রেমের রেখা
মুনির মন হরা;

কী দিব রূপের তুলনা
ত্রিভুবনে নাই
রূপ দেখিয়া পাগল হইয়া
কুলে দিলাম ছাই ॥

ভাই রে ভাই, দেখে থাকলে কও রে
বন্ধু কোন দেশেতে আছে
কার ভালোবাসায় বন্ধু
ভুলিয়া রয়েছে;
দেখিলে জীবন বাঁচে
নইলে মরে যাই
অভাগিনী পোড়া প্রাণী
কী দিয়া জুড়াই ॥

ভাই রে ভাই, বন্ধু আমার ছেড়ে গেল
বাম হইল বিধি
আপন কর্মদোষে হারা
হলেম গুণনিধি;
পাগল আবদুর করিম বলে
ভেবে তনু ছাই
বন্ধু বিনে এক ভুবনে
আমার কেহ নাই ॥

.

কালো রূপ দেখিতে চমৎকার
কী দিব রূপের তুলনা
নাই কিছু জগৎ মাঝার ॥

যে চায় কালো রূপের পানে
মনপ্রাণ সহিতে টানে গো
ভুলতে পারে না জীবনে
করে সদা হাহাকার ॥

মুছলে ছবি মিটে না তো
হৃদয়ে আছে ক্ষত গো
পোড়া প্রাণে দুঃখ যত
রূপ দেখলে থাকে না আর ॥

কালো আমার মাথার বেণি
কালো আমার চোখের মণি গো
করিম বলে কালো জানি
যে আমার কলিজার সার ॥

.

৮১

কালার প্রেমের কেন পাগল হইলাম
সহে না জ্বালা আমি কুলবালা
কলঙ্কের ডালা মাথায় লইলাম ॥

বাজায় শ্যামে বাঁশি মন করে উদাসী
নয়নজলে ভাসি বলে রাধা নাম।

প্রাণে বাঁচা দায় করি কী উপায়
সুখের আশায় কত দুঃখ সইলাম ॥

সদা যায়-আসে নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে,
নয়নে ভাসে প্রেমময় শ্যাম।
সে নহে তো কঠিন পাব তারে একদিন
করিম দীনহীন আশায় রইলাম ॥

.

৮১

দারুণ পিরিতি বিষম ডাকাতি
কালার পিরিতি যে বা করে রে
তুষেরই আগুন অঞ্চলে বাঁধিয়া
জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে রে ॥

দেখিয়া ইউসুফের ছবি পাগল জ্বলেখা বিবি
কাঁদিয়াছিল সারা জনমভরে
ইউসুফের আশায় সর্বস্ব হারায়
অবশেষে রাস্তায় রইল পড়ে ॥

ফরহাদ পাগলের বেশে শিরিরে ভালোবেসে
পাহাড় কাটিয়া রাস্তা করে
শিরির নাম লইয়া গেল সে মরিয়া
আপন কুড়ালি মাথায় মেরে ॥

লাইলির পিরিতে এত কষ্ট জগতে
সংসার ত্যাগি মজনু জঙ্গলায় ঘোরে

চণ্ডীদাসে বঁড়শি বায় রজকিনীর আশায়
বার বৎসর কাটাইল নদীর কিনারে ॥

পিরিতি শান্তি পিরিতি দুর্গতি
কুলনাশা পিরিতি যে জনে করে
আবদুল করিমের মন সদায় করে উচাটন
পিরিতি অমূল্য ধন, হইল না রে ॥

·

৮২

কী জাদু করিয়া বন্ধে
মায়া লাগাইছে
পিরিতি শিখাইছে
দেওয়ানা বানাইছে ॥

বসে ভাবি নিরালা
আগে তো জানি না
বন্ধের পিরিতের জ্বালা
যেমন ইট-বাট্টায় দিয়া কয়লা
আগুন জ্বালাইছে–
দেওয়ানা বানাইছে ॥

কী বলিব আর
বিচ্ছেদের আগুনে পুড়ে
কলিজা আঙ্গার
প্রাণবন্ধুর পিরিতে আমার
কুলমান গেছে–
দেওয়ানা বানাইছে ॥

আবদুল করিম গায়
ভুলিতে পারি না আমার
মনে যারে চায়
কুলনাশা পিরিতের নেশায়
পাগল করেছে–
দেওয়ানা বানাইছে ॥

.

৮৩

প্রাণবন্ধুর পিরিতে আমার মন উদাসী
মন উদাসী, গলে পিরিতের ফাঁসি
আমি হয়েছি দোষী ॥

প্রেমের বাজারে প্রেম বিকায় ঘরে ঘরে
ন্যায়মূল্যে খরিদ করে খরিদ্দারে।
প্রেমিক যারা প্রেম কিনে গো তারা
আগ বাজারে যায় যারা প্রেমবিলাসী ॥

বাজারে গেলাম ভাও জানতে চাইলাম
ভাগ্যগুণে সরল এক মহাজন পাইলাম।
একটাকা মণ প্রেম বিরাশির ওজন
এক মণ কিনে যে জন একসের পায় বেশি ॥

কইতে লাগে ভয় সহজে কী হয়
প্রাণবন্ধুর পিরিতি করা মুখের কথা নয়।
হয়ে প্রেমের আসামী কত দেশ-বিদেশ ভ্রমি
সাধে কি হয়েছি আমি কুলবিনাশী ॥

করিমের মন করে উচাটন
ভাবে সদায় পাবো কোথায় বন্ধুর দরশন।
যার মনে যাহা চায় তা বলুক না আমায়
আমি আমার প্রাণবন্ধুরে ভালোবাসি ॥

.

৮৪

মনপ্রাণ দিয়াছি সোনা বন্ধুরে
বলে বলুক লোকে মন্দ
যার যত মনে ধরে ॥

যেদিন হতে প্রেম করেছি
কুলমান ছেড়ে দিয়েছি
মনে মনে ভাবিতেছি
বন্ধে জানি কী করে ॥

ধর্ম কর্ম সবই ছাড়া
হয়েছি পাগলের ধারা
বন্ধু বিনে মন মনুরা
থাকতে চায় না পিঞ্জরে ॥

আর কোনো বাসনা নাই
শুধু প্রাণবন্ধুরে চাই
দুঃখ নাই যদি মরে যাই
ডুবে প্রেমের সাগরে ॥

আবদুল করিম মহাপাপী
ওই নামের তসবি জপি

সে যে হয়ে বহুরূপী
বিরাজে এই সংসারে ॥

.

৮৫

যে দুঃখ মোর মনে
বন্ধে তাহা জানে
আপন বন্ধে দিল দুঃখ
মন বেঁধে পাষাণে–
বন্ধে তাহা জানে ॥

নয়ন নিল রূপবাণে
মন নিল তার গানে
মন নিল তার গানে
কুল ছেড়ে কলঙ্কী হইলাম
যৌবন দিলাম দানে–
বন্ধে তাহা জানে ॥

মন বাঁধা তার প্রেমডোরে
দিবানিশি টানে
দিবানিশি টানে
প্রাণবন্ধুর বিচ্ছেদ জ্বালা
সয় না আমার প্রাণে–
বন্ধে তাহা জানে ॥

আর কিছু নাই বন্ধুরে চাই
কাজ নাই কুলমানে
কাজ নাই কুলমানে

করিম বলে গাইব গান
প্রাণবন্ধুর শানে—
বন্ধে তাহা জানে ॥

.

৮৬

সোনার অঙ্গ পুড়ে আঙ্গার
হইল যার লাগিয়া গো
কই রইল গো নিষ্ঠুর কালিয়া ॥

কুমারে যে বাসন পোড়ে সই গো
পইনে সাজাইয়া
ভিতরে তার আগুন দিয়া সই গো
কুমার রয় সরিয়া গো ॥

যে দুঃখ অন্তরে সই গো
রেখেছি ভরিয়া
বুক চিরে দেখাইবার হইলে আমি
দেখাইতাম চিরিয়া গো ॥

আসি বলে চলে গেল সে আর
আইল না ফিরিয়া
বাউল আবদুল করিম কাঁদে এখন
আশাপথে চাইয়া গো ॥

.

৮৭

কও সজনী গুণমণি
কার কুঞ্জে রইল
আমার কুঞ্জে আসবে বলে
আমারে কইল ॥

আসবে বলে আশায় রইলাম
ফুলবিছানা সাজাইলাম
আশাতে নিরাশা হইলাম
নিশি শেষ হইল ॥

জ্বালাইয়া মোমের বাতি
জাগিয়া পুহাইলাম রাতি
আসিল না প্রাণের সাথি
উপায় কী বল ॥

করিম বলে কী করব আর
পুড়িয়া হইলাম আঙ্গার
বিচ্ছেদের আগুনে আমার
অঙ্গ ধইল ॥

.

৮৮

ও সখিগণ বল এখন
করি কী উপায়
বন্ধুবিনে প্রাণপাখি
উড়ে যেতে চায় ॥

না জেনে প্রাণবন্ধুর সঙ্গে
প্রেম করিলাম মনোরঙ্গে
কলঙ্কের দাগ লাগল অঙ্গে
মোছা নাহি যায় ॥

কত ভালোবেসেছিল
মন-প্রাণ কাড়িয়া নিল
আপন হয়ে দুঃখ দিল
বন্ধু শ্যামরায় ॥

জানি না কী হবে শেষে
মন কান্দে পাগলের বেশে
কলঙ্কিনী দেশ বিদেশে
লোকে মন্দ গায় ॥

বন্ধুর কথা মনে হলে
বুক ভাসে নয়নজলে
করিম বলে না পাইলে
প্রাণে বাঁচা দায় ॥

.

৮৯

প্রাণবন্ধু আসিতে গো
সখি আর কতদিন বাকি
চাতকপাখির মতো আমি
আশায় চেয়ে থাকি গো–
সখি আর কতদিন বাকি ॥

ভালোবেসে দুঃখ দেওয়া
ভালো হলো নাকি।
পাগল মনকে আর কতদিন
প্রবোধ দিয়ে রাখি গো–
সখি আর কতদিন বাকি ॥

নিবিড় রাতে কেউ নয় সাথে
একা যখন থাকি
কত কথা মনে পড়ে
ঝরে দুটি আঁখি গো–
সখি আর কতদিন বাকি ॥

আসবে ঘরে আশা করে
দিবানিশি ডাকি
করিম বলে দয়া হলেও
আসবে প্রাণপাখি গো–
সখি আর কতদিন বাকি ॥

.

৯০

শোনো গো সজনী ভাবি দিন-রজনী
মনে তো বোঝে না বন্ধু ছাড়া
বিনে প্রাণপাখি কেমনে থাকি
ঝরে দুই আঁখি বহে ধারা ॥

ভালোবেসেছিল মন প্রাণ নিল
পরে ঠেলিয়া দিল পাগলপাড়া

তার আশায় রয়েছি কত দুঃখ সয়েছি
আমি যে হয়েছি প্রেমের মরা ॥

মনে ভাবি তাই আমার কেহ নাই
ছেড়ে গেল সবাই আপন যারা
প্রাণ বন্ধে বাসে ভিন আসিল দুর্দিন
করিম দীনহীন সর্বহারা ॥

·

৯১

প্রাণসখি গো
মনে চায় বন্ধুরে দেখিতে।
মন যারে চায় তারে ছাড়া
পারি না আর থাকিতে–
মনে চায় বন্ধুরে দেখিতে ॥

সে বিনে আমি অবলা
সহিতে পারি না জ্বালা
পাই না বন্ধের চরণধুলা
আমার অঙ্গে মাখিতে–
মনে চায় বন্ধুরে দেখিতে ॥

মন পাগল পিরিতের নেশায়
কতকাল কাঁদিবে আশায়
প্রাণপাখি উড়ে যেতে চায়
পারি না গো রাখিতে–
মনে চায় বন্ধুরে দেখিতে ॥

আবদুল করিম কয় সখিরে
সদায় আমার মনে পড়ে
নয়নের জল কাজল করে
বন্ধুর ছবি আঁকিতে
মনে চায় বন্ধুরে দেখিতে ॥

.

৯২

বলো সখি প্রাণপাখি

কার কুঞ্জে রইল
এ জীবনে ভুলিবে না
আমারে কইল ॥

এখন সে গেল ছাড়িয়া
মনপ্রাণ নিল কাড়িয়া
আমারে প্রাণে মারিয়া
কার সঙ্গ লইল ॥

প্রেম করিয়া কত জনে
দুঃখ ব্যথা পেয়ে মনে
ঘর ছেড়ে কেউ গেল বনে
দুঃখ সইল ॥

সে যে হয় দয়ার সিন্ধু
করিম চায় এক বিন্দু
কী দোষ প্রাণবন্ধু
নিদারুণ হইল ॥

·

৯৩

কী করি অবলা
সয় না প্রেমজ্বালা
প্রাণবন্ধুর বিচ্ছেদানলে
সোনার অঙ্গ কালা–
সয় না প্রেমজ্বালা ॥

নাম ধরিয়া বাজায় বাঁশি
বন্ধু চিকনকালা, বন্ধু চিকনকালা
ধৈর্য ধরে থাকি ঘরে
মন করে উতলা–
সয় না প্রেমজ্বালা ॥

সাধ করে পরেছি গলে
শ্যামনামের মালা, শ্যামনামের মালা
সাধ করে নিয়েছি মাথে
শ্যামকলঙ্কের ডালা–
সয় না প্রেমজ্বালা ॥

নিশিশেষে একা বসে
ভাবি যে নিরালা, ভাবি যে নিরালা
বন্ধুবিনে দুই নয়নে
বহে নদী নালা–
সয় না প্রেমজ্বালা ॥

করিম বলে রাখব গলে
বন্ধু গলার মালা, বন্ধু গলার মালা

আসলে কালা ঘুচবে জ্বালা
খুলবে প্রেমের তালা–
সয় না প্রেমজ্বালা ॥

.

৯৪

কেমনে ভুলিল বন্ধে আমারে
আমি তো ভুলি না গো তারে
বন্ধে যারে দয়া করে গো
তার শুকনা গাছে ফল ধরে–
আমি তো ভুলি না গো তারে ॥

সখি গো, বন্ধু যদি আপন হইত
দরদি হইয়া রইতো গো
সুখ দুঃখের গান শুনিত গো
তারে রাখিতাম আদর করে–
আমি তো ভুলি না গো তারে ॥

সখি গো, যে জন হয় পিরিতের মরা
লাজ-লজ্জা কুলমানহারা গো
জ্ঞান থইয়া পাগলের ধারা গো
তার অন্তরে ঘুণে ধরে–
আমি তো ভুলি না গো তারে ॥

সখি গো, বাউল আবদুল করিম বলে
ঠেকছি বন্ধের মায়ায় ভুলে গো
বোঝে না তো মনপাগলে গো

আমি বোঝাবো কেমন করে–
আমি তো ভুলি না গো তারে ॥

.

৯৫

এইভাবে আর
বেঁচে থাকব কতদিন
আমি যারে ভালোবাসি
সে আমারে বাসে ভিন ॥

ভালোবাসার ফাঁদে পড়ে
চোর ঢুকিল মনের ঘরে
দিবানিশি চিন্তা করে
শক্তিহীন অঙ্গ মলিন ॥

আছি শুধু ধৈর্য ধরে
কখন জানি যাব মরে
বেঁচে থাকব কেমন করে
জল বিনে কি বাঁচে মীন ॥

এই ভাবনা নিশিদিনে
বাধা আছি প্রেমঋণে
বলে করিম দীনহীনে
কী দিয়ে শোধিব ঋণ ॥

.

৯৬

আমি কুলহারা কলঙ্কিনী
আমারে কেউ ছুঁইও না গো সজনী ॥

প্রেম করে প্রাণবন্ধুর সনে
যে-দুঃখ পেয়েছি মনে
আমার কেঁদে যায় দিন-রজনী।

প্রেম করা যে স্বর্গের খেলা
বিচ্ছেদে হয় নরকজ্বালা
আমার মন জানে, আমি জানি ॥

সখি গো, উপায় বলো না
এ জীবনে দূর হলো না
বাউল করিমের পেরেশানি ॥

.

৯৭

রঙের দুনিয়া তোরে চাই না
দিবানিশি ভাবি যারে
তারে যদি পাই না ॥

বন্ধুর প্রেমে পাগলিনী
শান্তি নাই দিন-রজনী
কুলহারা কলঙ্কিনী
কারো কাছে যাই না ॥

প্রাণবন্ধুর সঙ্গ নিলাম
ভালোবেসে মনও দিলাম

পূর্বে যাহা ভেবেছিলাম
এখন ভাবি তাই না ॥

আসি বলে গেল চলে
ভাসি সদা নয়নজলে
বাউল আবদুল করিম বলে
রঙের গান আর গাই না ॥

.

৯৮

রাই তোমারে বুঝাব কত
থাকবে যদি সুখে ভুলে যাও শ্যামকে
কেন হয়েছ রাই পাগলের মতো।

ব্রজের যত গোপীগণ যোগায় সকলের মন
তোমারই কৃষ্ণধন অবিরত
হইত না বাদি আপন হইত যদি
কাছে থেকে নিরবধি সাধ মিটাইত ॥

প্রথম যৌবনকালে বসে কদমডালে
রাধা রাধা বলে বাঁশি বাজাইত
প্রেমেরই বাজার ভাঙ্গিল এবার
আসবে কী আর, যৌবন সমাপ্ত ॥

থাকিলে সুসময় শত্রুও মিত্র হয়
আনন্দ উদয় হয় শত শত
আসিলে কু-সময় কেহ কারো নয়
আবদুল করিম কয়, এই পর্যন্ত ॥

৯৯

ভ্রমরা রে, গুন গুন স্বরে গান গাও
খোঁজো যারে পাইলে তারে
পরান জুড়াও রে–
গুন গুন স্বরে গান গাও ॥

মধুর গান গাও রে ভ্রমর
ফুলের মধু খাও
তোমার স্বরে আকুল করে
উদাসী বানাও রে ॥

করে গুন গুন বুকের আগুন
দ্বিগুণ জ্বালাও
এই মধুর গান গেয়ে তুমি
কারে বা শোনাও রে ॥

আমি যারে চাই রে ভ্রমর
তারে যদি পাও
আমার খবর কও না যদি
আমার মাথা খাও রে ॥

আমার দুঃখের খবর আমার
বন্ধুরে জানাও
করিম বলে তোমার মতো
আমারে বানাও রে ॥

১০০

আমি তোমায় বন্ধু বলে ডাকব
রাখো-মারো যাই করো
তোমার আশায় থাকব ॥

পাই যদি হে ব্রজের নন্দন
কেটে যাবে ভববন্ধন ও রে
লোকের নিন্দন আগর-চন্দন
সাধ কর়ৈ গায় মাখব ॥

না পাই যদি যাব মরে
পাইলে রাখব মনের ঘরে ও রে
নয়নের জল কাজল করে
তোমার ছবি আঁকব ॥

থাকবে কাছে ইচ্ছে হলে
যাইতে চাইলে যাবে চলে ও রে
বাউল আবদুল করিম বলে
কেমন করে রাখব ॥

.

১০১

মনে তোরে চায় রে বন্ধু
প্রাণে তোরে চায়
অবলা রাধার কুঞ্জে
আয় রে বন্ধু আয় ॥

আগে কত আশা দিলে
মন-প্রাণ কাড়িয়া নিলে
তখন তুমি বলেছিলে
ছাড়বে না আমায় ॥

যে দিন হতে তোমা হারা
হয়েছি পাগলের ধারা
বসত করি পাগলপাড়া
লোকে মন্দ গায় ॥

বাঁধা তোমার প্রেমঋণে
এই ভাবনা নিশিদিনে
বাঁচে না প্রাণ তুমি বিনে
হলেম নিরুপায় ॥

বন্ধু তুমি আমার হলে
কুলমান ভাসাইয়া জলে
দিব মালা তোমার গলে
ধরব তোমার পায় ॥

চরণে মিনতি করি
দেখা দাও, দেখিয়া মরি
কেমন করে ধৈর্য ধরি
লোম অসহায় ॥

করিম কয় তোমার মন সাদা
আমি কলঙ্কিনী রাধা
প্রাণটি তোমার কাছে বাঁধা
তাই তো ভোলা দায় ॥

১০২

আমি তোমারে ভালোবাসি রে
বন্ধু ভিন্ন বাসো কোন প্রাণে
আমার বাড়ি আইলায় না কেনে ॥

বন্ধু রে, সাজাইয়া ফুলবিছানা
ঘরে-বাইরে আনাগোনা রে
দুঃখের নিশি প্রভাত হয় না রে বন্ধু
তোমার দরশন বিনে—
আমার বাড়ি আইলায় না কেনে ॥

বন্ধু রে, আশা-পথে চেয়ে থাকি
তোমার রূপ নয়নে রাখি রে
তুমি বিনে পাগল আঁখি রে বন্ধু
ধারা বয় নিশিদিনে—
আমার বাড়ি আইলায় না কেনে ॥

বন্ধু রে, মাশুকের ভেদ আশেক বোঝে
যে যার পিরিতে মজে রে
মন সদায় তোমারে খোঁজে রে বন্ধু
আমার মনবৃন্দাবনে—
আমার বাড়ি আইলায় না কেনে ॥

বন্ধু রে, খুঁজে খুঁজে তোমার নেশায়
জীবন গেল আশায়-আশায় রে
আবদুল করিম বলে তোমায় রে বন্ধু

পাব কি আর মরণে–
আমার বাড়ি আইলায় না কেনে ॥

.

১০৩

প্রাণনাথ,
ছাড়িয়া যাইও না মোরে রে ॥

কথা রাখো কাছে থাকো
যাইও না রে দূরে
বন্ধু রে, দূরে গেলে পরান আমার
ছটফট ছটফট করে রে ॥

তুমি আমার কাছে থাকো
এই আমার বাসনা
বন্ধু রে, মন যারে চায় তারে ছাড়া
মনে তো বোঝে না রে ॥

তোমার প্রেমে হইলাম আমি
মিছা দোষের ভাগী
বন্ধু রে, তোমারে না পাইলে আমি
বিনা রোগে রোগীরে ॥

বাউল আবদুল করিম বলে
কী বলিব বেশি
বন্ধু রে, মনে চায় দেখিতে তোমার
সোনামুখের হাসি রে ॥

.

১০৪

বন্ধু দরদিয়া রে
আমি তোমায় চাই রে বন্ধু
আর আমার দরদি নাই রে ॥

না জেনে করেছি কর্ম
দোষ দিব আর কারে
সর্পের গায়ে হাত দিয়াছি
বিষে তনু ঝরে রে
আর আমার দরদি নাই রে ॥

আমার বুকে আগুন বন্ধু
তোমার বুকে পানি
দুই দেশে দুইজনার বাস
কে নিভায় আগুনিরে
আর আমার দরদি নাই রে ॥

জন্মাবধি কর্মপোড়া
ভাগ্যে না লয় জোড়া
করিমরে করবায় নাকি
দেশের বাতাস ছাড়া রে
আর আমার দরদি নাই রে ॥

.

১০৫

বন্ধুয়া রে, কী দোষে ছাড়িতে চাও মোরে
তুমি কি জানো না আমি

ভালোবাসি কারে রে–
কী দোষে ছাড়িতে চাও মোরে ॥

ধন দিলাম প্রাণ দিলাম
যৌবন করলাম দান
তোর পিরিতে চাইলাম না রে
লাজ কুলমান
আমার বলতে যাহা ছিল
সব দিলাম তোমারে
এখন আমার কলঙ্কের গান
গায় ঘরে ঘরে রে–
কী দোষে ছাড়িতে চাও মোরে ॥

আমি যে তোমার রে বন্ধু
তুমি বন্ধু কার
তোমার লাগি কাঁদে রে বন্ধু
প্রাণপাখি আমার
শুইলে না আসে নিদ্রা
পরান ছটফট করে
হাত বান্ধা যায় পাও বান্ধা যায়
মন বানব কী করে রে–
কী দোষে ছাড়িতে চাও মোরে ॥

আশায়-আশায় জনম গেল
প্রেম করে কুলুটা
সোনালি যৌবন রে আমার
পড়ে গেল ভাটা
গুল দিয়া তো কূল পাইলাম না
ভাসিলাম সাগরে

করিম পাগলার আর কে আছে
কে নিবে সে-পারে রে–
কী দোষে ছাড়িতে চাও মোরে ॥

.

১০৬

আমি জ্বালায় জ্বলিয়া মরি রে বন্ধুয়া
আমি জ্বালায় জুলিয়া মরি রে ॥

ত্যাজিয়া কুলমান
তোমাকে সঁপেছি প্রাণ রে বন্ধুয়া
আমার প্রাণ দিয়া
তোমারে শুধু চাই রে বন্ধুয়া ॥

ছেড়ে যদি যাইবায় তুমি
এই মিনতি করি আমি রে বন্ধুয়া
ভুলিও না তোমার হাতে
ধরি রে বন্ধুয়া ॥

তুমি যাইবায় দূরদেশে
মুই নারী পাগলের বেশে রে বন্ধুয়া
বল আমি ধৈর্য কিসে
ধরি রে বন্ধুয়া ॥

মাথায় হাত রাখিয়া বলো
তুমি যদি আমায় ভালো রে বন্ধুয়া
করিম তার আগে যেন
মরি রে বন্ধুয়া ॥

১০৭

কার কাছে দাঁড়াব আমি বলো না
আমার বলতে তুমি বিনা
আর যে কিছু রইল না
কার কাছে দাঁড়াব আমি বলো না ॥

আমি তোমার আশা করি
দেখলে বাঁচি নইলে মরি
বন্ধু তোমার চরণ ধরি
করিও না ছলনা ॥

তোমার প্রেমে সর্বহারা
বসত করি পাগলপাড়া
হয়েছি পাগলের ধারা
মুই অভাগী ললনা ॥

আপন ঘরে আছে বাদি
এই যন্ত্রণায় সদায় কাঁদি
আমি মহা অপরাধী
তাই তো দয়া হলো না ॥

করিম বলে ইহলোকে
এই দুঃখ রইল বুকে
তোমায় নিয়ে থাকব সুখে
সে দিন আমার এল না ॥

১০৮

বন্ধুয়া রে, কোন প্রাণে ছাড়িতে চাও বলো।
তোমার লাগি কলঙ্ক-নাম জগতে হইল
কোন প্রাণে ছাড়িতে চাও বলো ॥

আপন ঘরে ছয়জন বাদি সর্বদা বিবাদ
তোমারে দেখিব বলে পোড়া মনে সাধ
তুমি আমার আকাশের চাঁদ লোকে বলে কালো
কোন প্রাণে ছাড়িতে চাও বলো ॥

যার প্রেমে যে হয় রে পাগল রূপ দেখিয়া চোখে
আপন মনে ভালো জেনে স্থান দেয় যারে বুকে
দোষী কউক জগতের লোকে তার জন্যে সে ভালো
কোন প্রাণে ছাড়িতে চাও বলো ॥

বুকের দুঃখ রেখে বুকে ভাসি নয়নজলে
কইতাম মনের দুঃখ পাইলে নিরলে
বাউল আবদুল করিম বলে কত আশা ছিল
কোন প্রাণে ছাড়িতে চাও বলো ॥

.

১০৯

পিরিতের ফল রে বন্ধু বুঝিলাম এখন
আগে তো জানি না আমি
প্রেম করলাম যখন রে
বন্ধু বুঝিলাম এখন ॥

পড়ে তোমার প্রেমের ফান্দে
মন কান্দে প্রাণ কান্দে
প্রেম করিলাম মনানন্দে
জানিয়া আপন রে বন্ধু
বুঝিলাম এখন ॥

তুমি হও জগৎস্বামী
তুমি সবার অন্তর্যামী
অন্য কিছু চাই না আমি
চাই তোমার চরণ রে
বন্ধু বুঝিলাম এখন ॥

আমি চির-অপরাধী
তাই তো তোমার কাছে কাঁদি
আপন ঘরে ছয়জন বাদি
করে জ্বালাতন রে বন্ধু
বুঝিলাম এখন ॥

তোমার বিচ্ছেদ-অনলে
বুক ভাসে নয়নজলে
বাউল আবদুল করিম বলে
সামনে মরণ রে বন্ধু
বুঝিলাম এখন ॥

.

১১০

তুমি বোঝো না রে বন্ধু
বোঝে না ব্যথিতের বেদনা

কুলমান নাশিলাম সাগরে ভাসিলাম
যে সাগরের কুলকিনারা মিলে না ॥

আপন হবে বলে ভালোবেসেছিলে
এত দুঃখ দিবে আগে জানি না
পিরিতি করেছি পরানে মরেছি
তুমি যদি ভোলো আমি ভুলি না ॥

বসন্তকালে কমলকলি ফুটিলে
কালো ভ্রমরা যদি আসে না
মধু না থাকিলে ভ্রমরা আসিলে
মধু ছাড়া ফুলে ভ্রমর বসে না ॥

বিচ্ছেদের আগুনে পুড়ে নিশিদিনে
মনে জানে অন্যে তাহা জানে না
বুকে আগুন নিয়া কত থাকি সইয়া
এই আগুন জল দিলে তো নিভে না ॥

সজল নয়নে নিশি জাগরণে
আকুল পরাণে করি ভাবনা
কী সুখে আছি, মরি কি বাঁচি
পাষাণ মনে কি তোমার পড়ে না ॥

তোমারই আশায় মরি পিপাসায়
সে পিপাসা তুমি বিনা মিটে না
আবদুল করিম বলে আশাতে রাখিলে
আপন বলে কোলে তুলে নিলে না ॥

.

১১১

প্রাণবন্ধু কালা
সহিতে না পারি তোমার
বিরহের জ্বালা ॥

বন্ধু রে, তুমি যে পরমপুরুষ
আমি কুলবালা
সাধ করে পরেছি গলে
কলঙ্কের মালা ॥

বন্ধু রে, ভাবিয়া সোনার তনু
হয়ে গেল কালা
ভাবি মনে দুই নয়নে
বহে নদী-নালা ॥

বন্ধু রে, বাউল আবদুল করিম ভাবে
বসিয়া নিরালা
তোমার কাছে চাবি বন্ধু
আমার কাছে তালা ॥

.

১১২

পিরিতি করিয়া সোনা বন্ধু রে
মিছা দোষী আমি সংসারে
তুমি বিনে মনের বেদন জানাব কারে
মিছা দোষী আমি সংসারে ॥

তুমি যদি হলে না মোর যৌবনের সাথি
বলো তবে তোমার সনে কিসের পিরিতি
এই ভাবনা দিবারাতি অন্তরে–
মিছা দোষী আমি সংসারে

তোমার লাগি অন্তরে যে আগুন জ্বলে
কে জানে কার মনের খবর না কহিলে
যার যা ইচ্ছা তাই বলে আমারে–
মিছা দোষী আমি সংসারে ॥

করিম বলে দুঃখ দিলে কী করিব
আমি তোমারে বন্ধু ভালোবাসিব
নাম নিয়া ডুবে মরিব, দুঃখ নাই রে–
মিছা দোষী আমি সংসারে ॥

.

১১৩

আমারে বন্ধু তুমি মনে রাখিও
বুকে বুক লাগাইয়া মায়া দিও ॥

তুমি আমারে বন্ধু ভোলো যদি
আমি বুঝিব আমার বিধি বাদি
তুমি আমার গুণনিধি
গোপনে আইও ॥

চোখ মুদিলে চিত্রপটে রূপ দেখা যায়
আঁধারে আলো তুমি তাই তো মনে চায়

কেউ না থাকিলে তুমি
আমার হইও ॥

বারে বারে তোমারে আর বলিব কত
সামনে আসিবে বন্ধু সুখবসন্ত
দেখা দিয়া জন্মের মতো
শান্তি দিও ॥

তোমার কাছে কী আর বলিব আমি
আমি জানি তুমি অন্তর্যামী
করিম বলে দোষ করিলে
ক্ষমা করিও ॥

.

১১৪

আমি নি তোমার রে তুমি নি আমার রে
বন্ধুয়া রে কও কও কও চাই শুনি
তিলেকমাত্র না দেখিলে বাঁচে না পরানি রে
বন্ধুয়া রে কও কও কও চাই শুনি ॥

আমি তোমার চিরদাসী আমার মনে জানি
দুঃখিনী দাসীর কথা তোমার মনে পড়ে নি রে ॥

যে দিন হতে তোমার প্রেমে সঁপেছি পরানি
সে দিন হতে বারণ হয় না দুই নয়নের পানি রে ॥

তোমার প্রেমে এ জগতে কত মন্দ শুনি
তোমার কথা মনে করে সব করে দেই পানি রে ॥

বাউল আবদুল করিম বলে আর কিছু না জানি
জগৎ জুড়ে শুনি তোমার দয়াল নামের ধ্বনি রে ॥

.

১১৫

তোমার প্রেমে মন হলো উদাসী
গো রাই রূপসী
তোমার প্রেমে মন হলো উদাসী
মনে জানে প্রাণে জানে
যে দিন দেখলাম নয়নে
সে দিন হতে তোমায় ভালোবাসি
গো রাই রূপসী ॥

তোমার সঙ্গে প্রেম করিয়া
প্রেমের ফাঁদে পড়িয়া
নাম ধরিয়া বাজাই মোহন বাঁশি।
তোমার কথা মনে হলে
অন্তরে আগুন জ্বলে
লাগল গলে তোমার প্রেমের ফাঁসি
গো রাই রূপসী ॥

আমি কালো তুমি ভালো
ভালো তোমার রূপের আলো
দ্বিগুণ ভালো তোমার মুখের হাসি।
তুমি বিনা মন মানে না
আমি আর কিছু জানি না

তোমার প্রেমে জাতিকুল বিনাশি
গো রাই রূপসী ॥

আমি আশেক তুমি মাশুক
যার যা ইচ্ছা লোকে বলুক
ভাবে ভাবুক আমি যে প্রত্যাশী।
যে দিন হতে তোমা হারা
হয়েছি পাগলের ধারা
সর্বহারা করিম হয় সন্ন্যাসী
গো রাই রূপসী ॥

.

১১৬

ওগো পিয়ারি
মন কেন মোর করিলে চুরি
তুমি প্রেমধনে ধনী
আমি হলেম ভিখারি
মন কেন মোর করিলে চুরি ॥

নয়ন বাকা ভঙ্গি বাঁকা
বাঁকা তোমার মুখের হাসি
তোমার সঙ্গে তুলনা হয় না
আকাশের রবি-শশী।
তুমি বিনা প্রাণ বাঁচে না
কী করে ধৈর্য ধরি
মন কেন মোর করিলে চুরি ॥

চাতক বাঁচে মেঘের জলে
জল ছাড়া বাঁচে না মীন
আশেক বাঁচে কেমন করে
মাশুক যদি বাসে ভিন।
সোনার অঙ্গ হলো মলিন
চিত্তে লয় না ঘর-বাড়ি
মন কেন মোর করিলে চুরি ॥

অন্তরে বিচ্ছেদের আগুন
জল ঢালিলে নিভে না
কী করিব কোথায় যাব
উপায় বুদ্ধি মিলে না।
করিমের মনের বেদনা
কার কাছে প্রকাশ করি
মন কেন মোর করিলে চুরি ॥

.

১১৭

সরল তুমি নাম যে তোমার সরলা
শান্ত অতি শুদ্ধমতি
সবাই বলে মন ভালা ॥

দেখলে শ্রদ্ধা হয় অন্তরে
কত ছেলে ভক্তিভরে
মা বলে সম্বোধন করে
নিতে চায় চরণধুলা ॥

জানি না কী কর্মফলে
তুমি সঙ্গিনী হলে
হঠাৎ করে গেলে চলে
আমায় ফেলে একেলা ॥

বাঁধা আছি প্রেমঋণে
ভাবি সদা নিশিদিনে
বাঁচে না প্রাণ তুমি বিনে
সাহে না বিচ্ছেদজ্বালা ॥

দয়ালের দয়ার বলে
জন্ম তোমার শুদ্ধজলে
সরল বলে তাই তো হলে
করিমের গলার মালা ॥

.

১১৮

আর জ্বালা সয় না গো সরলা
আমি তুমি দুজন ছিলাম
এখন আমি একেলা ॥

দুনিয়া কঠিন ঠাঁই
দুঃখ কইবার জায়গা নাই গো
মনের দুঃখ কারে জানাই
বসে কাঁদি নিরালা ॥

দুঃখে আমার জীবন গড়া
সইলাম দুঃখ জনম ভরা গো

হইলাম সর্বস্বহারা
এখন যে আর নাই বেলা ॥

আর কত সয় কোমল প্রাণে
আর কতকাল ঘুরব বনে গো
আর কতদিন দুই নয়নে
বহাব নদী-নালা ॥

তুমি চলে গেলে দূরে
প্রাণপাখি যাইতে চায় উড়ে গো
যে-পাখিরে জনম ভরে
খাওয়াইলাম দুগ্ধ-কলা ॥

বলে করিম দীনহীনে
কত কথা উঠে মনে গো
তুমি বিনে এ জীবনে
ভাঙ্গিল ভবের খেলা ॥

.

১১৯

প্রাণে আর সহে না দারুণ জ্বালা
মরণ ভালা
প্রাণে আর সহে না দারুণ জ্বালা ॥

প্রেমফুলের গন্ধে
ঠেকিয়াছি ফান্দে
গলে পড়েছি প্রেমমালা
মরণ ভালা ॥

আহারও না চায় গো মনে
নিদ্রা নাই দুই নয়নে
শয়নে স্বপনে যায় না ভোলা
বুঝাইলে না বোঝে মনে
জ্বলে মরি প্রেমাগুনে
অদর্শনে মন প্রাণ উতালা
মরণ ভালা ॥

কোকিল মত্ত মধুর গানে
ভ্রমর মত্ত মধুপানে
আমি কাঁদি বসিয়া নিরালা
দিয়া তুমি প্রেম-আলিঙ্গন
শান্ত করো পোড়া মন
সরল তুমি নাম তোমার
সরলা মরণ ভালা ॥

বাউল আবদুল করিম বলে
গনার দিন ফুরাইয়া গেলে
যাব চলে আমি যে একেলা
ভাই বন্ধু পিতা মাতায়
কী করিবে ভবের মায়ায়
দমের কোঠায় লাগবে যে দিন
তালা মরণ ভালা ॥

.

ও নদী রে,
তোর খেলা দেখিব কত আর
এপার ভাঙো ওপার গড়ো
উদ্দেশ্য কী হয় তোমার ॥

কত কষ্টে তোমার কূলে
বান্ধে মানুষ বাড়িঘর
কোনদিন যে ভাঙিয়া নিবায়
জানে না খবর
কালবৈশাখে দেখিতে পাই
দুরন্ত গতি তোমার ॥

ভাঙো গড়ো হাসাও কাঁদাও
আছে তোমার শক্তি-বল
অকালে ডুবাও যে কত
কৃষকের ফসল
দেখি তোমায় বড় চঞ্চল
আসিলে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ॥

বরাক নামে সিলেট এসে
চলেছ দুই নাম ধরে
কুশিয়ারা দিশেহারা
কখন কী করে
বসে কালনী নদীর তীরে
ভাবছে করিম অনিবার ॥

.

এবার ফসল ভালো দেখা যায়-বা চাচাজি
এবার ফসল ভালো দেখা যায়
ফাল্গুনে বর্ষিল মেঘ
জমি যাহা চায়-বা চাচাজি ॥

ফসলের নমুনা দেখলে
পেটের ভুক পালায়
ধনী-গরিব সকলের মনে
ভরসা জাগায়-বা চাচাজি ॥

শিলাবৃষ্টি অকাল বন্যায়
বারে-বার চাতায়
রাইত হইলে ঘুমে ধরে না
নানান চিন্তায়-বা চাচাজি ॥

ইরি বোরো ফসল করি
ভাটি এলাকায়
এক ফসল বিনে আমাদের
নাই অন্য উপায়-বা চাচাজি ॥

করিম বলে দোয়া করিও
আল্লায় যেন বাঁচায়
যেতা করিয়া গিরস্তি করছি
কইবার কথা নায়-বা চাচাজি ॥

ছেলেমেয়ে আছ যারা
শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন
আসলে ভুল করিও না
ধরো উস্তাদের চরণ ॥

যারা এই সোনার বাংলায়
গরিবকুলে জন্ম নিলায়
যেভাবে বেঁচে থাকা যায়
সময়ে চেষ্টা করণ ॥

দেশ যখন স্বাধীন হলো তাই
সবাই বেঁচে থাকতে চাই
দিনমজুরের মজুরি নাই
উপায় কী বল এখন ॥

বিপন্ন লোক যারা আছে
দুঃখ-কষ্ট করে বাঁচে
ধনী যারা রঙ্গে নাচে
গরিব কাঙালের মরণ ॥

ক্ষুধায় খাদ্য মিলে না যার
রোগ হলে নাই ঔষধ ডাক্তার
বেঁচে থাকার উপায় নাই আর
ভাবি মনে সর্বক্ষণ ॥

ধরল না ফল আশার গাছে
এই দুঃখ বলবো কার কাছে
আবদুল করিম বেঁচে আছে
সুখ-দুঃখ করে বরণ ॥

.

১২৩

ওসমানীর স্মৃতিচিহ্ন
ওই ওসমানী উদ্যান
যেখানে হয় বিজয়মেলা
গাই তখন বিজয়ের গান ॥

সেনাপতি আতাউল গনি
আছে যার নামের ধ্বনি
ডাকনাম ছিল ওসমানী
সিলেটের কৃতী সন্তান ॥

এই সোনার বাংলায় যখন
আসে পাকসেনার আক্রমণ
সাধারণ লোক ভাবে তখন
কী করে বাঁচিবে প্রাণ ॥

শেখ মুজিব ঘোষণা দিলেন
ওসমানী দায়িত্ব নিলেন
মুক্তিবাহিনী হলেন
মিলে হিন্দু-মুসলমান ॥

ওসমানীর নেতৃত্বে তাই
চলিল পাল্টা লড়াই
বলিতে মনে ব্যথা পাই
গেল লক্ষ লক্ষ প্রাণ ॥

করিম বলে, সাহস করে
বীরবাঙালি অস্ত্র ধরে
দীর্ঘ নয়মাস যুদ্ধ পরে
উড়িল বিজয়নিশান ॥

.

১২৪

রোজার পরে আইল
খুশির ঈদের দিন
যে-রোজার বদলা দিতে
আল্লাহ নিজে রয় জামিন ॥

রোজা রেখে সাচ্চা দিলে
ইমান বিশ্বাসের বলে
শিশু যেমন মায়ের কোলে
জনম নিল নবীন ॥

ধুয়ে মুছে মনের কালি
মুখে আল্লাহ আল্লাহ বলি
একে অন্যে গলাগলি
কেউ কারে বাসে না ভিন ॥

বাদ-বিসম্বাদ সবাই ভুলে
আল্লাহু আকবর বলে
দাঁড়াইল এক সামিলে
ভেদ নাই ধনী-দীনহীন ॥

ইসলামে সৌন্দর্য কত
ভেসে উঠলো ছবির মতো
ধনীর কাছে আহ্লাদিত
অসহায় এতিম মিসকিন ॥

যা চেয়েছেন আল্লাহ-নবি
আজ ভেসেছে সেই ছবি
আমলনামায় লেখা হবি
কে কঠিন কে মোমিন ॥

যে আনন্দ আজ দেখা যায়
যে শান্তির বাতাস লাগে গায়
আবদুল করিম তাহাই চায়
খুশি হউক আসমান-জমিন ॥

.

১২৫

ঈদের দিন আসিল রে
রমজানের রোজার পরে
একে অন্যে ঈদ মোবারক
জানায় ঘরে ঘরে রে—
রমজানের রোজার পরে ॥

রোজা-নামাজ আল্লার হুকুম
বান্দার উপরে
একমাস রোজা রাখতে হয়
বৎসরে বৎসরে রে—
রমজানের রোজার পরে ॥

রোজা হয় আত্মসংযম
বুঝতে যেজন পারে
মনের ময়লা দূর করিয়া
পাকপবিত্র করে রে–
রমজানের রোজার পরে ॥

নূতন মন নূতন মিলন
এক বৎসরের পরে
ভালোবাসা মিলামিশা
পবিত্র অন্তরে রে–
রমজানের রোজার পরে ॥

দান-খয়রাত লিল্লা যাকাত
ফিতরা আদায় করে
ভবের সম্পদ ধন দৌলত
আল্লাহ দিলা যারে রে–
রমজানের রোজার পরে ॥

যে-জনে দয়া করে
এতিমের উপরে
করিম বলে আল্লাহ পাকে
তারে দয়া করে রে–
রমজানের রোজার পরে ॥

.

১২৬

শোনেন জনগণ
আসিল ইউনিয়ন নির্বাচন

ধনী-গরিব নারী-পুরুষ
ভোট আছে যার ভোট দেওন
আসিল ইউনিয়ন নির্বাচন ॥

জনগণের রায় মানিবেন
এই প্রতিজ্ঞা করিয়া
দাঁড়াইলেন প্রার্থীগণ
বাংলাদেশ জুড়িয়া
আইন শৃঙ্খলার ভিতর দিয়া
জনমত যাচাই করণ—
আসিল ইউনিয়ন নির্বাচন ॥

ভোটের জন্য যাবেন এখন
গরিব কাঙালের কাছে
গরিবদের কিছুই নাই
তবে তাদের ভোট আছে
দুঃখ কষ্ট করে বাঁচে
সয় যে কত জ্বালাতন—
আসিল ইউনিয়ন নির্বাচন ॥

প্রার্থীদের সমর্থকরা
বন্ধু-বান্ধব মিলিয়া
জনগণের কাছে যাবেন
যার-তার বক্তব্য নিয়া
চেষ্টা করবেন প্রাণ খুলিয়া
দিবারাত্র সর্বক্ষণ—
আসিল ইউনিয়ন নির্বাচন ॥

মজুরকে মজুরি দিয়া
মিছিলে নিবেন এখন
দেখাইতে জনগণকে
কার ভোটার কতজন
এলাকা করিয়া ভ্রমণ
চা-পান চুরট খাওন
আসিল ইউনিয়ন নির্বাচন ॥

গরিব কাঙালকে কাছে
বসাইবেন হাত ধরে
মনে সান্ত্বনা দিবেন
আদর যত্ন করে
দেখা যায় ভোটের পরে
হয় কত পরিবর্তন–
আসিল ইউনিয়ন নির্বাচন ॥

বাউল আবদুল করিম বলে
ভোট দাও যারে মনে চায়
ভুলিও না প্রলোভনে
টাউট দালালের কথায়
ভালো লোকে ভোট যেন পায়
এই আমাদের প্রয়োজন–
আসিল ইউনিয়ন নির্বাচন ॥

মশারি নাই সুযোগ পাইল
নিদারুণ মশায়
দুই নয়নে ঘুম আসে না
সারা রাইত ভরা কামড়ায় ॥

নিষেধ করি বারে বারে
মশা তোরা আইছ্ না ঘরে
তবু আইয়া কানের ধারে
গান গায় হারমুনি বাজায় ॥

পাগলা মশার কামড় খাইয়া
অনেকের হয় ম্যালেরিয়া
কুইনাইন ইনজেকশন লইয়া
দিনরাত্র মাথা ঘোরায় ॥

সারা রাইত মশার কামড়ে
পুয়াপুরি চাইট্টাইয়া মরে ॥
আবদুল করিম চিন্তা করে
কই যাই মশার যন্ত্রণায় ॥

.

১২৮

কেন করিব জন্ম নিয়ন্ত্রণ
কর্তার ইচ্ছা কর্ম চলে
তার ইচ্ছায় জন্ম-মরণ ॥

সৃষ্টি যাহার পালন তাহার
সবারে যোগাবে আহার

তার উপরে ক্ষমতা কার
কী করতে পারে কোনজন ॥

আকাশ পাতাল বসুন্ধরা
চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা
তার ইচ্ছায় সমস্ত গড়া
সে নিজেই জীবের জীবন ॥

দুটি সন্তান জন্মের পরে
স্ত্রীকে যদি বন্ধ্যা করে
দুটি সন্তান যদি মরে
কে করতে পারবে পূরণ ॥

শিক্ষা দীক্ষা খাওয়া পরার
জীবনের নিরাপত্তার
দায়িত্বে যে আছে আমার
চলব তার ইচ্ছা মতন ॥

এই সৃষ্টি-জগৎ আসলে
নিয়তির বিধানে বলে
শুদ্ধ জ্ঞান বিবেকের বলে
ভেবে দেখো ওরে মন ॥

বাউল আবদুল করিমে গায়
বিবেকহীন লোভ লালসায়
কত রঙ দেখালো আমায়
ভাবি তাহা অনুক্ষণ ॥

.

১২৯

দিবানিশি শুনি গো
জন্ম নিয়ন্ত্রণের গান
কথা ধরো বিচার করো
নিজের লাভ লোকসান গো
জন্মনিয়ন্ত্রণের গান ॥

যে-পরিমাণ খাদ্যের দরকার
দেশে তাহা নাই
ঋণ করিয়া আনিতে হয়
যেখানে যা পাই
পরনির্ভরশীল হওয়া
বড় অপমান গো
জন্মনিয়ন্ত্রণের গান ॥

আসল কথার বিচার করো
মিলিয়া সকলে
ভাবিয়া কাজ করিতে হয়
জ্ঞানী গেছেন বলে
হিসাব করে কর্ম করা
জ্ঞানীর এই বিধান গো
জন্মনিয়ন্ত্রণের গান ॥

ভালো কথা নিজে বোঝো
অন্যেরে বোঝাও
জনসংখ্যা রোধ করো
আর উৎপাদন বাড়াও
নিজে বাঁচো দেশকে বাঁচাও

বাড়াও দেশের মান গো
জন্মনিয়ন্ত্রণের গান ॥

দেশের সমস্যার মধ্যে
দুর্নীতি প্রধান
দুর্নীতি থাকলে সমস্যার
নাই সমাধান
করিম বলে সময় থাকতে
হও সাবধান গো
জন্মনিয়ন্ত্রণের গান ॥

.

১৩০

শোনেন বন্ধুগণ
করা ভালো জন্মনিয়ন্ত্রণ
ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে
করিলে নিয়ম পালন
করা ভালো জন্মনিয়ন্ত্রণ ॥

জনসংখ্যা বাড়িতেছে
জমি কিন্তু বাড়ে না
ভবিষ্যতে কী হইবে
কর না বিবেচনা
ভালো-মন্দ যে বোঝে না
পাছে পাবে জ্বালাতন ॥

বিচার করে দেখো সবাই
যে চলে হিসাব ছাড়া

অধিক সন্তান জন্মাইয়া
হয়েছে দিশেহারা
শিক্ষা-দীক্ষা খাওয়া-পরা
চলে না ভরণপোষণ ॥

ভয় লেগেছে ময়নার বাপের
দুঃখ কষ্ট দেখিয়া
আসলে জমি নাই
তিন ছেলে তার ছয় মাইয়া
ঘোরে এখন পাগল হইয়া
সদায় অভাব অনটন ॥

পুবের বাড়ির মন্তাজ ভাই
কী সুন্দর মৌজে চলে
অল্প কিছু জমি আছে
এক মেয়ে আর এক ছেলে
এই দুইজন পড়ে ইশকুলে
আনন্দে রয় সর্বক্ষণ ॥

শান্তিতে থাকিবে যদি
শান্তিকামী দুনিয়ায়
হিসাব করে সংসার বাড়াও
বাউল আবদুল করিম গায়
ক্ষেত কামার কলকারখানায়
বাড়াও দেশের উৎপাদন ॥

সোনার মানুষ বলি তারে
ভবিষ্যৎ চিন্তা করে
যে-জনে তার সংসার গড়ে ॥

হয় যদি ছোটো পরিবার
খাইতে শুইতে বেশ ভালো তার
তারে কয় সুখী পরিবার
দেখো বিচার করে
ছেলে মেয়ে শিক্ষা-দীক্ষায়
মানুষ করতে পারে
স্বামী-স্ত্রীতে মিল মহব্বত
থাকে সারা জনমভরে ॥

অধিক সন্তানাদি যার
হয় যদি বড় পরিবার
গরিব হলে উপায় নাই আর
অসুবিধায় পড়ে
আগে জন্ম দিয়ে পাছে
হা-হুতাশে মরে
শিক্ষা-দীক্ষা দূরের কথা
পেটের চিন্তায় পাগল করে ॥

হয় যদি মেয়ে বেশি
তার গলে লাগে ফাঁসি
বিবাহে দর কষাকষি
সময়ে সব করে
মটর সাইকেল টেলিভিশন
দাবি তুলে ধরে

দিতে হয় নগদ টাকা
নইলে পাত্র মিলে না রে ॥

মেয়ে বিয়ে দেওয়ার বেলায়
গরিব বড় ব্যথা পায়
তখন মেয়ের পিতা-মাতায়
দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে
যৌতুকের মাল দেওয়ার জন্য
জমি বিক্রি করে
করিম বলে ঋণ করিলে
যমে কি আর বাড়ি ছাড়ে ॥

.

১৩২

বড় ভাবী গো ভাইসাবরে
বুঝাইয়া কইও চাই
আমি তানরে কী বলিব
তাইন যে আমার বড় ভাই ॥

রেডিও টেলিভিশন আর
পত্রপত্রিকায়
নিজে কি বোঝো না গো ভাবী
কোন কথা বোঝায়
চল নিজের বিবেচনায়
নইলে যে আর উপায় নাই ॥

এক দুই করে আটটি সন্তান
জনম দিয়াছ

চিন্তা করে দেখো গো ভাবী
কী ভেজাল বাড়াইছ
এখনও যে রঙ্গে নাচো
ভাব দেখে আমি ডরাই ॥

বাউল আবদুল করিম ভাবে
বসে নিরালায়
দিনের রোজে দিন পোষে না
কী করি উপায়
মনে ভাবি এই যন্ত্রণায়
দেশ ছেড়ে পলাইয়া যাই ॥

·

১৩৩

কষ্ট করে আছি এখন বাইচ্চা
সাধের জীবন বিফল গেল
পরার তালে নাইচ্চা ॥

এমন যদি আগে জানতাম
হিসাব নিকাশ করে চলতাম
জ্ঞান থইয়া কি পাগল হইতাম
নেংটি মারতাম খেইচ্চা ॥

রসের গাছে রস মিলে না
রসরাজ আর কেউ বলে না
রঙ্গিলা দালানখানা
পড়িতেছে ধইচ্চা ॥

ভবসাগর পাড়ি দিতে
আবদুল করিম ঠেকছে পথে
পারি না নৌকা বাঁচাইতে
দুই হাতে জল সেইচ্চা ॥

.

১৩৪

কারে কী বলিব আমি
ঠেকছি নিজের আক্কলে
টেকা-পয়সা না জমাইয়া
বিয়া করে কোন বেয়াক্কলে ॥

ভাইবন্ধু সব মিলিয়া
আমারে করাইলা বিয়া
আমার গলায় ফাঁসি দিয়া
হাসে তারা সক্কলে ॥

দশ বৎসর হয় করলাম বিয়া
এক ছেলে ছয় মাইয়া
আমারে ঘিরিল আইয়া
দারুণ ভবের জঞ্জালে ॥

লাভ করিতে গেল আসল
এখন ভাবনা কেবল
আবদুল করিম ঘোর পাগল
ভালো ছিল এককালে ॥

.

১৩৫

আমরা দুইজন সুখী মোদের
এক ছেলে এক মাইয়া
মাবুদ আল্লার দয়ার বলে
আছি জান বাঁচাইয়া ॥

করলেন যারা বিয়ে শাদি
সুখের সংসার খোঁজো
যদি বুঝে নেও ভেদবিধি
জ্ঞানীর আশ্রয় নিয়া ॥

অধিক সন্তান জন্ম দিলে
পড়িয়া ভবের ভেজালে
দিন যাইত বিষম গোলমালে
দেখি যে ভাবিয়া ॥

বেদাই ভাই নয়জনের বাপ
এখন গায় পাগলের প্রলাপ
আমরা করি রস-আলাপ
দুই জনে বসিয়া ॥

আবদুল করিম বলে আমার
আসলে ছোট পরিবার
তবু চলে না সংসার
দুই বেলা ভাত খাইয়া ॥

.

১৩৬

স্বাধীন বাংলার ইতিহাস

দুঃখ বলব কারে
মনের দুঃখ বলব কারে
বাঁচতে চাই বাঁচার উপায় নাই
দিনে দিনে দুঃখ বাড়ে ॥

ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যখন
আসে স্বদেশী আন্দোলন
ভারতবাসী সবাই তখন
একই দাবি করে।
ব্রিটিশ যাইবে যখন
ভারতবর্ষ ছেড়ে
সবাই তখন সুখে রবে
এই আশা সবার অন্তরে ॥

পূর্ব থেকেই দেশপ্রেমিকগণ
করে এই মুক্তি-আন্দোলন
অনেকে দিয়েছে জীবন
ন্যায্য দাবি করে
আসিল গণ-আন্দোলন
প্রতি ঘরে ঘরে
জনগণ চায় না যখন
সে কি আর থাকতে পারে ॥

তখন উঠিল শ্লোগান
লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান
শোষক তার শোষণের সন্ধান
সু-কৌশলে করে

ভারতের বাঙালি তখন
ধর্মের ভাওতায় পড়ে
কেউ হিন্দু কেউ মুসলমান
একে অন্যেরে মারে ॥

আসল কথা ছেড়ে দিয়া
দ্বন্দ্ব আসে ধর্ম নিয়া
বাঙালি ধোঁকায় পড়িয়া
পথ ভুলিয়া মরে
স্বার্থপর শোষকদের
শোষণের ফাঁদে পড়ে
ধর্ম নিয়ে মারামারি
ভারতকে বিভক্ত করে ॥

পাইলাম পূর্ব পাকিস্তান
হইলাম খাঁটি মুসলমান
হলো না শান্তি বিধান
পড়লাম বিষম ফেরে
গত হলো তের বৎসর
স্বাধীনতার পরে
বাঙালিদের তখন
শোষণ-নির্যাতন করে ॥

বাঙালি মজুর-চাষা
বাংলা তাদের মূল ভরসা
উর্দু হবে রাষ্ট্রভাষা
বলে গায়ের জোরে।
মুখের বোল কেড়ে নিতে চায়
মানতে কি আর পারে

ছাত্রগণ তারা তখন
ভাষার জন্য লড়াই করে ॥

স্বাধীন দেশেতে যখন
আসে সামরিক শাসন
জনগণ ভাবে তখন
কী হবে তার পরে।
এই অবস্থায় দশটি বছর
রইল ধৈর্য ধরে
ভয়ে তখন কাপে অন্তর
কখন জানি কী যে করে ॥

আইয়ূব চলে গেল যখন
হলো ইয়াহিয়ার আগমন
রাতের আঁধারে তখন
দেশ আক্রমণ করে
বুদ্ধিজীবীগণকে প্রথম
সন্ধান করে মারে
দেশবাসী তারা তখন
পড়িল ঘোর আঁধারে ॥

বাংলার দালাল রাজাকার
করেছিল কী ব্যবহার
তাহাদের কথা আমার
আজো মনে পড়ে
বাংলার দুর্দিনে
এই দালাল রাজাকারে
ইসলামের দোহাই দিয়া
শত্রুকে সমর্থন করে ॥

শেখ মুজিব ঘোষণা দিলেন
বাঙালি অস্ত্র ধরিলেন
ওসমানী দায়িত্ব নিলেন
মুজিব কারাগারে।
নজরুল-তাজউদ্দিন ছিলেন
দেশের ভিতরে
দেশপ্রেমিকগণ নিয়ে তখন
মুজিবনগর সরকার গড়ে ॥

বিভিন্ন দলনেতা
সবার মুখে একই কথা
অন্তরে দিল ব্যথা
দালাল রাজাকারে।
চলিল পাল্টা লড়াই
মরণের ভয় ছেড়ে
হানাদার বাহিনী তখন
লাখো লাখো মানুষ মারে ॥

দেখামাত্র গুলি চালায়
বাড়ি ঘরে আগুন জ্বালায়
দেশের মানুষ নিরুপায়
হলেন একেবারে।
অনেকেই চলে গেলেন
দেশের বাহিরে
দেশের ভিতরে যারা
পড়লেন নিরাশার আঁধারে ॥

সাধারণ জনগণ
নিরাশা-দূরাশায় তখন

ভাবিতেছে হবে মরণ
বাঁচিবে কী করে।
হানাদার বাহিনী আর
দালাল রাজাকার
ধনরত্ন লুট করে নেয়
মা-বোনদের ইজ্জত মারে ॥

ওসমানীর নেতৃত্বে তাই
চলিল পাল্টা লড়াই
এছাড়া যে উপায় নাই
বাঁচিবে কী করে।
জন্মিলে মরণ আছে
ভেবে তা অন্তরে
হিন্দু-মুসলিম নারী-পুরুষ
সবাই তখন অস্ত্র ধরে ॥

ভারতের সৈন্যগণ
করে ন্যায়ের সমর্থন
এক সঙ্গে মিলে যখন
আক্রমণ করে
হানাদার বাহিনী তখন
অসুবিধায় পড়ে
মিত্রবাহিনীর কাছে
আত্মসমর্পণ করে ॥

উড়িল বিজয় নিশান
সবাই গায় বিজয়ের গান
মিলিয়া হিন্দু-মুসলমান
গায় যে একই স্বরে।

আসিল স্বাধীনতা
নয়মাসে যুদ্ধের পরে
হিন্দু-মুসলিমের একতা
আবার আসিল ফিরে ॥

স্বাধীন দেশেতে এবার
গড়িলেন নতুন সরকার
শেখ মুজিবকে ক্ষমতার
অধিকারী করে।
জানি না কী ভেবেছিলেন
কী ছিল অন্তরে
সমস্ত খুনিদেরে
দিলেন তখন ক্ষমা করে ॥

সন্তানাদি মরে যার
পিতামাতা দাবিদার
খুনিদের খুনের বিচার
আইনে তাহা করে।
দুঃখ কষ্টে চার বৎসর
গত হলো পরে
শত্রুগণ তারা তখন
শেখ মুজিবকে হত্যা করে ॥

সবংশে নিধন করিল
কারেও না ছেড়ে দিল
আপন কর্ম সেরে নিল
শোষক স্বৈরাচারে।
মুক্তিকামী ছিলেন যারা
পড়িলেন আঁধারে

বাঙালি নয় বাংলাদেশী
নামকে পরিবর্তন করে ॥

চলিল স্বৈরশাসন
কত কথা হয় যে স্মরণ
গরিব কাঙালের মরণ
দুঃখ কষ্ট করে।
ভাঙাগড়া দেখলাম কত
মনে তাহা পড়ে
শোষক শয়তান বড় নাদান
কত রঙ সে ধরতে পারে ॥

আসিলেন শেখ হাসিনা
সবার নয় চিনা-জানা
মুজিবের মেয়ে কি না
তাইতো শ্রদ্ধা করে।
ভাবিলেন মুজিব আবার
আসিয়াছেন ফিরে
মানুষ যে মরে যায়
স্মৃতি থাকে এই সংসারে ॥

হাসিনা আসিলেন যখন
আসিল গণ-জাগরণ
মুক্তিকামী সবাই তখন
সমর্থন করে।
অসহযোগ আন্দোলন
গড়ে নিলেন পরে
ন্যায়নিষ্ঠভাবে তখন
নির্বাচনে জয়লাভ করে ॥

হাসিনার নেতৃত্বে তাই
আজ যখন ক্ষমতা পাই
আমাদের দাবি জানাই
একুশ বৎসর পরে।
দুর্নীতি স্বজনপ্রীতি
লোভ লালসা ছেড়ে
শোষকমুক্ত সমাজ গড়ো
সবাই যাতে বাঁচতে পারে ॥

রক্তের বিনিময়ে তাই
দেশের স্বাধীনতা পাই
অর্থনৈতিক মুক্তি চাই
বলি বারে-বারে।
এখন আওয়ামী লীগ সরকার
দেশকে শাসন করে
হয় যদি শোষণ নির্যাতন
দোষ দিবে শেখ হাসিনারে ॥

দেশের বিপন্ন যারা
আসলে সর্বহারা
অনাহারে যাবে মারা
বাঁচিবে কী করে।
স্বজনপ্রীতি ঘুষ-দুর্নীতি
চলছে ঘরে ঘরে
গরিব বাঁচার উপায় নাই আর
সবলে দুর্বলকে মারে ॥

আমরা মজুর-চাষি
দেশকে যদি ভালোবাসি

সবার মুখে ফুটবে হাসি
দুঃখ যাবে দূরে।
শোষণ-নির্যাতন শুধু
শোষক দলে করে
কৃষক-মজুর এক হয়ে যাও
রবে না আর অন্ধকারে ॥

এই আমার শেষ নিবেদন
মনে ভাবি সর্বক্ষণ
পিঞ্জিরা ছাড়িয়া কখন
পাখি যাবে উড়ে।
মিছে সংসার কেউ নহে কার
থাকতে কি কেউ পারে
করিম বলে সন্ধ্যা হলে
পড়িবে ঘোর আঁধারে ॥

ধলমেলা

ধলমেলা – শাহ জালুল করিম
প্রথম প্রকাশ ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০

.

পয়লা ফাল্গুনে আইলো ধলের মেলা
যাও যদি আও দলে দলে উঠেছে বেলা ॥

যাইতে মেলা বাজারে রাস্তাতে নদী পড়ে
আগে যারা রাস্তা ধরে যায় বড় ভালা ॥

ঠিক রাখিও মনের গতি, জুয়া খেলায় দিও না মতি
ভাই রে ভাই, দিনে ডাকাতি তিন তাসের খেলা ॥

দেখবে কত সার্কাসবাজী দেখলে মন হয় যে রাজী
হাতে যদি থাকে পুঁজি খাবে রসগোল্লা ॥

এই করিমের পয়সা নাই রসগোল্লা খাই না খাই
রস বিলাইতে আমি যাই ওগো সরলা ॥

.

মাঘ ফাল্গুন চৈত্র মাসে ভাটি এলাকায়
আনন্দ মেলা হয় বিভিন্ন জায়গায়
অধিকাংশ মেলা বসে দেবস্থানের কাছে
এমনি এক দেবস্থান ধলগ্রামে আছে
পরমেশ্বরী নামে রহিয়াছে শীলা
এই উপলক্ষে হয় ধলগ্রামে এই মেলা।

জানি না কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে
পূর্বে ছিল মেলা এখনো রয়েছে
পঞ্চাশ বছর পূর্বের কথা আজও মনে পড়ে
বসিত এই তীর্থমেলা কালনী নদীর তীরে।
সুরমা হতে কালনী নদী আরম্ভ হয়েছে
দিরাই শাল্লা পার হয়ে আজমিরী গিয়েছে।
ভেড়ামোহনা নাম ধরিয়া তখন
নদী তার গতিপথে করেছে গমন।
নদীপথে যোগাযোগ ছিল পরিষ্কার

কালনী নদী দিয়া তখন চলতো ইস্টিমার।
ঢাকা হতে সার্কাস দল অসিত নৌকায়
যোগদান করিত এই আনন্দ মেলায়।

হাতি ঘোড়া বাঘ ভাল্লুক সঙ্গে নিয়া আইত
মেলাতে ঘর বাঁধিয়া খেলা দেখাইত
দেবস্থানে হইত দেবীর পূজা ও ভজন
হিন্দু সবাই করত তাদের নাম সংকীর্তন।
হরেক রকম মালামাল আসিত নৌকায়
সুলভে মিলিত তখন যে যাহা চায়।
মেলা বসিত কালনী নদীর দক্ষিণ কূলে
উত্তর পারের লোকজন মেলায় যাইত চলে।
সেই সময় ঘাটের মাঝি থাকিত বন্ধান
জ্যৈষ্ঠ মাসে দেশের লোকে দিত তারে ধান।
পাঁচ সের দশ সের আর কেউ দিত এক মণ
এতেই চলিত মাঝির ভরণ-পোষণ।
দায়িত্ব নিয়া মাঝি ঘাটে খেওয়া দিত
মাসে দুইদিন গ্রাম থেকে ‘পরভী’ তুলে নিত।

একজনে এক বেলা খাইতে যাতে পারে
এই পরিমাণ চাল মসল্লা দিত ঘরে ঘরে।
পরবী তুলে গ্রাম থেকে যে চাল মসল্লা পাইত
এই দিয়ে ঘাটের মাঝি সুখ শান্তিতে খাইত।
তিনশো মণ দু-তিন খানা নৌকা থাকিত
নিজ দায়িত্বে মাঝি তাহা মৌজুত রাখিত।
খেয়াঘাটে ছিল না যে পয়সার দরকার
মাশুল বিনা মানুষ তখন হইত পারাপার।

মেলা হইত ফাল্গুন মাসের প্রথম বুধবার
চারদিক থেকে লোক আসিত হাজার হাজার।
মেলা আসিল বলে পড়ে যেত সাড়া
ঘরে ঘরে তৈয়ার হইত মুড়ি আর চিড়া।
গ্রামবাসী সবাই মেলার প্রস্তুতি নিত
একে অন্যেরে তখন সুদমুক্ত ঋণ দিত।

এই সময় ঘরে ঘরে আসিত নাইওরী,
মেলা যোগে অতিথ এসে ভরে যেত বাড়ি।
আসতেন তখন বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজন
মেলা যোগে হইত এক আনন্দ মিলন।
গ্রামের সবাই হইতেন আনন্দে বিভোর
স্বজনে-স্বজনে হইত মিলন মধুর।
চিড়া-মুড়ি দধি-দুগ্ধে নাস্তা সবাই দিত
তারপরে কী খাওয়াবে সেই ব্যবস্থা নিত।
দই দুগ্ধের অভাব ছিল না গ্রামবাসীদের
দুগ্ধ তখন বিকাইত দুইআনা সের।
শাক-শবজি ও মাছের তখন অভাব ছিল না
সাধ্যমত সবাই সেদিন খাইত ভালো খানা।
পারাপারে মাঝি কোনো পয়সা নিত না
ব্যবসায়ীগণ কোনো খাজনা দিত না।
সম্পূর্ণ নিস্কর ছিল দ্রব্য যাবতীয়
মেলা ছিল দেশবাসী সকলের প্রিয়।

সুখে দুঃখে ছিল মানুষ একে অন্যের সাথি
হিন্দু এবং মুসলমানে ছিল সম্প্রীতি।
দিরাই-শাল্লা-আজমিরীগঞ্জে যত কর্মকার
পূর্ব থেকে মালামাল করিত তৈয়ার।

ছেনি-কাঁচি-দা-কুড়াল-খন্তি-কুদাল
জালের কাঠি কৃষকের লাঙ্গলের ফাল।
কেহ আনত ডেগ-কলস-ঘটি-বাটি থালা
যার যা দরকার খরিদ করে ভরে নিত ছালা।
বেলাবরের বেল আসিত হবিগঞ্জের আঁখ
ধলমেলার বেল-কুশিয়ার ছিল এক ডাক।
এখানে আঁখ বলে না কুশিয়ার বলে
খরিদ করে নিত মানুষ বাড়ি যাবার কালে।
কেহ বলত, আমি মেলায় সার্কাস দেখতে যাই
কেহ বলত, আমি মেলার মিষ্টি ভালো পাই।
কেহ বলত, মিষ্টি তো হাট বাজারে মিলে
আমি আনি বেল-কুশিয়ার ধল মেলাতে গেলে।

এলাকার মানুষের যাহা প্রয়োজন
সব রকম মালামাল আসিত তখন।
কাঁচা বাঁশের ছাতা-ছাত্তি-চাটি-পাটি আর
কোচা-অছু-পলো নিয়ে বসিত বাজার।
ছাতা-ছাত্তি-চাটি-পাটি কিনে নিত পলো
গ্রামের মানুষ পলো দিয়ে মাছ ধরিত বিলো।
এইগুলো নেওয়ার জন্য এখন কেউ আসে না
কোচা অছু পোলোর আর বাজার বসে না।
কোনোখানে জনগণের নাই অধিকার
হেমন্ত কি বর্ষাকালে মাছ ধরে খাওয়ার।

সব মালেরই পৃথক পৃথক বাজার বসিত
খরিদ্দার ইচ্ছা মতো খরিদ করে নিত।
নোয়াগর-জলসুখা-আজমিরীগঞ্জের কাছে
ঘোষ সম্প্রদায় তারা পূর্ব থেকেই আছে।

গ্রাম্যভাষায় ঘোষ বলে লেখে তারা গোপ
দধি দগ্ধের কারবার করে এই তাদের রূপ।
সেই সময় ছিল তারা দুইশত ঘর
ছয়কুড়ি জলসুখা গ্রামে, বাকি নোয়াগর।
দধি দুগ্ধ নিয়ে সবাই নৌকায় আসিত
কালনীর পারে দোকান করে তারা বসিত।
খাঁটি দুগ্ধের ছানা-মিষ্টি মেলাতে মিলিত
কোনো জিনিষে তখন ভেজাল ছিল না তো।
ছানার মিষ্টি চিড়া-মুড়ি দধি-দুগ্ধ পাইত
নদীর পারে বসে মানুষ ইচ্ছামত খাইত।
মিষ্টির ঘরে দোকানদারে বসার স্থান দিত
খরিদ করে খাইত আর বাড়ির জন্য নিত।
এক পয়সার মাটিপাতিল খরিদ করিয়া
মিষ্টি নিত বাড়ির জন্য পাতিল ভরিয়া।

দ্বিতীয় বুধবারে হইত মেয়েলোকের মেলা
স্বচক্ষে দেখেছি যাহা আজও যায় না ভোলা।
এলাকার হিন্দু সবাই ধর্মীয় ভাবুক
আসত এ দিন হাজার হাজার হিন্দু মেয়েলোক।
এর মধ্যে কারো কোনো মানস থাকিলে
ভক্তিভাবে স্নান করিত কালনীর কালো জলে।
ঢাকা-সিলেট হতে মাল খরিদ করে লইত
মেলাযযাগে শতাধিক গানেরই নৌকা আইত।
তৈল সাবান চুলের কাটা চিরুনী আর আয়না
আনতো সময়োপযোগী ছোটদের খেলনা।
কর্ণফুল, গলার মালা, হাতের বালা, চুড়ি
এইসব নিয়ে দোকান করে বসত সারি সারি।
সাবান সোডা রেশমি তাগা আনতো মনমিঠাই

এক পয়সায় বারো মজা এইসব এখন নাই।
পূর্ব হতে আজ পর্যন্ত আমার যাহা জানা
মেলায় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে না।
ব্রিটিশ আমলে মেলার পূর্ণরূপ ছিল
দেশ বিভক্ত হয়ে যখন পাকিস্তান এল।
ধনী-মানী-জ্ঞানী-গুণী হিন্দু ছিল যারা
ধীরে ধীরে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল তারা।
শহর বন্দরে কেহ দেশের বাহিরে
চলে গেল যে যাহা ভালো মনে করে।

বিভিন্ন অসুবিধায় পড়লেন জনগণ
বাড়িয়া চলিল দেশে অভাব অনটন।
পূর্বে যে জায়গাতে ছিল মেলার স্থান
এই জায়গাতে এখন ফলায় ইরি ধান।
দিনে দিনে অবনতি কী বলিব কারে
কৃষকের ফসলহানি দ্রব্য মূল্য বাড়ে।
দুর্বলকে শোষণ করে নিতেছে সবলে
অধিকাংশ মানুষ একন দুর্ভিক্ষের কবলে।
গ্রামে দেখেছি তখন ধনী ছিল যারা
গরিবকে ঋণ দিত সুদ নিত না তারা।
সেই সময় সুদখোরের সংখ্যা ছিল কম
কালনীর কুমির ছিল গরিবের যম।
ধার্মিক যারা পাপের ভয়ে সুদ-ঘুষ খাইত না
ধরত যারে কাল কুমিরে ছাড়িয়া দিত না।
সুদ-ঘুষে মানুষ এখন হলো অগ্রসর
ধনীরা নেয় না এতিম মিসকিনের খবর।
সততা নাই সত্যানুষের অভাব পড়েছে
দেশ জুড়ে অসৎ লোকের মাত্রা বেড়েছে।

লোভে যারা খাদ্যে ভেজাল মিশাইতে পারে
তাদের কাছে ধর্ম আছে বলব কেমন করে।
সামাজিক অশান্তি লোভ-লালসার ফলে
গ্রামীণ সমাজ এখন ভেঙ্গে গেছে মূলে।

মানুষে মানুষে যে সুসম্পর্ক ছিল
ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হলো।
স্বার্থপরদল যখন পাইল দখলদারী
তখন আসিল দেশে স্বার্থের মারামারি।
ধর্মাধর্ম কিছুই নয় মূলে হলো টাকা
বিপদে পড়ে কাঁদে যারা ভুখা-ফাঁকা।
এখন অবস্থা দেখে এইটুকু যায় বলা
কারো জন্যে মেলা আর কারো জন্যে জ্বালা।

নাম শুনিলে ভয় পায় গরিব কাঙাল,
তারা বলে মেলা নয় আসিতেছে কাল।
বৎসর শেষে ভাটি দেশে ফাল্গুন চৈত্র মাসে
গরিবের মরণের সময় তখন আসে।
গরিব কৃষক ক্ষেতমজুর খাইতে পায় না ভাত
দুর্বলের দুর্বলতা বাঁচে কি না জাত।
এই দুঃসময়ে এখন মেলা আসিলে
গরিবগণ পড়তে হয় সুদের কবলে।
সুদি-লগ্নির কারবার এখন চলেছে দেশ জুড়ে
কাড়াকাড়ি-মারামারি যে যেভাবে পারে।

একশো টাকায় বিশ টাকা সুদ দিতে হয় মাসে
এইভাবে লেনা-দেনা হইতেছে দেশে।
অধিকাংশ মানুষ যখন অসুবিধায় পড়ে
এই সময় সুদের মাত্রা ধীরে ধীরে বাড়ে।

চৈত্র মাসে সুদি-লগ্নির অন্য এক বিধান
একশো টাকায় দিতে হয় তিনশো টাকার ধান।
ভাতিজায় বলে চাচা মেলায় কী করণ
চাচা বলে ওরে বাবা আমার তো মরণ।
মেলা আসিল এখন হাতে পয়সা নাই
একমাত্র ভরসা যদি সুদি টাকা পাই।
এছাড়া আর কী আছে কী করিব বলো
সুদের কবলে পড়ে সকলই তো গেল।
সাধারণ মানুষে এইসব আলোচনা করে
শান্তি এখন আছে বলো কয়জনের অন্তরে।

আগের মতো দধি দুগ্ধ মানুষে আর পায় না
ঘরে ঘরে চিড়া-মুড়ি তৈয়ার এখন হয় না।
তিনশো মণা নৌকা নিয়া মাঝি আর আসে না
খাজনা বিনা এখন কোনো দোকান বসে না।
মানবতার পক্ষে বলি বলুক না কেউ দোষী
এখন আনন্দ নয় জুয়া খেলা হয় বেশি।
স্বার্থপর কর্তা-কর্মী এক হয়ে গেলে
বৈধ-অবৈধ নাই সব কিছুই চলে।
দুই দিন দুই রাত জুয়া খেলা হয়
কড়া পাহারা থাকে নাই কোনো ভয়।
আনন্দ ঠিকই আছে ভাগ্য যাদের ভালো
ভাটিয়াল হাওয়ায় রঙিন বাদাম নৌকায় যারা দিল ॥

.

ওরে মেলা দিতে জ্বালা কার মন্ত্রণা পাইলে
এই দেশে কেন বা তুমি আইলে ॥

প্রথম ফাল্গুন মাসে আসিলে নবীন বেশে
বল তুই কেন এসে গরিবরে কাঁদাইলে ॥

আছে যাদের টাকা-কড়ি মেলাতে যায় তাড়াতাড়ি
গরিবের মাথায় বাড়ি পড়িয়া ভেজালে ॥

ঘরে বেটার খাওন নাই অতিথ আইল মেয়ের জামাই
কুলমানে দিতে ছাই বড়ই সুযোগ পাইলে ॥

মেলা তোরে করি মানা এই বেশে তুই আর আসিস না
গরিবরে দুঃখ দিস না আবদুল করিম বলে ॥

ভাটির চিঠি

ভাটির চিঠি

ভাটির চিঠি – শাহ আব্দুল করিম
প্রথম প্রকাশ – ২৪ এপ্রিল ১৯৯৮
উৎসর্গ – বাবা-মার স্মৃতির উদ্দেশে

.

ভাটির চিঠি

দয়াল নাম ভরসা করে আরম্ভ করলাম।
রচনায় দ্বিপদী ছন্দ ধরলাম ॥

ছন্দ যে হলো আমার জীবনের সাথি।
সুর তাল ছন্দে আমি কথার মালা গাঁথি ॥
সুর তাল ছন্দে যখন গান গেয়ে যাই।
আমার মনের কথা ছন্দে বলতে চাই ॥
বৃহত্তর সিলেটের সুনামগঞ্জ জেলায়।
জন্ম নিয়ে লেগে গেলাম ভবের খেলায় ॥
ইহলোকে সুখ-দুঃখে কাঁদায়-হাসায়।
বসত করি হাওরমাতৃক ভাটি এলাকায় ॥
পল্লীগ্রামে বসত করি উজানধল ঠিকানা।
পোস্ট অফিস ধলবাজারে দিরাই হলো থানা ॥
গরিব কৃষক পরিবারে জন্ম নিলাম।
জন্মগত প্রতিবাদী আমি ছিলাম ॥
তেরশো বাইশ বাংলায় জন্ম আমার।
মা বলেছেন ফাল্গুন মাসের প্রথম মঙ্গলবার ॥
পিতা-মাতা রেখেছিলেন আবদুল করিম নাম।
জানি না কেন যে বিধি হলো বাম ॥
এই দুঃখ কার কাছে কী বলি বলো না।
ইশকুলে লেখাপড়া করা মোর হলো না ॥
সমাজ ব্যবস্থা আমার পক্ষে ছিল না।
তাই তো আমার খবর কেউ যে নিল না ॥
এই ভবে লক্ষ লক্ষ করিম জন্ম নিল।
এ ব্যবস্থা তাদেরেও নিঃস্ব করে দিল ॥
ভাটি অঞ্চলে হলো আমার জন্মস্থান।
গাই সদা জনগণের সুখ-দুঃখের গান ॥
বাউলবেশে এই দেশে কত গান গেয়েছি।
মানুষের ভালোবাসা-আশীবাদ পেয়েছি ॥

ভাটির চিঠি লিখবো বলে মনে যখন চায়।
মনের কথা প্রকাশ করি গ্রামের ভাষায় ॥
জ্ঞানী গুণী সুধীসমাজ যারা গণ্যমান্য।
তুলে ধরি সকলের অবগতির জন্য ॥
জন্ম নিয়ে এই অঞ্চলের খবর শুনলাম।
পূর্বে এখানে সাগর ছিল কালীদহ নাম ॥
নৌকা কুন্দা বাইয়া মানুষ করত আসা যাওয়া।
লোকে বলে, ছিল তখন লাউড়ে-গৌড়ে খেওয়া ॥
আকাশ হতে পাহাড়েতে নামে যখন ঢল।
পলি মাটি সঙ্গে নিয়ে নিচে নামে জল ॥
পাহাড়ি পলিমটি নিচে এসে পড়ে।
সাগরের তলদেশ ধীরে ধীরে ভরে ॥
জানি না কত দিনে ভরাট হয়েছে।
এখনো মধ্যে মধ্যে গভীর রয়েছে ॥
সাগর ভরাট হয়ে হইল জঙ্গল।
কৃষক মজুরের শ্রমে হইল মঙ্গল ॥

জীবিকা নির্বাহের জন্য কৃষক মজুরগণ।
জঙ্গল কাটিয়া করে বসতি স্থাপন ॥
উঁচু জয়গাগুলোতে হলো গ্রাম-ঘর।
নিচু স্থানগুলোর নাম হইল হাওর ॥
গ্রামের কাছে নিচু জায়গার নাম হয় ঝিল।
গভীর জলাশয়গুলোর নাম হয়েছে বিল ॥
ভরাট অঞ্চলে হলো হাজার হাজার গ্রাম।
ভাটি দেশ বলে হলো এই এলাকার নাম ॥
হবিগঞ্জ সুনামগঞ্জ জেলার ষোলোআনা।
নেত্রকোনা কিশোরগঞ্জ নিয়ে সীমানা ॥
ব্রাম্মণবাড়িয়া জেলা সঙ্গে রয়েছে।

পাঁচটি জেলার সমন্বয়ে ভাটি দেশ হয়েছে ॥
জঙ্গল কেটে আবাদ করে মেহনতি সকল।
যেখানে ফলে আজ সোনালি ফসল ॥
পলি মাটি এলাকায় মাটিতে রয় বল।
কৃষকে জমিতে পাইত ভালো ফল ॥
বসত করে কৃষক মজুর হিন্দু-মুসলমান।
এই এলাকা হয় খাদ্য উৎপাদনের স্থান ॥
বন্যার জলে ফসল নিলে কেউ কাঁদে কেউ হাসে।
সুনামগঞ্জবাসী কাঁদে পড়ে পূর্ণগ্রাসে ॥

পল্লীগ্রামে বসত করি কী অবস্থায় চলি।
এলাকার সুখ-দুঃখের খবর এখন বলি ॥
আমি বলি আমার ভাবে আমি যাহা বুঝি।
দুঃখে গড়া জীবন নিয়ে মুক্তির পথ খুঁজি ॥
মনে ভাবি শিক্ষাসম্পদ নাই যে আমার।
করতে চাই না আকাশের নক্ষত্র বিচার ॥
প্রয়োজনে ভাটির চিঠি লিখতে যখন বসি।
ভাবি, আঁধারে কবে উদয় হবে শশী ॥
ভাটি এলাকায় আমার জন্ম হয়েছে।
ছোটোবেলার কথাগুলো মনে রয়েছে ॥
পঞ্চাশ বছর পূর্বে যাহা দেখেছি নয়নে।
মনে হয় স্বপ্ন যেন হেরেছি শয়নে ॥
অনাবদি স্থানে প্রচুর ঘাস-বন ফলিত।
গরু মহিষ ইচ্ছা মতো খাইত চলিত ॥
ছেলেরা মাঠে চড়াইত গরুর পাল।
আজো আমার মনে পড়ে সে জমানার হাল ॥
রাখাল বাজাইত বাঁশি আনন্দে তখন।
সে রাখালদের মধ্যে ছিলাম আমিও একজন ॥

দই-দুগ্ধের অভাব ছিল না ধনী কৃষকদের।
দুগ্ধ তখন বিকাইত দুই আনা সের ॥
শাক-শবজি গ্রামবাসী ফলাইয়া খাইত।
একে অন্যের কাছে চাইলেও পাইত ॥
শাক-শবজি দধি দুগ্ধ ঘৃত মাখন ছানা।
তখন খাইত মানুষ ভেজালমুক্ত খানা ॥
নদী-নালা খাল-বিল ছিল যে বিস্তর।
মাছ ধরে খাইত মানুষ সারাটা বৎসর ॥
এখনো মনে পড়ে যা দেখেছি চোখে।
কত জাতের মাছ ধরে খাইত দেশের লোকে॥
বর্ষার ভাসান জলে মাছ ধরে খাইত।
মনের আনন্দে মানুষ নানান গীত গাইত ॥
ছোটো নৌকার পাছায় বসে নৌকা বেয়েছি।
ভাইবে রাধারমণ বলে কত গান তখন গেয়েছি ॥

খেলাধুলা গান-বাজনার প্রচলন থাকায় ।
আনন্দ-পরিবেশ ছিল ভাটি এলাকায় ॥
বৈশাখ মাসে ঘরে এসে উঠলে বোরোধান।
বর্ষাতে ভাটি দেশে হইত কত গান ॥
এক সঙ্গে মিলেমিশে গ্রামের নওজোয়ান।
সম্মিলিতভাবে তখন গাইত বাউলা গান ॥
হিন্দু-মুসলিম ধনী গরিব মিলিয়া সকলে ॥
প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইত দুই গ্রামের দুই দলে ॥
ভক্তিমূলক গান গাইতেন ফকির সাধু যারা।
বাজাইয়া লাউ ডপকি একতারা দোতারা ॥
ভাবে বিভোর হয়ে গাইতেন তারা গান।
তাদের মধ্যে ছিল না কোনো বিভেদ-বিধান ॥
মহররমে জারি গান শ্রদ্ধাভরে গাইত।

একে অন্যের কাছে ভালোবাসা পাইত ॥
হিন্দু-মুসলমানে মিলে গ্রামে করি বাস।
গান বাজনার প্রচলন ছিল বারোমাস ॥
যাত্রাগান কবিগান সদানন্দ মনে।
হিন্দু বাড়িতে গাইত পূজাপার্বনে ॥
মুসলমান বন্ধু-বান্ধবকে নিমত্রণ দিত।
গেলে পরে মনপ্রাণে সেবাযত্ন নিত ॥
মাঘ মাসে সূর্যব্রত হিন্দু মেয়েরার।
উদয়-অস্ত গান গাইত প্রতি রবিবার ॥
মাঘে বৃষ্টি না হইলে ছিল এক বিধান।
ছোটো মেয়েরা গাইত বেঙ্গাবেরি গান ॥
মাঘ মাসে মিলে-মিশে গ্রামের নওজোয়ান।
সু-বৃষ্টির মানসে গাইত বাঘাই শিন্নির গান ॥
বাড়ি বাড়ি গান গেয়ে চাউল পয়সা পাইত।
শিন্নি তৈয়ার করে তারা মিলে মিশে খাইত ॥
বিবাহে বিয়ের গান মেয়েরা গাইত।
মিলামিশা ভালোবাসার সুযোগ তারা পাইত ॥
বাড়ি বাড়ি কিচ্ছা নইলে পুথি পাঠ হইত।
হুক্কা চুংগা তামুক টিক্কা লইয়া মানুষ বইত ॥
বর্ষাকালে গাজির গাইন বাড়ি বাড়ি আইত।
গাজির গান গাইত ধান চাউল পাইত ॥
গাজি-কালু দুই পির নাম সবাই জানে।
জিন্দাপির বলিয়া এলাকার লোকে মানে ॥

খোল ঢোল সঙ্গে নিয়া নৌকায় আসিত।
গ্রামবাসী গাজির গানকে ভালোবাসিত ॥
খোল ঢোল বাদক যারা তারা হলেন বাইন।
গান যে জনে গায় বলতো গাজির গাইন ॥

হাতে আশা থাকত মস্তকে পাগড়ি।
গলে থাকত তসবি মালা পরনে ঘাগড়ি ॥
যার বাড়িতে যাইত গাজির গানের দল।
বাড়ির মালিক এনে দিত এক ঘটি জল ॥
জল ছিটা দিয়া স্থান পবিত্র করে নিত।
জিন্দাগাজি বলে প্রথম নামের ধ্বনি দিত ॥
হাতের আশা তার, গাজি কালু বলে।
মাটিতে গাড়িয়া থইত গান গাইতে হলে ॥
সুরতালছন্দে তখন ধরিয়া রাগিনী।
গান গাইত গাজি কালু চাম্পার জীবনী ॥
কথা বলতো রঙেঢঙে দিয়ে নানান সুর।
সঙ্গে যে বাইন থাকত সে বড় চতুর ॥
দুইজনে করত তারা কথার মারামারি।
বড় আনন্দ পাইতেন গ্রামের পুরুষ নারী ॥
গাজির গান হিন্দুদের বাড়িতেও নিত।
হিন্দু সবাই শ্রদ্ধাভরে গাজির শিন্নি দিত ॥
ধর্মপ্রাণ মানুষ যদি বিপদে পড়িত।
গাজির গান গাওয়াবে বলে মানসা করিত ॥

বর্ষা গত হয়ে যখন আসত শরৎকাল।
তখন আরম্ভ হইত নৌকাবাইচের তাল ॥
নৌকা বাইচে সারিগান ভাদ্র আশ্বিন মাসে।
প্রাণ খুলে গাইত কত আনন্দ উল্লাসে ॥
রাজহংস ময়ূরপঙ্খি বিভিন্ন নামে।
দৌড়ের নৌকা ছিল তখন প্রতি গ্রামে গ্রামে ॥
এই সমস্ত নৌকা নিয়া বাইচের থলায় যাইত।
সীল-কাপ পাঠা-খাসি উপহার পাইত ॥
নৌকাতে পাইক সাজিত গ্রামের নওজোয়ান।

মনানন্দে মিলে মিশে হিন্দু-মুসলমান ॥
ঢোল করতাল নৌকায় নিয়া তালে বৈঠা বাইত।
নৌকাবাইচ সারিগান সবাই ভালো পাইতো ॥
যেখানে থলা জমাবে বাজারে ঢোল দিত।
স্থানীয় জনগণ এই দায়িত্বভার নিত ॥
নৌকাবাইচ হইত যখন বিভিন্ন স্থানে।
জনমনে আনন্দ তখন দিত সারিগানে ॥
থলাতে আসিত যে কত জাতের নাও।
দিরাই থানায় বাইচ হইত গরমা ভাটির গাঁও ॥
আজমিরীগঞ্জে নৌকাবাইচ হইত যখন।
শতাধিক দৌড়ের নৌকা আসিত তখন ॥
থলার দক্ষিণে হলো আজমিরীবাজার।
দর্শক থাকতেন সেদিন হাজার হাজার ॥
শুকনা মৌসুমে থাকত কতজাতের খেলা।
বিভিন্ন স্থানে হইত ঘোড়া দৌড়ের মেলা ॥
গ্রামে গ্রামে হইত তখন ষাঁড়ের লড়াই।
নৌকাবাইচ ঘোড়দৌড় এখন আর নাই ॥

বর্তমানে দিরাই থানা সুনামগঞ্জ জেলা।
ধল গ্রামে হইত এক ঐতিহ্যবাহী মেলা ॥
জানি না কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে।
পূর্বে ছিল মেলা এখনও রয়েছে ॥
মেলা হয় ফাল্গুন মাসের প্রথম বুধবার।
চারদিক থেকে লোক আসতেন হাজার হাজার ॥
পারাপারে মাঝি তখন পয়সা নিত না।
ব্যবসায়ীগণ কোনো খাজনা দিত না ॥
সমস্ত নিষ্কর ছিল দ্রব্য যাবতীয়।
মেলা ছিল দেশবাসীর সকলের প্রিয় ॥

মেলাযোগে হইত মানুষ আনন্দে বিভোর।
স্বজনে স্বজনে হইত মিলন মধুর ॥
নদীপথে যোগাযোগ ছিল পরিষ্কার।
কালনী নদী দিয়ে তখন চলতো ইস্টিমার ॥
যখন আরম্ভ হইত ধলগ্রামে এই মেলা।
ঢাকা থেকে নিয়ে আসত সার্কাসবাজি খেলা ॥
হাতী ঘোড়া বাঘ ভালুক নিয়ে আসতো সাথে।
ঘর বাঁধিয়া খেলা দেখাইত মেলাতে ॥
পরমেশ্বরী নামে হিন্দুর দেবস্থান।
হিন্দু সবাই গাইত তাদের ভক্তিমূলক গান ॥
আসতেন তখন সাধু সন্ত গায়ক বাদকগণ।
আটচলিশ ঘন্টা হইত নাম সংকীর্তন ॥
হিন্দু ধনী মানী যারা দায়িত্বভার নিত।
দেবস্থানে পাঁঠা এবং মহিষ বলি দিত ॥
গ্রামবাসী আনন্দ পাইত মেলা আসলে পরে।
চিড়া-মুড়ি তৈয়ার হইত প্রতি ঘরে ঘরে ॥
খাঁটি দুগ্ধের ছানার মিষ্টি মেলাতে পাইত।
দধি-দুগ্ধ চিড়া-মুড়ি লইয়া তখন খাইত ॥
কারো মনে কোনো মানস থাকিলে।
ভক্তিভাবে স্নান করতো কালনীর কালো জলে ॥
পূর্বের আনন্দ-বাতাস এখন আর বয় না।
ঘরে ঘরে চিড়া-মুড়ি তৈয়ার এখন হয় না ॥
অতীতের আনন্দের ছবি আজো মনে পড়ে।
ভুলিবার কথা নয় ভুলিব কী করে ॥

হিন্দু-মুসলিম কৃষক মজুর মেহনতিগণ।
ভ্রাতৃভাবে বাস করত আনন্দে তখন ॥
কাঠের কুন্দে জমিতে সেচ দিত জল।

যত্ন নিত কৃষকে পাইত ভালো ফল ॥
গরু মহিষ দিয়ে লাঙলে বাইত হাল।
মিলেমিশে চলত সবাই ছিল না ভেজাল ॥
কুঁড়েঘর করে মানুষ বাস করত যে গ্রামে।
ছন বাঁশ কেটে আনত নিজ পরিশ্রমে ॥
জালিবেতে বান দিত উলুছনে ছানি।
ভালোভাবে ছাইতে জানলে তারে বলত জ্ঞানী ॥
অতীতের এই দিনগুলো ভাবনা করি।
বাঁশ তখন বিকাইত দশটাকা কুড়ি ॥
এক টাকায় পাওয়া যাইত ষোলোটা মুলি।
কিনতে হলে কাছে মিলতো কাদিরগঞ্জ-মাকুলি ॥
এক পয়সায় এক ছলি পান তখন পাইত।
চার আনায় এক সের সুপারি কিনে খাইত ॥
সেই সময় মানুষ ছিল সরল-সবল।
দেশ জুড়ে ছিল তখন তামুক খাওয়ার চল ॥
এক পয়সায় এক সের চিটা কিনতে পাইত।
দুই আনা দশ পয়সা সের তামুক লইয়া খাইত ॥
তামুক কুটার জন্য ছিল ছোট গাইল ছিয়া।
কুটিয়া মিশাইয়া লইত গাইলের মধ্যে দিয়া ॥
কাঠের নইচরা লাগাইত নারিকেলের ফুলে।
তার উপরে মাটির এক কলকি দিত তুলে ॥
কলকির মধ্যে ভালোভাবে তামুক সাজাইত।
তার উপরে আগুন দিয়া মিলে মিশে খাইত ॥
বটনী হুক্কায় লাগাইত বাঁশের এক নল।
হুক্কাতে ভরিয়া লইত শীতল গঙ্গার জল ॥
কোনো কোনো বাড়িতে ফসসি হুক্কা ছিল।
বৃন্দাবনি হুক্কা পরে বাহির করে দিল ॥

গ্রামের সাধারণ মানুষ কৃষক-মজুর যারা।
ছোট নারিকেলের হুক্কায় তামুক খাইত তারা ॥
নলবিহীন হুক্কা তাহা হাতে তুলে খাইত।
কাজের মানুষ কাজের বেলা সঙ্গে লইয়া যাইত ॥
কাজের ফাঁকে তামুক খাইত এক সঙ্গে বসে।
আলাপ আলোচনা তখন করত রঙ্গরসে ॥
বর্ষাকালে গ্রামের মানুষ হাট-বাজারে যাইত।
নিজের নৌকা নিত, নিজে নৌকা বাইত ॥
দাঁড় বৈঠা হুক্কা চুঙ্গা তামুক টিক্কা লইয়া।
যাতায়াত করত মানুষ নিজে নৌকা বাইয়া ॥
হুক্কা দিয়া তামুক খাইত খরচ হইত কম।
এখন খায় সিগারেট-গাঁজা ডেকে আনে যম ॥
আনন্দ পরিবেশ এই এলাকাতে ছিল।
বিচার করে দেখতে হবে কে কাড়িয়া নিল ॥

এই ছিল ভাটির অতীতের ছবি।
প্রাকৃতিক স্বভাবে গড়া কত বাউল কবি ॥
ভাটি এলাকায় মাঝির ভাটিয়ালি গান।
সবুজ বনে পাখি ডাকে নিয়তির দান ॥
কত জাতের পাখি দেশে সময়ে আসিত।
লাখ লাখ পাখি হাওর-বিলে ভাসিত ॥
রাত্র হলে পাখি চলতো করে হুমঝুম।
পাখির ডাকে তখন ভেঙে যাইত ঘুম ॥
শান্তিকামী দুনিয়াতে শান্তি সবাই চায়।
আজীবন চেষ্টা করে কয়জনে তা পায় ॥
এলাকায় জনগণ বসতি যখন নিল।
সমস্ত এলাকা জুড়ে বনজঙ্গল ছিল ॥
বর্ষাকালে বনজঙ্গল থাকতো তখন ভাসা।

দারা দিয়া নৌকায় মানুষ করত যাওয়া-আসা ॥
তখন ছিল না এই ঢেউয়ের মারামারি।
ঢেউয়ে ভেঙে নিত না গ্রামের ঘরবাড়ি ॥
এখন কোনো বনজঙ্গল নাই এলাকায়।
বর্ষা হলে হাওর যেন সাগর দেখা যায় ॥
মধ্যে মধ্যে গ্রামগুলো, চারিদিকে জল।
বর্ষার দুযোগে কারো রয় না মনোবল ॥
এই সমস্ত গ্রামে কৃষক মজুরের বসতি।
প্রাকৃতিক দুযোগে কত মানুষের দুর্গতি ॥
বর্ষাকালে ঝড় আসিলে উঠে যখন ঢেউ।
ভুক্তভোগী ছাড়া দুঃখ বুঝে না যে কেউ ॥
বাড়ি ভেঙে নিয়ে যায় ভেঙে পড়ে ঘর।
কে আছে দরদি তখন কে নেয় খবর ॥
শক্ত করে বান্ধিতে হয় দিয়ে বাঁশ বন।
নইলে বাড়ি রক্ষা হয় না শান্ত হয় না মন ॥
কর্তব্যকাজ না করিলে হয় সর্বনাশ।
একশো টাকায় মিলে না ছোটো দুইটা বাঁশ ॥
গরিব যদি কষ্ট করে বাঁশ যোগাড় করে।
বাঁশ হলেও বন মিলে না বনশূন্য হাওরে ॥
পতিত কোনো জায়গা নেই কোথায় ফলবে বন।
বন বিনে গরিবের চলে না জীবন ॥
কুড়েঘর করে গ্রামে বাস করে যারা।
ঘর করিবে কেমন করে ছন-বন ছাড়া ॥
বনশূন্য হইল যখন এই ভাটি অঞ্চল।
সাধারণ মানুষের মন হইল চঞ্চল ॥
এখন একটি কুড়েঘর করিতে তৈয়ার।
কমপক্ষে পাঁচ হাজার টাকার দরকার ॥

জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার উপায় নাই যার।
ঘর করিবে কই পাবে টাকা পাঁচ হাজার ॥
বাঁ হলে নৌকাযোগে পাহাড়ে লোক যাইত।
পাহাড়ের কাছে তখন ছন-বন পাইত ॥
ছন-বন কেটে আনতো নিজ পরিশ্রমে।
অবস্থা দেখে এখন পড়ে গেলাম ভ্রমে ॥
পাহাড়ের পাদদেশে যে বনজঙ্গল ছিল।
জনগণ এখন তাহা আবাদ করে নিল ॥

বনজঙ্গল পরিষ্কার হইল যখন।
আসলে সমস্যার সৃষ্টি হইল তখন ॥
জল নামে রাস্তায় কোনো বাধা বিঘ্ন নাই।
প্রচুর মাটি নেমে আসে চোখে দেখতে পাই ॥
পাহাড়ি জল নিচে নেমে নদী পথে চলে।
এলাকা পাবিত হয় অকাল বন্যার জলে ॥
জলনিকাশে বাঁধাবিঘ্ন রয়েছে রাস্তায়।
এলাকাতে জল তখন আটকা পড়ে যায় ॥
জলের সঙ্গে মাটি আসে কথা নহে মিছে।
জলে-মিশা পলিমাটি বসে পড়ে নিচে ॥
নিচু জায়গা ভরাট হয় সমস্যা বাড়ে।
বন্যার জলে কৃষকের ফসলাদি মারে ॥
বন্যানিয়ন্ত্রণ করা হলো মূল কারণ।
নদী খনন না হলে তা হবে না বারণ ॥
সুরমা-কুশিয়ারার তীর বেঁধে নেওয়া দরকার।
এ ছাড়া উপায় নাই এই ভাটি এলাকার ॥
নদীর তীর বেঁধে যখন উঁচ করতে পারবে।
তখন এই নদীগুলোর গভীরতা বাড়বে ॥
কল ডুবাইয়া নদীর জল হাওরে যাবে না।

অকাল বন্যার জলে ফসলকে পাবে না ॥
স্বাভাবিক অবস্থায় জল নদীপথে যাবে।
বন্যার কবল থেকে ফসল রক্ষা পাবে ॥
জল নিকাশে বাঁধা কোথায় বিচারে যা পাও।
বাধা বিঘ্ন দূর করে রাস্তা খুলে দাও ॥
নির্বিঘ্নে জল নেমে যাওয়া হলো দরকার।
প্রয়োজন মনে করি লোপকাটিং করার ॥
আঁকা-বাঁকা নদীপথ সোজা সরল হলে।
উপর হতে আসবে জল নিচে যাবে চলে ॥
অতি সহজে জল হইবে নিকাশ।
কৃষকগণ বারবার হবে না নিরাশ ॥
আর একটা স্থায়ী ফল জনগণ পাবে।
নদীপথে যাতায়াতের রাস্তা কমে যাবে ॥

প্রয়োজন হবে তখন সুইচ গেইট করার।
বিবেক বিচার করে যেখানে দরকার ॥
কুশিয়ারার জল নিকাশে বাধা যখন পড়ে।
তখন কুশিয়ারায় জল উল্টা রাস্তা ধরে ॥
কালনী দিয়ে কুশিয়ারার জল ঢুকে যায়।
এই জলে দিরাই শালার হাওর ডুবায় ॥
এই জল ঢুকে যখন ঘটায় বিষাদ।
এর জন্যই দিতে হয় কালনীর মুখে বাঁধ ॥
কুশিয়ারায় জল নিকাশের রাস্তা যদি পাই।
কালনী নদীর মুখে কোনো বাঁধের দরকার নাই ॥
বর্তমান অবস্থায় এবং জ্ঞানী গুনীর মতে।
এই ভাটি এলাকা এখন সাগর হওয়ার পথে ॥
এলাকার মানুষকে যদি বাঁচাইতে চাও।
পাহাড়ি জল নেমে যাওয়ার রাস্তা খুলে দাও ॥

ক্ষমতার মালিক যারা সূক্ষ্ম রাস্তা ধর।
কৃষকের ফসল রক্ষার সুব্যবস্থা কর ॥
এই দাবি ভাটি অঞ্চলের কৃষকের।
কর্ম চাই বাঁচতে চাই দাবি মজুরের ॥
কৃষক মজুর মিলে সবাই স্বদেশ ভালোবেসে।
বাঁচার মতো বাঁচতে চাই এই বাংলাদেশে ॥

ফসলের নিরাপত্তা নাই কী করে যে চলি।
মানুষের সুঃখ দুঃখের খবর এখন বলি ॥
কৃষক-মজুর নারী-পুরুষ গ্রামে যারা আছে।
ফসল উৎপাদনের ভার তাহাদের কাছে ॥
জমিতে সুফল হবে—আশায় স্বপ্ন দেখে।
গরিব কৃষক ঋণ আনে জমি বন্ধক রেখে ॥
শীলাবৃষ্টি খরা আর অকাল বন্যার জল।
অনেক সমস্যার মুখে কৃষকের ফসল ॥
ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে দেশের সরকার।
কৃষককে ঋণ দেন যাদের দরকার ॥
ঋণ পায় অতিরিক্ত জমির মালিক যারা।
গরিব মারার কল-কৌশল করে নেয় তারা ॥
জমির অনুপাতে ঋণের বড় অংশ পায়।
অনেকেই এই টাকা সুদী লাগায় ॥
চৈত্র মাসে সুদী-লগ্নির বেড়ে যায় মান।
একশো টাকায় দিতে হয় তিনশো টাকার ধান ॥
উৎপাদনে কৃষিঋণের প্রয়োজন যার।
সহজভাবে ঋণ পাওয়ার সুবিধা নাই তার ॥
গরিব কৃষক যারা, মারা যায় মাঠে।
তিন টাকা পাওয়ার জন্য তের দিন হাঁটে ॥
হাজারে প্রায় দুইশত খরচ হয়ে যায়।

এর পরে কপালপোড়া গরিবী ঋণ পায় ॥
গরিব কৃষক বিপদ ভেবে করে আজাহারি।
দিনে দিনে ঋণের বোঝা হয় যে তার ভারি ॥
মেহনতি নারী-পুরুষ গ্রামে যারা আছে।
দিন-রাত মাটির সঙ্গে লড়াই করে বাঁচে ॥
শীত-গরম রোদ-বাদলে নাহি করে ভয়।
তাদের পরিশ্রমের ফলে উৎপাদন হয় ॥
যাদের উৎপাদনের উপর নির্ভর সবার।
তাদের পেটে ভাত নাই উপায় কী এবার ॥
কৃষক দেশের মেরুদণ্ড কৃষিপ্রধান দেশে।
কৃষককুল ধ্বংস হলে কী হইবে শেষে ॥
কৃষকের মুখে যদি অন্ন জুটে না।
মজুর বাঁচার তো কোনো প্রশ্নই উঠে না।
মজুর বলে ভিক্ষা নয় মজুরি চাই।
ভাটি অঞ্চলে তো কল-কারখানা নাই ॥
গরিব কৃষক বিক্রি করে জমি ছাড়তেছে।
ভূমিহীন ক্ষেত মজুরের সংখ্যা বাড়তেছে ॥
মজুরি নাই মজুর বাড়ে হবে কী উপায়।
মজুরি বিনে মজুরের প্রাণে বাঁচা দায় ॥
ছোটো বড় কৃষক যত পুরান-নতুন।
ভূমিহীন ক্ষেতমজুর তাহার দ্বিগুণ ॥
জীবনের নিরাপত্তা নাই মরে হা-হুঁতাশে।
ছেলেমেয়ের শিক্ষার সুযোগ নাই তো এই দেশে ॥
ঘর করে থাকতে পারে না পরার নাই কাপড়।
রোগে কোনো ঔষধ নাই কে নেয় খবর ॥
বিভিন্ন অবস্থায় চলেছে এই দেশ।
ভাটি অঞ্চলের হয় ভিন্ন পরিবেশ ॥

শুকনা মৌসুমে হয় ইরি-বোরো চাষ।
অগাধ জলের নিচে থাকে ছয় মাস ॥
কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে জমি যখন ভাসে।
কৃষকের কৃষিকাজের সময় তখন আসে ॥
এই সমা কৃষকগণের মজুর দরকার।
মজুরদের প্রয়োজন মজুরি করার ॥
কৃষিকাজে মজুরগণে মজুরি পাইত।
লাখ লাখ মজুর তখন লাঙ্গলে হাল বাইত ॥
কাঠের কুন্দে জমিতে সিচিত যে জল।
কর্ম করে বেঁচে থাকতো মজুরের দল ॥
কৃষিতে আধুনিক যন্ত্র আসিল যখন।
ক্ষেতমজুরগণ নিরুপায় হইল তখন ॥
এখন কাঠের কুন্দে সিচতে হয় না জল।
চাষের জন্য এসেছে কলের লাঙ্গল ॥
একশো জনের কাজ এখন দুচারজনেই চলে।
গরুতে হাল টানে না এখন টানে কলে ॥
জল সিচা লাঙ্গল বাওয়া এখন আর নাই।
মজুরের কপাল পুড়ে হয়ে গেছে ছাই ॥
ফসলবোনায় কয়েক দিন মজুরি মিলে।
মাছধরাতে মালিকগণে মজুর খাটায় বিলে ॥
কেউ মেয়াদি কেউ দিনমজুরি করে।
তাও যদি না পায় অনাহারে মরে ॥
সরকারি-বেসরকারি মাটি কাটা পায়।
হেমন্ত-শীত-বসন্ত দুঃখ-কষ্টে যায় ॥
চৈত্রের শেষে নবীন বেশে আসে বৈশাখ মাস।
ধনী গরিব সবার মনে আনন্দ উল্লাস ॥
একটি ফসল মাত্র ভাটি এলাকার।

কৃষক সকলেরই মজুর দরকার ॥
এই সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়।
এলাকাবাসী তখন আতঙ্কিত রয় ॥
কৃষক সবাই তখন এই চেষ্টা করে।
তাড়াতাড়ি ফসল তুলে নিতে চায় ঘরে ॥
বর্তমান অবস্থায় যাহা চোখে দেখতে পাই।
গ্রামের মজুরদের স্থায়ী মজুরি নাই ॥
মজুরগণ বেকার বিপন্ন অবস্থায়।
যেখানে মজুরি মিলে সেখানেই যায় ॥
বৈশাখ মাসে বোরো ফসল তোলার সময়।
অনেক মজুর তখন উপস্থিত হয় ॥
বিভিন্ন জেলার মজুর আসে যে তখন।
এলাকাতে রয়েছে এই প্রচলন ॥
দূর থেকে মজুরগণ নৌকায় আসে যারা।
নিজ দায়িত্বে থেকে ফসল তুলে দেয় তারা ॥
কৃষকগণ ইচ্ছামত চালাইতে পারেন।
সুবিধা পাইলে আর কেহ কি ছাড়েন ॥
তারা যখন ষোলোআনা নেয় দায়িত্বভার।
স্থানীয় মজুর তখন হয়ে যায় বেকার ॥
আশা করে ফসল বোনে কৃষক মজুরগণ।
ভাটি এলাকায় যাদের জীবন-মরণ ॥
অকাল বন্যার জলের আক্রমণ হলে।
রক্ষা করতে চেষ্টা করে মিলিয়া সকলে ॥
ফসল তোলার মজুরি যখন তাদের ভাগ্যে নাই।
আশা-ভরসায় তখন পড়ে যায় ছাই ॥
এরপর নামে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়িয়া ঢল।
বিপদে পড়ে এই দিনমজুরের দল ॥

তখন মজুরে কোনো মজুরি পায় না।
নৌকা না থাকিলে বাড়ির বাহির হওয়া যায় না ॥
ঘরে বসে চিন্তা-ভাবনা করে সর্বদায়।
থাকলে কিছু অমূল্যে বিক্রি করে খায় ॥
বর্ষাতে হাজার হাজার নৌকা-বারকি বাইত।
মাঝি হয়ে নৌকা বেয়ে মজুরগণ খাইত ॥
নৌকাতে বসেছে এখন আধুনিক কল।
বিপদে পড়েছে এই মাঝিমাল্লার দল ॥
ভাসা-জলে মাছ ধরে বিক্রি করে খাইত।
তাও এখন পারে না সেদিন আর নাই তো ॥

অনেক জলাশয় আছে এই ভাটি অঞ্চলে।
কোটি কোটি টাকার মাছ আপনা থেকেই ফলে ॥
গরিব সমবায় সমিতি মৎস্যজীবীদের।
আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় ধনী কৃষকের ॥
ওদের মাথায় কাঁঠাল রেখে অন্যেরা খায়।
অর্থলোভী আমলা যারা তারা অংশ পায় ॥
সবাই বলি জমিদারগণ শোষণ করে নিত।
তারা যখন জলমহাল বন্দোবস্ত দিত ॥
ছোটো ছোটো খাল-নালা-ডোবা-ঝাই আর।
এগুলোতে জনগণের ছিল অধিকার ॥
বর্ষার ভাসান জলে সমস্ত হাওরে।
ধরিয়া খাইত মাছ যে যেভাবে পারে ॥
তখন কোনো নিষেধ বাঁধা ছিল না যে কার।
এ ছিল দেশবাসীর মৌলিক অধিকার ॥
এখন বন্দোবস্ত দেন দেশের সরকার।
বন্দোবস্ত দেওয়ার বাকি কিছুই রয় না আর ॥
শক্তি সম্পদের মালিক ধনী-মানী যারা।

জলমহাল বন্দোবস্ত আনেন এখন তারা ॥
হাওরে একটি বিল তাদের আনা হলে।
সমগ্র হাওর তারা নিয়ে যায় দখলে ॥
মহালের ক্ষতি হয় অজুহাত করে।
নিষেধাজ্ঞা জারি করে সম্পূর্ণ হাওরে ॥
কড়া পাহারা চলে সারা দিন-রাত।
মাছ ধরিতে কেহ যেন জলে দেয় না হাত ॥
জাল-বঁড়শি নিয়ে কেউ নামিলে হাওরে।
জাল-বঁড়শি মানুষসহ নিয়ে যায় ধরে ॥
গরিব মানুষের মনে হয়েছে ভয়।
জালগুলো আগুনে পুড়াইয়া দেওয়া হয় ॥
মাছ ধরে খাওয়ার দিন সমাপ্ত হলো।
এখন দেখি না আর কুচা-অচু-পলো ॥
হেমন্ত কি বর্ষাকালে মাছ ধরে খাওয়ার।
কোনোখানেই জনগণের নাই অধিকার ॥
সেদিন নাই আর, মাছ ধরে খাইতে কেউ পায় না।
ভালো একটা মাছ এখন চোখে দেখা যায় না ॥
এলাকার জলাশয়ে যে মাছ ধরা পড়ে।
এলাকার মানুষ তাহা দেখে না নজরে ॥
মালিকের হিমাগারে সযতনে রয়।
কারগো বিমানে তাহা বিদেশ চালান হয় ॥
শাক-শবজি দেশের মানুষ খাইতে নাহি পায়।
ব্যবসায়ীগণ তাহা বিদেশে পাঠায় ॥
শাক-শবজি মাছের মূল্য দিন দিন বাড়ে।
ভালো কোনো মাছ মিলে না দেশের বাজারে ॥
খাঁটি দুগ্ধ পাওয়ার দিন চলে গেছে পাছে।
গুড়া দুগ্ধ কিনে খায় টাকা যাদের আছে ॥

দিনের পর দিন আসে কঠিনভাব দেখে ডরাই।
স্বাধীন হয়ে কী পেয়েছি মনে ভাবি তাই ॥
গ্রামাঞ্চলে মজুর বাঁচার উপায় যাহা ছিল।
কল এসে মজুরের মজুরি কেড়ে নিল ॥
কৃষিতে মজুরি বিনা অন্য উপায় নাই।
নিরুপায় হয়ে গেছে মজুর সবাই ॥

গরিব কৃষক ক্ষেতমজুরগণ হও হুঁশিয়ার।
দুঃখ এসেছে দেখো ঘরে আপনার ॥
চোখের সামনে সন্তানাদি দুঃখ-কষ্ট করে।
স্ত্রী দেখো ঔষধ বিনা রোগে ভুগে মরে ॥
টাকা ছাড়া ঔষধ-ডাক্তার পাওয়ার উপায় নাই।
অনুতাপের আগুনে যে পুড়ে হবে ছাই ॥
সন্তানাদি জন্ম দেওয়া বড় কথা নয়।
শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে পরে মানুষ করতে হয় ॥
টাকা ছাড়া লেখাপড়া করাবে কী করে।
বেতন না দিলে কি পড়াবে মাস্টারে ॥
এর পরেও গৃহশিক্ষক হবে দরকার।
তা না হলে ফল পাবে না ইশকুলে পড়ার ॥
অধিকাংশ মানুষ এখন দুঃখের সাগরে।
অর্ধাহার-অনাহারে দুঃখ কষ্ট করে ॥
পেটে ভাত নাই দিন-রাত দুঃশ্চিন্তায় ভোগে।
ঔষধ-ডাক্তার মিলে না ধরে যখন রোগে ॥
গরিবের রোগ হইলে সহিতে হয় জ্বালা।
ঔষধের দাম শুনিলে কানে লাগে তালা ॥
চৌদিকে অন্ধকার দেখি কী বলিব কারে।
উপায় নাই দ্রব্যমূল্য দিনে দিনে বাড়ে ॥
মজুতদার দোকানদারগণ নাচে কৌতূহলে।

খাদ্যে ভেজাল মিশায় বানরের দলে ॥
চলমান অবস্থা দেখে মনে ভয় পাই।
চলেছে লুটপাট আজ ধর্মাধর্ম নাই ॥
মজুতদার কালোবাজারি পেয়েছে বাজার।
আছে ইজারাদারের চরম অত্যাচার ॥
সাধারণ মানুষ এখন হলো নিরুপায় ।
এই আঁধারে দেশবাসী আলো পেতে চায় ॥
সুযোগ-সন্ধানী যারা সুযোগ পেয়ে নাচে।
সাধারণ মানুষ ভাবে কী করে প্রাণ বাঁচে ॥
দেশের যত ধনী আরো ধনী হতে চায়।
গরিব যদি মরে তাদের কিবা আসে যায় ॥
পুরান এক প্রবাদ বাক্য পড়ে গেল মনে।
রাজার হয় না ধনে গৃহস্থের হয় না বনে ॥
বর্তমান অবস্থা যাহা চোখে দেখতে পাই।
মানুষের প্রতি মানুষের দয়া-মায়া নাই ॥
বিচার করে দেখ যাহা চোখে দেখা যায়।
ধনী যারা দুনিয়াটা গ্রাস করিতে চায় ॥
জোর-জুলুম-অত্যাচার দুর্বলে কি করে।
দুর্বল শুধু মাইর খায় অবশেষে মরে ॥
বিচার নয় অবিচার আর ন্যায়কে অন্যায়।
স্বেচ্ছাচারী ধনী যারা করে সর্বদায় ॥
সজ্ঞানী মানুষ যারা নীরব হয়ে রয়।
ন্যায্য কথা বলতে চায় না মান ইজ্জতের ভয় ॥

বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ এলাকাতে আছে।
চোখে দেখি সাধারণ লোক কী করে যে বাঁচে ॥
অধিকাংশ লোকে বলে করি কী উপায়।

কইতে নারি সইতে নারি বড় অসহায় ॥
উপর তলায় বসেছে রূপচান্দের বাজার।
নিচ তলাতে চলেছে জঘন্য কারবার ॥
স্বার্থপর নেতা যারা কাজে তারা জামিদার।
স্বার্থপর পদলোভী মিথ্যা কথার দোকানদার ॥
আপন নিয়ে ব্যস্ত সবাই কে কার পানে চায়।
রক্ষক যদি ভক্ষক হয় প্রাণে বাঁচা দায় ॥
যখন সুবিধা সুযোগ পেয়েছ যারা।
আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছে তারা ॥
এদেশে পুরান এক প্রবাদ বাক্য রয়।
বৃক্ষ যে হয় তার ফলে পরিচয় ॥
এখন আস্থাহারা হলেন জনগণ।
খুঁজে মিলে না তাদের কে হবে আপন ॥
জীবনে কত আশার স্বপ্ন দেখলাম।
আশায়-নেশায় পড়ে কত গান লেখলাম ॥
এই দেশে কি মানুষের বাঁচার অধিকার নাই।
অনেকে জিজ্ঞাসা করে উত্তর কোথায় পাই ॥
অসহায় বিপন্ন হয়ে মা-বোন কত আছে।
অন্তরের দুঃখ-ব্যাথা বলবে কার কাছে ॥
শোষিত-বঞ্চিত-লাঞ্ছিত হয় যারা।
সীমাহীন দুঃখ কষ্ট সহিতেছে তারা ॥
দলে দলে মেয়েলোক রাস্তায় মাটি কাটে।
জানি না এদের আর কী আছে ললাটে ॥
জন্ম নিলে মরতে হয় নিয়তির বিধান।
সবাই করে ধর্ম-কর্ম আমি গাই গান ॥
আমি আমার গান আমার ভাবে গাই।
জীবননদীতে নৌকা উজান বেয়ে যাই ॥

এখনো লোভ-লালসা করে পরিহার ॥
মানবতার লক্ষ্যে করো সমাজের বিচার ॥
তা যদি না করো রাখিও স্মরণ।
একদিন তোমাদের বিচার করবে জনগণ ॥

মনে পড়ে তেরশো পঁচানব্বই বাংলাতে।
কী ঘটেছিল এই ভাটি এলাকাতে ॥
তেরশো পঁচানব্বই সাল এসে দেখা দিল।
কৃষক মজুরের মনে কত আশা ছিল ॥
হঠাৎ করে এমন হবে আগে কি কেউ জানি।
জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম এল অকাল বন্যার পানি ॥
ভাটি এলাকায় যা ইরি আউশ ছিল।
প্রথম ছোবলে তাহা গ্রাস করে নিল ॥
নিদারুণ বন্যার জলে দেশ করল দখল।
সমূলে বিনাশ করিল কৃষকের ফসল ॥
অধিক ফসল পাবে বলে ছিল যে বাসনা।
নিমিষে চলে গেল রহিল ভাবনা ॥
ধান নিল খড় নিল এসে বন্যার পানি।
গরিবের হলো না তো কুঁড়ে ঘরে ছানি ॥
মানুষের ভাত নিল গরুর নিল ঘাস।
ঘর-বাড়ি ভাসাইয়া কত করলো সর্বনাশ ॥
গবাদি পশু মরিল প্রবল প্লাবনে।
বিপাকে পড়ে কত মানুষ মরে প্রাণে ॥
বন্যার তাণ্ডবলীলা তখন দেখিলাম ।
অধ্বভাঙা হয়ে গেছে গ্রামের পর গ্রাম ॥
স্বচক্ষে দেখিলাম যাহা ভাটি এলাকায়।
সাধারণ মানুষ আছে হয়ে অসহায় ॥
ঘর ভাঙ্গিল ঝড়বৃষ্টিতে ঢেউয়ে ভাঙলো বাড়ি।

বিপদে পড়ে মানুষ করে আহাজারি ॥
এই মহা বিপদের খবর যখন পাইলা।
সরকারি-বিরোধী দল সবই তখন আইলা ॥
আসলেন তারা স্পীডবোট এবং ইঞ্জিন-নৌকায়।
দেখতে এলেন, কী ঘটেছে ভাটি এলাকায় ॥
বাস্তবে গ্রামগঞ্জের অবস্থা দেখিলা।
মর্মান্তিক ঘটনাগুলোর ছবি তুলে নিলা ॥
দুর্গত এলাকায় যারা আসিয়াছিলেন।
সবাই তখন মুখভরা ভরসা দিলেন ॥
আশ্বাসবাণীতে তারা বলিলেন তখন।
করা হবে দুর্গতদের পুনর্বাসন ॥
সবরকম সাহায্য দেবেন সবাই বলেছিলা।
ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হিসাব করে নিলা ॥
প্রচারমাধ্যম তাহা তুলিয়া ধরিল।
দেশ-বিদেশ প্রচুর সাহায্য করিল ॥
বিভিন্ন স্থানে যারা আশ্রয় নিয়েছিল।
ধীরে ধীরে বন্যার জল ভাটা যখন দিল ॥
হুকুম হলো ফিরে যাও যার তার জায়গায়।
ভাঙা বাড়িতে এল হয়ে নিরুপায় ॥
ঝড় প্লাবণে ঘরবাড়ি ভেঙে যাদের নিল।
ফিরে এসে অসহায় অবস্থাতে ছিল ॥
ভাঙা ভিটায় মাটি কেটে বান্ধিতে হয় ঘর।
আসলে খাবার নাই সমস্যা বিস্তর ॥
দুঃখ কষ্টে একটি বছর গত করে দিল।
কোনো কিছু পাবে বলে মনে আশা ছিল ॥
পাওয়ার আশে ছিল যারা অসহায় এতিম।
পাবে বলে পেয়েছে কি হাতি-ঘোড়ার ডিম ॥

বিদেশী সাহায্য যখন এই দেশে আইল।
স্বার্থপরগণ স্বার্থের সুযোগ তখন পাইল ॥
ব্যক্তিস্বার্থে পাগল যারা আর কিছু বোঝে না।
স্বার্থের বেলা ভালোমন্দ তারা যে খোঁজে না ॥
নরক যাতনায় আছে গরিব কাঙাল যারা।
লুটকর ধনিক শ্রেণী মজা লুটছে তারা ॥
সাধারণ মানুষ যে অবস্থায় পড়েছে।
দিনে দিনে হতাশা নিরাশা বেড়েছে ॥
মানুষের দুঃখ দেখে কাঁদে মনপ্রাণ।
মানুষকে ভালোবাসি, গাই মানুষের গান ॥
যেভাবে যা মনে আসে করি তা প্রচার।
সাধু কি চলিত ভাষা করি না বিচার ॥
আমি যাদের গান গাই তারা যদি বোঝে।
তাদের মাঝে থাকতে চাই, তারা আমায় খোঁজে ॥
আমি বলি আমার ভাবে, আমি যাহা বুঝি।
দুঃখে গড়া জীবন নিয়ে মুক্তির পথ খুঁজি ॥

অনাবাদি জায়গা কত বিভিন্ন স্থানে।
রেকর্ডকৃত আছে তাহা ডিসির খতিয়ানে ॥
বর্তমান শাসনতন্ত্রের আইনের ধারায়।
ভূমিহীনে এসব জায়গা বন্দোবস্ত পায় ॥
খরচ করে গরিব যদি বন্দোবস্থ আনে।
এইসব জায়গায় দখল পায় না বিভিন্ন কারণে ॥
কৃষি-কর্মচারীগণ কলকৌশলে চলে।
এ সমস্ত জায়গা আছে জোতদারের দখলে ॥
গ্রামসামন্ত-জোতদার যখন গরিবকে তাড়াবে।
জোতদারের সামনে গরিব কী করে দাঁড়াবে ॥
চেষ্টা করতে গরিব যখন খালি হাতে যায়।

সালামের আলেক মিলে না উপর তলায় ॥
জন্মগত ভূমিহীন একজন ছিল।
পতিত বন্দোবস্তের জন্য দরখাস্ত দিল ॥
তিন একর পাওয়ার জন্য দরখাস্ত ছিল।
দুই একর এগারো শতক দেওয়া তারে হলো ॥
আইন মতে দশ কিস্তিতে সালামি দিয়েছে।
এ পর্যন্ত এই জমির খাজনা দিতেছে ॥
কাগজপত্রে বন্দোবস্ত পেয়েছে তো বটে।
আজো বেদখল আছে জোতদারের দাপটে ॥
সময় গেল, টাকা পয়সা গেল যে বিস্তর।
আশাতে আছে প্রায় একত্রিশ বৎসর ॥
শক্তি-সম্পদ না থাকাতে সবুর করে আছে।
ভুলিতে পারিবে কি যতদিন বাঁচে ॥
এইভাবে গরিবের মনে দেয় যারা ব্যথা।
তারাও জনদরদি তারাও আজ নেতা ॥
চোরের নৌকায় সাউধের নিশান দখিন হাওয়ায় উড়ে।
কারে কী বলিব আর সময়ে সব করে ॥

আরেক দুঃখের কথা এখন বলতে চাই।
চারদিকে পড়েছে অভাব উপায়-বুদ্ধি নাই ॥
যখন যা প্রয়োজন হয় তখন তা আনো।
রান্না করে খাইতে হয় সবাই তা জানো ॥
কালের করাল গ্রাসে কত দুঃখ সই।
বনশূন্য ভাটি এলাকা লাকড়ি পাব কই ॥
ডোবা জায়গায় গাছ লাগাব এমন স্থানও নাই।
আশি টাকা লাকড়ির মণ কিনতে যদি যাই ॥
যে কৃষকের গরু আছে ভাটি এলাকায়।
তোষের সাহায্যে গরুর গোবর জ্বালায় ॥

গরু নাই যার গোবর নাই তার কী করবে বল না।
লাকড়ির জন্য তাগিদ করেন ঘরের ললনা ॥
সারাদিন কাজ করে ডাইল চাউল আনে।
লাকড়ি বিনা রান্না হয় না পড়ে ঘোর নিদানে ॥
সমস্যা আছে বলে সমাধান চাই।
ভাটি এলাকায় তো গ্যাসের চুলা নাই ॥
এই অঞ্চলের মাটির নিচে প্রচুর গ্যাস রয়েছে।
কে কখন কাজে লাগাবেন সমস্যা হয়েছে ॥
ভাঙাগড়া দেখলাম কত লীলার অন্ত নাই।
চাচা আপন জান বাঁচা—এই দেশে তো তাই ॥
আমরা নয়-—আমি শুধু সবার মনে মনে।
জাতির উন্নতি তবে হইবে কেমনে ॥

গ্রামের কৃষক যে কৃষি কর্ম করে।
অধিকাংশ নির্ভর করে গরুর উপরে ॥
বর্তমান অবস্থায় যাহা চোখে দেখতে পাই।
গোসম্পদ রক্ষার কোনো সুব্যবস্থা নাই ॥
গ্রামের কাছে পতিত জায়গায় ছিল গরুর ঘাস।
এখন হয় এই জায়গাতে ইরি ধানের চাষ ॥
খাদ্যের অভাবে গরু পোষা হলো দায়।
চিকিৎসার সুযোগ নাই রোগের বেলায় ॥
কারে কী বলিব আমি ভাবি সর্বক্ষণ।
জেলা থানায় আছেন পশু-ডাক্তারগণ ॥
ডাক্তারগণ নিজ দায়িত্ব পালন করতে চায় না।
হালের বলদ রোগে মরে কৃষকে তো পায় না ॥
ডাক্তার আছেন কী করতেছেন আমি যদি কই।
তাহলে তো ভাণ্ড ভেঙ্গে পড়ে যাবে দই ॥
পুরান কথা মনে পড়ে আজো তাহা ভাবি।

দশ টাকা হলে তখন কেনা যেত গাভী ॥
ধীরে ধীরে গোসম্পদের অভাব পড়ায়।
দশ টাকার গাভী এখন দশ হাজার বিকায় ॥
খাদ্যাভাবে রোগব্যধিতে গরু মরিতেছে।
হাজার হাজার গরু রোজ জবাই করিতেছে ॥
এই অবস্থা এগিয়ে যায় যদি তবে।
একটি গাভীর মূল্য পঞ্চাশ হাজার হবে ॥
সবার পক্ষে গাভী পালন সম্ভব হবে না।
সধারণ কৃষকের ঘরে গাভী রবে না ॥
কৃষক ভাইগণ শোনো এখন গাভীর খবর।
গাভী তো চলে গেছে ঢাকার শহর ॥
রঙ মাখিয়া সঙ সাজিয়া গ্রাম গঞ্জে আসে।
টিনের মধ্যে থেকে গাভী কল কল করে হাসে ॥
গাভী বলে রব না আর কৃষকের ঘরে।
এখন আমি স্থান পেয়েছি শহরে বন্দরে ॥
ক্ষুধায় খাদ্য মিলে–রোগে ঔষধ পাই।
গ্রাম্য এলাকায় বেঁচে থাকার পরিবেশ নাই ॥
ক্ষুধায় খাদ্য মিলে না রোগ ব্যাধিতে মরি।
সময়ে কৃষি কাজে পরিশ্রম করি ॥
গ্রামের কৃষকে যখন প্রাণ খুলে চায় না।
দধি দুগ্ধ মাখন ছানা তারাও এখন পায় না ॥
ধীরে ধীরে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র যাব।
আশা করি সবাই মোরা শহরে স্থান পাব ॥
গাভী বলে আপাতত বিদায় নিলাম।
গ্রামবাসী সবার কাছে রহিল সালাম ॥

জানি না দেশবাসীর ভাগ্যে যে কী ছিল।
ভালোর জন্য নির্বাচন এই দেশে দিল ॥

এখন নির্বাচন আসিলে পরে।
নেতা সবাই আসেন তখন বিভিন্ন রঙ ধরে ॥
স্বার্থ সুবিধার কথা লোকেরে বোঝায়।
আসলে সবাই তখন ভোট নিতে চায় ॥
এই সময় গ্রামগঞ্জের ধনী মানী যারা।
বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় তারা ॥
নিরপেক্ষ থাকে যারা সাধারণ মানুষ।
চারদিকের তাড়নায় হয়ে যায় বেহুশ ॥
একজনে পাঁচজনের মন কেমন করে রাখে।
সাধারণ মানুষ তখন পড়ে যায় বিপাকে ॥
এক গ্রামের লোক যখন পাঁচ দল হয়।
ভালোবাসা আত্মবিশ্বাস থাকার কথা নয় ॥
উশৃঙ্খলা-বিশৃঙ্খলা চা-খাওয়ার তাল।
মিছিলে দেখি তখন বড় বড় ফাল ॥
দলাদলি মারামারি মামলা মোকদ্দমা।
কত কিছু ঘটে তখন নাই তার সীমা ॥
আমাদের কেউ নয় আসলে তা জানি।
অন্যের মরা কেন আমরা যে টানি ॥
ভোট যুদ্ধ হারা-জেতায় মীমাংসা হয়।
আগুন যদি নিভে তবে স্ফুলিঙ্গ রয় ॥
এরপরে তিন-চার বৎসর চলে যায়।
ধীরে ধীরে আগুন তখন নিভে যেতে চায় ॥
আবার নির্বাচন আসে যখন ফিরে।
পর্বের সেই স্ফুলিঙ্গ দাবানল সৃষ্টি করে ॥
শোষকের শাসনতন্ত্র বহাল থাকিলে।
কী কাজ হবে পার্লামেন্টে ভালো লোক দিলে ॥
শোষকের তৈরি শাসনকাঠামো যে তার।

কৃষক-মজুর শোষণের হাতিয়ার ॥
কাল যা ছিল আজো আছে ভেবে দেখ তাই।
এই তন্ত্রে শোষিতের পক্ষে কিছুই লেখা নাই ॥
ব্রিটিশ গেল প্রকাশ্য জমিদার নাই।
পাঞ্জাবি শাসক-শোষক গেল যে সবাই ॥
কৃষক-মজুরের তো দুঃখ গেল না।
এখন ভাবি এই সমস্ত শুধু প্রতারণা ॥
কৃষক মজুর মেহনতিগণ বেঁচে যদি রবে।
শোষকের শাসনতন্ত্র ভেঙে দিতে হবে ॥
শোষনহীন সমাজব্যবস্থা গড়তে যদি চাও।
কৃষক মজুর সর্বহারা এক হয়ে দাঁড়াও ॥
অন্ন বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসা বাসস্থান।
সমভাবে করতে হবে সমাজকল্যাণ ॥

বর্তমান অবস্থা লেখি আমি গ্রামের কবি।
পরিবর্তন হয়ে গেছে সমাজের ছবি ॥
সুবিধা সুযোগ দিয়েছে নতুন জামানায়।
চলে সবাই লঞ্চে নইলে ইঞ্জিনের নৌকায় ॥
হাঁটতে এখন চায় না মানুষ রিকশা গাড়ি চড়ে।
উন্নত হোটেল খোঁজে যায় যদি শহরে ॥
আধুনিক চালচলনে গরিব-কাঙাল চলে।
উদের সঙ্গে বিড়াল যেন ডুব দিতে চায় জলে ॥
এসব কথা বলি আর ভাবি তা অন্তরে।
গরম ভাতে বিড়াল বেজার কেউ যদি রাগ করে ॥
গরিব নিজের ভাল-মন্দ বুঝতে নাহি চায়।
সুদী টাকা আনে তবু চা-সিগারেট খায় ॥
চা পানের দোকান এখন রাস্তাঘাটে পাই।
শুধু ধনীরা খায় না গরিবেও খাই ॥

একজনে চা পান সিগারেট খায়।
রোজ যদি পাঁচ টাকা বাজে খরচ যায় ॥
এক বছরে যোগ দিলে কত টাকা হয়।
শোষিত মানুষ তার খবর নাহি লয় ॥
বেহিসাব খরচ করে বাধা নাহি মানে।
অসুবিধায় পড়ে তখন সুদী টাকা আনে ॥
গ্রাম্য সুদের কবলে যখন পড়ে।
সর্বহারা হয়ে তখন আয়ু থাকতে মরে ॥
সুদখোর ঘুষখোরদের মধ্যে রয়ে গেছে মিল।
ওরা যে হয় গরিবের নগদ আজরাইল ॥
পূর্বের সুদখোরের মধ্যে ছিল কল-কৌশল।
কলমের প্যাঁচে নিত গরিবের সম্বল ॥
এখন সুদখোর যারা ব্যাঘ্র আকার ধরে।
কলম নয় তারা তাদের শক্তি প্রয়োগ করে ॥

সত্য কথা বলি যদি আমায় পাবে দোষে।
স্বার্থপরগণ টাকা দিয়া লাঠিয়াল পোষে ॥
টাউট দালাল ঘুষখোর তার লাঠিয়াল বাহিনী।
আমি আর কী বলিব এইসব কাহিনী ॥
যুক্তি নয় তারা যখন শক্তি প্রয়োগ করে।
দুর্বল আতঙ্কিত হয় মান-ইজ্জতের ডরে ॥
মিথ্যা মামলা জোর-জুলুম অত্যাচার করে।
গরিব পলায় জীবন নিয়ে ভিটা মাটি ছেড়ে ॥
মানুষে মানুষে কত ভালোবাসা ছিল।
এখন এই ঝগড়া বিবাদ কেন যে বাড়িল ॥
মামলা মোকদ্দমা নাই শান্তি ছিল দেশ।
বিবাদ হলে গ্রামের বিবাদ গ্রামেই হইত শেষ ॥
এখন মামলা-মোকদ্দমা দেশের লোকে করে।

টাকা পয়সা যায় আর দ্বন্দ্ব করে মরে ॥
ঝগড়াঝাটি মারামারি আছে সর্বদায়।
এই সুযোগে দুষ্ট লোকে স্বার্থের সন্ধান পায় ॥
আর এক কথা বলি হতে পারে দোষ।
যার কাছে যে কাজে যাও সেই চায় ঘুষ ॥
বর্তমানে সুদ-ঘুষের চরম আক্রমণে।
কৃষক মজুর দিশেহারা বাঁচিবে কেমনে ॥

গ্রামে যে বিচার ছিল তা-ও প্রায় নাই।
বর্তমান অবস্থায় যাহা চোখে দেখতে পাই ॥
দলগত গোষ্ঠীগত স্বজনপ্রীতি আছে।
সুবিচার পাওয়ার দিন চলে গেছে পাছে ॥
কোর্ট আদালত কাছে যখন মামলা হয় বেশি।
মানুষে মানুষে এখন বাড়ছে রেষারেষি ॥
গ্রামে-গঞ্জে দুর্নীতির বন্যা রয়েছে।
সাধারণ মানুষ এখন নিরুপায় হয়েছে ॥
সুযোগ সন্ধানী যারা তাদের হলো ফুল।
গড়ে উঠছে নতুন করে টাউটের দল ॥
স্বার্থপররা দিনরাত দেয় কুমন্ত্রণা।
হিতে বিপরীত ঘটায় বাড়ায় যন্ত্রণা ॥
চারদিকে টাকার জয়, গরিবের মরণ।
চলেছে আমলাতান্ত্রিক নির্মম শোষণ ॥
আদালতের খরচ যাহা না দিলে সারে না।
মামলার খরচ বহন করতে গরিবে পারে না ॥
শক্তি সম্পদ আছে যাদের তাদের হবে জয়।
গরিব বাঁচবে কেমন করে তাই তো মনে ভয় ॥
শিক্ষা সম্পদ নাই শক্তি নাই যার।
তাদের তো বেঁচে থাকার উপায় নেই আর ॥

জন্ম নিয়েছি যখন জীবনের গান গাই।
মানুষ মানুষের মতো বেঁচে থাকতে চাই ॥

.

বিলাতের স্মৃতি

স্বচক্ষে দেখিলাম যাহা বিলাতে
তারা সবাই বাস করে এক ভালোবাসার জগতে ॥

বিলাতে পুলিশ যারা মানুষ নয় দেবতা তারা
দিনরাত ঘোরাফেরা করতেছে পথে পথে।
খায় না ঘুষ নাই দুর্নীতি সরল শান্ত শুদ্ধমতি
জানে শুধু প্রেম প্রীতি মানুষকে ভালোবাসতে ॥

বাস করতেছে বহু জাতি নিরপেক্ষ ধর্মনীতি
হিংসা নাই কারো প্রতি ধর্ম কর্ম করিতে।
কী সুন্দর নীতি বিধান সবার অধিকার সমান
যার তার ভাবে গায় গুণগান মসজিদ মন্দির গীর্জাতে ॥

সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার আলো সবাই যে পায়
আনন্দে মন ভরে যায় এই সব কথা ভাবিতে।
গড়ে তুলতে শিশুসন্তান তারা যে কত যত্নবান
চায় তাদের ভবিষ্যৎ কল্যাণ উত্তম সমাজ গড়িতে ॥

কোনো সময় কেউ ব্যারাম হলে ডাক্তার আসে খবর দিলে
হাসপাতালে রোগী গেলে রাখে পরম শান্তিতে।
লাগে না টাকা পয়সা সবাই পায় সুচিকিৎসা
সেবা যত্ন ভালোবাসা ভুল নাই কোন জায়গাতে ॥

অন্যায় কিছু করতে চায় না অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না
করে না প্রতারণা কোনো মানুষের সাথে।
দেশের মূল বাসিন্দা যারা মিথ্যা বলে না তারা
মানুষের উপকার ছাড়া চায় না ক্ষতি করিতে ॥

সভ্য-ভদ্র তারা সবাই এতে কোনো সন্দেহ নাই
বাস্তবে যা দেখিতে পাই আচার আচরণেতে
চলাফেরা কথাবার্তায় যদি কোনো ভুল হয়ে যায়
অমনি তারা ক্ষমা চায় অহংকার নাই মনেতে ॥

আস্তে আস্তে কথা বলে সদা মন কৌতূহলে
একাত্ম হয়ে চলে নারী পুরুষ এক সাথে।
নিরাপত্তা আছে সবার নাই কোনো জুলুম অত্যাচার
কী সুন্দর আচার ব্যবহার চমৎকার সব দেখিতে ॥

চায় সদা সৎ আনন্দ ভালো বৈ করে না মন্দ
গড় যাহা করেন পছন্দ তাই করে এ ধরাতে।
জীব সমষ্টি শান্তির আশায় আজীবন চেষ্টা করে যায়
ওরা সবাই তাই তো চায় ইসলাম যা চায় জগতে ॥

আছে জাতীয় একতা আছে তাদের মানবতা
নাই পরশ্রীকাতরতা চায় সাহায্য করিতে।
দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় আদান-প্রদান চলাফেরায়
পরম শান্তিশৃঙ্খলায় আছে সবাই শান্তিতে ॥

কাঁদে না কেউ পেটের ক্ষুধায় দেশের সমাজব্যবস্থায়
কুকুর বিড়াল রেশন পায় সরকার দেয় হিসাব মতে।
দেশে কেউ পাখি মারে না আইনত আছে মানা
পাখিরা ভয় করে না ডাকলে আসে কাছেতে ॥

উন্নত ধনে জ্ঞানে দেশ গঠন জাতি গঠনে
তারা কিন্তু সবাই জানে সময়ের মূল্য দিতে।
কী করেছে দেশের ভিতর কে জানে তার আসল খবর
করেছে সর্বাঙ্গীন সুন্দর বাহির ও ভিতরেতে ॥

অজস্র রাস্তা করেছে মাটির উপরে নিচে
ইঙ্গিতে লিখা আছে কে যাইবে কোন পথে।
উন্নত বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় দিন হতে রাত ভালো বুঝায়
যে দিকে চাই মন ভুলে যায় ইচ্ছা হয় চেয়ে থাকতে ॥

মাদাম তোসা এক জায়গায় নাম একদিন মাত্র গিয়েছিলাম
কী যে আশ্চর্য দেখিলাম পারি না আর ভুলিতে।
মরা মানুষ খাড়া সেথায় অবিকল জিন্দা দেখা যায়
পলক মারে চোখের পাতায় চায় যেন কথা বলতে ॥

পৃথিবীর গণ্যমান্য যারা ছিলেন স্বনামধন্য
অনেকেরে স্মৃতির জন্য গড়ে রাখছে নিজ হাতে।
এক ঘরের ভিতরে ভরা চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা
আকাশমইল তৈয়ার করা বৈজ্ঞানিক কৌশলেতে ॥

একদিন গেলাম মাটির তলে তারা আণ্ডারগ্রাউন্ড বলে
লাইন আছে ট্রেন চলে, চলে সহস্র পথে
করেছে কী আজব লীলা একতালা নয় সপ্ততালা
হাট-বাজার খেলাধুলা শান্তি শৃঙ্খলাতে ॥

টেমস নদীর নিচে দিয়া দিয়াছে রাস্তা করিয়া
গাড়ি ট্রেন এ রাস্তা দিয়া চলতেছে শতে শতে।
উপরে চলে স্টিমার কী অপরূপ দৃশ্য তাহার
আছে কত রঙের বাজার আমোদ প্রমোদ করিতে ॥

রয়েছে উন্নত স্থান আসেন সেথায় আরবিয়ান
দুনিয়ায় বেহেশতের বাগান বুঝিলাম ভাব ভঙ্গিতে।
আছে শরাবনতহুরা আছে সুন্দরী জহুরা
এসব জায়গায় ধনী ছাড়া গরিব পারে না যাইতে ॥

দেখিয়াছি রানির বাড়ি যেন এক স্বর্গপুরী
বাহির থেকে আফসোস করি দেয় না ভিতরে যাইতে।
দিল্লির ময়ূর সিংহাসন কোহিনুর পরশরতন
রেখেছে করিয়া যতন এই বাড়ির ভেতরেতে ॥

রাজনীতির নাই সহস্র দল নাই ক্ষমতালোভী পাগল
ছাত্ররা নহে চঞ্চল মারামারি করিতে।
নেতারাও তাই করে না স্বজনপ্রীতির ধার ধারে না
তারা ক্ষমতায় যায় না ধনের পাহাড় জমাইতে ॥

বাঙালি যারা আছেন বিলাতে বাস করিতেছেন
স্কুল-কলেজ গড়িতেছেন বাংলার প্রসার ঘটাইতে।
ছেলে-মেয়ে আছে যারা বুঝে না ইংরেজি ছাড়া
বাংলা বলে না তারা একে অন্যের সাথে ॥

সমষ্টির স্বার্থে কেহ নাই ব্যক্তিস্বার্থে পাগল সবাই
আস্থাভাজন মানুষ চাই জাতির নেতৃত্ব দিতে।
চাইলে জাতির উন্নতি ঠিক করতে হয় নীতি গতি
নইলে কেবল দুর্গতি ফল হয় না ভবিষ্যতে ॥

মুসলমান আলেম যারা ধর্ম-কর্মে ব্যস্ত তারা
তাদের মধ্যে দুটি ধারা চলিতেছে দ্বি-মতে।
কেউ দুয়াল্লিন কেউ জুয়াল্লিন পড়েন

ভাইয়ে-ভাইয়ে বিবাদ করেন
আসলে কেউ কি পারেন নিজকে সামাল দিতে ॥

মসজিদ মাদ্রাসা হয়েছে জানি না কী হবে পাছে
ধর্মীয় অধিকার আছে মাইকযোগে আযান দিতে।
হয়ত কেউ দিবেন গালি আসল কথা যদি বলি
চলিতেছে দলাদলি মসজিদ-মাদ্রাসাতে ॥

উনিশশো পঁচাশি সনে বিলাত থেকে কয়েকজনে
হঠাৎ ভাবিলেন মনে সিলেটের শিল্পী আনতে।
শিষ্য মোর রুহী ঠাকুর, কাজি আয়শা, শফিকুন নুর
হাফিজ উদ্দিন বড় চতুর যোগ দিবে সে তবলাতে ॥

তারা আমায় বলিল দেশ দেখতে চাও তবে চল
আমারও ইচ্ছা ছিল, চলিলাম তাদের সাথে।
বিলাতে যখন পৌঁছিলাম সর্বমোট আষ্টজন ছিলাম
দেশ এবং মানুষ দেখিলাম পড়িলাম ভাবনাতে ॥

দেখলাম যত বলব কত দেখে হলেম মর্মাহত
আমি কেন নীতিগত পারলাম না সেবক হতে।
মানুষের সঙ্গে চলি সুখ দুঃখের কথা বলি
মানবরূপী দানবগুলি মিল নাই ওদের সাথে ॥

বাউল আবদুল করিম বলে সৎ এবং সরল হলে
ভবিষ্যতে শান্তি মিলে পরশ মিলে লোহাতে।
জ্ঞানের কমল যদি ফোটে আলো আসে আঁধার টুটে
বিরাজ করে প্রতি ঘটে যারে খোঁজে জগতে ॥

.

দেশের গান মানুষের গান

১

আমি বাংলা মায়ের ছেলে
জীবন আমার ধন্য যে হায়
জন্ম বাংলা মায়ের কোলে ॥

বাংলা মায়ের মুখের হাসি
প্রাণের চেয়ে ভালোবাসি
মায়ের হাসি পূর্ণশশী
রত্নমানিক জ্বলে।
মায়ের তুলনা কি আর
ধরণীতে মিলে
মা আমার শস্যশ্যামলা
সুশোভিত ফলে-ফুলে ॥

গাছে গাছে মিষ্ট ফল
মাঠে ফলে সোনার ফসল
রয়েছে সুশীতল জল
নদী-নালা খাল-বিলে।
কোকিল ডাকে কুহু স্বরে
বুলবুল নাচে ডালে

শুক-সারি গান গায়
মা যেন থাকেন কুশলে ॥

বাউল আবদুল করিম বলে
জীবন লীলা সাঙ্গ হলে
শুয়ে থাকব মায়ের কোলে
তাপ-অনুতাপ ভুলে।
মাকে ভোলে না মায়ের
খাঁটি সন্তান হলে
মা বিনে আর কী আছে তার
সুখে দুঃখে মা-মা বলে ॥

[কালনীর কূলে]

.

২

মনের দুঃখ কার কাছে জানাই মনে ভাবি তাই
দুঃখে আমার জীবন গড়া তবু দুঃখরে ডরাই ॥

গরিবকুলে জন্ম আমার আজও তা মনে পড়ে
ছোটবেলা বাস করিতাম ছোট্ট এক কুঁড়েঘরে
দিন কাটিত অর্ধাহারে রোগে কোনো ঔষধ নাই ॥

একসঙ্গে জন্ম যাদের তেরশো বাইশ বাংলায়
আনন্দে খেলে তারা ইস্কুলে পড়িতে যায়
আমার মনের দুর্বলতায় একা থাকা ভালো পাই ॥

পিতামাতার ছেলে সন্তান একমাত্র আমি ছিলাম
জীবন বাঁচাবার তাগিদে প্রথম চাকুরিতে গেলাম
মাঠে থাকি গরু রাখি ঈদের দিনেও ছুটি নাই ॥

সবসময় গান গাইতাম মনের এই স্বভাব ছিল
আমাকে নয় গানকে তখন অনেকে বাসত ভালো
রাগ-রাগিণী ভালো ছিল রচনা করিয়া গাই ॥

চাকুরি তখন ছেড়ে দিলাম হাতে নিলাম একতারা
দিবারাত্র গান গাই লোকে বলে বেসরা
উদাস মনের চিন্তাধারা মন যাহা চায় তাই গাই ॥

গ্রামের মুরুব্বি আর মোল্লা সাহেবের মতে
ধর্মীয় আক্রমণ এল ঈদের দিনে জামাতে
দোষী হই মোল্লাজির মতে পরকালেও মুক্তি নাই ॥

নিষেধ বাধা না মানিয়া কুলের বাহির হইলাম
একতারা সঙ্গে নিয়া ঘরবাড়ি ছেড়ে দিলাম
ঘর ছাড়া বাউল সাজিলাম সকলেরই করিম ভাই ॥

[কালনীর ঢেউ]

.

৪

আর কিছু চায় না মনে গান ছাড়া
গান গাই আমার মনকে বোঝাই
মন থাকে পাগলপারা ॥

গানে প্রাণবন্ধুরে ডাকি
গানে প্রেমের ছবি আঁকি
পাব বলে আশা রাখি
না পাইলে যাব মারা ॥

গান আমার জপমালা
গানে খোলে প্রেমের তালা
প্রাণবন্ধু চিকনকালা
অন্তরে দেয় ইশারা॥

গানকে ভালোবেসেছিলাম
গানে মন বিকাইয়া দিলাম
দুঃখের বোঝা মাথায় নিলাম
হইলাম সর্বহারা ॥

ভাবে করিম দীনহীন
আর কি আসবে শুভদিন
জল ছাড়া কি বাঁচিবে মীন
ডুবলে কি ভাসবে ভরা ॥

.

৫

মন মজালে ওরে বাউলা গান
যা দিয়েছ তুমি আমায় কী দিব তার প্রতিদান ॥

অন্তরে আসিয়া যখন দিলে তুমি ইশারা
তোমার সঙ্গ নিলাম আমি সঙ্গে নিয়ে একতারা
মন মানে না তোমায় ছাড়া তোমাতে সঁপেছি প্রাণ ॥

কী করে পাব তোমারে তাই ভাবি দিনরজনী
মনের কথা প্রকাশ করি কথায় দিয়া রাগিণী
এস্কে দিলদরিয়ার পানি ভাটি ছেড়ে হয় উজান ॥

তত্ত্বগান গেয়ে গেলেন যারা মরমি কবি
আমি তুলে ধরি দেশের দুঃখ-দুর্দশার ছবি
বিপন্ন মানুষের দাবি করিম চায় শান্তিবিধান ॥

·

৬

কত কথা মনে পড়ে
ছোটোবেলা যা দেখেছি গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে ॥
মানুষ অতি সরল ছিল মানুষকে বাসিত ভালো
লালসা সীমিত ছিল তখন মানুষের অন্তরে ॥

কেহ যদি দোষ করিত গরিবেও বিচার পাইত
গ্রামের বিচার গ্রামেই হইত দেশ চলিত সুবিচারে ॥

শাক-শবজির অভাব ছিল না, দধি দুগ্ধ ঘৃত ছানা
খাবাইত দাওয়াতি খানা বিরুন ভাত আর মরিচা গুড়ে ॥

খেলাধুলা গানবাজনায় আনন্দ ছিল সর্বদায়
মানুষের ভালোবাসায় থাকতো মানুষ সমাদরে ॥

নিদারুণ শোষণে এখন আসিল অভাব অনটন
কৃষক মজুরের মরণ শোষণের ফাঁদে পড়ে ॥

স্বাধীন হয়ে বাঁচতে চাইলাম জীবনে কত গান গাইলাম
দুই-তিনবার স্বাধীন পাইলাম তবু থাকি অনাহারে ॥

মজতদার কালোবাজারি কেউ করে ইজারাদারি
কেহ্ করে রিলিফ চুরি আমলাতন্ত্রের আশ্রয় ধরে ॥

এই যুগে আর বাঁচবে না মান করিম বলে গাটুরি বান্দ
আসিবে আজলি তুফান দোহাই দিলে মানবে নারে ॥

.

৭

ফুরু থাকতে যে খেইল খেলাইতাম
পুয়া-পুড়ি বইয়া হাততালি দিয়া
কেমন সুন্দর বিয়ার গান গাইতাম ॥

ধুলা-বালু লইয়া ঠুলি-ঠালি দিয়া
উন্দাল কাটিয়া রান্ধা বওয়াইতাম
বিরুন ভাত রানৃতাম দামান খাবাইতাম
তেনার কন্যা বানাইয়া দানে বিয়া দিতাম ॥

মামুর বাড়ি যাইতাম দুধ-কলা খাইতাম
রাইত অইলে নানির কোছছা ঘুমাইতাম
লুকালুকি খেলাইতাম আমি যখন লুকাইতাম
তুকাইয়া না পাইলে টুল্লুক দিতাম ॥

বয়স যখন নয় দাঁত পড়বার সময়
কাউয়ায় দেখলে দাঁত উঠে না বিশ্বাস করতাম
পড়া দাঁত নিয়া নানিরে দেখাইয়া
কইলার তলে দাঁত গাড়িয়া থইতাম ॥

পানিতে লামিতাম সাঁতার খেলিতাম
সাঁতার শিখবার লাগি পোকড়া আম খাইতাম
আবদুল করিম বলে ইশকুলো গেলে
মাস্টরসাব মরবার লাগি দোয়া করিতাম ॥

[কালনীর ঢেউ]

.

৮

আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম
গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু-মুসলমান
মিলিয়া বাউলা গান ঘাটু গান গাইতাম ॥

বর্ষা যখন হইত গাজির গাইন আইত
রঙ্গে-ঢঙ্গে গাইত আনন্দ পাইতাম
বাউলা গান ঘাটু গান আনন্দের তুফান
গাইয়া সারিগান নাও দৌড়াইতাম ॥

হিন্দু বাড়িন্ত যাত্রা গান হইত
নিমন্ত্রণ দিত আমরা যাইতাম
কে হবে মেম্বার কে হবে গ্রামসরকার
আমরা কি তার খবর লইতাম ॥

বিবাদ ঘটিলে পঞ্চাইতের বলে
গরিব কাঙালে বিচার পাইতাম
মানুষ ছিল সরল ছিল ধর্মবল
এখন সবাই পাগল বড়লোক হইতাম ॥

কবির ভাবনা সেদিন আর পাব না
ছিল বাসনা সুখী হইতাম
দিন হতে দিন আসে যে কঠিন
করিম দীনহীন কোন পথে যাইতাম ॥

[কালনীর ঢেউ]

.

৯

স্থান নয় আমার দালান কোঠায়
ভালো আছি গাছতলায়
এ ভবের খেলাঘরে
ভালোবাসা প্রাণে চায় ॥

ভাব-ভক্তি অন্তরে আসে
প্রাণ জুড়ায় খোলা বাতাসে
সবার সঙ্গে মিলে মিশে
আছি এই ভবের খেলায় ॥

ধানের দেশে গানের দেশে
কৃষক মজুরের দেশে
দেশকে যারা ভালোবাসে
আশায় আছি তাদের বেলায় ॥

উপায় নাই তো কৃষি ছাড়া
আসে বন্যা নইলে খরা
চৌদিকে সমস্যা ঘেরা
মন কাঁদে ভজ্বালায় ॥

জীবনলীলা সাঙ্গ হলে
জানি না কই যাব চলে
বাউল আবদুল করিম বলে
সুখ-দুঃখে কাদায় হাসায় ॥

.

১০

দিরাই থানায় বসত করি হাওর এলাকায়
অবস্থা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা দায় ॥

হাড়ভাঙ্গা খাটনির বলে জমিতে যে ফসল ফলে
হয়তো নেয় বন্যার জলে নইলে নেয় খরায় ॥

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বছরে এক ফসল মিলে
সে ফসল নষ্ট হইলে প্রাণে বাঁচা দায় ॥

আসে যখন বর্ষার পানি ঢেউ করে হানাহানি
গরিবের যায় দিন রজনী দুর্ভাবনায় ॥

ঘরে বসে ভাবাগুনা নৌকা বিনা চলা যায় না
বর্ষায় মজুরি পায় না গরিব নিরুপায় ॥

বাউল আবদুল করিম ভাবে গরিব যারা ঠেকছে ভবে
বিপদে দরদি হবে মিলে না ধরায় ॥

[কালনীর ঢেউ]

.

১১

তেরোশো একাশি সনে কাল হইল রে বৃষ্টির জল
নষ্ট করল বোরো ধানের ফসল ॥

আশি বাংলার চৈত্রের শেষে নামলো আষাঢ়িয়া ঢল
হাওর এলাকায় থাকি প্রাণপাখি হইল চঞ্চল ॥

নদীর তরঙ্গ দেখে ভেঙ্গে গেল মনোবল
আতঙ্কিত হয়ে গেল সম্পূর্ণ ভাটি অঞ্চল ॥

ভরাট নদী জল ধরে না কল ডুবাইয়া ছটল জল
সুনামগঞ্জের শস্যভাণ্ডার হয়ে গেল রসাতল ॥

দেখার হাওর নলুয়ার হাওর চেপটির হাওর ছন চাতল
হাওর বরাম টাংনিসহ একেবারে করল তল ॥

কী হইল কী হইবে–গ্রামগঞ্জে এই কোলাহল
কৃষিমন্ত্রীর হেলিকপ্টার করল কয়দিন চলাচল ॥

কৃষক হলো অর্ধমরা নিরুপায় মজুরের দল
বাউল কবি আবদুল করিম ভাবছে বসে উজানধল ॥

.

১২

চৈত্র মাসে বৃষ্টির জলে নিল বোরো ধান
ভেবে মরি হায় কী করি বাঁচে কি না প্রাণ ॥

হাওর এলাকায় থাকি আমরা কৃষাণ
হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করি ফলাই বোরো ধান
এসে বন্যার জল অকালে ডুবাইয়া নিল

হাওরের ফসল মানুষ হয়েছে পাগল
গরিবের নাই সহায়-সম্বল বড়ই নিদান ॥

দারুণ সমস্যা এসে দাঁড়ালো হঠাৎ
ঘাস বিনে মরিবে গরু মানুষের নাই ভাত
বাড়ির ঘাটেতে পানি গরিবের ভাঙা ঘর
চালে নাই ছানি ভাবে দিন রজনী
কার দুঃখ কেবা শুনি সবাই পেরেশান ॥

স্ত্রী বলে, ওগো আমি বলো কোথায় যাই
লবণ মরিচ পিঁয়াজ রসুন কেরোসিন তৈল নাই
জানো তো খবর একেবারে ছিঁড়ে গেছে মোর
পরনের কাপড় এবার সমস্যা বিস্তর
স্বামী বলে, নৌকা নাই মোর বড়ই নিদান ॥

এই দেশেতে ফসল রক্ষা বড়ই বিভ্রাট
দেশের যত নদী নালা হয়েছে ভরাট
বৃষ্টি হইলে কুল ডুবাইয়া নদীর পানি
হাওরে চলে, ফসল নিল সমূলে
নদী খনন না হইলে নাই সমাধান ॥

যে পানিতে সোনার ফসল ডুবাইয়া নিল
স্বচক্ষে দেখেছ পানি কোন পথে আইলো
ফিরে আসবে বারেবার যমে চিনেছে বাড়ি
হও হুশিয়ার নইলে উপায় নাই যে আর
ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার খোঁজে নেও সন্ধান ॥

আর কোনো ভরসা নাই করি এক ফসল
বারে বারে নষ্ট করে এসে বন্যার জল

দুর্বলতা ছাড়া বাঁচার জন্য কাজ করে যাও
নিজে যাহা পারো কোদাল শক্ত করে ধরো
করিম বলে চেষ্টা কর হইবে কল্যাণ ॥

[কালনীর ঢেউ]

.

১৩

এবার পানি আইল রে নিদারুণ দুঃখ লইয়া
নামল বৃষ্টি থামল না আর বর্ষা গেল হইয়া রে
নিদারুণ দুঃখ লইয়া ॥

তেরোশো পঁচানব্বই সন এল রে হাসিয়া
জ্যৈষ্ঠ মাসে কর্মদোষে বিরূপ গেল হইয়া রে ॥

বন্যার জলে নিল প্রথম ইরি ধান ডুবাইয়া
আউশ-আমন আলু-বাদাম কিছুই গেল না থইয়া রে ॥

ঝড় বৃষ্টিতে দিল কত ঘর-বাড়ি ভাঙিয়া
কত অমূল্য জীবন গেল বিপাকে পড়িয়া রে ॥

হাঁস-মোরগ গরু-ছাগল কত গেল মরিয়া
বন্যার জলে নিল কত গ্রাম ঘর ভাসাইয়া রে ॥

মজুতদারে মুচকি হাসে মহা সুযোগ পাইয়া
দ্রব্যমূল্য বেড়ে উঠল ধাউ ধাউ করিয়া রে ॥

ভাটি এলাকাবাসী অবস্থা দেখিয়া
আতঙ্কিত হয়ে গেল বিপদ ভাবিয়া রে ॥

গ্রামের পর গ্রাম ঢেউয়ের জলে নিল রে ভাঙিয়া
লাখ লাখ মানুষ কাঁদে অসহায় হইয়া রে ॥

বিপদে বান্ধব নাই রে কারে কী যাই কইয়া
আপন নিয়ে ব্যস্ত সবাই হতাশায় পড়িয়া রে ॥

করিম কয় মন ভালো নয় ভবিষ্যৎ ভাবিয়া
দিনমজুরের মজুরি নাই বাঁচবে কী করিয়া রে ॥

.

১৪

মরণ ফাঁদে পড়ে কাঁদে
হাওর এলাকার লোকে
অর্ধাহার-অনাহারে ভাঙা ঘরে থেকে
হাওর এলাকার লোকে॥

মজুর ভাবে হতাশ হইয়া
প্রাণ বাঁচাবে কী করিয়া
পাড়াগাঁয়ে জন্ম নিয়া পড়েছে বিপাকে ॥

ফসলের নিরাপত্তা নাই
হতাশাতে কৃষক সবাই
কার দুঃখ কারে জানাই, দুঃখ সবার বুকে ॥

পরিবেশ নাই শিক্ষা-দীক্ষার
রোগ হলে নাই ঔষধ-ডাক্তার
সমাজে আর নাই সুবিচার দলাদলির ঝোঁকে ॥

গরুর ঘাস নাই মাছ নাই রে আর
ধরে খাওয়ার নাই অধিকার
জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার পথ দেখি না চোখে ॥

আবদুল করিম ভাবছে এবার
এমন দিন আসবে কি আর
গরিব কাঙাল দুঃখী সবার হাসি ফুটবে মুখে ॥

.

১৫

হাওর এলাকাবাসী
ভাইবোনেরা
পাড়াগাঁয়ে বসত করি
চৌদিকে সমস্যা ঘেরা ॥

হাড়ভাঙা খাটনির বলে
জমিতে যে ফসল ফলে
ডুবাইয়া নেয় বন্যার জলে
দায় হয়েছে রক্ষা করা ॥

ফসল রক্ষা না হয় যদি
বাঁচার কি আছে বিধি
গরিবের নাই দরদি
আগে মরবে গরিব যারা ॥

ফসল রক্ষা হয় যেভাবে
সেই ব্যবস্থা করতে হবে

খাইতে হবে বাঁচতে হবে
উপায় নাই তো কৃষি ছাড়া ॥

বন্যা নিরোধ হলো না রে
বিপদ আসে বারে বারে
এই দুঃখ বলিব কারে
দিনে দিনে সর্বহারা ॥

দেশপ্রেমিক সরকার বিনা
এইসব কথায় কান দিবে না
অন্যের আশায় কাজ হবে না
করিম কয় নিজের পায় দাঁড়া ॥

.

১৬

দেশে আইল ভেজাইল্যা বন্যা
কত ভেজাল বাড়াইল
শেষ হয় না গইন্যা ॥

ফসল সমূলে নিয়াছে
দুঃখীর দুঃখ বেড়েছে
সরকার সাহায্য দিতেছে
বিদেশ থেকে আইন্যা ॥

ঢেউয়ের জলে ভাঙে বাড়ি
এখন উপায় কী যে করি
হাতে নাই পয়সাকড়ি
খাইতে হয় কিইন্যা ॥

আবদুল করিম চিন্তা করে
ঠেকছে মানুষ বিষম ফেরে
সুযোগ পাইলে মজুতদারে
রক্ত নেয় টাইন্যা ॥

.

১৭

কৃষক মজুর পড়েছে ঘোর আঁধারে
কী করা যায় উপায় বুদ্ধি
মিলে না আর বিচারে ॥

সুদখোর ঘুষখোর মজুদদারে
দালাল টাউট বাটপারে
আগুন দিয়াছে মোদের ঘরে
হয়েছে সাহেব বাবু
গরিবকে করেছে কাবু
বিনয়ে মানে না তবু
মরারে আরো মারে ॥

দিন হতে দিন আসে কঠিন
এই ভাবে আর বাঁচব কয়দিন
আবদুল করিম ভাবতেছে অন্তরে
হয়ে গেলাম নিরুপায়
দুঃখের বোঝা বাড়ছে সদায়
পড়েছি শয়তানি ধোকায়
তিন শয়তানের বাজারে ॥

[কালনীর ঢেউ]

১৮

কৃষক মজুর ভাই সবারে জানাই
কী পেয়েছ রয়েছ কার আশে
শোষণের ফাঁদে পড়ে জনগণ কাঁদে
স্বৈরাচার মনানন্দে হাসে রে ॥

কী বলিব গান বাঁচিবে কি প্রাণ
রক্ষক যদি ভক্ষক হয় আপন দেশে
কপাল পোড়া দেশের গরিব যারা
পড়েছে কালের করাল গ্রাসে রে ॥

দেশের মা-বোন ঐ কাদিতেছে শোন
ক্ষুধার আগুন নিভাবে কিসে
প্রাণে বাঁচা দায় একমুঠো অন্ন নাহি পায়
মনোব্যথায় চোখের জলে ভাসে রে ॥

হিন্দু-মুসলমান এক মায়ের সন্তান
গেল কত প্রাণ বিদ্বেষে
বাঁচতে যদি চাও এক হয়ে দাঁড়াও
কৃষক-মজুর মিলে মিশে রে ॥

আবদুল করিম কয় জনগণের জয়
হইবে নিশ্চয় অবশেষে
সোনার বাংলাদেশ ভাই রে করিয়াছে শেষ
জুলুম শোষণ সুদ আর ঘুষে রে ॥

১৯

মোদের কী হবে রে কৃষক মজুর ভাই
দিন হতে দিন আসে কঠিন বাঁচার উপায় নাই
মোদের কি হবে রে ॥

ইশকুলেতে ধনীর ছেলে ধনীর পড়া পড়ে
গরিবের ছেলে-মেয়ে অনাহারে মরে ॥

ডাক্তারখানায় ডাক্তারগণ আছেন দলে দলে
গরিবে কি ঔষধ পাবে পয়সা ছাড়া গেলে ॥

কোর্ট-কাচারি খোলা আছে হইতেছে বিচার
গরিবে কি বিচার পাবে পয়সা নাই যার ॥

শোষিত বঞ্চিত যারা হলো নিরুপায়
শোষকের শোষণের পালা চলছে সর্বদায় ॥

আর কোনো ভরসা নাই করি এক ফসল
বৎসরে বৎসরে আসে দারুণ বন্যার জল ॥

বাড়ি ভাঙে ফসল নেয় বন্যার পানি আসে
জোতদার সুদখোর মহাজন সুযোগ দেখে হাসে ॥

বাড়ি জমি অল্পদামে কিনবে মহাজন
সুদের বাধন গেলে বাঁধবে গরিব কৃষকগণ ॥

শোষকের ইমারত গড়তে নেতারা পাগল
রঙবেরঙে বের হয়েছে ভোট-শিকারি দল ॥

কেহ বলে জাগো বাঙালি উড়াও জয় নিশান
কেহ বলে ধর্ম গেল জাগো মুসলমান ॥

কৃষক মজুরের কেহ গায় গুণগান
আসলে ধাপ্পাবাজি ভোট নেওয়ার সন্ধান ॥

বাউল আবদুল করিম বলে সূক্ষ্ম রাস্তা ধরো
শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে বাঁচার উপায় করো ॥

.

২০

গরিব বাঁচবে কেমন করে চিন্তা করে বুঝতে নারি
গরিবের বাঁচার সম্বল নাই ধনীরা স্বার্থের পূজারি ॥

হাওরেতে জমি নাই অনেকের নাই ভিটে বাড়ি
অসহায় অবস্থায় আছে গরিব কাঙাল পুরুষ নারী ॥

কৃষক মজুরের সমস্যা বাড়ছে অতি তাড়াতাড়ি
অল্প জমির মালিক যারা তারা হবে দীন ভিখারি ॥

কৃষিঋণ বলে যাহা ঋণ দেওয়া হয় সরকারি
গরিব কৃষক পায় না তাহা কে করবে এই খবরদারি ॥

যেসব কাণ্ডকারখানা মুখ খুলে না বলতে পারি
দেশের মালিক হলো যারা আছে তাদের বাড়ি গাড়ি ॥

তাদের প্রয়োজনে আছে স্কুল কলেজ কোর্ট কাছারি
তাদের হুকুমে চলে বন্দুক-কামান অস্ত্রধারী ॥

শোষকের শাসন ব্যবস্থা যেখানে রয়েছে জারি
ভোটে মুক্তি আসিবে না শুঁটকির নায় বিড়াল ব্যাপারী ॥

ভোট দেয়ে অধিকার পেয়ে গরিবের দেয় মাথার বাড়ি
ভোট নেওয়া নয় ধোকা দেওয়া কাজে বলি ভোট শিকারি ॥

গরিব কাঙাল কৃষক মজুর এক যদি সব হতে পারি
বাউল আবদুল করিম বলে দুঃখের সাগর দিব পাড়ি ॥

[কালনীর ঢেউ]

.

২১

গানের ভিতর প্রাণের কথা বলতে মনে চায়
এই দেশের গরিব কাঙাল হলো নিরুপায় ॥

গণতন্ত্র সমাজতন্ত্রের শুনলাম কত গান
ধর্মের নামে অধর্ম তাই ঘটল অকল্যাণ
কত কিছু শুনি
আসলে দিনে দিনে বাড়ে পেরেশানি
জীবন নিয়ে টানাটানি প্রাণে বাঁচা দায় ॥

গরিব কৃষকের কথা কী আর বলি
মহাজনের ঋণ শোধিতে হয়ে যায় খালি।
আছে নিদারুণ শোষণ
সুদ-ঘুষের কবলে পড়ে গরিবের মরণ
চলে যায় হাড়ভাঙা ধন মহাজনের গোলায় ॥

গ্রামের বিপন্ন মানুষ দিনমজুর যারা
অগাধ বর্ষার দিনে কী করবে তারা
যদি না খেয়ে মরে
শাসক হইবে দায়ী নিজের বিচারে
শান্তিতে এই দেশের মানুষ বেঁচে থাকতে চায় ॥

আবদুল করিম বলে আমার মন যাহা চায় গাই
আমি অতি মূঢ়মতি বিদ্যাবুদ্ধি নাই
আমি বাংলা মায়ের সন্তান
দেশকে ভালোবাসি বলে গাই স্বদেশী গান
শোষণহীন সমাজব্যবস্থা আমার মনে চায় ॥

[কালনীর ঢেউ]

.

২২

প্রাণে বাঁচা দায়
প্রাণে বাঁচা দায় রে
নিদারুণ ক্ষুধার আগুন
জ্বলে কলিজায় রে ॥

এ দেশের দুর্দশার কথা
কহনও না যায়
পেটের ক্ষুধায় কত লোকে
লতাপাতা খায় রে ॥

এ দেশের গরিব কাঙাল
চেষ্টা করে বাঁচতে চায়

ভালো চাইলে মন্দ ফলে
কোন শয়তানে পথভোলায় ॥

জুলুমের বিরুদ্ধে যখন
জনতা রুখে দাঁড়ায়
দালালগোষ্ঠী নেমে আসে
বিভ্রান্তি ঘটায় রে ॥

বাউল আবদুল করিম বলে
ঠেকছি ভবযন্ত্রণায়
উচিত কথা বলি যদি
শোষক-দলে চোখ রাঙায় ॥

.

২৩

ওরে মজুর চাষা করো কার আশা
নিজের কর্ম নিজেই করতে হবে
বাঁচতে যদি চাও এক হয়ে দাঁড়াও
নইলে বিফলে জীবন যাবে ॥

ঘটলো দুঃখের চিন জামানা কঠিন
এই ভাবে কতদিন বাঁচিয়া রবে
শোধ হবে না মহাজনের দেনা
দুঃখ বেদনা কে বুঝিবে ॥

স্বাধীনতার পর আনন্দ অন্তর
পাইলাম খবর শান্তি আসিবে

ভোট দেওয়ার বেলায় আরও কত শোনা যায়
গরিবের ভিটায় দালান উঠিবে ॥

এত দিনের পর বুঝিলাম অন্তর
গরিবের ভাঙা ঘর আরও ভাঙিবে
করিমের মন ভাবে সর্বক্ষণ
হয় যদি মরণ স্মরণ রবে ॥

.

২৪

ভোট দিবায় আজ কারে?
ভোটশিকারি দল এসেছে নানা রঙ্গ ধরে
ভোট দিবায় আজ কারে ॥

দেশে আইল ভোটাভোটি পরে হবে বাটাবাটি
তারপরে লুটালুটি যে যেভাবে পারে ॥

কেউ দিতেছে ধর্মের দোহাই কেউ বলে সে গরিবের ভাই
আসলে গরিবের কেউ নাই গরিব ঠেকছে ফেরে ॥

কেহ বলে ধন্য আমি, আমি দেশের মঙ্গলকামী
দেশ হবে পবিত্রভূমি ভোট যদি দাও মোরে ॥

যার-তার ভাবে বলাবলি করছে কত গালাগালি
স্বার্থ নিয়া ঠেলাঠেলি বুঝবায় কয়দিন পরে ॥

নিজের জ্ঞান থাকে যদি বুঝে নেও তার গতিবিধি
শোষকের প্রতিনিধি মালা পরাও যারে ॥

আবদুল করিম কয় ভাবিয়া ভালো মন্দ না বুঝিয়া
অনর্থক বিভ্রান্ত হইয়া গরিব কাঙাল মরে ॥

[কালনীর ঢেউ]

.

২৫

গরিবের কি মান-অপমান দুনিয়ায়?
গরিবের নাই স্বাধীনতা পরাধীন সে সর্বদায় ॥

ভোট নেওয়ার সময় আসিলে নেতা সাহেব তখন বলে
এবার আমি পাস করিলে কাজ করবো গরিবের দায়
পরে লাইসেন্স পারমিট দেওয়া ধনীর বাড়ি খাসি খাওয়া
সালাম দেওয়া নৌকা বাওয়া এইমাত্র গরিবে পায় ॥

অস্থিচর্ম সার হয়েছে রক্ত মাংস চলে গেছে
প্রাণটি শুধু বাকি আছে কখন জানি চলে যায়
আবদুল করিম ভাবছে মনে কার দুঃখ কেবা শোনে
স্বার্থের ব্যাপার যেখানে দয়ামায়া নাই সেথায় ॥

[কালনীর ঢেউ]

.

২৬

গরিবের দুঃখের কথা
কেউ শোনে না

অরণ্যে রোদন বৃথা
বুঝিয়াছি তার নমুনা ॥

সমাজের নাই সুব্যবস্থা
গরিবের নাই বাঁচার রাস্তা
চৌদিকে পরেছে খাস্তা
হারালেম ষোলো আনা ॥

সুবিধাবাদী ধনী যারা
ভবের মজা মারছে তারা
ব্যক্তিস্বার্থে আত্মহারা
অন্য কিছু বোঝে না ॥

গরিবের রক্ত খেয়ে
নিশাতে বিভোর হয়ে
লোভ-লালসা বুকে নিয়ে
ঘুরছে সদায় দেওয়ানা ॥

মাংস খাওয়ার সুযোগ পাইলে
ভিড় জমায় শকুনের দলে
ঘটাইয়াছে কালে কালে
মানুষের এই লাঞ্ছনা ॥

আবদুল করিম চিন্তা করে
ঘুরলাম কত ধোকায় পড়ে
মানব রুপে রাক্ষস ঘোরে
সকলে তা চিনে না ॥

[কালনীর ঢেউ]

২৭

ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখে
সালাম বরকতের বুকে
গুলি চালায় নিষ্ঠুর বেইমানে ॥

বাঙালির বাংলাভাষা
এই যে তাদের মূল ভরসা
এই আশায় বঞ্চিত হলে কি চলে
ভারত যখন স্বাধীন হলো
পাকিস্তানে চলে এলো
দেশ বিভক্ত করা হয় কৌশলে
উর্দুভাষী শোষক যারা
ধর্মের ভাওতা দিয়ে তারা
বন্দি করিল পাকিস্তানে ॥

শোষকের কবলে পড়ে
ভাবনা করি অন্তরে
লাভ হলো কি পাকিস্তান পাইয়া
ধনরত্ন নেয় কলকৌশলে
ধর্মের ভাওতা দিয়ে বলে
উর্দু সবাই লও না শিখিয়া
করিবে শাসন-শোষণ
করে রাখবে পশুর মতন
ষড়যন্ত্র করল গোপনে ॥

মুখের বোল কাড়িয়া নিবে
রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে
ঘোষণা করিল যখন
যারা বাংলামায়ের ছেলে
পরিষ্কার দিল বলে
মানব না থাকিতে জীবন
রাখতে বাংলাভাষার মান
অকাতরে দিলো প্রাণ
আমরা যে বাধা ঋণে ॥

পরে তা মানিয়া নিল
রাষ্ট্রভাষা বাংলা হলো
জীবন দিল বেশ কয়েকজনে
আমরা যে বেঁচে আছি
এই বিষয়ে কী করেছি
চিন্তা কর মনে মনে
আজো বাংলার মর্যাদা নাই
এই দুঃখ কারে জানাই
ভাবি তাই বাঁধা কোনখানে ॥

কৃষক মজুর নারী পুরুষ
আমরা সাধারণ মানুষ
মহাপুরুষ নাম যারা ফলায়
তাদের মন্ত্রণা নিলাম
এক সাগর রক্ত দিলাম
স্বাধীনতা পাইবার আশায়
যাদের আছে ধনমান

তারা গায় বিদেশী গান
বুঝে না দেশের জনগণে ॥

অফিস আদালতে বাংলার
হয় যদি পূর্ণ অধিকার
প্রভূত্ব চলিবে কেমনে
নগন্য জঘন্য যারা
জানে না লেখাপড়া
উপায় নাই মাতৃভাষা বিনে
সরস বাঙালি যারা
বাংলাভাষা চায় না তারা
আবদুল করিম বুঝে অনুমানে ॥

.

২৮

সালাম আমার শহীদ স্মরণে
দেশের দাবি নিয়া দেশ প্রেমে মজিয়া
প্রাণ দিলেন যে সব বীর সন্তানে ॥

ভাষার দাবি লইয়া আপনহারা হইয়া
স্মৃতি গেলেন রাখিয়া বাঙালির মনে
সালাম বরকত জব্বার প্রিয় সন্তান বাংলার
ভুলিবার নয় ভুলিব কেমনে ॥

জন্ম নিলে পরে সবাই তো মরে
স্বাভাবিক মরা এই ভুবনে
দেশের জন্য প্রাণ যারা করে দান
স্মরণ করি আজ ব্যথিত মনে ॥

লভিব অধিকার ঘুচাবো আঁধার
শপথ বারেবার মনপ্রাণে
আবদুল করিম বলে শোষণমুক্ত হলে
হাসি ফুটিবে সবার বদনে ॥

[কালনীর ঢেউ]

.

২৯

বলো স্বাধীন বাংলা
মোদের মাতৃভূমির জয়
প্রাণপণে প্রতিজ্ঞা কর
ছেড়ে দাও মরণের ভয় ॥

পাকিস্তান আসার পরে
যা ঘটিল তেইশ বৎসরে
মনের দুঃখ বল কারে
এই দুঃখ আর বলাবার নয়
আজও তারা শক্তির বলে
দারুণ শোষকের দলে
বিনাশিতে চায় সমূলে
আর বা কত প্রাণে সয় ॥

বাঙালি যুবকের দল
চল মুক্তির সংগ্রামে চল
তোরাই দেশের সহায় সম্বল
পাছে হঠার সময় নয়
ধর ধর অস্ত্র ধর

বাংলা মোদের মুক্ত কর
মনের দুর্বলতা ছাড়
আমাদের জয় সুনিশ্চয় ॥

ভেবেছিল শত্রু দলে
জুলুম অত্যাচারের বলে
রাখিবে পায়ের তলে
মনিব রবে সব সময়।
বীর বাঙালি বীর বিক্রমে
জেগে উঠল ধরাধামে
ইয়াহিয়া নরাধমে
পাইবে ঠিক পরিচয় ॥

শপথ নেও বাঙালি যত
বাঁচলে বাঁচব বাঁচার মতো
আমরা হব না নত
যদি হয় বিশ্বপ্রলয়
কত ভাই বোন মুক্তির তরে
প্রাণ দিয়েছে অকাতরে
চিরদিন কেউ বাঁচে না রে
বাউল আবদুল করিম কয় ॥

.

৩০

কত মায়ে কান্দে পুত্রহারা হইয়া রে—বুকে ব্যথা পাইয়া
কত মায়ে কান্দে পুত্রহারা হইয়া ॥

ভাই রে ভাই, পাঞ্জাবি শোষকের দলে স্বার্থসিদ্ধি করবে বলে
বাঙালিরে ধর্মের ভাওতা দিয়া
তেইশ বৎসর করিল শোষণ স্বার্থের আঘাত পড়ল যখন
এজিদের মতন গেল হইয়া রে—বুকে ব্যথা পাইয়া ॥

ভাই রে ভাই, শোষকের দল বড় পাষাণ কাজে তার দিয়াছে প্রমাণ
বেকুফ-নাদান স্বার্থের লাগিয়া।
লাখো লাখো বাঙালিরে অন্যায়ভাবে হত্যা করে
মায়ের কোলে শিশু মারে বুলেট-গ্রেনেট দিয়া রে—বুকে ব্যথা পাইয়া ॥

ভাই রে ভাই, ছেড়ে দাও ভয়ভীতি একে অন্যের হয়ে সাথি
ধরো অস্ত্র জয়বাংলা বলিয়া
আছেন প্রভু দয়াময় আমাদের জয় সুনিশ্চয়
বাউল আবদুল করিমে কয় শোকাকুল হইয়া রে—বুকে ব্যথা পাইয়া ॥

.

৩১

এসো প্রাণ খুলে মিলে সকলের
গাই রে বাংলার গুণগান
গাই রে বাংলার গুণগান ॥

বাংলা মোদের মা জননী
আমরা ভাই-ভগিনী
ভেদ নাই হিন্দু-মুসলমান
বাঙালি বাংলা জবান ॥

শোষণের বিরুদ্ধে ভাই
প্রাণপণে করে লড়াই

গেল লক্ষ লক্ষ প্রাণ
চাই বাংলা মায়ের কল্যাণ ॥

শান্তিকামী বাংলাবাসী
সবার মুখে ফুটুক হাসি
শোষণের হোক চির-অবসান
এ আদর্শ সামনে রেখে হও আগুয়ান ॥

জন্ম নিয়ে ইহলোকে
মানুষের দুঃখ দেখে
আবদুল করিম মনের শোকে ম্রিয়মাণ
চায় শান্তি সমাজবিধান ॥

[কালনীর ঢেউ]

.

৩২

স্বাধীন বাংলায় রে বীর বাঙালি ভাই
শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা চাই
স্বাধীন বাংলায় রে ॥

স্বাধীন হবে সুখে রবে বাংলামায়ের সন্তান
এর জন্যে দিয়েছে কত লক্ষ লক্ষ প্রাণ ॥

কত নারী স্বামীহারা ঝরে চোখের জল
পুত্রহারা হয়ে কত মা হলেন পাগল ॥

রক্তের বিনিময়ে এল বাংলার স্বাধীনতা
ভুলিব না ভুলিবার নয় অন্তরের ব্যথা ॥

শোষিত বাঙালি আর ভুলবে না কখন
এই দেশে শাসনের নামে চলবে না শোষণ ॥

বাংলা মোদের জন্মভূমি বাংলা মোদের দেশ
বাংলা মায়ের সেবা করে হউক না জীবন শেষ ॥

রাখতে বাংলার স্বাধীনতা রাখতে বাংলার মান
ধন্য তারা দিল যারা দেশের জন্য প্রাণ ॥

বাংলার সার্বভৌমত্ব রাখতে যদি চাও
শোষণের বিরুদ্ধে সবাই এক হয়ে দাঁড়াও ॥

স্বাধীন মাতৃভূমি মোদের স্বর্গ মনে করি
বাউল আবদুল করিম গায় স্বাধীন বাংলার জারি ॥

.

৩৩

মনের দুঃখ বলবো কারে
কেন যে বারে বারে পরে যাই ঘোর আঁধারে ॥

ভারত বিভক্ত হলো পাকিস্তান চলে এল
স্বৈরাচারে সুযোগ নিল ষড়যন্ত্র করে
রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে বলে তাহার পরে
ছাত্রগণ করে জীবনপণ ভাষার জন্য লড়াই করে ॥

পরে এল আইয়ুব শাসন সুখ-দুঃখ করে বরণ
তখন দেশের জনগণ ছিল ধৈর্য ধরে
বিভেদ বৈষম্যনীতি মন যাহা চায় করে
আসিল গণআন্দোলন উনিশশো উনসত্তরে ॥

পাকসেনার আগ্রাসন এল লাখ লাখ জীবন গেল
সোনার বাংলা স্বাধীন হলো নয় মাস যুদ্ধের পরে
বুক ভরা ভরসা ছিল দেশবাসীর অন্তরে
স্বৈরাচার চেপে বসলো শহীদদের রক্তের উপরে ॥

নিদারুণ স্বৈরশাসনে সীমাহীন নির্যাতনে
হতাশা এসেছে মনে প্রতারণায় পড়ে
বাংলার সাধারণ মানুষ নিরাশার আঁধারে
প্রতারক দল করে কৌশল দুঃখ দিল বারে বারে ॥

জনগণের মূল মন্ত্র সবাই চায় গণতন্ত্র
আসবে বলে ডাক পড়েছে মানুষের অন্তরে
পাখি ডাকে রাত পোহাবে আঁধার যাবে দূরে
ঊষালগ্নে জেগে উঠো মা বলে আঁখি খোল রে ॥

গণতন্ত্রে উত্তরণে দেশপ্রেমিক সর্বজনে
চলতে হবে খাঁটি মনে ধৈর্য ধারণ করে
ঐক্য শান্তি আইন-শৃংখলা শক্ত করে ধরে
সাহস করে চলতে হবে এই কঠিন কর্ম-উদ্ধারে ॥

দোদুল্য মনোভাব ছাড় নিজে নিজের দেশকে গড়ো
গণতন্ত্র কায়েম কর দুঃখ যাবে দূরে
এছাড়া যে উপায় নাই আর পড়েছি আঁধারে
আর কতদিন থাকবে করিম শোষকের কারাগারে ॥

দিন গেলে গোলমালে, মোদের দিন গেল গোলমালে
ঠেকছে বাঙাল–যারা কাঙাল লাভ হলো না মূলে ॥

পাড়াগাঁয়ে বসত করা চৌদিকে সমস্যা ঘেরা
কৃষক মজুর দিশেহারা শান্তি নাই আসলে
গরিব কাঙালের পেটে ক্ষুধার আগুন জ্বলে
হিতে বিপরীত ঘটাল লেজ-কাটা বানরের দলে ॥

যারা উৎপাদন করে তারা থাকে ভাঙা ঘরে
অর্ধাহার অনাহারে ভাসে নয়নজলে
রক্ত দিয়ে স্বাধীন হলাম মুক্তি পাব বলে
শোষিতের নাই স্বাধীনতা আছে শোষকের কবলে ॥

বলবো দুঃখ কার কাছে দুঃখীর দুঃখ বেড়েছে
স্বাধীনতার ফল নিয়েছে স্বার্থপর মহলে
অন্যকিছু মানতে চায় না স্বার্থের আঘাত হলে
নির্বিচারে গুলি চলে ছাত্র-জনতার মিছিলে ॥

এখন যাহা দেখিতে পাই চলেছে ক্ষমতার লড়াই
আসলে খবর নাই দেশ কী করে চলে
স্বার্থ নিয়ে পাগল সবাই যে যাহাই বলে
দিনে দিনে অবনতি দেশ গেল রসাতলে ॥

শোষিত জনগণ হতাশা-নিরাশায় এখন
ভাবিতেছে হবে মরণ পড়ে জাঁতাকলে
করিম বলে শোষণমুক্ত সমাজ গড়তে হলে
শোষিত সব এক হয়ে যাও কৃষক মজুর সবাই মিলে ॥

.

৩৫

শোষক তুমি হও হুশিয়ার চল এবার সাবধানে
তুমি যে রক্ত-শোষক বিশ্বাসঘাতক তোমারে অনেকে চিনে ॥

প্রাণে আর ধৈর্য মানে না দেখে তোর নীতি বিধান
মুসলিম লীগ নাম ধরিয়া গড়েছিলে পাকিস্তান
ভেতরে ঢুকিল শয়তান গরিবকে মারলে প্রাণে ॥

স্বার্থসিদ্ধি করবে বলে করেছিলে শয়তানি
বুঝিয়া ভাইয়ে ভাইয়ে করেছি হানাহানি
কণ্ঠাগত হলো প্রাণী তোমার নিষ্ঠুর শোষণে ॥

মুসলিম লীগের নাও ডুবাইয়া যুক্তফ্রন্টে আসিলে
পরে আইয়ুবের ছত্রচ্ছায়ায় বেশ কয়েকদিন কাটাইলে
তারপরে ইয়াহিয়ার কালে ছিলে অতি সন্ধানে ॥

বাংলা স্বাধীন হইলে পরে আবার দেখি তোমারে
বাঙালির দরদি সেজে আসলে তুমি ছল করে
আর কী করবে তাহার পরে ভাবতেছি মনে মনে ॥

বড় শয়তান সাম্রাজ্যবাদ নতুন নতুন ফন্দি আঁটে
মধ্যম শয়তান পুঁজিবাদ বসে বসে মজা লোটে
সামন্তবাদ জালিম বটে দয়া নাই তাহার মনে ॥

তিন শয়তানের লীলাভূমি শ্যামল মাটি সোনার বাংলার
গরিবের বুকের রক্তে রঙিন হলো বারে বার
সোনার বাংলা করলো ছারখার সাম্রাজ্যবাদ শয়তানে ॥

স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে মজা মারলো শোষকে
এখন সবাই বুঝতে পারে চাবি ঘুরছে কোন পাকে
মধু হয় না বলার চাকে বাউল আবদুল করিম জানে ॥

[কালনীর ঢেউ]

.

৩৬

শোষকের মন্ত্রণা বিষম যন্ত্রণাল
প্রাণে সহে না দুঃখ বলবো কারে
ভেবেছিলাম একদিন দেশ হলো স্বাধীন
এখন শুভদিন আসতে পারে ॥

মনে ভাবি তাই শান্তি সবাই চাই
তবে কেন পড়ে যাই অন্ধকারে
শান্ত নহে মুন দেশের জনগণ
অসহায় এখন একেবারে ॥

যার যাহা পছন্দ নাই ভালো-মন্দ
স্বার্থ নিয়ে দ্বন্দ্ব চরম আকারে
ভালো নয় মতিগতি দিনে দিনে অবনতি
দেশ জুড়ে দুর্নীতি দেখো বিচারে ॥

আমলাতন্ত্রের অত্যাচার জোতদার ইজারাদার
সুযোগ পেয়েছে এবার মজুতদারে
অসৎ ব্যবসায়ীগণ মজুতদারের আপনজন
দালাল টাউটের মন রঙবাজারে ॥

সুদ-ঘুষে লিপ্ত যারা মনানন্দে আত্মহারা
কৃষক মজুর যাবে মারা অনাহারে
একি সর্বনাশ ডাকাতি সন্ত্রাস
নাই কোনো বিশ্বাস কে কারে মারে ॥

স্বাধীনতা কার নাম ভাবনায় পড়িলাম
কী যে তার পরিণাম কে বলতে পারে
করিম কয় আসলে ভুল তাই তো মিটে না গোল
আশার বাগানে ফুল ফোটে না রে ॥

.

৩৭

ধর্মাধর্ম নাই রে শোষকের নাই বিবেচনা
লোভ লালসা বুকে নিয়া ঘুরেছে দেওয়ানা রে ॥

মুসলমানে সুদ খায় না কোরানেতে মানা
নয়া মুসলমান হইলে গরু খায় তিনদুনা রে ॥

সুদখোর ঘুষখোর মজুতদারের কত আমিরানা
নিদারুণ শোষকের দেশে গরিব আর বাঁচব না রে ॥

গরিব মরে অনাহারে রুজি-রোজগার পায় না
শতকরা আশি ঘরের লাগিয়াছে কিনা রে ॥

বাউল আবদুল করিম বলে উপায় আর দেখি না
দিনে দিনে বাড়ে আগুন জল দিলে নিভে না রে ॥

[কালনীর ঢেউ]

৩৮

অনেকে বলে আমারে গাও না একটা তেল-চোরার গান
তেল-চোরা নয় বিষম চোরা সে যে অনেক ক্ষমতাবান ॥

দেখরে ভাই বিচার করে তেল-চোরা রয়েছে ঘরে
সুকৌশলে চুরি করে–চোরে জানে চুরির সন্ধান ॥

ভু-তত্ত্ব বিজ্ঞানী যারা চিন্তা ভাবনা করেন তারা
মনে প্রাণে চেষ্টা করা এই যে তাদের কর্ম বিধান ॥

বহু খোঁজাখুঁজির পরে তেল মিলেছে হরিপুরে
আনন্দ সবার অন্তরে যারা বাংলা মায়ের সন্তান ॥

হরিপুরে হরির লুট কেন দেশবাসী কি খবর জানো
তেল-চোরায় তেল নিলো শোনো এ দেশকে করতে চায় শ্মশান ॥

এই ভাবে তেল দেওয়া যায় না দেশবাসী তা মানতে চায় না
করেন সবাই বিবেচনা এই তেল মায়ের দুধের সমান ॥

দেশের সম্পদ দেশবাসীর হয় ব্যক্তিগত মালিক কেউ নয়
রয়েছে তেল-চোরার ভয় দেশবাসী হও সাবধান ॥

দেশের সম্পদ রক্ষা করো মনের দুর্বলতা ছাড়ো
নিজের কর্ম নিজে করো চোরে চায় না দেশের কল্যাণ ॥

বাউল আবদুল করিম গায় পড়েছি বিষম ধাঁধায়
সাধু জন অসুবিধায় বেড়ে গেছে তেল-চোরার মান ॥

৩৯

খবর রাখনি উন্দুরে লাগাইছে শয়তানি
চাটি কাটে পাটি কাটে কাপড় চোপর আর
দিন রাত ঘরের মাঝে উন্দুরের দরবার ॥

বাড়িত কাটে বাড়ির বস্তু ক্ষেতে কাটে ধান
ঘরের ধন বাইরে নেয় ঘটাইছে নিদান ॥

ধান খায় চাউল খায় কাটে ঘরের বেড়া
কাটতে কাটতে গৃহস্থেরে করে বাড়ি ছাড়া ॥

বাউল আবদুল করিম বলে উন্দুর আছে ঘরে
বিলাইয়ে ধরে না উন্দুর দুঃখ বলব কারে ॥

[কালনীর ঢেউ]

.

৪০

উন্দুর মারো রে দেশের জনগণ
উন্দুরে করিতেছে বড় জ্বালাতন
ও ভাই, উন্দুর মারো রে ॥

উন্দুরে ফসলের ক্ষতি করে নিশিদিন
দেশেতে খাদ্যের অভাব করিতে হয় ঋণ
ও ভাই, উন্দুর মারো রে ॥

উন্দুরের সংখ্যা বাড়িলে হইবে বিপদ
উন্দুর মারো রক্ষা কর জাতীয় সম্পদ
ও ভাই, উন্দুর মারো রে ॥

কত কঠিন রোগ জীবাণু উপুরে ছড়ায়
রোগে ভুগে কত মানুষ দুঃখ কষ্ট পায়
ও ভাই, উন্দুর মারো রে ॥

উন্দুর মারো পুণ্য করো আবদুল করিম বলে
উন্দুর হয় মানুষের শত্রু মারো কলকৌশলে
ও ভাই, উন্দুর মারো রে ॥

.

৪১

কেবা শত্রু কেবা মিত্র
বুঝে উঠা দায়
তাই তো দেশের অবনতি
সাধুর নিশান চোরের নায় ॥

স্বার্থপর শত্রুদলে
দেশে দিছে আগুন জ্বেলে
উচিত কথা বলতে গেলে
তারা আবার চোখ রাঙায় ॥

কেউ হইল কালোবাজারি
কেউ করতেছে মজুতদারি
কেউ করতেছে রিলিফ চুরি
যে যেভাবে সুযোগ পায় ॥

শান্তি পেতে আশা করি
আসলে বিপাকে পড়ি
স্বার্থ নিয়ে মারা-মারি
শেষ হয় না তাদের বেলায় ॥

গরিবের প্রশ্নই নাই
বাঁচি কি-বা মরিয়া যাই
আবদুল করিম বলে রে ভাই
সোনা বর্ষে সোনারগাঁয় ॥

[কালনীর ঢেউ]

.

৪২

কোন দেশে যাই বল
সুখের আশায় দুঃখের বুঝা
বওয়া সার হইল ॥

ভাই রে ভাই, অবিচারে রাজ্য নষ্ট
জ্ঞানী গেছেন বলে
দেশ করেছে লক্ষ্মীছাড়া
স্বার্থভোগী দলে
কত অঘটন ঘটাইল
ভালো করবে বলে মাথায়
কুড়ালি মারিল ॥

ভাই রে ভাই, সাবধানে চালাইও নৌকা
সত্যের হাল ধরিয়া

কত ভালোলোকের
জাতি গেল কুসঙ্গ করিয়া।
অমানুষে সোনার দেশে
এই দুর্দিন আনিল
এখনও সময় আছে
বিচার করে চল ॥

ভাই রে ভাই, বাউল আবদুল করিম বলে
আমার এই মিনতি
কু-মানুষের সঙ্গে কভু
কর না পিরিতি
নিজের দেশের মানুষ তোদের
চিনা জানা ভালো
দরদি সেজে যারা
তোদের কাছে এল ॥

[কালনীর ঢেউ]

.

৪৩

অভাবে পড়িয়া কাঁদে মনপাখি আমার
ভাব নাই মনে নিশিদিনে ভাবিতেছি অনিবার ॥

ভাবিলে কি হইবে লাভ চৌদিকে পড়েছে অভাব
দুঃখের কথা কী বলিব আর
স্বার্থ নিয়া ব্যস্ত সবাই কে দুঃখ শুনিবে কার ॥

অসতের মাত্রা বেড়েছে সতোর অভাব পড়েছে
অভাব পড়ল মানবতার
রক্ষক ভক্ষক সেজেছে মিলে না আমানতদার ॥

‘হুজুর’ বলে ঘুষ খাইলে সুদ, খাইলে মহাজন বলে
জামানার হাল চমৎকার
কী করিব কোথায় যাব ভেবে করিম বেকারার ॥

.

৪৪

ওই ভাই জোর জুলুমি ছাড়ো
মানুষ যদি হইতে চাও মানুষের সেবা করো ॥

স্রষ্টায় সৃষ্টি করেছে সবাই বলো স্রষ্টা আছে
পরিণাম রয়ে গেছে এখন যাহা করো
কলেমা নামাজ রোজা ইমান হইল বড়
ঈমান যদি ঠিক না থাকে কিসের নামাজ রোজা কর ॥

মানুষ খোদার প্রিয়পাত্র তারে না ভাবিয়া মিত্র
টাকা-পয়সা জমি জুত্র তাই ভেবেছ বড়
স্বার্থ নিয়া দলাদলি ভাইয়ে ভাইরে মার
দুর্বলেরে দায় ঠেকাইয়া বলপূর্বক ডাকাতি করো ॥

আজ যা আছে কাল রবে না টাকা পয়সা যতই কও না
শক্তি-বল-যৌবন থাকে না অবশেষে মর
মরলে কিছু সঙ্গে যায় না নিজেই বুঝতে পার
তুমি বা কার কে-বা তোমার আগে নিজের বিচার করো ॥

মানুষ হওয়ার ইচ্ছা থাকলে মানুষের সেবা করিলে
বাউল আবদুল করিম বলে মানুষ হইতে পার
হিংসা নিন্দা দিলের গুমান লোভ-লালসা ছাড়
ছয়রিপুকে বাধ্য করে প্রেমবাজারে ব্যাপার কর ॥

[কালনীর ঢেউ]

.

৪৫

অতীত বর্তমানে কি আর মিল আছে?
নিঃস্বার্থ ভালোবাসা নাই ঘুরছে সব স্বার্থের পাছে ॥

ভালোর যে আদর ছিল সেদিন কি আর আছে বল
দুগ্ধ নয় মদ খাইয়া আনন্দে মানুষ নাচে
দেখি এই নতুন জামানায় দেশ পাগল সিগারেট গাঁজায়
বলে নারিকেলের হুক্কায় আমার দিন চলে গেছে ॥

পুরুষ পাগল এই দুনিয়ায় কামিনী-কাঞ্চনের নেশায়
মেয়েরা স্বাধীনতা চায় যুগে সুযোগ দিয়াছে
এখন পত্রপত্রিকায় উলঙ্গ ছবি দেখা যায়
মন দিয়ে পড়ে ছেলেরায় পথ ভুলে কই যাইতেছে ॥

ব্যবসায়ী যত জনা সত্য কথা বলতে চায় না
খাঁটি জিনিস পাওয়া যায় না ভেজাল মিশাইয়া বেচে
মজুতদারে মুচকি হাসে দেশ পেয়েছে সুদে-ঘুষে
উচিত কইলে পাবে দোষে বলব দুঃখ কার কাছে ॥

মিথ্যা কথায় বাজায় ডঙ্কা রাক্ষস হয় গিয়ে লঙ্কা
রাজনীতি নেতার সংখ্যা অনেক গুণ বেড়ে গেছে

মনে মনে চিন্তা করি রাজনীতি নয় দোকানদারি
স্বার্থ নিয়া মারামারি—ধর্মাধর্ম সব গেছে ॥

বাউল করিমের বাণী শুনেন যত জ্ঞানী গুণী
মনে মনে আমি গনি সরিষারে ভুতে পাইছে
কখন কী হয় না জানি ভাবি তাহা দিনরজনী
চৌদিকে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনি শুনিয়া ভয় হইতেছে ॥

[কালনীর ঢেউ]

.

৪৬

জনসমুদ্রে নতুন জোয়ার এল রে
স্বৈরাচারের সিংহাসন আজ ভেসে গেল রে ॥

বাংলার গণজাগরণে
গণতন্ত্রের আগমনে
সচেতন বাঙালির মনে সাড়া দিল রে ॥

যারা চায় স্বাধীনতা
জাগলো আজ সেই জনতা
সবার মুখে একই কথা সামনে চল রে ॥

কৃষক-মজুর ভাই ভাই
হিন্দু-মুসলিম প্রভেদ নাই
বাঁচার মতো বাঁচতে চাই, সবাই বল রে ॥

যাইতে লক্ষ্যস্থলে
দেশপ্রেমিক সকলে মিলে
জনগণের ঐক্যের বলে বিজয় হলো রে ॥

ঐক্য যদি থাকে অটল
হইবে কর্ম সফল
কৃষক-মজুর মেহনতিদল আশায় ছিল রে ॥

শোষণমুক্ত হলো না তো
ভাবছে করিম অবিরত
বাঙালি বারেবার কত রক্ত দিল রে ॥

.

৪৭

শান্ত মনে ভোট দাও এবার
দেশের জনগণ
বহু সমস্যার পরে
আসিয়াছে নির্বাচন ॥

উচ্ছৃশৃঙ্খলা বিশৃঙ্খলার
আমাদের আর নাই যে দরকার
যে আদেশ করেছেন সরকার
সবাই তা কর পালন ॥

মনে রেখো ভোটার আমি
হইও না কেউ উগ্রগামী
যেজন দেশের মঙ্গলকামী
সে আমাদের আপনজন ॥

আসলে ভোট দেওয়া চাই
এ ছাড়া অন্য উপায় নাই
অধিকার আদায়ের লড়াই
শান্তি সবার প্রয়োজন ॥

আমাদের ভোটের দ্বারা
নির্বাচিত হবেন যারা
এ দেশকে চালাবেন তারা
আসিবে আইনের শাসন ॥

ভোট দাও নিজে বিচার করে
ভুলিও না ধোঁকায় পড়ে
মিষ্টভাষী স্বার্থপরে
দিবে কত প্রলোভন ॥

শান্তির যদি আশা করো
সৎ মানুষের সঙ্গ ধর
শোষণমুক্ত সমাজ গড়ো
করিমের এই নিবেদন ॥

.

৪৮

এবার ভোট কারে দিবে
ভোট দেওয়া দায়িত্ব মোদের ভোট যখন দিতে হবে
এবার ভোট কারে দিবে ॥

শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা হলে পরিষ্কার
হবে না জুলুম অত্যাচার নির্বিঘ্নে ভোট দেওয়া যাবে
এবার ভোট কারে দিবে ॥

ভোট দাও সুবিচারের বলে, যে ভোটে সুফল ফলে
স্বৈরাচার উৎখাত হলে খাঁটি গণতন্ত্র পাবে
এবার ভোট কারে দিবে ॥

উৎখাত হলে স্বৈরাচার আসবে জনতার অধিকার
শোষকের সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন করে নিবে
এবার ভোট কারে দিবে ॥

দেশে গণতন্ত্র চাই অন্য কোনো কথা নাই
অধিকার আদায়ের লড়াই, এই লড়াইয়ে জিততে হবে
এবার ভোট কারে দিবে ॥

মুক্তিযুদ্ধ করেছি, আজো সেই যুদ্ধে আছি
অধিকার বঞ্চিত হয়েছি, সেই অধিকার পাব কবে
এবার ভোট কারে দিবে ॥

দেশপ্রেমিক শোষিত সবে একযোগে যখন চলিবে
শোষণমুক্ত সমাজ হবে, সবাই তখন সুখে রবে
এবার ভোট কারে দিবে ॥

টাউট দালালের কথায় ভুলিও না লোভলালসায়
শত্রু যদি সুযোগ পায় বিশৃঙ্খলা ঘটাইবে
এবার ভোট কারে দিবে ॥

করিম কয় নাই জ্ঞাতিগোত্র, যারা বাংলা মায়ের পুত্র
কেবা শত্রু কেবা মিত্র বিচার করে চলতে হবে
এবার ভোট কারে দিবে ॥

.

৪৯

শেখ মুজিব বঙ্গবন্ধু সবাই কয়
বন্ধু ছিলেন সত্য বটে
আসলে শত্রু নয় ॥

স্বার্থের জন্য স্বার্থপরে
ভারতকে বিভক্ত করে
তেইশ বছর শোষণের পরে
বাঙালি সচেতন হয় ॥

শোষণমুক্তি চেয়েছিলেন
শেখ মুজিব দায়িত্ব নিলেন
জনগণ সমর্থন দিলেন
ছাড়িয়া মরণের ভয় ॥

গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র
এই ছিল তার মহামন্ত্র
ধর্ম নয় শোষণের যন্ত্র
নিরপেক্ষ সমুদয় ॥

এনে দিলেন স্বাধীনতা
তাই তো বলে জাতির পিতা

সাক্ষী বিশ্বের জনতা
এই কথা যে মিথ্যে নয় ॥

গোপন ষড়যন্ত্র করে
মুজিবকে সপরিবারে
অন্যায়ভাবে হত্যা করে
বিচার যে তার বাকি রয় ॥

দীর্ঘ একুশ বছর পরে
আজ বাংলার ঘরে ঘরে
আশার সঞ্চার হলো রে
হলো নতুন ভাব উদয় ॥

যারা বাংলা মায়ের ভক্ত
মনকে করে নিল শক্ত
লাখো লাখো শহীদের রক্ত
বৃথা যাবে না নিশ্চয় ॥

শুনি জ্ঞানীগুণীর কথা
শ্রেষ্ঠ হয় মানবতা
শেখ মুজিব জাতির পিতা
করিম বলে নাই সংশয় ॥

.

৫০

বর্তমান সমাজের
ভাব দেখে ভয় পাই

স্বার্থ নিয়ে মারামারি
দয়ামায়া নাই ॥

স্বার্থের কথা বলব কত
ব্যক্তিগত দলগত
চলেছে অবিরত
স্বচক্ষে যা দেখিতে পাই ॥

ধর্মকথা মুখে বলি
স্বার্থ হলে আগে চলি
কথাবার্তায় আলার ওলি
আসলে ঠগের গোসাই ॥

দেশের ধনীমানীগণ
মানুষ হয় তারা কয়জন
জনগণ মিলে সর্বক্ষণ
তাদেরই গুণগান গাই ॥

টাকা হলে সব কিছু হয়
এছাড়া অন্য কিছু নয়
টাকা হলো মূল বিষয়
সবাই যখন টাকা চাই ॥

.

৫১

স্বাধীন দেশে মানুষের
স্বাধীনতা নাই

শোষকের হয়েছে বিজয়
শোষিতগণ বাঁচতে চাই ॥

শোষিত বঞ্চিত যারা
কৃষক মজুর সর্বহারা
নিরাশার আঁধারে তারা
বাস্তবে যা দেখতে পাই ॥

ঘুষ দূর্নীতি স্বজনপ্রীতি
চলছে বৈষম্যনীতি
সন্ত্রাস চুরি ডাকাতি
অবাধে চলেছে তাই ॥

শোষণমুক্তি চেয়েছিল
ত্রিশ লক্ষ লোক জীবন দিল
স্বৈরাচারে সুযোগ নিল
গরিবের কপালে ছাই ॥

পড়েছি ঘোর আঁধারে
দিনে দিনে দুঃখ বারে
মনের দুঃখ বল কারে
করিম বলে কোথায় যাই ॥

.

৫২

গরিবের স্বাধীনতা আসবে কখন
ধনী নাচে মন-আনন্দে
গরিব-কাঙালের মরণ ॥

জন্ম যারা নিল ধরায়
সবাই তো বেঁচে থাকতে চায়
মানুষ মানুষের রক্ত খায়
রাক্ষসের লক্ষণ ॥

রাক্ষস হয় স্বার্থপর সবাই
অন্তরে দয়া মায়া নাই
স্বচক্ষে যা দেখিতে পাই
ভাবি সর্বক্ষণ ॥

গরিবকে দুঃখ দিয়া
ধনীর দ্বন্দ্ব স্বার্থ নিয়া
আবদুল করিম কয়
ভাবিয়া কী করি এখন ॥

.

৫৩

স্বাধীন দেশে থাকি
আমরা স্বাধীন দেশে থাকি
খাবার বেলা ভাত মিলে না
আল্লা বলে ডাকি॥

গরিব কাঙাল সবাই বলে
জানি না কোন কর্মফলে
পেটের ক্ষুধায় অঙ্গ জ্বলে
ঝরে দুটি আঁখি।
কুঁড়েঘর চালে ছানি নাই
দুঃখ কষ্টে থাকি

মনে বড় ভয় হইতেছে
আর যে কত আছে বাকি॥

গরিব মরে অনাহারে
এই দুঃখ বলিব কারে
ধনীরা মজা মারে
গরিবরে দেয় ফাঁকি।
কথায় কাজে মিল পড়ে না
শুধু যে চালাকি
করিম বলে গানে আমার
সুখ-দুঃখের ছবি আঁকি ॥

.

৫৪

আমরা সবাই মিলে বাঁচতে চাই
আমার মতো গরিব যারা
আমি তাহাদের গান গাই ॥

শোষিত বঞ্চিত যারা
কৃষক মজুর মেহনতিরা
কেউ হয়েছে সর্বহারা
একেবারে উপায় নাই ॥

যারা জন্ম নিয়াছে
বাঁচার অধিকার আছে
মানুষ মানুষের কাছে
তাই তো এই দাবি জানাই ॥

বাউল আবদুল করিম বলে
শোষিতগণ বাঁচতে হলে
করতে হয় মিলে সকলে
জীবন বাঁচার লড়াই ॥

.

৫৫

এই সব নিয়ে দ্বন্দ্ব কেন
কেউ হিন্দু কেউ মুসলমান
তুমি মানুষ আমিও মানুষ
সবাই এক মায়ের সন্তান ॥

সৃষ্টিকর্তা সবার একজন
শত্রু নয় সে সবার আপন
তার ইচ্ছাতে জন্ম-মরণ
সে যে সবার প্রাণের প্রাণ ॥

আসা-যাওয়া একা একা
মিলে মিশে কয়দিন থাকা
মনকে করো প্রেমে মাখা
ছেড়ে দিয়ে অভিমান ॥

কেউ হরি কেউ আল্লা বলো
যার-তার ভাষায় বলা হলো
সরল সোজা পথে চলো
কর্মক্ষেত্রে হও সাবধান ॥

অন্যায় অনাচার ছাড়ো
ধর্ম কর যত পার
একে যে অন্যেরে মারো
এই কি হয় ধর্মবিধান ॥

করিম বলে কাঙাল-বেশে
জন্ম নিয়েছি দেশে
মানুষকে ভালোবেসে
হোক না জীবন অবসান ॥

.

৫৬

হারা জিনিস ফিরে পাবে
একযোগে সব চল রে চল
চল রে কৃষাণ চলবে মজুর
চল রে সর্বহারার দল ॥

সোনার বাংলা শস্যশ্যামলা
তোমরাই ফলাও সোনার ফসল
আজ কেন রে উপবাসে
ঝরে তোদের চোখের জল ॥

তোরা যে মায়ের খাঁটি সন্তান
তোদেরই সব শক্তিবল
হাড়খুটা পরিশ্রম করো
সহ্য করে রোদ-বাদল ॥

বাঁচতে হলে সবাই মিলে
মনকে করে নেও সরল
এক হলে আর নাই ভাবনা
বলে রে করিম পাগল ॥

.

৫৭

স্বাধীন দেশে মানুষের
অধিকার চাই
সমানভাবে দেখতে হবে
নারী-পুরুষ প্রভেদ নাই ॥

জীবন পায় মায়ের উদরে
ভবে আসে তাহার পরে
সেবাযত্ন মায়ে করে
স্বচক্ষে যা দেখতে পাই ॥

সেবাতে মহাপুণ্য হয়
আঘাত করলে পাপ যে নিশ্চয়
সর্বধর্মে একই কথা কয়
বিচার করে দেখ তাই ॥

সেবক হয় নারী জাতি
সবসময় সেবাতে ব্রতী
বিদ্বেষ কেন তাদের প্রতি
বলো এবার জানতে চাই ॥

পুরুষ অহংকার করে
নারীর উপর এসিড মারে
অপহরণ ধর্ষণ করে
পত্রিকাতে খবর পাই ॥

শিক্ষাদীক্ষা পালন করা
হয় না মাতাপিতা ছাড়া
অকৃতজ্ঞ হবে যারা
করিম বলে মুক্তি নাই ॥

.

৫৮

বড় ভাবী গো, আমারে ঠেকাইছন আলায়
আমি খালি চিন্তা করি আমি কিছু করবার নায়
একে তো অভাবের সংসার জমানা কঠিন
খাইয়া বাইচ্চা চলা যায় না করিতে হয় ঋণ ॥

মা-বাপ যেমন পাগল রাতদিন
ভাবেন খালি আমার দায়
মা-বাপের গলার কাঁটা আমি অভাগিনী
জন্মিয়া মরলাম না কেনে ভাবি দিনরজনী
দামান্দের যে দাম শুনি
শুনলে কানে ধুমা যায় ॥

ইদিগেও তিন-চারখানো বাবাজান গেলা
কম-দামেনি জামাই মিলে খুঁজিয়া চাইলা
ছনের ঘরে থাকে জামাই
তবু টেলিভিশন চায় ॥

কী পাপ করলাম গো ভাবী মাইয়া জন্ম লইয়া
মা-বাপের ডাকাতি করলাম জনমের লাগিয়া
জমি বেইচ্চা দিলে বিয়া
শেষে তাদের কী উপায় ॥

নারী-পুরুষ সমান অধিকার শুনি শুনার শোনা
এই ব্যাপারে কী করা যায় তাই করি ভাবনা
করিম কয় দুঃখের বিষয়
মাইয়ার বাপ যে নিরুপায় ॥

.

৫৯

ভয় করো না এক হয়ে যাও
মজুর চাষির দল
জুলুম শোষণ দূর করিতে
প্রতিজ্ঞাতে হও অটল ॥

কৃষক মজুরের বলে
সোনার দেশে সোনা ফলে
চুষে নেয় শোষকের দলে
জানে কত কলকৌশল ॥

স্বার্থভোগী শোষক যারা
মানবরূপী রাক্ষস তারা
হইয়া সর্বস্বহারা
গরিব হইল রসাতল ॥

একতার বল বুকে নিয়া
করিম বলে চল আগাইয়া
আল্লা-ভগবান বলিয়া
ঢালিস না আর চোখের জল ॥

.

৬০

মনে মনে ভাবিতেছি
এখন আমি কোথায় যাই
অষ্টপাশে বাধা আছি
মরণ বিনে মুক্তি নাই ॥

জন্ম নিয়া আসলে পরে
বাঁচতে সবাই আশা করে
তথাপি সকলেই মরে
স্বচক্ষে যা দেখতে পাই ॥

দুঃখে গড়া জীবন আমার
তাই তো দুঃখ গেল না আর
গান গাওয়া হয়েছে সার
এ ছাড়া যে উপায় নাই ॥

যতই বাঁচতে চেয়েছি
ততই দুঃখ পেয়েছি
দুঃখের কত গান গেয়েছি
শুনবে কে, সেই মানুষ নাই ॥

দেখলাম কত ধনী-মানী
মন জানে আর আমি জানি
মুখে বলে মিষ্ট বাণী
আসলে ঠগের গোসাই ॥

করিমের মনের কথা
বলতে চাই না যথা তথা
নিজে খাইলাম নিজের মাথা
অন্তিম কালে মুক্তি চাই ॥

.

৬১

রক্ত দিয়ে স্বাধীন হলেম
দুর্দশা কেন যায় না?
শোষিতগণ বেঁচে থাকুক
শোষক তাহা চায় না ॥

কৃষক-মজুরের বলে
এই দেশে সোনা ফলে
তারা ভাসে চোখের জলে
ক্ষুধায় অন্ন পায় না ॥

চেয়েছিলাম প্রেমপ্রীতি
পেয়েছি ভয়-ভীতি
চলেছে বৈষম্যনীতি
কেউ খায় কেউ খায় না ॥

বাউল আবদুল করিম বলে
স্বার্থপর শোষক দলে
ব্যক্তি স্বার্থ নিয়ে চলে
সমষ্টির গান গায় না ॥

.

৬২

শক্তিসম্পদ আছে যাদের
দেশের মালিক তারাই হয়
মনে মনে ভাবি দেশ গরিবের নয়
দুঃখের বিষয় ॥

কৃষক মজুর মেহনতিগণ
যাদের শ্রমে হয় উৎপাদন
নিরাশার আঁধারে এখন
কত দুঃখ কষ্ট সয় ॥

ভাঙাগড়া দেখলাম কত
দেখে হলেম মর্মাহত
মিষ্ট বাণী বলুক যত
লঙ্কা গেলেই রাক্ষস হয় ॥

চলেছে জুলুম অত্যাচার
নাই ধর্ম নাই সুবিচার
আবদুল করিম ভাবছে এবার
চারিদিকে টাকার জয় ॥

.

৬৩

এ দেশে স্বার্থপরদের
চলেছে রঙের খেলা
কোনো কাজে গেলেই বলে
ঘুষ দেলা, কী জ্বালা ॥

ঘুষের লেনা দেনা ভাই
গোপনে হইত তাই
এখন কোনো ভয়ভীতি নাই
চলছে ঘুষ খোলামেলা ॥

সুদ-ঘুষে লিপ্ত যারা
স্বর্গসুখে আছে তারা
কৃষক মজুর মেহনতিরা
উপায় নাই তাদের বেলা ॥

আছে যারা স্বার্থের নেশায়
স্বার্থের সন্ধান তারাই পায়
অবৈধ স্বার্থ যারা চায়
তারা শয়তানের চেলা ॥

স্বাধীন হয়ে বাঁচতে চাইলাম
জীবনে কত গান গাইলাম
সুখের আশায় দুঃখ পাইলাম
এখন যে আর নাই বেলা ॥

বাউল আবদুল করিম ভাবে
জনগণ অধিকার পাবে

অসুরশক্তি নিপাত যাবে
আসবে রে ভীষণ ঠেলা ॥

.

৬৪

বেহেস্ত ধনীর জন্য রয় গরিবের নাই অধিকার
স্বচক্ষে দেখিলাম যাহা গরিব হলে দোযখ তার ॥

গরিবের নাই পাকাবাড়ি চেয়ার-টেবিল-টোল-আলমারি
গরিবের নাই পালঙ পিঁড়ি ভাঙা ঘর ভাঙা যে দ্বার ॥

সাহেব-বাবু গরিবরা নয় কুলি-মজুর গরিবরা হয়
দুঃখ কষ্ট গরিবে সয় করে না জুলুম অত্যাচার ॥

ধনীদের আমিরানা বলেন গরিব ভালো না
হারাম-হালাল বোঝে না ধার ধারে না নামাজ-রোজার ॥

গরিব হয় খোদার দুশমন, না হলে কি এই জ্বালাতন
আবদুল করিম বলে রে মন টাকা ভবে হয় মূলাধার ॥

[কালনীর ঢেউ]

.

৬৫

কর্মফেরে বারে বারে ঘোর আঁধারে পড়ে যাই
আমরা দেশের মজুর চাষি স্বাধীনতা নাই ॥

আড়াইশত বৎসর গেল ব্রিটিশের শাসনে ভাই
ব্রিটিশ গেল স্বরাজ এল গরিবের কপালে ছাই ॥

পথ ভুলিয়া ধর্ম নিয়া মারামারি লেগে যাই
দুইয়েরই হইল ক্ষতি কার দুঃখ কারে জানাই ॥

মুসলিম লীগ হয়ে যখন পাকিস্তানি স্বাধীন পাই
শাসন-শোষণ করতে তখন আসিলেন মুসলমান ভাই ॥

খ্রিস্টান গেল মুসলিম এল কাজে কোনো প্রভেদ নাই
মুসলিম লীগের ভাঙা লেন্টন তখন যে আমরা নিভাই ॥

কাড়াকাড়ি মারামারি চলিল স্বার্থের লড়াই
সামরিক শাসনে তখন আরো দশ বৎসর কাটাই ॥

তারপরে ইয়াহিয়া এল দাজ্জালের ছোটো ভাই
লাখো লাখো মানুষ মারে মা-বোনের আর ইজ্জত নাই ॥

মুজিবের নেতৃত্বে তখন চলিল পাল্টা লড়াই
মানুষের নয় শোষিতের নয় বাংলার স্বাধীনতা পাই ॥

জন্ম নিয়েছি যখন সবাই মিলে বাঁচতে চাই
করিম কয় দুঃখের বিষয় গরিবের গান আমি গাই ॥

[কালনীর ঢেউ]

.

৬৬

ঈদ এসেছে দুঃখ দিতে
গরিবের মনে

ধনী সবাই সাজবে নতুন
বেশভূষণে ॥

জবাই করবে গরু-খাসি
ধনীর মুখে ফুটবে হাসি
গরিব কাঙাল উপবাসী
কাঁদবে গোপনে ॥

বসত করে ভাঙা ঘরে
অর্ধাহার-অনাহার করে
ছিঁড়া বসন অঙ্গে পরে
দুঃখের দিন গনে ॥

দেখে এই বৈষম্যনীতি
ভালো নয় মতিগতি
করিমের দুঃখের আরতি
কেবা তা শোনে ॥

.

৬৭

ঈদ আসলে কি দুঃখ দিতে?
আপন পর বেছে নিলে আসলে না সবার বাড়িতে ॥

কেউ খাবে মাখন ছানা কেউ করিবে আমিরানা
অনেকে খাইতে পাবে না কঁদিবে মনের আঘাতে ॥

এত বৈষম্য কেন তুমি নি তার খবর জান?
নইলে আমার কথা মান আসিও না এই দেশেতে ॥

কেউ হাসে কারো কাদা দেখে দুঃখ লাগে ভাঙাবুকে
আবদুল করিম মনের শোকে চায় তোমায় মন্দ বলিতে ॥

[কালনীর ঢেউ]

.

৬৮

ওরে মেলা দিতে জ্বালা কার মন্ত্রণা পাইলে
এই দেশে কেন বা তুই আইলে ॥

প্রথম ফাল্গুন মাসে আসিলে নবীন বেশে
ধনীরে ভালোবেসে গরিবরে কাঁদাইলে ॥

আছে যাদের টাকাকড়ি মেলায় যাবে তাড়াতাড়ি
গরিবের মাথায় বাড়ি পড়িয়া ভেজালে ॥

ঘরে বেটার খাওন নাই অতিথি আইল মেয়ের জামাই
কুলমানে দিতে ছাই বড়-ই সুযোগ পাইলে ॥

মেলা তোরে করি মানা এই বেশে তুই আর আসিস না
গরিবকে দুঃখ দিস না আবদুল করিম বলে ॥

[কালনীর ঢেউ]

.

৬৯

নূতন বৈশাখ মাসে
শুভ দিন আসবে বলে সবাই ছিল আশার আশে ॥

নূতন দিন নুতন বাণী নূতন গান নূতন রাগিনি
নূতন ভাবে সাজবে সবাই নূতন পরিবেশে
হাওর দেখ কী শোভাময় নূতন ধানের শীষে
আশায় সবাই বুক বেঁধেছে উদয় রবি ভাগ্যকাশে ॥

কৃষকের পেরেশানি আসলে ফসলহানি
জীবন নিয়ে টানাটানি প্রাণ বাঁচাবে কিসে
যাদের সম্বল ছিল লাঙল–হলো হারা দিশে
দিন মজুরের মজুরি নাই তারা মরে উপবাসে ॥

হাড়ভাঙা খাটনির বলে জমিতে যে ফসল ফলে
শিলাবৃষ্টি বন্যার জলে সমূলে বিনাশের
কালবৈশাখীর ঝড় আসিবে কৃষক মরে ত্রাসে
মজুতদার কালবাজারী তারা তখন মুচকি হাসে ॥

বাংলার মাটি আজো সিক্ত বৃথা গেল এত রক্ত
হলেম না শোষনমুক্ত মরি হা-হুতাশে
বাঁচার লড়াই করতে হবে শপথ নেও সাহসে
শান্তি আনতে চাও যদি হতভাগা বঞ্চিত দেশে ॥

বাঁচতে হলে রাস্তা ধরো শোষণমুক্ত সমাজ গড়ো
প্রাণপণে চেষ্টা কর কৃষক মজুর মিশে
শোষিত বঞ্চিত যারা চলো এক বিশ্বাসে
করিম বলে হইবে জয় মুক্তি অবশেষে ॥

.

মাগো আমি কিসে দোষী
গরিবের দুঃখ বুঝি বলে মা গরিবকে তাই ভালোবাসি ॥

তোমার গর্ভে জন্ম সবার ছেলে মেয়ে সবই তোমার
তোমার কাছে সমান অধিকার পাইতে প্রত্যাশী
একি মা তোর উচিত বিচার মা তোমায় জিজ্ঞাসী
কেউরে দিলি মাখনছানা—কেউ কেন মা উপবাসী ॥

ধনী মানী ভবে যারা শাসন-শোষণ করে তারা
তাই তো কেউ সর্বহারা কেউ যে স্বর্গবাসী
একি মা তোর ভালোবাসা ওগো সর্বনাশী
গাইতে দিলি আমারে মা গরিবের বারমাসি ॥

এমন দিন মা আসবে কবে সকল বন্ধন খসে যাবে
এক যোগে ফুটে উঠবে সবার মুখে হাসি
করিম বলে বাঁচতে দে মা-দাও না যদি বেশি
বাঁচার অধিকার নিয়ে মা লড়াই করছি দিবানিশি ॥

[কালনীর ঢেউ]

.

৭১

জিজ্ঞাস করি তোমার কাছে বলো ওগো সাঁই
এ জীবনে যত দুঃখ কে দিয়াছে বল তাই ॥

দোষ করিলে বিচার আছে সেই ব্যবস্থা রয়ে গেছে
দয়া চাই না তোমার কাছে আমরা উচিত বিচার চাই

দোষী হলে বিচারে সাজা দিবা তো পরে
এখন মারো অনাহারে কোন বিচারে জানতে চাই ॥

এই কি তোমার বিবেচনা কেউরে দিলা মাখনছানা
কেউরে মুখে অন্ন জোটে না ভাঙা ঘরে ছানি নাই
জানো শুধু ভোগবিলাস জানো গরিবের সর্বনাশ
কেড়ে নেও শিশুর মুখের গ্রাস তোর মনে কি দয়া নাই ॥

তোমার এসব ব্যবহারে অনেকে মানে না তোমারে
কথায় কথায় তুচ্ছ করে, আগের ইজ্জত তোমার নাই
রাখতে চাইলে নিজের মান সমস্যার কর সমাধান
নিজের বিচার নিজেই করো আদালতের দরকার নাই ॥

দয়াল বলে নাম যায় শোনা কথায় কাজে মিল পড়ে না
তোমার মান তুমি বোঝ না, আমরা তো মান দিতেই চাই
তুমি আমি এক হইলে পাবে না কোনো গোলমালের
বাউল আবদুল করিম বলে আমি তোমার গুণ গাই ॥

[কালনীর ঢেউ]

.

৭২

দয়াময় নামটি তোমার গিয়াছে জানা
গরিব যারা হয় তারা কি তোমার নয়
তবে কেন দয়াময় দয়া হয় না ॥

থাকে ভাঙা ঘরে কত কষ্ট করে
অনাহারে মরে অন্ন জোটে না

হলে দারুণ ব্যাধি নাই তার ঔষধি
দারুণ বিধি তোমার ভাব বুঝি না ॥

কেহ ভিক্ষা করে ফিরে দ্বারে দ্বারে
তবু স্মরণ করে নাম ভোলে না
দীনহীন জনে ডাকে আকুল প্রাণে
দুঃখের আগুনে একটু জল ছিটাও না ॥

নিরুপায় যারা ডেকে ফিরে তারা
দাও না তুমি সাড়া, করো ঘৃণা
বুঝিলাম এখন গরিব তোমার দুশমন
কাঁদিয়া ডাকিলে যখন মন গলে না ॥

আবদুল করিম বলে তব দয়া হলে
অকূলে কূল মিলে দুঃখ রয় না
তুমি দয়ার সিন্ধু দাও না এক বিন্দু
কাজে তুমি ধনীর বন্ধু, গরিবের না ॥

[কালনীর ঢেউ]

.

৭৩

আজ প্রথম যে দিবসে
পুরান নতুন দুঃখ ব্যথা
কত কথা মনে আসে ॥

দেখ সবাই বিচার করে
নূতন হিসাব নূতন করে

ফিরে আসে বারে বারে
বিশ্বের ইতিহাসে।
মজুর গড়ে দিল প্রাসাদ
থেকে উপবাসে
কৃষক ধরিয়া লাঙ্গল
সৃজিল ধন আপন দেশে ॥

দুর্বলের যা সম্বল ছিল
প্রতারক তা কেড়ে নিল
এখন কী করিবে বলো
দাঁড়াবে কার পাশে
লড়াই করে বাঁচতে হবে
হবে না আপোসে
মুক্তিকামী আছ যারা
চলতে হবে সৎসাহসে ॥

এই মাটিতে হবে চাষ
লড়াই ছাড়া নাই অবকাশ
শোষণের নাগপাশ
কাটবে নইলে কিসে।
প্রভাতের পূর্বে আঁধার
ঘন হয়ে আসে
করিম বলে তাহার পরে
আকাশে লাল সূর্য ভাসে ॥

.

দেশ এবং মানুষের যদি চাও উন্নতি
গ্রামে গ্রামে গড়ো সমবায় সমিতি ॥

বিভেদ ভুলে যাও একে অন্যের হয়ে সাথি
এক হয়ে দাঁড়াও দেশের সম্পদ বাড়াও
সমবেত কণ্ঠেতে গাও সমবায় গীতি ॥

মৌমাছির দলে মৌচক্র তৈয়ার করে
অতি কৌশলে তারা এক যোগে মিলে
মধুর সন্ধান ফুলে ফুলে করে দিবারাতি ॥

একতার কী বল জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে যখন
আসে নতুন জল তখন পিপীলিকার দল
একযোগে ভাসে সকল নিয়ে প্রেমপ্রীতি ॥

ওরে দিনমজুরের দল মিলে মিশে চেষ্টা কর
হইবে মঙ্গল তোদের একতাই সম্বল
গ্রহণ কর হয়ে সরল সমবায় পদ্ধতি ॥

আবদুল করিম কয় কোন পথে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল
খুঁজে নিতে হয় নইলে যায় না কালের ভয়
অজ্ঞানতার অন্ধকারে জ্বালাও জ্ঞানের বাতি ॥

.

৭৫

সুদিন আসবে

সুদিন আসবে রে কাজ করিলে

মর্ম বুঝে কর্ম কর
মিলিয়া সকলে ॥

এই স্বাধীন বাংলার মাটি
সোনা হতে আরো খাঁটি
বুঝে দেখ মোটামুটি
যত্নে রত্ন ফলে ॥

ধান সবিয়া পাড় হইতেছে
আলু বাদাম মাটির নিচে
চা-বাগান অনেক রয়েছে
আখ ফলে গম ফলে ॥

নারিকেল সুপারি আছে
মাছ ফলে জলের নিচে
কত খনিজসম্পদ পাওয়া গেছে
তেল মিলে গ্যাস মিলে ॥

বালি পাথর সিমেন্ট আছে
বন বাঁশে কাগজ হইতেছে
সুষম বন্টনের অভাব
আবদুল করিম বলে ॥

.

৭৬

ওরে চাষি ভাই শক্ত হাতে লাঙ্গল ধরা চাই
যত্ন বলে রত্ন ফলে পরিশ্রমে প্রাণ বাঁচাই ॥

উৎপাদনের প্রয়োজনে চলো এবার সর্বজনে
মাটি সনে মনে প্রাণে আমরা করি লড়াই ॥

কৃষক মজুর সবাই মিলে আছি বাংলা মায়ের কোলে
পরিশ্রমে সোনা ফলে তবে কেন দুঃখ পাই ॥

মাছ ফলাও গাছ লাগাও যত পারো শবজি ফলাও
পাট ফলাও তুলা ফলাও ধান সরিষা বুট কালাই ॥

কাজ করে যাও মনোবলে কষক মজুর তাঁতি জেলে
বাউল আবদুল করিম বলে এ ছাড়া আর উপায় নাই ॥

[কালনীর ঢেউ]

.

৭৭

সুসময়ে ছাড়ো নৌকা বেলা বয়ে যায়
কৃষক মজুর জেলে তাঁতি আয় রে সবাই আয় ॥

নব রঙের পাইক সাজে জনগণের নায়
হাইল ধরিও সুজন মাঝি ইমানের বৈঠায় ॥

কেউ নায়ে জল সিচে কেউ বৈঠা বায়
রঙবেরঙের বাজনা বাজে সারিগান গায় ॥

ভয় করি না ঝড় তুফানে পাইকে যদি বায়
বাউল আবদুল করিম বলে যাব সোনার গাঁয় ॥

.

৭৮

নাও বাইয়া যায় রে পাইক সারি সারি
হারা জিতা চুবের বেলা দুই নৌকায় জুড়ি
নাও বাইয়া যায় রে ॥

ধনাই মনাই দুই ভাই দুই জনের দুই নাও
মনাইর নৌকা হারে কেন বুঝি না তার বাও
নাও বাইয়া যায় রে ॥

ধনাই মিয়ার সুন্দর নাও সারি সারি গোড়া
ইশারা করিলে নাও শূন্যে করে উড়া
নাও বাইয়া যায় রে ॥

এক থলায় দুই নৌকা সারি সারি বায়
কেউ হারে কেউ জিতে কেউ তামশা চায়
নাও বাইয়া যায় রে ॥

বাইতে বাইতে মনাই মিয়ার তনু হইল শেষ
করিম বলে মনাই কোন দিন যায় নিজ দেশ
নাও বাইয়া যায় রে ॥

.

৭৯

নাইয়া রে, বাংলার নাও সাজাইয়া যাবো আমরা বাইয়া
মোদের গতি রোধ হবে না ঢেউ তুফানের ভয় রাখি না
থাকিতে সুজন নাইয়া যাব আমরা বাইয়া ॥

নাইয়া রে, স্বাধীন বাংলার সারি গেয়ে রঙিন পাল উড়াইয়া
কৃষক মজুর সবাই মিলে বাও নৌকা কৌতূহলে
সত্যের হাল রাখিয়া ॥

নাইয়া রে, পূর্বে রবি রাঙা ছবি উদয় গেল হইয়া
সোনার বাংলা গড়তে এবার কষক মজর হও হুঁশিয়ার
যাইও না ভুলিয়া ॥

নাইয়া রে, সাগর পাড়ি দিয়া রে নাও কিনারা ভিড়াইয়া
বাউল আবদুল করিম বলে হাসব একদিন সবাই মিলে
পরান খুলিয়া ॥

[কালনীর ঢেউ]

.

৮০

শাকশবজি ফলাইও গো
কই গো মা-বইন সবার কাছে
ফলাইয়া সব খাইতে হবে
আগের দিন কি আছে গো ॥

শাকশবজি আনাজ-তরকারির
অভাব পড়িয়াছে
পেট ভরে খাইতে পারি না
দুঃখে কি জান বাঁচে গো ॥

মাছে ভাতে হয় বাঙালি
প্রবাদ বাক্য আছে

মাছের দেশে মাছ মিলে না
কী বলবো কার কাছে গো ॥

দই দুগ্ধের অভাব ছিল না
সে দিন গেছে পাছে
গরিব যারা সর্বহারা
চাইলে তখন পাইছে গো ॥

বাউল আবদুল করিম বলে
আর কী হবে পাছে
জীবনে দেখছি না যেতা
আল্লায় দেখাইতেছে গো ॥

.

৮১

বৃক্ষ নিয়ে ভাবছি এবার বাউল সবাই
আমরা হই চারণ বাউল গণমানুষের গান গাই ॥

হয়েছে গাছ হবে আরো লাগাও সবাই যত পারো
বৃক্ষ নিধন বন্ধ করো সবার কাছে বলে যাই ॥

গাছে কত ফল ধরে মানুষে খায় সমাদরে
ঔষধাদি তৈয়ার করে রোগ হলে আমরা খাই ॥

দেখ না আপন বিচারে অক্সিজেন দেয় সবারে
গাছ বিনা জীব বাঁচে না রে জ্ঞানী গুণী বলেন তাই ॥

স্বার্থপরগণ স্বার্থের তরে কলের বোমা তৈয়ার করে
বোমা ছাড়ে মানুষ মারে আমরা সবাই বাঁচতে চাই ॥

ভুলিও না মনের হেলায় বাউল আবদুল করিমে গায়
বৃক্ষ মোদের জীবন বাঁচায় এ ছাড়া যে উপায় নাই ॥

.

৮২

মনের বেদনা
তুমি তো জান রে বন্ধু ওরে বন্ধু
অন্যে জানে না
যা ইচ্ছা তা করো মোরে
কে করবে মানা ॥

জন্ম দিলা এ সংসারে
গরিব কৃষক পরিবারে
দারিদ্র্যের কবলে পড়ে কত লাঞ্ছনা
জানি না কী ইচ্ছা তোমার
দিলা অর্ধাহার-অনাহার
শিক্ষাদীক্ষা নেওয়া আমার
ভাগ্যে হলো না ॥

বসত করি কুঁড়েঘরে
কত কথা মনে পড়ে
বেঁচে থাকব কেমন করে করি ভাবনা
বাধ্য আছি তোমার মতে
চাই না আমি রাজা হতে
উজানধল গাছতলাতে
আছে ঠিকানা ॥

যা ইচ্ছা তা করো তুমি
তোমারে কী বলবো আমি
তুমি তো অন্তর্যামী সব তোমার জানা
বাউল আবদুল করিম বলে
এ জীবন অন্ত কালে
চরণছায়া পাব বলে
মনে বাসনা ॥

.

৮৩

জ্ঞানী গুনী সবাই বলেন
মুক্তি আসে মানবতায়
মানবতা বিনে রে মন
ধর্ম-কর্ম বিফলে যায় ॥

মানুষ হয় সৃষ্টির সেরা
তার তুলনা পাবে কোথায়
সেই মানুষকে আঘাত করে
লাভ হবে কি উপাসনায় ॥

আসল কথা ভুলে গিয়ে
দিন গেল মোর অবহেলায়
আমি আমার মূল্য দেই না
ঠেকছি ভবের লোভ লালসায় ॥

জংলি পাখি পোষ মানে না
বন্দি নয় সে ভবের মায়ায়

দুদিন পরে যাবে উড়ে
খাঁচার পাখি রয় না খাঁচায় ॥

থাকতে ঘরে চিনলে না রে
মুল হারালে ভবের নেশায়
আবদুল করিম ভাবছে বসে
ভবের জনম বিফলে যায় ॥

.

৮৪

আমার দেশে কেন আমি
কাঙাল হলেম রে
নাই কেন মোর সহায় সম্বল
সদায় ভাবি রে ॥

নাই কেন মোর স্বাধীনতা
বুকে নিদারুণ ব্যথা
কার কাছে কই দুঃখের কথা
কে শুনিবে রে ॥

এই দেশে জন্ম আমার
আমার কেন নাই অধিকার
জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার
উপায় নাই রে ॥

দুঃখে গড়া জীবন নিয়া
চির দুঃখের অধীন হইয়া

দুঃখের বারোমাসি গাইয়া
জীবন গেল রে ॥

গরিবের দুঃখ যত
কার কাছে বলিবে কত
করিম বলে আমিও তো
মানুষ ছিলাম রে ॥

.

৮৫

তিনশো ষাইট আউলিয়ার দেশ
সিলেট ভূমি রে
এই দেশের জলবায়ুতে
গড়া আমি রে ॥

সাধক আউলিয়া দরবেশ
মরমি কবিগণের দেশ
মানুষ যারা তারা দেশের
মঙ্গলকামী রে ॥

ফুলে ফুলে শোভিত দেশ
ধানের দেশ গানের দেশ
কৃষক মজুরের দেশ
এই শ্যামল ভূমি রে ॥

তোমার দেশ আমার দেশ
হলো না মুক্ত পরিবেশ

শোষণের হলো না শেষ
মিছে ভ্রমি রে ॥

আজ আছি কাল থাকব না তো
জন্ম মরণ ঢেউয়ের মতো
কী বুঝিয়া করিম এত
পাগকালনীর ঢেউ

শাহ আবদুল করিম রচনাসমগ্র কালনীর ঢেউ

কালনীর ঢেউ – শাহ আবদুল করিম
প্রথম প্রকাশ – সেপ্টেম্বর ১৯৮১
উৎসর্গ – সহধর্মিনী সরলাকে

.

১

কেউ বলে শাহ আবদুল করিম কেউ বলে পাগল
যার যা ইচ্ছা তাই বলে, বুঝি না আসল নকল ॥

জন্ম আমার সিলেট জেলায় সুনামগঞ্জ মহকুমায়
বসত করি দিরাই থানায় গ্রামের নাম হয় ধল ॥

ধল একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম দূরদূরান্তে আছে নাম
এই গ্রামেতে জন্ম নিলাম, নাই কোনো সম্বল ॥

স্কুল মাদ্রাসাদি শিক্ষাদীক্ষার আছে বিধি
মধ্যে বহে কালনী নদী তাতে কালো জল ॥

কালনী নদীর উত্তর পারে আছি এক কুঁড়েঘরে
পোস্ট অফিস হয় ধলবাজারে ইউনিয়ন তাড়ল ॥

পিতার নাম ইব্রাহিম আলী সোজা সরল আল্লার ওলি
পির মুর্শিদের চরণধূলি করিমের সম্বল ॥

.

২

মুর্শিদ মৌলা বক্স মুন্সি, দয়ার ঠাকুর
পির শাহ ইরাহিম মাস্তান মোকাম শ্রীপুর ॥

পিতার নাম ইব্রাহিম আলী মা নাইওরজান
উস্তাদ ছমরু মিয়া মুন্সি পড়াইলেন কোরআন ॥

শিখাইলেন তৈমুর চৌধুরী বাংলা বর্ণমালা
পির উস্তাদকে মান্য করি লই পদধূলা ॥

গানের উস্তাদ করমুদ্দিন ধল-আশ্রমে বাড়ি
পরে সাধক রশিদউদ্দিন, উস্তাদ মান্য করি ॥

বাউল ফকির আমি একতারা সম্বল
সরলাকে সঙ্গে নিয়া আছি উজানধল ॥

নূরজালাল নাম তার আছে এক ছেলে
ডাকনাম বাবুল তার, পড়ে সে স্কুলে ॥

আবদুল তোয়াহেদ ভাগিনা মোর ভালোবাসি তারে
আমার ভাবে সেও কিছু লিখতে চেষ্টা করে ॥

পিতামাতা আছেন আমার এখনও জীবিত
পিতামাতার চরণসেবায় আছি নিয়োজিত ॥

পির মুর্শিদ উস্তাদ আমায় করিয়াছেন মায়া
জিয়নে মরণে মাগি সেই পদছায়া ॥

.

৩

সয়ালের দয়াল বন্ধু রে
তুমি যে সরল
তোমার লাগিয়া রে বন্ধু
ভুবন পাগল রে ॥

সয়ালের দয়াল রে বন্ধু
তুমি সর্বঘটে আছ
জীবের জীবন নাম ধরিয়া
স্বরূপে মিশেছ রে ॥

লতায় পাতায় দেখি তোমার
দয়ার পরিচয়
দয়াময় বলে তোমারে
সর্বজীবে কয় রে ॥

নিরাশ আঁধার মাঝে
আশার আলো তুমি
কাঙালের বন্ধু তুমি
তুমি অন্তর্যামী রে ॥

পাগল আবদুল করিম বলে
কী করবে শয়তানে
তুমি যারে কর দয়া
তোমার নিজ গুণে রে ॥

.

৪

রাখ কি মার এই দয়া কর
থাকি না যেন তোমারে ভুলিয়া ॥

নিশিদিনে শয়নে-স্বপনে
পরানে পরানে মিশিয়া
এই আঁধার রাতে নেও যদি সাথে
তুমি নিজে পথ দেখাইয়া ॥

আমি তোমার পাগল, ভরসা কেবল
দীনবন্ধু তোমার নাম শুনিয়া
নেও যদি খবর হইব অমর
নামের সুধা পান করিয়া ॥

দয়াল নাম তোমার জগতে প্রচার
জীবেরে দয়া কর বলিয়া
আবদুল করিম বলে রেখ চরণতলে
দিও না পায়ে ঠেলিয়া ॥

.

৫

তুমি বিনে মনের বেদন কারে কই?
ভালো মন্দ যা-ই করি তোমার ছাড়া তো অন্যের নই ॥

যখন যা হয় প্রয়োজন তোমার কাছে বলি তখন
আমার কে আর আছে আপন, জানি না আর তুমি বৈ ॥

জন্মের আগে নিজগুণে মায়ের বুকে দুগ্ধদানে
পুষিয়াছ জানি মনে, আমি কি আর অন্যের হই ॥

তুমি মারো তুমি বাঁচাও যা-ই করি তুমি করাও
তবে কেন ধমক দেখাও পাকা ধানে দিবা মই ॥

কিসের সুখ্যাতি-অখ্যাতি স্বর্গনরক সঙ্গের সাথি
করিম কয় নাই উন্নতি সুখের আশায় দুঃখ সই ॥

.

৬

খুঁজিয়া পাইলাম না রে বন্ধু তুমি কোথায় থাক
আমি তোমায় দেখতে নারি তুমি আমায় দেখ রে বন্ধু ॥

দেখতে পাইতাম যদি হইতাম তোর ভাবের ভাবুক
মরমজ্বালা সইতে নারি বৈরী পাড়ার লোক রে বন্ধু ॥

তোমার হাতে কলম রে বন্ধু তোমার হাতে লেখো
আমি কেমনে হইলাম দোষী বুঝি না সেই ফাঁক রে বন্ধু ॥

নির্ধনের ধন রে বন্ধু আঁধারের আলোক
পাগল আবদুল করিম বলে চরণছায়ায় রাখো রে বন্ধু ॥

.

৭

নাম সম্বলে ছাড়লাম তরী
অকূল সাগরে
কূল দাও কি ডুবাইয়া মারো
যা লয় তোমার অন্তরে ॥

দয়াল আমার ভাঙা তরী
ভবসাগরে তুফান ভারি
প্রাণ কাপে ডরে
নিদানে বান্ধব তুমি
আমি আর ডাকব কারে ॥

যাদের নায়ের মাঝি ভালো
তারা সবাই চলে গেল
প্রেমের বাজারে
ভক্তজনের বিপদ কিসের
তুমি দয়া করো যারে ॥

দয়াল তোমার নিজগুণে
পাপী-তাপী কত জনে
নিলা সে পারে
তোমার নামেতে কলঙ্ক রবে
করিম যদি ডুবে মরে ॥

.

৮

নবি এসে দয়া করে
দাও পাপীরে পদছায়া
আমি তোমার হয়ে থাকি
প্রাণপাখি
কিসের পুত্র কিসের জায়া ॥

পাপীর আশা পুরাও যদি
হও দরদি
নিজগুণে কর দয়া
যে তোমায় চায় সে যদি যায়
পড়ে রবে মাটির কায়া ॥

আসিয়া এ সংসারে
জন্মভরে
মানুষের দরদি হইয়া
সত্য তুমি মহান তুমি
কাঙালকে করেছ মায়া ॥

তাই তো ডাকি দয়াল বলে
হৃৎকমলে
রেখেছি ছবি আঁকিয়া
আঁধারে তুমি আলো
লাগল ভালো
ভুলবে করিম কী করিয়া ॥

.

ওগো পাতকীর কাণ্ডারি
দুরুদ সালাম ভেজি
হয়ে করজোড়ি গো পাতকীর কাণ্ডারি ॥

দয়ার ভাণ্ডার তুমি আমি তো ভিখারি
কাঙাল জেনে কর দয়া
দাও হে চরণতরী গো পাতকীর কাণ্ডারি ॥

একূল সেকূল দুই কূলেতে ভরসা তোমারি
নামেতে কলঙ্ক রবে
ডুবে যদি মরি গো পাতকীর কাণ্ডারি ॥

আশিকের ধন পরশরতন তুমি হৃদয়বিহারী
খুলে দাও মোর আঁখির বন্ধন
একবার তোমায় হেরি গো পাতকীর কাণ্ডারি ॥

পাগল আবদুল করিম বলে এই মিনতি করি
দুই নয়ন ভরিয়া একবার
দেখে যেন মরি গো পাতকীর কাণ্ডারি ॥

.

১০

কে যাও রে সোনার মদিনায়
কই বিনয় করিয়া কাঙাল জানিয়া
নেও সঙ্গে করিয়া যদি মনে চায় ॥

না নিলে আমারে বলি সকাতরে
আমার সালাম কইও নবিজির রওজায়

হাসন-হোসেন দুইজনে মা জহুরার চরণে
আরও কইও সালাম আলী মর্তুজায় ॥

হজরত আবুবকর-ওসমান-ওমর
কইও সালাম মোর এ সবার পায়
ইয়ার আসহাব যত সালাম শত শত
একে একে জানাইও সবায় ॥

কাসেমের চরণে জয়নাল আবেদিনে
জানাইও সালাম বিবি সখিনায়
আবদুল করিম কয় কত যে মনে হয়
প্রাণপাখি মোর উড়ে যেতে চায় ॥

.

১১

নবি এসে ঘুচালেন আঁধার
নুরের আলো যার
লা ইলাহা ইল্লাল্লা জানো
আল্লাহকে মনিব মানো
মুক্তির বাণী করিলেন প্রচার ॥

নুরে নুরনবি পয়দা
এই নুরে জগৎ বাঁধা
নহে জুদা সবই একাকার
শতবর্ণের গাভী হলে
একই বর্ণের দুগ্ধ মিলে
সাম্যের বাণী নবি মোস্তফার ॥

পাপীতাপীর ভাগ্যাকাশে
আবদুল্লার ঔরসে
গর্ভাবাসে বিবি আমেনার
উদিত ইসলাম রবি
ধরিয়া মানছবি
দয়াল নবি পাপীর কর্ণধার ॥

তৌহিদের বাণী মুখে
আসিলেন সাহারা বুকে
সেই আলোকে নাশিল আধার
আবদুল করিম দীনহীন
ভাবে বসে নিশিদিন
দুঃখের জামিন হবেন প্রেমাধার ॥

.

১২

নাম নিলে হয় মন পবিত্র অন্তিমে কল্যাণ
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ঠিক রেখ ইমান ॥

নবি ওলিগণ
যুগে যুগে করলেন কত অসাধ্য সাধন
স্মৃতি মিটবে না কখন
কুদরতি ক্ষমতার বলে হয়ে বলিয়ান ॥

পিরানে পির
আবদুল কাদের জিলানি শাহ দস্তগির
সত্যের রাহাগির
রেখে গেলেন যে নজির ইতিহাস প্রমাণ ॥

খাজার দরবারে
আশেক যারা আপন হারা প্রেমের বাজারে
যেয়ে দেখ আজমিরে
হৃদয় খুলে প্রেমভরে গায় গুণগান ॥

বাবা শাহজালাল পির
বোরহানের আবেদনে সিলেটে হাজির
নিয়ে আল্লাহর জিকির
আল্লাহু আকবার ধ্বনি উঠিল আজান ॥

আল্লাহর ওলি যারা হয়
জন্ম-জ্বরা-যমযাতনা তাদের জন্য নয়
তারা হলেন মৃত্যুঞ্জয়
করিম কয় বুঝিবার বিষয় ওলি আউলিয়ার শান ॥

.

১৩

ফুল ফুটিল বুগদাদে বুগদাদে
ফুলের গন্ধ নিব বলে
প্রাণ আমার কাঁদে ॥

যে নিল সেই ফুলের গন্ধ
দূরে গেল নিরানন্দ
ভয় কী তার মনে
ছরকাত কবর ফুলসেরাত
আর হাশর মিজানে
ভয় নাই কোনো বিপদে ॥

সেই নুরি ফুল বুগদাদেতে
ফুটিল খোদার কুদরতে
কী শোভা শোভে
আরশ কুরসি উজ্জ্বল হইল
ফুলের সৌরভে
ভ্রমর মধু খায় অবাধে ॥

সেই ফুল পরশমনি
পাইতাম যদি হইতাম ধনী
একুল সেকুলে
করিম কয় ঘটল না রে
পোড়া কপালে
আশায় প্রাণ সদায় কাঁদে ॥

.

১৪

খাজা তোমার প্রেমবাজারে
আমি কাঙাল যেতে চাই
প্রেমলীলা প্রেমের খেলা
দেখে পোড়া প্রাণ জুড়াই ॥

অসীম ক্ষমতা তোমার
দান করেছেন পাক পরোয়ার
ঘুচাইয়া দাও মনের আঁধার
তোমায় যেন দেখতে পাই ॥

তোমার কাছে এই প্রার্থনা
পুরাও মনের বাসনা

আশাতে বঞ্চিত করো না
দেই তোমার নামের দোহাই ॥

পাপীতাপী তোমার কাছে
দয়া মায়া পাইতেছে
আবদুল করিম আশায় আছে
কী করে তোমারে পাই ॥

.

১৫

শাহ্জালাল বাবার দোয়াতে
কত দুঃখাতাপা মহাপাপা গেল সুপথে ॥

খেয়ে বাবার ঝরনার পানি রোগমুক্ত হয় কতজন
হাজার হাজার নারীপুরুষ আসা-যাওয়া সর্বক্ষণ
আশায় আসে ভক্তগণ বাবার দরগাতে ॥

সোনার কই শিং মাগুর মাছ ঝরনাতে ডোবে-ভাসে
সিলেটভূমি পবিত্র হয় বাবার চরণ পরশে
হুর-পরী ফেরেস্তা আসে দরগা জিয়ারতে ॥

পুকুরভরা গজার মাছ দেখতে লাগে কী সুন্দর
ঝাঁকে উড়ে ঝুঁকে পড়ে জালালি কবুতর
জলেতে ভাসিল পাথর জালালি কেরামতে ॥

তিনশো ষাট আউলিয়া সাথে সিলেটেতে আসিয়া
সুরমা নদী পার হইলেন জায়নামাজ বিছাইয়া
জিন্দা গোরে আছেন শুইয়া আজো এই সিলেটেতে ॥

বাউল আবদুল করিম বলে শুদ্ধ হইল না মন
কী করে যাব সুপথে জানি না সাধন-ভজন
পাইতে জালালি রওশন এসেছি তরিকতে ॥

.

১৬

মুর্শিদ বিনে এ ভুবনে কেউ নাই আপনা
মুর্শিদ নাম পরশমণি নাই যার তুলনা ॥

সময় থাকতে ভজিলাম না মুর্শিদের চরণ
রিপুর বশে হারাইলাম মহাজনের ধন
এখন কী করিব আর
নাম সম্বলে ধরলাম পাড়ি জানি না সাঁতার
সামনে অকূল পাথার
বাঁচি কী ডুবে মরি তার খবর জানি না ॥

এ সংসারে ভোজবাজি দিয়েছে ছেড়ে
মুর্শিদ নামের ঢেউ লেগেছে যার অন্তরে
ও যার মুর্শিদ কর্ণধার
তার নৌকা কি ডুবতে পারে ঝড়তুফানে আর?
সে পেয়েছে কিনার
দয়ার বলে কিনার মিলে নইলে মিলে না ॥

যারে করেছেন দয়া মুর্শিদ দয়াময়
দূর হইয়া গেল রে তার কাল সমনের ভয়
মুর্শিদ নাম যার সার
ছরকাত কবর ফুলসেরাতে ভয় কি আছে তার

সে হয়েছে উদ্ধার
করিম কয় দূর হলো তার ভবযন্ত্রণা ॥

.

১৭

মুর্শিদ ধন হে, কেমনে চিনিব তোমারে
দেখা দেও না কাছে নেও না আর কত থাকি দূরে ॥

মায়াজালে বন্দি হয়ে আর কতকাল থাকিব
মনে ভাবি সব ছাড়িয়া তোমারে খুঁজে নিব
আশা করি আলো পাব ডুবে যাই অন্ধকারে ॥

তন্ত্রমন্ত্র করে দেখি তার ভিতরে তুমি নাই
শাস্ত্রগ্রন্থ পড়ি যত আরো দূরে সরে যাই
কোন সাগরে খেলতেছ লাই ভাবতেছি তাই অন্তরে

পাগল আবদুল করিম বলে দয়া কর আমারে
নতশিরে করজোড়ে বলি তোমার দরবারে
ভক্তের অধীন হও চিরদিন থাক ভক্তের অন্তরে ॥

.

১৮

দয়াল মুর্শিদ, তুমি বিনে
কে আছে আমার?
তোমার নাম ভরসা করে
অকূলে দিলাম সাঁতার ॥

প্রথম যৌবনকালে
চরণছায়া পাব বলে
আশ্রয় নেই তোমার
ঘটল না পোড়া কপালে
তোমার চরণ সেবিবার ॥

ভবের হাটে মানিক লোটে
বৈতরণী নদীর ঘাটে
বসেছে বাজার
বেচাকেনার ভাও জানি না
বাতি নাই ঘোর অন্ধকার ॥

তুমি যার হয়ে সারথি
আঁধারে দিয়েছ বাতি
ভয় কী আছে তার?
অকূলে কূল দাও গো মুর্শিদ
বলে করিম গুনাগার ॥

.

১৯

মুর্শিদ ও, জীবনও ভরিয়া
তোমার লাগিয়া
নয়নের জল হইল সম্বল
তোমারে না পাইয়া ॥

মুর্শিদ ও, যৌবনের বসন্তকালে
মমতা করিয়া
সে কথা মোর মনে আছে

টেনে নিলা তোমার কাছে
কেমনে রই ভুলিয়া ॥

মুর্শিদ ও, সাধ করে প্রাণ সঁপে
দিলাম চরণে ধরিয়া
জ্ঞানে করে বিবেচনা
পাগল মনে বুঝ মানে না
দিল ভরা ডুবাইয়া ॥

মুর্শিদ ও, কত পাপী উদ্ধারিলা
দয়াল নাম ধরিয়া
পাগল আবদুল করিম বলে
মুর্শিদ তোমার দয়া হলে
নেও না কোলে তুলিয়া ॥

.

২০

মুর্শিদ আমারে কর পার
তুমি বৈ আর কারে ডাকি
কে আছে দরদি আর ॥

তোমার নাম ভরসা করি
অকূলে ধরেছি পাড়ি ও
আমি যদি ডুবে মরি
কলঙ্ক হবে তোমার ॥

একে আমার ভাঙা তরী
ভবসাগরে তুফান ভারি ও

তুমি বিনে নাই কাণ্ডারি ডু
বলে রবি অন্ধকার ॥

চেয়ে দেখি বেলা গেল
মুর্শিদ আমার উপায় বল ও
জাহাজ-নৌকা ডুবে মরল
না পাইয়া কূল-কিনার ॥

আবদুল করিম দীনহীনে
ডাকে তোমায় আকুল প্রাণে ও
তরাইয়া লও নিজগুণে
হয়ে তুমি কর্ণধার ॥

.

২১

[সুনামগরে উকারগ্রাম নিবাসী আমার প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ শাহ মৌলা বক্স মুন্সি ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের ৯ আষাঢ় ইন্তেকাল করেন। এ উপলক্ষে গানটি রচিত]

প্রাণের প্রাণ মুর্শিদ আমার মৌলা বক্স নাম যাহার
চরণেতে জানাই আমি সালাম হাজার হাজার ॥

যুগের শেষে এসে যখন জন্ম নিলেন এ ধরায়
জেলা হয় সুনামগঞ্জ জন্মস্থান হয় উকারগাঁয়
শরিয়তে পায়বন্দ ছিলেন তরিকতের রাহাদার
সুফি সাধক ছিলেন মারিফত করে বিচার ॥

শিষ্য ভক্ত আশেকগণ সবারে করে কাঙাল
১৩৫৮ সনে করলেন তিনি ইন্তেকাল

নুরের বাতি নিভে যেদিন হয়ে গেল অন্ধকার
আষাঢ় মাসের নয় তারিখ ছিল সেদিন রবিবার ॥

শিষ্য ভক্ত আছে যারা করে সদা গুণগান
খাঁটি প্রেমের প্রেমিক হলে তাদের জন্য বর্তমান
বাউল আবদুল করিম বলে ইজ্জতে আশেক সবার
ভরসা রেখেছি মনে পাইতে রহমত দিদার ॥

.

২২

দীনবন্ধু রে, ওরে বন্ধু দয়াল নামটি ধরো
কাঙাল জানিয়া তুমি আমায় দয়া করো, দীনবন্ধু রে ॥
একবিন্দু পানি দিয়া রে ওরে বন্ধু সৃজন করিয়া
মায়ের বুকে দুগ্ধ দিয়া রাখিলা বাঁচাইয়া, দীনবন্ধু রে ॥

মানবজন্ম পাইয়া বন্ধু রে ওরে বন্ধু বিফলে দিন গেল
অন্ধকার ঘর যে আমার হইল না আর আলো, দীনবন্ধু রে ॥

তোমায় পাব সুখী হব রে ওরে বন্ধু এই বাসনা মনে
সাধন-ভজনহীন আমি পাইব কোন গুণে, দীনবন্ধু রে ॥

রাহমান রহিম তুমি রে ওরে বন্ধু গাফুরো রহিম
তোমার কাছে পানা চাহে বাউল আবদুল করিম, দীনবন্ধু রে ॥

.

২৩

বন্ধু রে, কাঙালে কি পাইবে তোমারে?
দীনবন্ধু নাম শুনিয়া ভরসা তাই অন্তরে ॥

বন্ধু রে, তিলেকমাত্র না দেখিলে কলিজায় আগুন জ্বলে
দাউ দাউ করে মোর অন্তরে বন্ধু রে
পদছায়া আমায় দিয়া বন্ধু তুমি আমার হইয়া
পোড়া প্রাণে জল ছিটাইয়া দাও না রে শান্তি করে ॥

বন্ধু রে, এই আশা তাপিত প্রাণে তাই বলি তোমার চরণে
নিজগুণে দয়া কর মোরে ও বন্ধু রে
তুমি যে অন্তর্যামী তোমার কাছে কী বলবো আমি
আকাশ পাতাল স্বর্গভূমি তোমার কি অগোচরে ॥

বন্ধু রে, আছি শত অপরাধী তবু তোমার কাছেই কাঁদি
অপরাধী আছি নতশিরে ও বন্ধু রে
বাঁচাও তোমার দয়া হলে না হয় তো ডুবাও অকূলে
পাগল আবদুল করিম বলে যা লয় তোমার অন্তরে ॥

.

২৪

সোনা বন্ধুয়া ও, অপরাধী হলেই আমি যাব কার ধারে
তুমি জানো আমার বেদন আর বলিব কারে ॥

বন্ধু ও, অপরাধী আছি আমি দয়ার সাগর তুমি
অন্তর্যামী জানো তো অন্তরে বন্ধু রে
ক্ষমা করে অপরাধ পূর্ণ কর মনোসাধ
কুল নিয়া ঘটাইলে প্রমাদ সদায় আঁখি ঝরে ॥

বন্ধু ও, মিছা ভবে মিছা মায়ায় ভুলিয়া রয়েছি তোমায়
নিরুপায় হলেম একেবারে বন্ধু রে
পতিতপাবন নামটি তোমার পাতকীরে কর উদ্ধার
ভরসা করেছি এবার তোমারই দরবারে ॥

বন্ধু ও, তব পদে আশ্রয় নিয়া আমার আমার ছেড়ে দিয়া
তোমার হইয়া থাকব সুখের ঘরে বন্ধু রে
পাগল আবদুল করিম বলে চাই না স্বর্গ তোমায় পাইলে
কর্মফলে আছি অন্ধকারে ॥

.

২৫

বন্ধুয়া রে, তুমি আমারে দিও না ফাঁকি
তুমি আমার সর্বস্বধন তাই তোমায় এত ডাকি॥

আসিয়া এই ভবপুরে আশা ছিল পাব তোমারে
প্রেমবাজারে হবে দেখাদেখি
দাও না দেখা প্রাণসখা কর যে লুকালুকি ॥

তুমি ঘরের মূল মহাজন সবই তোমার করণকারণ
রিপু ছয়জন তোমার চালাকি
তাই তো তোমার পাই না দেখা একঘরে দুইজন থাকি ॥

পাগল আবদুল করিম বলে ঠেকছি ভব-মায়াজালে
দয়াল বলে তোমারে ডাকি
দয়া করো কি প্রাণে মারো দেখা দাও একবার দেখি ॥

.

২৬

পাপীর আশা পুরাইবায় নি তুমি
গো পরানধন মৌলা ॥

আশার ঘর আশার বাড়ি আশার এই দুনিয়া
আশা পথে চেয়ে আছি দয়াল নাম শুনিয়া ॥

আমি রইলাম তোমার আশায় আর কিছু না জানি
ঘরে-বাইরে দেশে খেশে কলঙ্কের ধ্বনি ॥

হইয়াছি জগতে দোষী তাতে নাই যে শোক
দুই নয়ন ভরিয়া যদি দেখি চান্দ মুখ ॥

কাঙালের বন্ধু তুমি সর্বশাস্ত্রে কয়
তুমি বিনে কে হইবে পাপীর দয়াময় ॥

পাতকীর উদ্ধার রে বন্ধু না বাসিও ভিন
চরণে মিনতি করে করিম দীনহীন ॥

·

২৭

আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু, হক নাম তোমারি
মোকাম মঞ্জিলে নাম করে দাও জারি
আমি দীনহীন তুমি না বাসিও ভিন
তুমি না করাইলে মাবুদ আমি কি পারি ॥

তোমার তজল্লি-শানে দীল রওশনে
অন্ধ আঁখি খুলে দাও তোমার নিজগুণে

তুমি দয়াবান মাবুদ আমি যে অজ্ঞান
রাখো কিবা মারো তোমার ভরসা করি ॥

তোমার নামের জোরে ইউনুস পয়গাম্বরে
চল্লিশ দিন বেঁচে রইলেন মাছের ভিতরে
তোমার নুরের তজল্লায় মাবুদ পাহাড় পুড়ে যায়
মুসা নবি বেঁচে রইলেন নাম স্মরণ করি ॥

নমরুদ পামরে অগ্নিকুণ্ড করে
হাত পা বেঁধে ফেলে দেয় ইব্রাহিম নবিরে
তোমার নামের যে কী গুণ মাবুদ নিভিল আগুন
নুহের নৌকায় জলপ্লবনে তুমি কাণ্ডারি ॥

ইউসুফ নবিরে কুয়ার ভিতরে
কে বাঁচাইল তুমি ছাড়া ডাকলো আর কারে
ইব্রাহিম খলিলে
তোমার নামে চালায় ছুরি ইসমাইলের গলে
ছুরির নিচে বাঁচাইলে দয়াল নাম ধরি ॥

দাও আমায় পানা আমি করেছি গুনা
কবিরা-সগিরা আর জানা অজানা
কয় আবদুল করিম তুমি গাফুরো রহিম
দয়া করে ক্ষমা কর দোহাই তোমারি ॥

.

২৮

তুমি আমার প্রাণসখা
তোমায় ছাড়া বাঁচে না প্রাণ

তুমি আমায় যা দিয়েছ
কী দিব তার প্রতিদান ॥

তুমি কাঙালের ধন পরশরতন
জীবের জীবন অন্ধের নয়ন
আমার প্রাণে চায় সর্বক্ষণ
গাইতে তোমার গুণগান ॥

তুমি বিনে দরদি মোর ভবে নাই
মরম বেদনা কাহারে জানাই
করিম কয় যদি তোমায় পাই
চাই না আমার মান-কুলমান ॥

·

২৯

আজব রঙের ফুল ফুটেছে
মানবগাছে
চাইর ডালে তার বিশটি পাতা
কী সুন্দর আছে ॥

আগায় কলি শিখরে ফুল
ফুলের মধ্যে রয়েছে মূল
এ ছাড়া আর পাবে না কূল
মহাজন বলছে ॥

ভ্রমর থাকে মধুর আশে
ফুটলে কলি তাতে বসে

ভ্রমরার গান ভালোবেসে
কুলমান গেছে ॥

কালো রূপের আলো দেখে
পির আউলিয়া সাধু লোকে
রূপ দেখে চুপ হয়ে থাকে
কয় না কারো কাছে ॥

সুসময়ে খুঁজলাম না ফুল
ফুলে মিলে আল্লাহ রসুল
মূল সাধনে পড়েছে ভুল
করিম ভাবছে ॥

·

৩০

মন তুই দেখ না খুঁজে দেহের মাঝে
কী ধন দিলেন মহাজনে
ধরবে যদি অধরারে মুর্শিদ ধরে
ঘরের খবর লও না জেনে ॥

কালির লেখায় আলিম হয় না মন রে কানা
অজানাকে যে না জানে
আল্লাহ নবি আদমছবি
একসুতে বাঁধা তিনজনে ॥

দেহের রত্ন করলে যত্ন
ভালোবাসে মহাজনে

মুর্শিদ যার হয় সারথি মহারথি
সে জিয়নমরণ দুজাহানে ॥

আশেক যারা পাইল তারা
আপন ঘরে আপন চিনে
হলো না মোর আপন চিনা রাং কি সোনা
ভাবছে করিম দীনহীনে ॥

.

৩১

ও মন খুঁজলে না রে মন দেখলে না রে
হৃদয়বাসরে রে মন মানুষ বিরাজ করে ॥

সে মানুষ পরশমণি পরশে হইবে ধনী
ভবজ্বালা যাবে দূরে রে
ঘরের মানুষ ঘর ছাড়িয়া যাবে তোমায় ফাঁকি দিয়া
কী বুঝিয়া রইলে বেখবরে রে ॥

কামিনী-কাঞ্চনের দেশে ভুলে রইলে নিশার বশে
এই দেশে কি থাকবে চিরতরে রে
সার হয়েছে আসা-যাওয়া সামনে ত্রিবেণির খেওয়া
পাড়ি দেওয়া অন্ধকারে রে ॥

সে মানুষ ধরিতে চাও মুর্শিদের কাছে যাও
পাবে তারে প্রেমের বাজারে রে
মুর্শিদকে দিলে প্রাণ আঁধারে মিলিবে চান
রবে না ভব অন্ধকারে রে ॥

মানুষের সেবা বিনা মানুষে মানুষ পায় না
কল-কৌশলে মানুষ মিলে না রে
আবদুল করিম দীনহীন আশাতে গেল দিন
বাসে ভিন আপন বলি যারে রে ॥

.

৩২

রঙিলা বাড়ই রে, তুমি নানান রঙের খেলা খেলো
আমি তোমার প্রেমের পাগল তোমায় বাসি ভালো ॥

বাড়ই রে, তোমার কর্ম তুমি করো মিছা দোষী আমি
পুরাইতে তোমার বাসনা দেশ-বিদেশে ভ্রমি
আমার ঘরে থাক তুমি তোমার ভাবে চলো ॥

বাড়ই রে, করাও কী করি আমি ভাবি দিবানিশি
লোকে বলে কাগায় ধান খায় বেঙের গলায় ফাঁসি
তোমার লাগি কুলবিনাশী বিফলে দিন গেলো ॥

বাড়ই রে, যাক না জাতি হোক না ক্ষতি দুঃখ নাই রে আর
সত্য করে কও রে বাড়ই তুমি নি আমার
তোমার প্রেমে আবদুল করিম মরে যদি ভালো ॥

.

৩৩

ভবে চিনলে না কেন তারে
যে জন বসি দিবানিশি খেলা করে হৃদ্‌মাঝারে ॥

হাসে কাঁদে নাচে গায় হু হু শব্দে বাঁশি বাজায়
আসা-যাওয়া করে সদায় ত্রিবেণির লহরে
যদি সাধনবলে যেতে পার শ্রীকলার বাজারে
দেখবে রে তোর মনের মানুষ ত্রিবেণিতে নড়েচড়ে ॥

পাঁচ-পাঁচা-পঁচিশের তত্ত্ব চিনে জেনে হও না মত্ত
দমের গাড়ি অবিরত চালাও নামের জোরে
ডাকেতে যার ফাঁক পড়ে না প্রেমিক বলে তারে
মদনের পঞ্চবাণ বেধে রেখো প্রেমডোরে ॥

শ্রীনগর ফুলবাগানে ফুটছে ফুল অতি সন্ধানে
ভ্রমরা আসে গোপনে দেখবে নয়ন ভরে
উপাসনায় মন হবে লিপ্ত দেখবি যখন তারে
ঘুচবে ভ্রান্তি হবে শান্তি রবে না আর অন্ধকারে ॥

আলিফ্ দাল্ মিম্ করো পাচান স্বরূপে রূপ হয় বর্তমান
স্বরূপেতে করো ধ্যান বসে ভাবের ঘরে
ধরায় যে জন পড়েছে ধরা তুমি ধরো তারে
নিরাকারকে দেখবে সাকার স্বরূপে রূপ মিশলে পরে ॥

ম্লানবদনে ফুটবে হাসি হয় যদি সে মনোবাসী
হতে চাই না স্বর্গবাসী চাই যে শুধু তারে
কিঞ্চিৎ নয়নে যদি বন্ধে দয়া করে
স্বদেশে বিদেশে লোকে কউক মন্দ আবদুল করিমরে ॥

.

সাধন করো রে অভ্যাসে
সময়ে কর্ম না করিলে হয় না কর্ম বেলাশেষে ॥

এই যে তোমার দেহভাণ্ড বন্ধ করো সকল রন্ধ্র
অমাবস্যায় পূর্ণচন্দ্র দেখবে হৃদাকাশে
অনাহত দ্বাদশ দলে নয়ন যদি মিশে
করিবে স্বদেশের চিন্তা রবে না আর এ বিদেশে ॥

মূলাধার হয় গুহ্যমূলে করো জাগ্রত উর্ধ্বকলে
উঠবে ঝঙ্কার দলে দলে নয়ন রেখ হুঁশে
গভীর ধ্যানে বসিলে যে-রূপ চোখে ভাসে
হতে পারে প্রেমালিঙ্গন সূক্ষ্ম জীবের ভাগ্যবশে ॥

কুণ্ডলিনী যদি জাগে দ্বিদলে যাও অনুরাগে
সহস্রার অধোভাগে যাবে রে স্বদেশে
ষড়রিপু বশ হইবে ভক্তি-প্রেম-বিশ্বাসে
ষটচক্র অতীত হয়ে ভাসবে রে চৈতন্যরসে ॥

তত্ত্ব জেনে মত্ত হয়ে উপাসনায় রও মজিয়ে
ভবসিন্ধু পাড়ি দিয়ে যাবে অনায়াসে
আসল তত্ত্ব না জানিলে কাজ দিবে কি বেশে
উপাসনা নিষ্ফল হবে অল্প একটু অবিশ্বাসে ॥

প্রাণায়াম অভ্যাস কর এ জীবনের আশা ছাড়ো
মুক্ত জীব হইতে পার গুরুর চরণ পরশে
যে হবে তার প্রেমের প্রেমিক ধরা দিবে খোশে
ঠেকল পাগল আবদুল করিম দোষী হয়ে স্বভাবদোষে ॥

.

৩৫

আমি তোমার কলের গাড়ি তুমি হও ড্রাইভার
তোমার ইচ্ছায় চলে গাড়ি দোষ কেন পড়ে আমার ॥

চলে গাড়ি হাওয়া ভরে আজব কল গাড়ির ভিতরে
নিচ দিকেতে চাকা ঘোরে সামনে বাতি জ্বলে তার ॥

রত্নমানিক বোঝাই করা প্রহরী সব দেয় পাহারা
বাদি ছয়জন আছে তারা সুযোগে করে সংহার ॥

কলের গাড়ি কুদরতে চলে, চলে না পেট্রোল ফুরাইলে
বাউল আবদুল করিম বলে কুদরতের শান বোঝা ভার ॥

.

৩৬

আগের বাহাদুরী এখন গেল কই
চলিতে চরণ চলে না, দিনে দিনে অবশ হই ॥

মাথায় চুল পাকিতেছে মুখে দাঁত নড়ে গেছে
চোখের জ্যোতি কমেছে, মনে ভাবি চশমা লই।
মন চলে না রঙতামাশায় আলস্য এসেছে দেহায়
কথা বলতে ভুল পড়ে যায়, মধ্যে মধ্যে আটক হই ॥

কমিতেছি তিলে তিলে ছেলেরা মুরব্বি বলে
ভবের জনম গেল বিফলে, এখন সেই ভাবনায় রই।
আগের মতো খাওয়া যায় না বেশি খাইলে হজম হয় না
আগের মতো কথা কয় না, নাচে না রঙের বাড়ই ॥

ছেলেবেলা ভালো ছিলাম, বড় হয়ে দায় ঠেকিলাম
সময়ের মূল্য না দিলাম তাই তো জবাবদিহি হই।
যা হবার তা হয়ে গেছে আবদুল করিম ভাবিতেছে
এমন এক দিন সামনে আছে, একেবারে করবে সই ॥

.

৩৭

হাওয়ার পাখি ভরা আমার
মাটির পিঞ্জিরায়,
পাখি যাইতে পারে যায় না উড়ে
পিঞ্জিরার মায়ায় ॥

শুনিলাম মুর্শিদের কাছে
পাখি ধরার সন্ধান আছে
ধরতে যে জন চায়,
ধরছে যে জন সে মহাজন
মুর্শিদি লীলায় ॥

আঁখির কাছে পাখির বাসা
করে পাখি যাওয়া-আসা
দুই জানালায়,
ঘরেবাইরে ঘুরেফিরে
রয় না এক জায়গায় ॥

দেখা দিত কথা কইত
পোড়া প্রাণে শান্তি দিত
মন মনোরায়,

পাই না তারে সন্ধান করে
মনে যারে চায় ॥

পাখির সঙ্গে নাই চিনাজানা
দুই নয়নে দেখতে পাই না
কেমনে আসে যায়,
পাখি রবে নারে যাবে উড়ে
চোখের ইশারায় ॥

পাখি যদি যাবে ছাড়ি
দালানকোঠা ঘরবাড়ি
বান্‌লাম কার আশায়,
বাউল আবদুল করিম বলে
এই রঙের দুনিয়ায় ॥

.

৩৮

কই থেকে আইলাম কই বা যাইতাম
কেন বা আইলাম, ভাবিয়া না পাইলাম
কার কাছে সেই খবর লইতাম ॥

ঠেকলাম মায়াজালে দিন গেল বিফলে
বুঝে না মন-পাগলে কারে কী কইতাম।
আমার কেউ নয় লাগিয়াছে ভয়
দেশে যাইবার সময় কী লইয়া যাইতাম ॥

সদায় এই ভাবনা দুনিয়াদারি যন্ত্রণা
সহিতে পারি না কত সইতাম।

পরের বাড়ি পরের ঘর জানিলে সেই খবর
তবে কি রঙবাজারে মন বিকাইতাম ॥

ধনদৌলত পরের বুঝ হইলে করিমের
আসল মনিবের গোলাম হইতাম।
আমি আমার হইয়া আমারে লইয়া
পরের গান থইয়া আমার নিজের গান গাইতাম ॥

.

৩৯

মানুষ যদি হইতে চাও কর মানুষের ভজনা
সবার উপরে মানুষ সৃষ্টিতে নাই যার তুলনা ॥

নিজলীলা প্রকাশিতে আপে আল্লাহ পাকজাতে
প্রেম করলো মানুষের সাথে তার আগে আর কেউ ছিল না ॥

প্রেম ছিল আরশ মহলে স্থান পাইল মানুষের দিলে
আসল মানুষ কারে বলে কী নাম তার কই ঠিকানা ॥

সব দেশে সব জায়গায় মানুষ প্রেমখেলাতে নারী-পুরুষ
মানুষেতে আছে মানুষ রয় না মানুষ মানুষ বিনা ॥

আবদুল করিম হুঁশে থাকো মানুষ ভালোবাসতে শিখো
অন্তরে অন্তরে মাখো রবে না ভবযন্ত্রণা ॥

.

মনের মানুষ অতি ধারে
মক্কা কাশী বৃন্দাবন নাই তার প্রয়োজন
ভক্ত যে-জন হইতে পারে ॥

হিন্দু কি মুসলমান শাক্ত বৌদ্ধ খ্রিস্টান
সকলই সমান প্রেমের বাজারে
তত্ত্বজ্ঞান জাগে যার ঘুচে যায় আঁধার
কেহ ঘোরে ভব অন্ধকারে ॥

কেহ বলে সাকার কেহ বলে নিরাকার
মীমাংসা নাই তার ভবপুরে
তত্ত্বজ্ঞানী যতজন সাধু ফকির মহাজন
সকলেই বলে সে মানুষের ঘরে ॥

মানুষের মাঝে মানুষের কাজে
মানুষের সাজে বিরাজ করে
আপনি হাসিয়া উঠে যে ভাসিয়া
ভক্তজনের হৃদয়পুরে ॥

আবদুল করিম বলে মোহমায়াজালে
পড়ে আছি অন্ধকারে
ঘুচিত আঁধার দেখিতাম দিদার
আমি আমার হইলে পরে ॥

.

৪১

মানুষ হলে মানুষ মিলে নইলে মানুষ মিলে না
মানুষের ভিতরে মানুষ সহজে ধরা দেয় না ॥

মানুষ থাকে নিগুম ঘরে সিংহাসন তার মণিপুরে
যে জন তারে ধরতে পারে শমনের ধার ধারে না ॥

সেই মানুষ ধরিতে চাও স্বরূপেতে মন মজাও
নামের বাঁশি দমে বাজাও দেখবে আজব কারখানা ॥

থাকতে মানুষ আপন ঘরে সন্ধান করে ধরো তারে
দিন গেলে আর হবে না রে ছুটলে পাখি ধরা যায় না ॥

পির আউলিয়া যারা ছিলেন মানুষ ধরে মানুষ হলেন
ইব্রাহিম মস্তানে বলেন করিমরে তুই ভুল করিস না ॥

.

৪২.

মানুষ হয়ে তালাশ করলে মানুষ পায়
নইলে মানুষ মিলে না রে বিফলে জনম যায় ॥

মানুষের ভক্ত যারা আত্মসুখ বোঝে না তারা
দমের ঘরে দেয় পাহারা মনমানুষ ধরবার আশায় ॥

যে মানুষ পরশরতন সেই মানুষ গোপনের গোপন
দেয় না ধরা থাকতে জীবন, পথে গেলে পথ ভোলায় ॥

মানুষে মানুষ আছে পাপীতাপী সবার কাছে
ফাঁদ পেতে চাঁদ যে ধরেছে চাঁদ দেখে অমাবস্যায় ॥

মানুষ আছে বিশ্বজোড়া সহজে সে দেয় না ধরা
আবদুল করিম বুদ্ধিহারা ঘর থইয়া বাইরে ঘুরায় ॥

.

৪৩

মানুষে মানুষ বিরাজে খোঁজে যে জন সে-ই পায়
পাওয়ার পথে গেলে পরে অনায়াসে পাওয়া যায় ॥

অনেকে পেয়েছে যারে কেন পাব না তারে
দেখ নিজে বিচার করে পাওয়া যায় না কোন কথায় ॥

খুঁজলে পরে পাবে দেখা সে যে কাঙালের সখা
দয়াল বলে নামটি লেখা রয়েছে লতায় পাতায় ॥

চিনে নেও আপনারে দূরে যেতে হবে না রে
পাওয়া যাবে আপন ঘরে বলছেন নবি মোস্তফায় ॥

কোরানে প্রমাণ দিতেছে শা-রগ হতে আরও কাছে
আবদুল করিম আশায় আছে, তিলেক দরশন চায় ॥

.

৪৪

ভাবছ কি মন পির বিনে নবিরে পাওয়া যায়
পিরের বাক্য কর লক্ষ্য ভেদ বুঝে নেও ইশারায় ॥

পিরের চরণ অমূল্য ধন সুসময়ে করো যতন
হলে পিরের মনের মতন প্রাণে প্রাণে মিশে যায় ॥

ফানা পির শেখ হাসিল হলে ফানা পির রাসুল মিলে
ফানা ফিল্লায় যাবে চলে থাকিলে সোজা রাস্তায় ॥

কবর হাসর ফুলসেরাতে তরবি পিরের উসিল্লাতে
আল্লাহ রসুল মিলে তাতে আকুল প্রাণে যেজন চায় ॥

পিরের পদে আশ্রয় নিলে বিনামূল্যে বিকাইলে
পাগল আবদুল করিম বলে ভজ্বালা দূরে যায় ॥

.

৪৫

গুরুর বাক্য লও রে মন বিষয়টা মধুর
নাম স্মরণে মিলবে ধ্যানে দীননাথ দয়ার ঠাকুর ॥

গুরু যারে দয়া করে তরাবে অকূল পাথারে
যাবে যদি ভবপারে সব ছেড়ে হও দিনমজুর ॥

প্রেমের তত্ত্ব প্রেমিক বিনে পাবে কই শাস্ত্র-পুরাণে
ভক্তজনে তত্ত্ব জেনে নিশাতে আছে বিভোর ॥

আপন ঘরে মানুষ থইয়া বাহ্যিকে রইলে মজিয়া
ঘোর করিয়া দেখ না চাইয়া মণিকোঠায় মনচোর ॥

কালসাপিনী ধরতে পারো আসল বাদ্যার সঙ্গ করো
বাউল করিমের কথা ধরো নয়ন রাখো মাসুকপুর ॥

.

৪৬

আশেকের রাস্তা সোজা
আশেক থাকে মাশুকধ্যানে
এই তার নামাজ এই তার রোজা ॥

আশেক চায় না আবেদ হতে
আশেক চায় না স্বর্গে যেতে

আশেক চলে নেস্তি পথে
হতে চায় না বিশ্বের রাজা ॥

আশেক মৌলার খেলার পুতুল
আশেক প্রেম বাগানের বুলবুল
ফানা পির শেখ ফানায়ে রাসুল
ফানা ফিল্লায় রুহু তাজা ॥

আশেক হলে মাশুক মিলে
এই কথা ঠিক আসলে
করিম কয় তা না হলে
বেতবাগানে চন্দন খোঁজা ॥

.

৪৭

জ্ঞান হইল নুরের আলো অজ্ঞানতা অন্ধকার
জ্ঞান আলোকে আঁধার নাশে জ্ঞানের প্রদীপ আছে যার ॥

জ্ঞানে হইল মানুষ শ্রেষ্ঠ, হার মানিল ফেরেস্তায়
নত শিরে তাজিম করে পড়িয়া মানুষের পায়
সেই মানুষ এসে দুনিয়ায় বসাইল ভবের বাজার ॥

জ্ঞানের আঁখি না খুলিলে ভালোমন্দ বোঝা যায় না
তত্ত্বজ্ঞান না হইলে নিজের খবর মিলে না
স্বরূপের দেখা পায় না, পায় না সে আল্লাহর দিদার ॥

শুদ্ধ শান্ত হইতে পারলে হকিকতের নিশানি
ভাগ্যবলে যদি মিলে গায়েবে এলমে লুদুনি
যে মানে মুর্শিদের বাণী করিম কয় সৌভাগ্য তার ॥

·

৪৮

রমজানের চান যে জন দেখেছে
এক ইমানে মন বান্ধিয়া
রোজা রেখে বসেছে ॥

রোজা হয় ইমানের মূল
এ ছাড়া পাবে না কূল
আপনা হতেই ভাঙিবে ভুল
রোজা যে জন রেখেছে।
রোজা ঠিক হইবে যার
নামাজে মিলিবে দিদার
ঘুচে যাবে মনের আঁধার
রোজায় মরা বাঁচে ॥

মমিন যে জন রাখে রোজা
রোজাতে হয় ইমান তাজা
রাখিলে আছে সাজা
অবশ্য বুঝবে পাছে।
এক ইমানে রোজা থাকো
ছয় রিপুকে বশে রাখো
করিম তুমি ভেবে দেখো
রোজা নি তোর ঠিক আছে ॥

·

৪৯

কলেমা নামাজ রোজা হজ্ব যাকাতে ইমানদার
মুর্শিদ ভজে তত্ত্ব খুঁজে করো মন ভবের ব্যাপার ॥

আপন ঘরে অমূল্য ধন আগে করো তার অন্বেষণ
এসব কিন্তু নিশির স্বপন যা বল আমার আমার ॥

আপন ঘরের বিচার করো আগে মন কলেমা পড়
দিলের ভিতর নক্সা করো ভাঙবে রে ছয় রিপুর ঘাড় ॥

পড় নামাজ হুজুরি দিলে ধ্যানে দিদার মিলে
হুজুরি নামাজ পড়িলে ঘুচবে মনের অন্ধকার ॥

পলকে সজিদা করো যোগ সাধনে তারে ধর
মরিবার আগে মরো হইতে চাইলে ভব পার ॥

ওজু গোসল নামাজ রোজা বেহেস্তে যাওয়ার রাস্তা সোজা
যে করে না নফছ রোজা উপবাসে ফল কী তার ॥

গলে নিয়া মায়া ফাঁসি আবদুল করিম হইল দোষী
কোন যাকাতে আল্লাহ খুশি করিয়া দেখ বিচার ॥

.

৫০

আগে তোর মন ভালো কর
পির মুর্শিদের চরণ ধরে
নিজে কর নিজের খবর ॥

অনিত্য সংসার মাঝে
কে হবে তোর সঙ্গের দোসর

সময়ে সব চলে যাবে
পড়ে রবে শূন্য বাসর ॥

মনকে সাধু বানাইলে
নামের মধু খাইতে মিলে
বসতে পারে প্রেমফুলে
যে হয়েছে ফুলের ভ্রমর ॥

মন পবিত্র না হইলে
তন্ত্র মন্ত্র যায় বিফলে
বাউল আবদুল করিম বলে
হুজুরি ক্বালবে নামাজ পড় ॥

.

৫১

ভেদ বুঝিয়া পড়ে নামাজ মমিনে
ফাওয়াই লুল্লিল্ মুসাল্লিনা বলছেন আল্লাহ কোরানে ॥

আল্লা বলছেন নবি মানো নবি বলছেন আপন চিন
নামাজ-রোজার অর্থ জান ধরে পিরের চরণে।
মুখে মন্ত্র জুপিলে আন্তাজি সজিদা করলে
বর্জকে মন ঠিক না হলে মন ভুলাবে শয়তানে ॥

নামাজ পড়িতে চাও আলেফ সুরতে দাঁড়াও
হে হরফে রুকুতে যাও মিশিয়া দমের সনে।
দিল কাবাতে নামাজ পড় মিমেতে সজিদা করো
দাল হরফে আসন ধর মোশাহেদার ময়দানে ॥

মক্কাতে কাবার ঘর আদি কাবা আদম শহর
ফেরেশতার সজিদার খবর লেখা আছে কোরানে।
কুলবে মমিন আর্শে আল্লা বলে গেছেন রাসুলুল্লা
কোরানে ইশারা দিলা নাহনু আকরাবু শানে ॥

পূজবে কেন গাছপাথর আপন ঘরের খবর কর
আদম খোদার রঙমহল ঘর গড়ল পাঞ্জাতন শানে।
করিম কয় রাস্তা ধরো মরিবার আগে মরো
তয় সে মুক্তি পাইতে পারো জিয়নে কি মরণে ॥

.

৫২

মন আমার যায় না সুপথে
কী করি এখন
পাগল মনে বুঝ মানে না
হইল না সাধন ভজন ॥

হয়ে আমি দিশেহারা
হলো না মোর বিচার করা
আমি বা কোনজন,
রিপুর বশে বশী হয়ে
চিনিলাম না পর-আপন ॥

সুসময়ে সুকৌশলে
আপন ঘরে খুঁজলে মিলে
অমূল্য রতন,
সময় থাকতে ভজিলাম না
মুর্শিদের রাঙা চরণ ॥

কামিনী-কাঞ্চনের দেশে
বন্দি হইলাম অষ্টপাশে
ভাবি সর্বক্ষণ,
বাউল আবদুল করিম বলে
হইল না ভুল সংশোধন ॥

.

৫৩

কেন মন মজিলে রে মিছা মায়ায়
আসবে শমন বানবে যখন ঠেকবে তখন বিষম দায় ॥

আসছ ভবে যাইতে হবে চিরদিন কি ভবে রবে
এ সব কি তোর সঙ্গে যাবে যা দেখতেছ এ ধরায়
সামনে তিমির-রাতি কে আছে তোর সঙ্গীসাথি
মামলার যেদিন উঠবে নথি হবে সেদিন নিরুপায় ॥

ঘাটের তরী ঘাটে বান্ধা পাছে সার হইবে কান্দা
বেলা গেলে সন্ধ্যা হলে পাড়ি দেওয়া হবে দায়।
বেলা থাকতে নৌকা ছাড়ো ভাবের বৈঠা পাছায় ধরো
মাল্লা ছয়জন বাধ্য করো যাবে নৌকা কিনারায় ॥

সুজন বেপারী যারা পাড়ি দিয়ে গেল তারা
কত জনের লাখের ভরা ডুবাইল মাঝ দরিয়ায়।
করিম কয় মনবেপারী সামনে অকূল পাড়ি
মুর্শিদ বিনে নাই কাণ্ডারি ভবপুরের পারঘাটায় ॥

.

৫৪

মন রে পাগল ও মনা তুমি কার ভরসা করো?
কারে বাঁচাইতে গিয়া কারে তুমি মারো রে মন ॥

কে হয় কতক্ষণের সাথি নিজে বিচার করো
ধোন্ধে ফকির ধ্যানে দিদার আপন কর্ম সারো রে মন ॥

কাম ক্রোধ লোভ মোহ ছয় রিপুকে মারো
দেহমন পবিত্র করে নামাজ রোজা করো রে মন ॥

মায়ার বাঁধন করে ছেদন আমার আমার ছাড়ো
শেষের দিন ঘোর নিদানে কে করবে উদ্ধার রে মন ॥

অজানাকে জানতে চাইলে মুর্শিদচরণ ধরো
পাক দরিয়ার পানি দিয়া ওজু-গোসল করো রে মন ॥

পাগল আবদুল করিম বলে মরার আগে মরো
তবে সে পাইতে পার বন্ধুয়ার দিদারও রে মন ॥

.

৫৫

এমন এক রঙের দেশ আছে
পাগল বিনা ভালো লোক নাই
সেই দেশে যাইতে পারি না
ভববাজারে ঘুরে বেড়াই ॥

দেশের নাম হয় পাগলপাড়া
ভালো লোক নাই পাগল ছাড়া
সে দেশে বাস করে যারা
আত্মসুখে দিয়াছে ছাই ॥

সেই দেশেতে যারা থাকে
দোষী কয় বিদেশী লোকে
স্ত্রীকে মা বলে ডাকে
জাতের বিচার সেই দেশে নাই ॥

খেলে তারা পঞ্চরসে
গানবাদ্যকে ভালোবাসে
আবদুল করিম ভাবছে বসে
কী করে সেই দেশেতে যাই ॥

.

৫৬

মেয়েরূপী ফুল ফুটেছে বিশ্ব-বাগানে।
এই ফুল বেহেস্তে ফুটিয়াছিল কুদরতি শানে ॥

ঐ ফুল বেহেস্তে ছিল ঐ ফুল দুনিয়ায় আইল
ফেরেস্তা ভুলিয়া গেল ঐ ফুলের ঘ্রাণে ॥

ফুটেছে ফুল নানা বেশে ফুলকে সবাই ভালোবাসে
একটি ফুলের তিনটি রসে খেলে তিনজনে ॥

পুরুষ ভ্রমরা জাতি দেখিয়া ফুলের জ্যোতি
কেউ দিতেছে আত্মাহুতি মূল না জেনে ॥

প্রেমরস চিনে না যারা আমার মতো কর্মপোড়া
করিম কয় রসিক ছাড়া বোঝে না অন্যে ॥

.

৫৭.

শুনবে কি বুঝবে কি ওরে মন ধুন্ধা?
এই দুনিয়া মায়াজালে বান্ধা ॥

কতজন পাগল হইয়া মায়াতে মন মজাইয়া
আপনার ধন পরকে দিয়া সার হইয়াছে কান্দা
বহুরূপী রঙবাজারে মন থাকে না মনের ঘরে
রঙ দেখাইয়া প্রাণে মারে লাগাইয়া ধান্ধা ॥

ছেড়ে দিয়া মায়াপুরী দিতে হবে ভবপাড়ি
চেয়ে দেখ মনবেপারী দিন গেলে হয় সন্ধ্যা
আপন যদি ভালো বোঝো সুসময়ে মুর্শিদ ভজ
জ্ঞান থাকিতে পাগল সাজ চোখ থাকতে হও আন্ধা ॥

সময়ে কাজ সাধন করো নবির মতে মনকে গড়
আপন কর্ম আপনি সারো করুক লোকে নিন্দা
কাটিয়া মায়ার বাঁধন যে হয়েছে মানুষ রতন
করিম কয় নাই তার মরণ সব সময় সে জিন্দা ॥

.

৫৮

এ সংসারে জুয়া খেলা হারজিতের কারবার
রসিক বৈ কেউ জানে না রে কী আছে ভিতরে তার ॥

মন কেন তুই পাগল হলে আসল দিয়া জুয়া খেলিলে
আপনার কপাল আপনি খাইলে এমন দিন হবে না আর ॥

তোর ঘরে মুর্শিদের ধন হেলাতে করলে না যতন
করবে যদি স্বরূপসাধন ষড়রিপুর সঙ্গ ছাড় ॥

না জানি কী নিশা খাইলাম লাভের আশায় মূল হারাইলাম
আবদুল করিম দোষী হইলাম না করে নিজের বিচার ॥

.

৫৯

নেশাপুরে এসে আমি হয়ে গেলাম নেশাখোর
মূলসাধনে ভুল করেছি ভবের নেশায় হয়ে ভোর ॥

সবাই নেশাতে পাগল আছে এতে আসল নকল
অন্তরে সরল-গরল কেউ সাধু আর কেউ যে চোর ॥

ঠেকলাম আমি মধ্যপথে দিন গেল চিন্তা-ভাবনাতে
যে পাগল আসল নেশাতে আমি বলি সে চতুর ॥

কামিনী-কাঞ্চনের ধাঁধা এই নেশাতে জগৎ বাঁধা
করিমের মন বেহুদা কাছের বস্তু ভাবে দূর ॥

.

৬০

সোনার যৌবন আমার বিফলে গেল
যৌবন জোয়ারে ভাটা দিলে পরে
আর কি উজান ধরে বলো গো বলো ॥

অঙ্কুর বয়সে ছেলেখেলায় মিশে
ভাবি অনায়াসে যৌবন এল।

যৌবনে মায়াজাল মদন মাঝি হইয়া কাল
মহাজনের মাল নদীতে ডুবাইল ॥

বন্ধু প্রেমের মহাজন তার অফুরন্ত ধন
চাহিতে কতজন আগে পাইল
আমি ভিখারি দ্বারে দ্বারে ফিরি
বুঝিতে নারি কেন নিদারুণ হইল ॥

আবদুল করিম ভাবে আর কি দেখা হবে?
একদিন দেখা দিবে আশা ছিল
থাকিতে সময় হইয়া সদয়
বন্ধু দয়াময় দেখা না দিলো ॥

.

৬১

যৌবন রে, ঠেকছি তোরে লইয়া রাখব কী করিয়া
তুমি যদি ছেড়ে যাবে রঙের খেলা ভঙ্গ হবে
দেখি যে ভাবিয়া ॥

যৌবন রে, সোনারূপা হইতায় যদি আদর করিয়া
হৃদয় সিন্দুকে ভরে রাখতাম তোরে যত্ন করে
তালা চাবি দিয়া ॥

যৌবন রে, নদীর জোয়ার ভাটা দিলে ফিরে ফিরে আয়
যৌবন জোয়ার ভাটা দিলে আষাঢ় মাস চলে গেলে
আসে না আর ফিরিয়া ॥

যৌবন রে, কত আশা ছিল মনে তোমারে পাইয়া
আগে কি আর জানি আমি ছাড়িয়া যাইবায় তুমি
করিমরে থইয়া ॥

.

৬২

কাম নদীর তরঙ্গ দেখে করে ভয়
জানতে পারে পরমতত্ত্ব
গুরুর মন্ত্র যেজন লয় ॥

নদীর নাম হয় কামালসাগর
মাসে একবার উঠে লহর
সাধুজনে রাখে খবর
যোগে মিশে সেই সময়।
না জেনে কেউ পড়লে পাকে
ঐ নদীর ঘূর্ণির্বাকে
না জানি কী জিনিস থাকে
জাহাজ নৌকা টেনে লয় ॥

নদীতে হয় নোনা পানি
কালকুম্ভিরের বসত জানি
যে হয়েছে পরশমণি
তারে দেখলে দূরে রয়।
সাধু জ্ঞানী আরিফ যারা
ঐ নদীর ভাও জানে তারা
হয়ে রাজহংসের ধারা
জল ফেলে দুধ বেছে লয় ॥

পড়িও না রিপুর ফাঁদে
ভক্তি রেখ মুর্শিদপদে
পড়বে না কোনো বিপদে
নিলে মুর্শিদ পদাশ্রয়।
আবদুল করিম মূঢ়মতি
মুর্শিদ বিনে নাই তার গতি
কাঙাল জেনে দাসের প্রতি
যদি মৌলার দয়া হয় ॥

.

৬৩

সাঁতার না জানিয়া জলে দিও না সাঁতার
মায়ানদী ছয়জন বাদি সে ঘাটে ত্রিবেণির বাজার ॥

নদীর আছে তিনটি সুতা, তিন সুতা একযোগে গাঁথা
কুম্ভীরে ভাঙ্গিবে মাথা বায়ুসাধন নাই রে যার ॥

দমকলেতে দিয়া চাবি উদয় করো জ্ঞানের রবি
ঠিক রাখিও ধ্যানের ছবি দেখবে লীলা চমৎকার ॥

ঝোঁক বুঝিয়া গেলে রে মন মণিমুক্তা মিলে তখন
কেউ কিনে অমূল্য রতন কেউ করে ভবের ব্যাপার ॥

তিন দিনে তিন মহাজনে মাল বিকায় অতি সন্ধানে
খরিদ করে ভক্তজনে অভক্তের নাই অধিকার ॥

করিম কয় সংসারেতে আসা-যাওয়া একই পথে
মন চলে না গুরুর মতে কারে কী বলিব আর ॥

.

৬৪

পাই না তোমার ঠিক-ঠিকানা
নাম শুনে হলেম পাগল
যার-তার ভাবে সবাই বলে
বুঝি না আসল নকল ॥

কেহ ডাকে নামাজ রোজায়
কেহ ডাকে সন্ধ্যাপূজায়
সপ্তাহে কেউ গির্জাতে যায়
সার করছে কেউ বনজঙ্গল ॥

বেদ বাইবেল ত্রিপিটকে
তৌরাত জবুর দেখে
কেহ কোরানের আলোকে
যার তার ভাবে চায় মঙ্গল ॥

আকাশ বাতাস ত্রিজগতে
মসজিদ গির্জা সমাধিতে
তোমার কথা ভাবতে ভাবতে
হয়ে গেলাম রসাতল ॥

জ্ঞান হলো না রিপুর চাপে
দিন কাটাইলাম অন্ধকূপে
নিজ নামে নিজরূপে
আছ তুমি উজানধল ॥

তোমায় চিনা হলোনা আর
আবদুল করিম ভাবছে এবার
তাই তো ধরল না আমার
প্রেমের গাছে প্রেমের ফল ॥

.

৬৫

গান গাইতে হইলে পড়ে যন্ত্রের প্রয়োজন
তরকারি খাওয়া যায় না, না দিলে লবণ ॥

বোলে-তালে-স্বরে-তারে কণ্ঠস্বরকে সাহায্য করে
ভাসিয়া ভাবের সাগরে ভাবের গান গাওন ॥

এশকে মজে জজবা হালে গাও গান সুর তালে
বেতালা কী সংসার চলে বোঝো আশেকগণ ॥

যন্ত্রের মর্ম বোঝে যারা হৃদ্‌যন্ত্র বাজায় তারা
নামের সাজে দম দোতারা বাজায় সর্বক্ষণ ॥

গান গেয়েছেন জ্ঞানী গুণী বোঝে যে জন তত্ত্বজ্ঞানী
গানের যে নিগূঢ় মায়নি বুঝলে হয় সুজন ॥

গানে খোলে তজল্লির দ্বার অন্ধ দিল হয় পরিষ্কার
ভাবশূন্য হৃদয় যার কী বুঝবে সেজন ॥

গরিবে নেয়াজ খাজা বুঝাইলেন গানের মজা
বাউল করিমের দোষের বোঝা যাবজ্জীবন ॥

.

৬৬

আমরা ধন্য গাইয়া যাই
পুবের বাড়ির মোড়ল বেটার গুণের সীমা নাই ॥

পুবের বাড়ির মোড়ল বেটা বড় ভাগ্যবান
পান-সন্দেশ খাবাইয়া পাঁঠা করলা দান ॥

পুবের বাড়ির মোড়ল বেটার মুখে ছাপদাড়ি
লাল ঘোড়া দৌড়াইয়া যাইন সাহেবের কাছারি ॥

ধনাই মিয়ার লম্বা নাও মধ্যে মধ্যে গোড়া
ইশারা করিলে নাও শূন্যে করে উড়া ॥

বৈঠা বাও সারি গাও করতাল বাজাও
বাউল আবদুল করিম বলে মনরঙে বাও ॥

.

৬৭

নাও বানাইল নাও বানাইল রে
কোন মেস্তরি কোন সন্ধানে বানাইল নাও বুঝিতে না পারি
নাও বানাইল রে কোন মেস্তরি ॥

সুজন মেস্তরি পাইয়া ঐ নাও দিয়াছে গঠন করিয়া
বত্রিশ বান্ধের নৌকাখানা পাইক সারিসারি ॥

চাইর রঙ্গে রঙ লাগাইয়া ঐ নাও দিয়াছে সুন্দর করিয়া
যে জন হয় সুজন নাইয়া রাখে যত্ন করি ॥

আবদুল করিম কয় ভাবিয়া ঐ নাও যাবে যখন পুরান হইয়া
ঘাটের নৌকা ঘাটে থইয়া যাইবে বেপারী ॥

.

৬৮

কোন মেস্তরি নাও বানাইল কেমন দেখা যায়
ঝিলমিল ঝিলমিল করে রে ময়ূরপঙ্খি নায় ॥

চন্দ্র সূর্য বান্ধা রাখছে নায়েরই আগায়
দুরবিনে দেখিয়া পথ মাঝি-মাল্লায় বায় ॥

রঙ-বেরঙের কত নৌকা ভবের তলায় আয়
রঙবেরঙের সারি গাইয়া ভাটি বাইয়া যায় ॥

হারা-জিতার ছুবের বেলা কার পানে কে চায়
মদন মাঝি বড় পাজি কত নাও ডুবায় ॥

বাউল আবদুল করিম বলে বুঝে উঠা দায়
কোথা হতে আসে নৌকা কোথায় চলে যায় ॥

.

৬৯

মহাজনে বানাইয়াছে ময়ূরপঙ্খি নাও
সুজন কাণ্ডারি নৌকা সাবধানে চালাও ॥

বাইচ্ছা বাইচ্ছা পাইক তুলিয়া নাওখানা সাজাও
ঝোঁক বুঝিয়া ছাড়ো নৌকা সুযোগ যদি পাও ॥

অনুরাগের বৈঠা বাইয়া প্রেমের সারি গাও
রঙিলা বন্ধুর দেশে যাইতে যদি চাও ॥

বাউল আবদুল করিম বলে বুঝিয়া নায়ের ভাও
লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া বাইও যাইতে সোনার গাঁও ॥

.

৭০

হাওয়ায় দৌড়ে রে আমার ময়ূরপঙ্খি নাও
মাশুকপুরে যাবে নৌকা বাওরে শীঘ্র বাও ॥

বৈঠা বাও সারি গাও করতাল বাজাও,
সুজন কাণ্ডারি নৌকা সাবধানে চালাও ॥

অকূল সাগরের পাড়ি সোজা রাস্তায় যাও
বেলা থাকিতে নৌকা কিনারা ভিড়াও ॥

জীবনরবি ডুবে যাবে বেলার দিকে চাও
আবদুল করিম বলে নৌকার না বুঝিলাম ভাও ॥

.

৭১

নৌকা বাইও সাবধান হইয়া রে মাঝি ভাই
বাইও সাবধান হইয়া
আল্লাহ নবির নাম রে মাঝি ভাই স্মরণ রাখিয়া ॥

তিন তক্তারই নৌকা রে মাঝি ভাই মধ্যে মধ্যে জোড়া
বিপাকে পড়িলেরে মাঝি ভাই নৌকা যাবে মারা ॥

বাতাসে চালায় রে নৌকা আজবও গঠন
গলইয়ে ভরিয়া রে দিছে অমূল্যরতন ॥

শরিয়তের পাইক রে মাঝি ভাই মারিফতের নাও
মায়া নদীর বাঁকে রে নৌকা উজান বাইয়া যাও ॥

গাব-কালি লাগাইয়া রে নৌকা যত্ন করে বাও
নোনা জলে খাইলে রে তক্তা ভাঙিয়া পড়ে নাও ॥

নায়ের মাঝে আছেন রে মাঝি ভাই নায়ের মহাজন
করিম কয় না চিনিলে বিফলও জীবন ॥

.

৭২

মনমাঝি ভাই বাও রে নৌকা যাইও না রে পথ ভুলে
আকাশেতে নাই বেলা আমার নৌকা রইল অকূলে ॥

মাঝিমাল্লা ষোলো জনা কেউ কারও কথা শোনে না
যার-তার ভাবে সকলি চলে
ও কেউ জল সিচে না বৈঠা বায় না আমার সময় গেল গোলমালে ॥

নায়েতে অমূল্য রতন ধার চিনিয়া নৌকা বাওন
বাও নৌকা সাহসের বলে
যারও নায়ের মাঝি ভালো সে তো বাইয়া গেল সকালে ॥

বাঁচি কি ডুবিয়া মরি এই ভাবনা সদায় করি
বাউল আবদুল করিমে বলে
জানি না দারুণ বিধি আমার কী লেখেছে কপালে ॥

.

৭৩

মনমাঝি তুই হইস নারে বেভুল
দিবে যদি ভব পাড়ি বেলা থাকতে নৌকা খোল ॥

যাবে যদি পাড়ি দিয়া হাইলের কাটা ঠিক রাখিয়া রে
দমে নামে মিল করিয়া ভক্তির বাদাম নৌকায় তোল ॥

ভবনদীর তুফান ভারি নাম সম্বলে ধর পাড়ি রে
মুর্শিদ হলে কাণ্ডারি অকূলে মিলিবে কূল ॥

কামিনী-কাঞ্চনের দেশে ভুলে রইলে নিশার বসে রে
ঠেকবে রে তুই বেলাশেষে হারাবে একূল সেকূল ॥

বন্দি হলে মায়াজালে ছুটবে বলো কোন কৌশলে রে
বাউল আবদুল করিম বলে আসলে হয় ভক্তি মূল ॥

.

৭৪

আল্লাহর নাম নবির নাম লইয়া রে
নাও বাইয়া যাও রে ॥

মনপবন সোয়ারি নাও নাম সম্বলে বাইয়া যাও
হাইল ধরেছে মনুয়া বেপারী রে, নাও বাইয়া যাও রে ॥

অকূল সাগরের পাড়ি বেলা আছে দণ্ড চারি
ডুবলে রবি পড়বে অন্ধকারে রে, নাও বাইয়া যাও রে ॥

মনুয়া হেলিলে পরে ঠেকবে নৌকা বালুচরে
মাঝি-মাল্লা সব যাইবে ছাড়ি রে, নাও বাইয়া যাও রে ॥

আসিয়াছি অনেক দূরে যাইতে হবে নিজ ঘরে
বাও নৌকা না করিয়া দেরি রে, নাও বাইয়া যাও রে ॥

দিনমণি ডুবিতেছে কালো মেঘে সাঁঝ করেছে
ভাবছে করিম এখন কিবা করি রে, নাও বাইয়া যাও রে ॥

.

৭৫

ও মনমাঝি রে, কিনারা ভিড়াইয়া রে বাইও নাও
বেলা থাকতে ধরো পাড়ি যদি বন্ধুর দেশে যাইতে চাও কিনারা
ভিড়াইয়া রে বাইও নাও ॥

হাইলের কাঁটা ঠিক রাখিয়া সাবধানে নৌকা চালাও
পাইকের হাতে বৈঠা দিয়া দয়াল নামের সারি গাও ॥

হীরামন মাণিক্যে ভরা মনপবন কাষ্ঠেরই নাও
বাউল আবদুল করিম বলে উজান পানি বাইয়া যাও ॥

.

৭৬

অকূল নদীর ঢেউ দেখে ডরাই
অসময় ধরিলাম পাড়ি আকাশেতে বেলা নাই ॥

সঙ্গী নাই আমি একেলা ধরছি পাড়ি সন্ধ্যাবেলা রে
ভরসা মুর্শিদ মৌলা দেই দয়াল নামের দোহাই ॥

সামনে ভীষণও নিদান এ বিপদে কে করবে ত্রাণ রে
সাঁঝ করে আসিবে তুফান, নাম বিনে ভরসা নাই ॥

আবদুল করিম দায় ঠেকেছে দরদি কে ভবে আছে রে
দেও সংবাদ মুর্শিদের কাছে মরণকালে চরণ চাই ॥

.

৭৭

ঝোঁক বুঝিয়া ছাড় নৌকা বেলা বয়ে যায়
কৃষক মজুর জেলে তাঁতি আয় রে সবাই আয় ॥

নব রঙের পাইক সাজে জনগণের নায়
নব রঙে বাজনা বাজে সারি গান গায় ॥

কেউ নায়ে জল সিচে কেউ বৈঠা বায়
কেউ যায় প্রাণপণে, কেউ তামশা চায় ॥

ঝড় তুফানে ভয় করি না পাইকে যদি বায়
বাউল আবদুল করিম বলে যাব সোনারগায় ॥

.

৭৮

গান শুনিয়া চমকে উঠে প্রাণ
কই যাওরে ভাটিয়াল নাইয়া
ললিত সুরে গাইয়া গান ॥

বাঁকা তোমার মুখের হাসি
দেখে মন হইল উদাসী রে

হইতায় যদি দেশের দেশী,
সোনার যৌবন করতাম দান ॥

নৌকায় তোমার কী মাল ভরো
কোন দেশে মাল চালান কর রে
উজান-ভাটি কেন কর
বুঝি না রে তার সন্ধান ॥

আবদুল করিম কয় কাঁদিয়া
বলি ও সুজন নাইয়া রে
আমারে তোর নায় তুলিয়া
তোমার দেশে দেও চালান ॥

.

৭৯

আমার নাম কে তোরে শিখাইল রে ওরে বাঁশি
ডাকো নিজনাম ধরিয়া মন করলে উদাসী রে ॥

বাঁশি রে তুই কাল হইলে কুলবধূর কুল মজাইলে রে
বসিয়া সদা নিরলে নয়নজলে ভাসি রে ॥

বাঁশি তোরে বাজায় যে জন দেখলে জুড়ায় পোড়া নয়ন রে
না দেখলে বাঁচে না জীবন কী বলিব বেশি রে ॥

বাঁশি রে তোর ভাগ্যগুণে স্থান পাইলে চাঁদ বদনে রে
থাকব আমি সে চরণে হইয়া চিরদাসী রে ॥

বাঁশির গানে প্রাণের টানে ছাই দিয়াছি কুলমানে রে
আবদুল করিম এ জীবনে ত্রিজগতে দোষী রে ॥

.

৮০

ও রঙিলা নাইয়া রে রঙে বৈঠা বাইয়া রে
কোন দেশে যাও রে মাঝি
আমারে যাও কইয়া রে ॥

ভাটিয়াল পানি বাইয়া মাঝি
ভাটিয়ালি গান গাইয়া রে
ভাটিয়াল হাওয়ায় ভাটিয়াল বাদাম দিয়াছ টানিয়া রে
লিলুয়া বাতাসে তোর নাও চলছে ধাইয়া-ধাইয়া রে ॥

ময়ূরপঙ্খি নাওখানা তোর
মধ্যে দিলা ছেয়া রে ॥

চন্দ্রসম রূপ রে মাঝি তোমারই বদনে রে
রূপের ছটা বিষম লেঠা লাগিল নয়নে রে
একটু টিকে যাও রে মাঝি নৌকাখান ভিড়াইয়া রে
তোর দেশে প্রাণ যাইতে চায়
তোর নৌকায় উঠিয়া রে ॥

কিসের ভাই কিসের বন্ধু কিসের দয়ামায়া রে?
এই দুনিয়া পুতুল খেলা দেখিনু ভাবিয়া রে
মনমানুষকে ধরব বলে মনে আশা নিয়া রে
করিম কয় আশার আশে
দিন গেল ফুরাইয়া রে ॥

.

৮১

ভাবিলে কী হবে গো যা হইবার তা হইয়া গেছে
জাতি-কুল-যৌবন দিয়াছি প্রাণ যাবে তার পাছে গো
যা হইবার তা হইয়া গেছে ॥

কালার সনে প্রেম করিয়া কালনাগে দংশিছে
ঝাড়িয়া বিষ নামাইতে পারে এমন কি কেউ আছে গো ॥

পিরিত পিরিত সবাই বলে পিরিত যে করিয়াছে
পিরিত করিয়া জ্বইল্যা পুইড়্যা কতজন মরেছে গো ॥

আগুনের তুলনা হয় না প্রেম-আগুনের কাছে
নিভাইলে নিভে না আগুন কী করে প্রাণ বাঁচে গো ॥

বলে বলুক লোকে মন্দ কুলের ভয় কি আছে
আবদুল করিম জিতে মরা বন্ধু পাইলে বাঁচে গো ॥

.

৮২

সখি রে, মন থাকে না ঘরে বন্ধুর বাঁশির সুরে
প্রাণবন্ধুর বাঁশির গানে মনপ্রাণ সহিতে টানে
মনকে পাগল করে বন্ধুর বাঁশির সুরে ॥

সখি রে, প্রাণবন্ধে বাঁশি বাজায় বসিয়া কদম্বতলায়
বাজায় বাঁশি দিনের দ্বিপ্রহরে
জল ভরিবার ছল করিয়া মনে লয় যাইতাম চলিয়া
প্রাণবন্ধুরে ধারে
বন্ধুর বাঁশির সুরে ॥

সখি রে, শুনিয়া বশির ধ্বনি মন হইল উদাসিনী
উদাস মনে বাইরম বাইরম করে
মনে লয় যাইতাম উড়িয়া পোড়া প্রাণ জুড়াইতাম গিয়া
দেখিয়া বন্ধুরে
বন্ধুর বাঁশির সুরে ॥

সখি রে, বাঁশিতে কী মধুভরা বাজায় আমার মনচোরা
এই বাঁশি কে শিখাইল তারে
করিম কয় মন সরলা বসিয়া কাঁদে নিরালা
কাল ননদির ডরে
বন্ধুর বাঁশির সুরে ॥

.

৮৩

বসন্ত বাতাসে ও সই গো বসন্ত বাতাসে
বন্ধুর বাড়ির ফুলের গন্ধ আমার বাড়ি আসে
সই গো বসন্ত বাতাসে ॥

বন্ধুর বাড়ি ফুল বাগানে নানা বর্ণের ফুল
ফুলের গন্ধে মনানন্দে ভ্রমরা আকুল
সই গো বসন্ত বাতাসে ॥

বন্ধুর বাড়ি ফুলের টঙ্গি বাড়ির পূর্বধারে
সেথায় বসে বাজায় বাঁশি মন নিল তার সুরে
সই গো বসন্ত বাতাসে ॥

মন নিল তার বাঁশির গানে রূপে নিল আঁখি
তাই তো পাগল আবদুল করিম আশায় চেয়ে থাকি
সই গো বসন্ত বাতাসে ॥

.

৮৪

সখি কুঞ্জ সাজাও গো
আজ আমার প্রাণনাথ আসিতে পারে
মনে চায় প্রাণে চায় দিলে চায় যারে–
সখি কুঞ্জ সাজাও গো ॥

বসন্ত সময়ে কোকিল ডাকে কুহু স্বরে
যৌবনের বসন্তে মন থাকতে চায় না ঘরে ॥

নয়ন যদি ভোলে সই গো মন ভোলে না তারে
প্রেমের আগুন হইয়া দ্বিগুণ দিনে দিনে বাড়ে ॥

আতর গোলাপ চুয়াচন্দন আনো যত্ন করে
সাজাও গো ফুলের বিছানা পবিত্র অন্তরে ॥

আসে যদি প্রাণবন্ধু দুঃখ যাবে দূরে
আমারে যে ছেড়ে যায় না প্রবোধ দিও তারে ॥

আসিবে আসিবে বলে ভরসা অন্তরে
করিম কয় পাই যদি আর ছাড়িব না তারে ॥

.

৮৫

পরান কান্দে বন্ধুয়ার পানে চাইতে
বন্ধু বিনে একা আমি পারি না আর রইতে ॥

প্রথম পিরিতের কালে থাকতাম দূরে দূরে
তখন আমি ছিলাম ভালো বসে আপন ঘরে ॥

সাধে সাধে ঠেকছি ফাঁদে উপায় কিবা করি
এখন কি আর ভুলতে পারি মন করেছে চুরি ॥

জাতি-কুল-যৌবন দিলাম লোকের হইলাম বৈরী
মনে লয় তার সঙ্গে যাইতাম ঠেকছি হইয়া নারী ॥

উড়াইল পিঞ্জিরার পাখি রাখিতে না পারি
করিম কয় মরণ ভালো দেখে যদি মরি ॥

.

৮৬

বন্ধুয়া রে, কুলমান সঁপিলাম তোমারে
কূল দাও কি ডুবাইয়া মার যা লয় তোমার অন্তরে ॥

যেদিন হতে তোমার প্রেমে সঁপেছি পরান
সে দিন হতে ছেড়ে দিছি লাজ-কুলমান
আমার বাচন-মরণ দু-ই সমান তুমি বিনে সংসারে ॥

হাত বান্ধা যায় পাও বান্ধা যায় মন বান্ধা তো যায় না
দারুণ বিচ্ছেদের আগুন জল দিলে নিবে না
পাগল মনে বুঝ মানে না ছটফট ছটফট করে ॥

পাগল আবদুল করিম কয় তোমারে যদি পাই
লোকের নিন্দন পুষ্পচন্দন তাতে ক্ষতি নাই
তোমার কলঙ্কের মালা যদি পাই গ্রহণ করবো সাদরে ॥

.

৮৭

বন্ধুয়া রে, যত দোষী তোমার লাগিয়া
তোমার কি দয়া লাগে না আমার দুঃখ দেখিয়া ॥

তুমি কি জানো না রে বন্ধু কী সুখে যায় দিন?
দিনে দিনে সোনার তনু হইতেছে মলিন
তুমি যদি বাসরে ভিন প্রাণ জুড়াব কই গিয়া ॥

ইউসুফের প্রেমে পাগল বিবি জুলেখায়
সোনার যৌবন ছাই করিল ইউসুফের আশায়
শেষে একদিন পাইয়া রাস্তায় দিল যৌবন ফিরাইয়া ॥

দোষী কউক জগতের লোকে তাতে দুঃখ নাই
করিম কয় তোমার কাছে মায়া যদি পাই
নইলে বলো মরিয়া যাই কী ফল আমার বাঁচিয়া ॥

.

৮৮

তোমার পিরিতে বন্ধু রে, বন্ধু কী হবে না জানি
তুমি আমারে করবায় নাকি
মিছা কলঙ্কিনী রে, বন্ধু কী হবে না জানি ॥

আমি তোমার প্রেমে পাগল রে বন্ধু
কাঁদি দিনরজনী
কোন পরানে ভিন্ন বাসো
কহ কহ শুনি রে বন্ধ কী হবে না জানি ॥

যে দিন হতে তোমার প্রেমে রে
বন্ধু সঁপেছি পরানি
সেই দিন হইতে বারণ হয় না
দুই নয়নের পানি রে, বন্ধু কী হবে না জানি ॥

পাগল আবদুল করিম বলে রে
আমার যাবে পেরেশানি
অন্তিমকালে পাই যদি তোর
রাঙা চরণখানি রে, বন্ধু কী হবে না জানি ॥

.

৮৯

বন্ধু রে, কী বলব তোমারে, ছেড়ে যেও না দূরে
তুমি বিনে অভাগীরে কে রাখবে আদরে–
ছেড়ে যেও না দুরে ॥

বন্ধু রে, তোমায় নিয়া গৌরব করি আমি অভাগিনী
কে আমার দুঃখ বুঝিবে আমার কে আর আছে
ভবে দুঃখ বলব কারে–
ছেড়ে যেও না দূরে ॥

বন্ধু রে, কুল ছেড়ে কলঙ্কী হইলাম তোমার লাগিয়া
তুমি যদি বাসো ভিন অভাগী আর বাঁচব কয়দিন

ধরল চিন্তা-জ্বরে–
ছেড়ে যেও না দূরে ॥

বন্ধু রে, দুঃখে দুঃখে জনম গেল আর কত দুঃখ বাকি
প্রাণে আর সহিবে কত বনপোড়া হরিণের মতো
আবদুল করিম ঘোরে–
ছেড়ে যেও না দূরে ॥

.

৯০

কেন পিরিতি বাড়াইলায় রে বন্ধু ছেড়ে যাইবায় যদি
কেমনে রাখিব তোর মন আমার আপন ঘরে বাঁধি রে বন্ধু
ছেড়ে যাইবায় যদি ॥

পাড়া-পড়শি বাদি আমার, বাদি কাল ননদি
মরম জ্বালা সইতে নারি দিবানিশি কাঁদি রে বন্ধু
ছেড়ে যাইবায় যদি ॥

কারে কী বলিব আমি নিজেই অপরাধী
কেঁদে কেঁদে চোখের জলে বহাইলাম নদী রে বন্ধু
ছেড়ে যাইবায় যদি ॥

পাগল আবদুল করিম বলে হলো এ কী ব্যাধি?
তুমি বিনে এ ভুবনে কে আছে ঔষধি রে বন্ধু
ছেড়ে যাইবায় যদি ॥

.

৯১

কত দুঃখ সহিব তোর পিরিতে
আরও কি রহিল বাকি আমারে কাঁদাইতে ॥

আপন জেনে সরল মনে প্রাণ দিলাম তোর হাতে
কুল গেলো কলঙ্কী হইলাম দাগ লাগাইলাম জাতে ॥

ছেড়ে গেলা সোনা বন্ধু নিলা না তোর সাথে
তুমি যদি ভালো আমি পারি না ভুলিতে ॥

মন মানে না ঘরে থাকতে পারি না বুঝাইতে
উড়ু উড়ু করে পরান উড়িয়া যাইতে ॥

তোমার বিচ্ছেদের আগুন আমার কলিজাতে
জল ঢালিলে দ্বিগুণ জ্বলে পারি না নিভাইতে ॥

বনপোড়া হরিণের মতো শান্তি নাই জগতে
পাগল আবদুল করিম বলে আর পারি না সইতে ॥

.

৯২

প্রাণ খুলিয়া প্রাণ বন্ধু রে
করলাম না আদর
তাই তো তার দয়া হইল না
লয় না সে আমার খবর ॥

বন্ধু আমার দয়ার সিন্ধু
দীনজনার বন্ধু পরশপাথর
লোহাতে পরশ লাগিলে
স্বর্ণ হয়ে যায় সত্যির ॥

দেওয়া হলো না ষোলো আনা
তাই তো আমার এই লাঞ্ছনা জন্ম-জন্মান্তর
প্রাণবন্ধুর দয়া বিনা
কেমনে তরি ভবসাগর ॥

পাই না বন্ধুর খবরবার্তা
মনে বাড়ে দ্বিগুণ ব্যথা রইল কার বাসর
বাউল আবদুল করিম বলে
জুড়ায় না পোড়া অন্তর ॥

.

৯৩

আইলায় না আইলায় না রে বন্ধু করলায় রে দেওয়ানা
সুখবসন্ত সুখের কালে শান্তি তো দিলায় না রে
বন্ধু, আইলায় না রে ॥

অতি সাধের পিরিত বন্ধু রে, ওরে বন্ধু নাই রে যার তুলনায়
দারুণ বিচ্ছেদের জ্বালা আগে তো জানি না রে
বন্ধু, আইলায় না রে ॥

গলে মোর কলঙ্কের মালা রে, ওরে বন্ধু কেউ ভালোবাসে না
কুলমান দিয়া কী করিব আমি তোমারে যদি পাই না রে
বন্ধু, আইলায় না রে ॥

আবদুল করিম কুলমানহারা রে, ওরে বন্ধু তুমি কি জান না
সুসময়ে সুজন বন্ধু দেখা তো দিলায় না রে
বন্ধু, আইলায় না রে ॥

.

৯৪

বাঁচি না বাঁচি না রে বন্ধু পরানে বাঁচি না
তোমার প্রেমে এত জ্বালা
আমি আগে তো জানি না রে বন্ধু, বাঁচি না রে ॥

কে বা না পিরিতি করে রে
ওরে বন্ধু কার এত লাঞ্ছনা
কোন বা দোষে হইলাম দোষী
তুমি একদিন তো কইলায় না রে বন্ধু, বাঁচি না রে ॥

জাতি-কুল-যৌবনও দিলাম রে
ওরে বন্ধু জানিয়া আপনা
প্রাণ থাকিতে না পাই যদি
আমি মরণে আর চাই না রে বন্ধু, বাঁচি না রে ॥

পাগল আবদুল করিম বলে রে
ওরে বন্ধু অন্তরের বেদনা
তোমার কাছে কী বলিব
তুমি কি জানো না রে বন্ধু, বাঁচি না রে ॥

.

৯৫

পিরিতি করিয়া রে গিয়াছ ছাড়িয়া রে
পোড়া প্রাণ জুড়াবো আমি কার মুখ চাইয়া রে ॥

শুইলে না আসে নিদ্রা আহার না চায় মনে রে
দিবানিশি পোড়ে অঙ্গ বিচ্ছেদের আগুনে রে

পিপাসী চাতকির মতো তোমারও লাগিয়া রে
পিঞ্জিরা ছাড়িয়া পাখি যাইতে চায় উড়িয়া রে ॥

ভ্রমর থাকে ফুলে ফুলে মধুর সন্ধান করে রে
গুন গুন স্বরে গান গায় বাগানে বাগানে রে
মধু পানে তুমি তারে রাখ শান্তি দিয়া রে
আমারে কি কাঁদাবে তুই জনম ভরিয়া রে ॥

আমি তোমার তুমি আমার জানিয়াছি মনে রে
নইলে কী আর প্রাণ সঁপিতাম তোমারই চরণে রে
পাগল আবদুল করিম বলে তুমি আমার হইয়া রে
পোড়া প্রাণে দাও না শান্তি একবার দেখা দিয়া রে ॥

.

৯৬

আমি ফুল বন্ধু ফুলের ভ্রমরা
কেমনে ভুলিব আমি বাঁচি না তারে ছাড়া ॥

না আসিলে কাল ভ্রমর কে হবে যৌবনের দোসর
সে বিনে মোর শূন্য বাসর আমি জিয়ন্তে মরা ॥

কুলমানের আশা ছেড়ে মনপ্রাণ দিয়েছি তারে
এখন যে কাঁদায় আমারে এই কী তার প্রেমধারা ॥

শুইলে স্বপনে দেখি ঘুম ভাঙিলে সবই ফাঁকি
কত ভাবে তারে ডাকি তবু সে দেয় না সাড়া ॥

আশা পথে চেয়ে থাকি তারে পাইলে হবো সুখী
এ করিমের মরণ বাকি, রইল সে যে অধরা ॥

.

৯৭

আমার বন্ধুরে কই পাব গো সখী আমারে বলো না
বন্ধুবিনে পাগল মনে বুঝাইলে ঝুঝে না গো সখি
আমারে বলো না ॥

সাধে সাধে ঠেকছি ফাঁদে দিলাম ষোলোআনা
প্রাণপাখি উড়ে যেতে চায় আর ধৈর্য মানে না গো সখি
আমারে বলো না ॥

কী আগুন জ্বালাইল বন্ধে নিভাইলে নিভে না
জল ঢালিলে দ্বিগুণ জ্বলে উপায় কী বলো না গো সখি
আমারে বলো না ॥

পাগল আবদুল করিম বলে অন্তরের বেদনা
সোনার বরন রূপের কিরণ না দেখলে বাঁচি না
আমারে বলো না ॥

.

৯৮

প্রেম শিখাইয়া সোনা বন্ধে ঠেকাইল পিরিতের ফান্দে
মন কান্দে প্রাণ কান্দে তার লাগিয়া গো
আসি বলে চলে গেল আর তো ফিরে না আসিল গো
প্রাণসখি গো, কার কুঞ্জে সে রহিল ভুলিয়া গো ॥

সখি গো, মোহন বাঁশি হাতে লইয়া নিজ নাম ধরিয়া
বাজাইত কদম তলায় বইয়া গো

শুনে বন্ধের বাঁশির গান সঁপে দিলাম মনপ্রাণ গো
প্রাণসখি গো, কুল ছাড়িলাম কুল পাইবার লাগিয়া গো ॥

সখি গো একে আমি কুলবালা শাশুড়ি ননদির জ্বালা
অঙ্গ কালা ভাবিয়া চিন্তিয়া গো
আজ আসবে কাল আসবে কইয়া মনরে রাখি বুঝাইয়া গো
প্রাণসখি গো, দিন যায় না রাত পোহায় না কাঁদিয়া গো ॥

সখি গো, বুঝি আমার কর্মদোষে আপন বন্ধে ভিন্ন বাসে
আশার আশে আছি পথ চাইয়া গো
পাগল আবদুল করিম বলে প্রাণ থাকিতে না আসিলে গো
প্রাণসখি গো, আসবে কি আর যাই যদি মরিয়া গো ॥

.

৯৯

কার কাছে যাব কারে জানাব
অন্তরের বেদনা
সহিতে না পারি জ্বলেপুড়ে মরি
প্রাণ বন্ধুয়ায় দুঃখ বোঝে না ॥

নতুন ফাগুনে নতুন যৌবনে
পাগল মনে বুঝ মানে না
মনের বসন্ত হয় যদি অন্ত
ফিরে তো আর আসিবে না ॥

সুসময়ে সুজন হইয়া আপন
স্বরূপে যখন দেখা দিল না

বিনে প্রাণসখা বসে কাঁদি একা
কপালে কী লেখা জানি না ॥

সরল জানিয়া পিরিতি করিয়া
কাঁদিয়া দিন ফুরায় না
আবদুল করিম বলে অন্তিম কালে
চরণ পাইব বলে বাসনা ॥

.

১০০

বন্ধু বিনে একা ঘরে ভালো লাগে না
কার কাছে কই মনের দুঃখ কে আপনা ॥

ছোটবেলা প্রেম করিলাম আনন্দ মনে
যৌবনে ছাড়িয়া যাবে আগে কে জানে?
গেলে জোয়ানি
যৌবন ফুরাইয়া গেলে আর আসিবে নি
যৌবন জোয়ারের পানি গেলে ফিরে না ॥

মন কান্দে প্রাণ কান্দে বন্ধুয়া বিনে
শুইলে না ঘুম আসে দুই নয়নে
বসে কাঁদি নিরালা
মন-প্রাণ দিয়াছি যারে যায় না গো ভোলা
নারীর বিরহ জ্বালা সে জানে না ॥

প্রাণ থাকিতে আসে যদি আমার প্রাণধন
বুকে রাখিয়া তারে জুড়াব জীবন
বন্ধু না আসিলে

ঝাঁপ দিয়া মরিব আমি যমুনার জলে
পাগল আবদুল করিম বলে প্রাণে সহে না ॥

.

১০১

প্রাণসখি রে,
আমি বন্ধু বিনে প্রাণে বাঁচি না
তারে একবার এনে দেখাও না ॥

প্রেম করা নয় প্রাণে গো মরা
জাতি-সাপের লেজে ধরা
সখি আমি আগে জানি না
কালের বিষে যে মন্ত্র মানে না ॥

প্রেম করিয়া হইলাম গো দোষী
জাতি কুলমান গেল ভাসি
ঘরে বাইরে সকলের জানা
আমার মতো মরতে যাইও না ॥

তবু যদি প্রেম করতে চাও
জীবিত প্রাণে মরিয়া যাও
এ জীবনের আশা রেখ না
শুধু মুখের কথায় পিরিতি হয় না ॥

আবদুল করিম কয় গো সখি
এইভাবে কতদিন থাকি
প্রাণপাখি আমার হইল না
আমার পাগল প্রাণে ধৈর্য মানে না ॥

.

১০২

প্রাণ জ্বলে মোর বিচ্ছেদের অনলে গো সখি
মনের আগুন নিভে না জল দিলে ॥

কোন দেশে মোর বন্ধু গেল গো সখি আমায় দাও না বলে
নইলে জলে ঝাঁপ দিব কলসি বেঁধে গলে গো সখি ॥

প্রাণবন্ধুরে হারা হয়ে গো সখি ভাসি নয়নজলে
বুঝি না দারুণ বিধি কী লেখল কপালে গো সখি ॥

বন্ধুর প্রেমে কলঙ্কিনী গো সখি হইলাম গোকুলে
কুলে পড়ক ছাই তাতে ক্ষতি নাই
বন্ধু আমার হইলে গো সখি ॥

পাগল আবদুল করিম বলে গো আমি ভাসিলাম অকূলে
কী সুখে যায় দিনরজনী বোঝে না কেউ কইলে গো সখি ॥

.

১০৩

হাত বান্ধিব পাও বান্ধিব মন বান্ধিব কেমনে
তোমরা যে বুঝাও গো সখি মনে কি মানে ॥

লোকে বলে কলঙ্কিনী কলঙ্কের ভয় নাই মনে
বিনামূল্যে বিকাইলে নি প্রাণবন্ধে আমায় কিনে ॥

আহারও না চায় গো মনে নিদ্রা নাই দুই নয়নে
কী সুখে যায় দিনরজনী তন জানে আর মন জানে ॥

সোনার অঙ্গ পুড়ে অঙ্গার বন্ধুর প্রেমের আগুনে
জল ঢালিলে দ্বিগুন জ্বলে নিভাব আর কেমনে ॥

পাগল আবদুল করিম বলে প্রাণ কাঁদে বন্ধু বিনে
মনে লয় তার সঙ্গে যাইতাম ছাই দিয়া কুলমানে॥

.

১০৪

প্রেম করিয়া সুখ হইল না পোড়া কপালে
আশায় আশায় সোনার যৌবন গেল বিফলে ॥

আপন বলতে এই জগতে আমার কেহ নাই
মনে বড় আশা ছিল দেখে প্রাণ জুড়াই
বন্ধু নির্ধনিয়ার ধন অন্ধের নয়ন, বন্ধু পরশরতন
বন্ধু জীবনের জীবন
পাইল যে জন ধনী সে জন একুল সেকুলে ॥

সাধ করে প্রাণ সঁপে দিলাম জেনে আপনা
দারুণ প্রেমে এত জ্বালা আগে জানি না
এখন বিচ্ছেদের আগুন অন্তরে জ্বলেছে সদা হইয়া দ্বিগুণ
বন্ধু হলো নিদারুণ
নিভে না পিরিতের আগুন জল ঢালিলে ॥

কার কুঞ্জে ভুলিয়া রইল করে না স্মরণ
জাতি কুল যৌবন দিয়া পাইলাম না তার মন
সখি উপায় বলো না বন্ধু বিনে অভাগিনী প্রাণে বাঁচি না
প্রাণে ধৈর্য মানে না
করিম কয় পাব কি না মরণকালে ॥

.

১০৫

আসি বলে চলে গেল আর তো ফিরে এলো না
আজ আসবে কাল আসবে বলে গো
আমার দিন যায় না রাত পোহায় না ॥

বাঁশিতে ভরিয়া মধু গো বাঁশি বাজাইত কালো সোনা
যেদিন হতে ছেড়ে গেল গো কালার বাঁশির গান আর শুনি না ॥

ভুলি ভুলি মনে করি গো ভুলিলেও ভোলা যায় না
নয়ন যদি ভোলে তারে গো আমার পাগল মনে ভোলে না ॥

যৌবনে পেয়েছি যারে গো তারে অন্তিমে কি পাব না
পাগল আবদুল করিম বলে গো আমার পাগল মনে বোঝে না ॥

.

১০৬

তোমরা নি দেখেছো মনচোরা গো সখি তোরা
যার কারণে নিশিদিনে নয়নে বয় ধারা গো ॥

একা ছিলাম ছিলাম ভালো কেন বন্ধে প্রেম শিখাইল গো
প্রাণপাখি উড়াইয়া নিল দিয়া কোন ইশারা গো ॥

হইলাম কলঙ্কের ভাগী বিনা রোগে হইলাম রোগী গো
না হইলে সর্বস্বত্যাগী দেয় না বন্ধে ধরা গো ॥

আবদুল করিম কয় গো সখি এইভাবে কতদিন থাকি গো
এনে দাও মোর প্রাণপাখি নইলে যাব মারা গো ॥

.

১০৭

সোনার অঙ্গ পুড়ে ছাই করিলাম গো কার লাগিয়া
আমি পাই না তারে প্রাণ বিদারী কত থাকি সইয়া গো ॥

বন্ধু যদি হইত আপন তবে কি আর এই জ্বালাতন গো
মনের দুঃখ হয় না বারণ কারে কই বুঝাইয়া গো ॥

সয় না প্রাণে দারুণ জ্বালা সোনার অঙ্গ হইল কালা গো
শোনো গো সখি সরলা আমি যাই যদি মরিয়া গো ॥

আমি মরলে তাই করিও তমাল ডালে বেঁধে থইও গো
বন্ধু আইলে তুমি কইও বন্ধু রে বুঝাইয়া গো ॥

যদি বন্ধুর মনে চায় আমারে যে দেখিয়া যায় গো
পাগল আবদুল করিমে গায় অকূলে ভাসিয়া গো ॥

.

১০৮

প্রাণবন্ধের পিরিতে সই গো কী জ্বালা হইল
মন মানে না ঘরে থাকতে সই গো আমার উপায় বলো ॥

প্রেম না করে ছিলাম সুখে দোষ দিত না পাড়ার লোকে
সবাই বাসত ভালো
প্রেম করিলাম কুল মজাইলাম কলঙ্কের ঢোল বেজে উঠল ॥

একে আমি কুলবালা ঘরে জ্বালা বাইরে জ্বালা
উপায় কী বলো
জ্বালার উপর দ্বিগুণ জ্বালা বন্ধু জানি কই রইল ॥

অন্তরে বিচ্ছেদের আগুন জ্বলছে সদায় হইয়া দ্বিগুণ
পুড়ে ছাই করিল
বাউল আবদুল করিম বলে পোড়ায় পোড়ায় জনম গেল ॥

.

১০৯

শ্যামলও সুন্দরও রূপ আমি যেদিন হইতে হেরি গো
পাগল মনে আমার লয় না ঘরবাড়ি ॥

আমি কি আর দুঃখ ছেড়ে সই গো সুখের আশা করি
মনপ্রাণ দিয়াছি যারে আমি কেমনে পাশরি গো ॥

পিপাসী চাতকির মতো সই গো অহরহ ঝুরি
মনে লয় যোগিনীর বেশে আমি হইতাম দেশান্তরী গো ॥

ধনে হীন মানে হীন আমি কাঙাল বেশে ঘুরি
দয়া নি করিবা বন্ধে আমায় জানিয়া ভিখারি গো ॥

বাউল আবদুল করিম বলে বন্ধু অকূলের কাণ্ডারি
বন্ধের নামেতে কলঙ্ক রবে আমি ডুবে যদি মরি গো ॥

.

১১০

যে গুণে বন্ধু রে পাব সে গুণ আমার নাই গো
যে গুণে বন্ধু রে পাব ॥

প্রাণপাখি মনের আনন্দে ঠেকেছে পিরিতের ফান্দে
তবে কেন নিরানন্দে কেঁদে দিন কাটাই গো ॥

যে গুণে আনন্দ বাড়ে আদর করে রাখে ধারে
গুণ নাই আমি করজোড়ে চরণছায়া চাই গো ॥

হইতাম যদি গুণে গুণী পাইতাম গো সেই পরশমণি
করিমের দিনরজনী আর ভাবনা নাই গো ॥

.

১১১

যে দুঃখ অন্তরে গো সখি কওনও না যায়
আর কতকাল গাঁথব মালা প্রাণবন্ধুর আশায় গো
সখি কওনও না যায় ॥

আমার কুঞ্জে আসবে বলে গো আমি আছি তার আশায়
পুষ্পচন্দন ছিটাই কত ফুলের বিছানায় গো ॥

আসবে বলে আশা দিয়া গো বন্ধে আমারে কাদায়
না জানি কার কুঞ্জে থেকে কার আশা পুরায় গো ॥

দারুণ বসন্তকালে গো আমি মরি প্রেমজ্বালায়
কোকিলার কুহু রবে পোড়া প্রাণ পুড়ায় গো ॥

বাউল আবদুল করিম বলে গো আমি হইলাম নিরুপায়
দেশান্তরী করবে মোরে প্রাণের বন্ধুয়ায় গো ॥

.

১১২

সখি গো বন্ধু রে দেখিবার মনে চায়
দুঃখ রবে জন্মান্তরে যদি অদর্শনে প্রাণ যায়
বন্ধুরে দেখিবার মনে চায় ॥

অনেক দিন হয় বন্ধু ছাড়া হলেম পাগলিনীর ধারা গো
ভাঙা কপাল লয় না জোড়া হইলাম আমি নিরুপায় ॥

ভাইবন্ধু-পাড়াপড়শি সবার কাছে হইলাম দোষী গো
প্রাণবন্ধুরে ভালোবাসি প্রাণ সঁপিয়া রাঙা পায় ॥

আমায় করে কুলবিনাশী প্রাণবন্ধু হইল বিদেশী গো
একদিন তো দেখল না আসি কী সুখে মোর দিন যায় ॥

যার জ্বালা সে জানতে পারে অন্যে জানবে কেমন করে গো
পাই না তারে প্রাণবিদারী কাঁদি বসে নিরালায় ॥

প্রেম করা যে প্রাণে মরা আগে তো কইলায় না তোরা গো
ঘরে পোড়া বাইরে পোড়া পোড়ায় পোড়ায় দিন যায় ॥

প্রাণ হয়েছে উড়োপাখি কেমনে বুঝাইয়া রাখি গো
এইভাবে কতদিন থাকি করি আমি কী উপায় ॥

পিপাসী চাতকির মতো আর আশায় কাদিব কত গো
করিম কয় আমার মতো দুঃখী নাই আর এ ধরায় ॥

.

১১৩

মন কান্দে প্রাণ কান্দে গো, কান্দে আমার হিয়া
দেশের বন্ধু বিদেশ গেল আমারে ভুলিয়া গো ॥

বৈশাখ মাসেতে সই গো বৎসর নবীন
প্রেম করিলাম বন্ধুর সনে ছিল শুভদিন
জ্যৈষ্ঠ মাস ভালোই গেল কী বলিব আর
কুক্ষণে আসিল সই গো দারুণ আষাঢ় গো ॥

আষাঢ় মাসেতে সই গো দুঃখ এল মনে
আপন বন্ধে প্রেম করিল বিদেশীর সনে
শ্রাবণ মাসেতে বন্ধুর পাই না গো আর দেখা
অভাগিনী দিনরজনী বসে কাঁদি একা গো ॥

ভাদ্র মাসে ওগো সখি গাছে পাকা তাল
দুঃখের উপরে দুঃখ যৌবন হইল কাল
আশ্বিন মাসেতে সই গো বরিষা হয় শেষ
আমি রইলাম একাকিনী বন্ধুয়া বিদেশ গো ॥

কার্তিক মাসে গোয়ারাঙ্গী অগ্রহায়ণে ধান
গৃহস্থ ভাই মাঠে যায় আনন্দে গায় গান
পৌষ মাসে অভাগিনী কাঁদি নিরালায়
মাঘ মাসের দারুণ জারে ধরল কলিজায় গো ॥

ফাল্গুন মাসেতে সই গো কোকিল করে গান
অভাগিনীর বন্ধু গেল, গেল কুলমান
চৈত্র মাসেতে সই গো বৎসর পূরণ
করিমের মনের দুঃখ হইল না বারণ গো ॥

.

১১৪

পিরিতি মধুর মিলনে স্বর্গ শান্তি আসে
পোড়া প্রাণ জুড়াবে কিসে
বন্ধু নাই যার দেশে গো–
পিরিতি মধুর মিলনে ॥

সোনা বন্ধু আসিলে আমার বাড়ি থাকিলে
বনফুল তুলিয়া
বিনা সুতে হার গাঁথিয়া গলেতে পরাইয়া গো ॥

ফুল বিছানা সাজাইয়া আতর গোলাপ ছিটাইয়া
মোমবাতি জ্বালাইয়া
প্রেমের বালিশ প্রেমের তোষক মশারি টাঙ্গাইয়া গো ॥

বন্ধু আমার রসিক চান বাটাতে সাজাইয়া পান
লং এলাচি দিয়া
আদর করে বন্ধুর মুখে দিব পান তুলিয়া গো ॥

পাইলে সোনা বন্ধুরে সকল জ্বালা যায় দূরে
আদরে বসাইয়া
করিম কয় মরণ ভালো বন্ধুরে দেখিয়া গো ॥

.

১১৫

পিরিতি কি সকলে জানে
পিরিতি যার ফলে সিদ্ধি হয় দুই কুলে
অকূলে কূল মিলে বলে মহাজনে ॥

পিরিতি রতন জেনে করো যতন
মাশুক কী ধন আশেকে জানে
তয়মুসের বালিকা নামে বিবি জ্বলেখা
একদিন ইউসুফের দেখা পাইল স্বপনে ॥

স্বপনে দেখিল, রূপ নয়নে লাগিল
পাগল হয়ে গেল সেই রূপধ্যানে
পাগলিনীর প্রায় যথা তথা যেতে চায়
বাপে বেড়ি দিয়া রাখে সাবধানে ॥

পাগল হয়ে গেল হুঁশবুদ্ধি হারালো
নিদ্রা নাই আর দুই নয়নে
অঘোর চিন্তায় একদিন ধরিল নিদ্রায়
সেই রূপ এসে দেখা দিল স্বপনে ॥

জিজ্ঞাসা যায় করিয়া আকুল হইয়া
কাঁদো গো জ্বলেখা কী কারণে
ইউসুফ আমার নাম পরিচয় দিলাম
মিশরে বাড়ি আমি থাকি সেখানে ॥

স্বপন দেখিল বিবি ভালো হয়ে গেল
বিবাহ বসিতে কয় নিজের জবানে
স্বপনের ইশারা-মতে মিশরের ইউসুফের সাথে
শাদি বসিল বিবি আনন্দ মনে ॥

জুলেখা দেখে চাহিয়া মিথ্যা বলিয়া
এখনও ইউসুফ রহিল গোপনে
কাঁদে জ্বলেখায় জানি না কিসের দায়
দেশ-খেশ ছাড়াইয়া মারিলে প্রাণে ॥

স্বপনে আসিয়া গেল শান্তি দিয়া
উজিরের ঘরে থাকো যতনে ॥

উজিরের ঘরে থাকো আমারে মনে রাখো
দিন পুরিলে পাবে সামনে ॥

একদিন শোনে জ্বলেখায় মানুষে বলে যায়
চাঁদ উঠেছে যেমন জমিনে
বিদেশী এক সওদাগরে ইউসুফ নামে এক জনেরে
বিক্রি করতে আনিল এখানে ॥

জুলেখা শুনিয়া বলে ধনরত্ব দিয়া
ইউসুফকে কিনিব যতনে।
যদি ধনরত্নে না কুলায় আমি ইউসুফের পায়
বিকাইয়া যাব আমার জিয়ন-মরণে ॥

ইউসুফরে কিনিল সপ্তমখানা বানাইল
কত কিছু করিল ইউসুফের কারণে
জ্বলেখা যত চায় ইউসুফ দূরে দূরে পলায়
প্রেমের আগুন হয়ে দ্বিগুণ বাড়ে দিনে দিনে ॥

এত কাদা কাঁদিল নয়ন অন্ধ হইল
ছাই পড়িয়া গেল রূপযৌবনে
একদিন কর্ণে শুনিল ইউসুফ রাস্তায় চলিল
পড়িয়া রহিল ঘোড়ার সামনে ॥

ইউসুফে দেখিয়া জিজ্ঞাসা যায় করিয়া
রাস্তার উপরে গো বুড়ি কী কারণে
বলে জ্বলেখায় পড়ে আছি রাস্তায়
ইউসুফকে দেখিতে বাসনা মনে ॥

ইউসুফ পরিচয় পাইয়া জিজ্ঞাসা যায় করিয়া
এখনও কি সে কথা তোর রয়েছে মনে
জ্বলেখা বলে তার পরীক্ষা চাহিলে
হাতের চাবুক ধরো আমার মুখের সামনে ॥

পরীক্ষার লাগিয়া হাতের চাবুক নিয়া
ধরে ছিল জ্বলেখার মুখের সামনে
জ্বলেখা ইউসুফ ইউসুফ বলিয়া উঠিল কাঁদিয়া
হাতের চাবুকে গিয়া ধরিল আগুনে ॥

ইউসুফে দেখিয়া সাথি সঙ্গী নিয়া
প্রার্থনা করিলেন জ্বলেখার কারণে
দোয়া কবুল হইল জ্বলেখার দুঃখ দূরে গেল
সাজিল বুড়ি আবার নবযৌবনে ॥

নির্মল প্রেমে মজেছিল জগতে ধন্য রইল
প্রশংসা লেখিল কোরানে
আবদুল করিম বলে প্রেমে প্রাণ দিলে
ভয় কী রে জিয়ন-মরণে ॥

.

১১৬

কলসি লইয়া কে গো জল ভরিতে যাও
বারে বারে কেন তুমি ফিরে ফিরে চাও ॥

ভ্রমরের বর্ণ জিনি কালো মাথার কেশ
শ্যামল বরন রূপে পাগল করলা দেশ
ঠমকে ঠমকে হাঁট মুনির মন ভুলাও ॥

পরেছ নীলাম্বরি বাতাসে দোলায়
পরান কাড়িয়া নিলে চোখ ইশারায়
কেমনে পাব তোমায় আমায় বলে দাও ॥

তুমি আমার আমি তোমার দুইয়ে এক জোড়া
মধুভরা ফুল তুমি আমি ভ্রমরা
করিম তোমার প্রেমে মরা তুমি গো বাঁচাও ॥

.

১১৭.

সখি তোরা প্রেম করিও না পিরিত ভালো না
পিরিত করছে যে জন জানে সে জন পিরিতের কী বেদনা ॥

প্রেম করে ভাসল সাগরে অনেকে পাইল না কূল
জগৎ জুড়ে বাজে শোনো পিরিতের কলঙ্কের ঢোল
দিতে গিয়ে প্রেমের মাশুল মান-কুলমান থাকে না ॥

লাইলি-মজনু শিরি-ফরহাদ ওদের খবর রাখ
নিন ইউসুফের প্রেমে জ্বলেখার হয় কত পেরেশানিতে
নবির প্রেমে ওয়াসকরনি যার প্রেমের নাই তুলনা ॥

পিরিত পিরিত সবাই বলে পিরিতি সামান্য নয়
কলঙ্ক অলঙ্কার করে দুঃখের বুঝা বইতে হয়
কাম হইতে হয় প্রেমের উদয় প্রেম হইলে কাম থাকে না ॥

প্রেমিকের প্রেম-পরশে হয় শুদ্ধ প্রেমের উদয়
প্রেমিক যে জন সে মহাজন নাই তার ঘৃণা লজ্জা ভয়
বাউল আবদুল করিমে কয় অপ্রেমিকে বোঝে না ॥

.

১১৮

সরল তুমি শান্ত তুমি নূরের পুতুলা
সরল জানিয়া নাম রাখি সরলা ॥

যেদিন তোমারে প্রথম নয়নে হেরি
সেদিন হতে তোমার কথা ভাবনা করি
পাগল-বেশে ঘুরি ফিরি বাজাই বেহালা ॥

শুইলে তোমারে সদা স্বপনে দেখি
ঘুম ভাঙ্গিলে মনে হয় সকলি ফাঁকি
আমি তোমার ছবি আঁকি বসে নিরালা ॥

আমার হয়ে তুমি আমার কাছে আসিলে
আদর করে তোমাকে লইয়া কোলে
সুবাসিত বনফুলে পরাব মালা ॥

আমি তোমারে কী বলিব প্রিয়া
মনে রেখো গো তুমি আপন জানিয়া
করিমের খবর নিও থাকিতে বেলা ॥

.

১১৯

সরলা গো, কার লাগিয়া কী করিলাম
আপনার ধন হারাইয়া ধনের কাঙাল সাজিলাম ॥

ছেলেবেলা ছিলাম ভালো মনেতে আনন্দ ছিল
যৌবন আলো তার পরে পাইলাম
তোমারে আপন জানিয়া সঙ্গিনী করে নিলাম ॥

বুঝ মানে না পাগল মনে ঘুরলাম কত বনে বনে
কুলমানে জলাঞ্জলি দিলাম
সরল মনে দিয়া ব্যথা তোমারেও কাঁদাইলাম ॥

বাসনা কামনা নিয়া রিপুর বশে বশী হইয়া
এখন ভাবি কী করিলাম
বাউল আবদুল করিম বলে কই যাবো কেন আইলাম ॥

.

১২০

শাহজালালের আবাস ভূমি সিলেট জেলা হয়
এর লাগিয়া এই জেলারে জালালাবাদ সবে কয় ॥

ধান সরিষা পাট ফলে সিমেন্ট চুনাপাথর মিলে
সার ফলে গ্যাস মিলে চা পাতা সিলেটে হয় ॥

সিঙ্গেল পাথর বালু মিলে সিলেটেতে বাঁশ ফলে
ছাতকে পেপার মিলে পাবে তাহার পরিচয় ॥

সিলেটে ভাসা পানি বর্ষায় হয় নাও দৌড়ানি
মাছের ফলন ভালো জানি আছে অনেক জলাশয় ॥

নদীনালা খালে বিলে অনেক জাতের মাছ মিলে
বাউল আবদুল করিম বলে মাতৃভূমি স্বর্গময় ॥

.

১২১

ফুরু থাকতে যে খেইল খেলাইতাম
পুয়া-পুড়ি বইয়া হাততালি দিয়া
কেমন সুন্দর বিয়ার গান গাইতাম ॥

ধুলা-বালু লইয়া ঠুলি-ঠালি দিয়া
উন্দাল কাটিয়া রান্ধা বওয়াইতাম
বিরুন ভাত রানতাম দামান খাবাইতাম
তেনার কন্যা বানাইয়া দানে বিয়া দিতাম ॥

মামুর বাড়ি যাইতাম দুধ-কলা খাইতাম
রাইত অইলে নানির কোছো ঘুমাইতাম
লুকালুকি খেলাইতাম আমি যখন লুকাইতাম
তুকাইয়া না পাইলে টুলুক দিতাম ॥

বয়স যখন নয় দাঁত পড়বার সময়
কাউয়ায় দেখলে দাঁত উঠে না বিশ্বাস করতাম
পড়া দাঁত নিয়া নানিরে দেখাইয়া
কইলার তলে দাঁত গাড়িয়া থইতাম ॥

পানিতে লামিতাম সাঁতার খেলিতাম
সাঁতার শিখবার লাগি পোকড়া আম খাইতাম
আবদুল করিম বলে ইশকুলো গেলে
মাস্টরসাব মরবার লাগি দোয়া করিতাম ॥

.

১২২

যাও যদি আও দলে দলে উঠেছে বেলা
পয়লা ফাগুনে আইলো ধলের মেলা ॥

যাইতে মেলা বাজারে রাস্তাতে নদী পড়ে
আগে যারা রাস্তা ধরে যায় বড় ভালা ॥

ঠিক রাখিও মনের গতি জুয়া খেলায় দিও না মতি
ভাই রে ভাই দিনে ডাকাতি তিন তাসের খেলা ॥

দেখবে কত সার্কাসবাজী দেখলে মন হয় যে রাজি
হাতে যদি থাকে পুঁজি খাবে রসগোল্লা ॥

করিমের পয়সা নাই রসগোল্লা খাই না খাই
রস বিলাইতে আমি যাই ওগো সরলা ॥

.

১২৩

আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম
গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু-মুসলমান
মিলিয়া বাউলা গান ঘাটুগান গাইতাম ॥

বর্ষা যখন হইত গাজীর গাইন আইত
রঙ্গে-ঢঙ্গে গাইত আনন্দ পাইতাম
বাউলা গান ঘাটুগান আনন্দের তুফান
গাইয়া সারিগান নাও দৌড়াইতাম ॥

হিন্দু বাড়িত যাত্রা গান হইত
নিমন্ত্রণ দিত আমরা যাইতাম

কে হবে মেম্বার কে হবে গ্রামসরকার
আমরা কি তার খবর লইতাম ॥

বিবাদ ঘটিলে পঞ্চাইতের বলে
গরিব কাঙালে বিচার পাইতাম
মানুষ ছিল সরল ছিল ধর্মবল
এখন সবাই পাগল বড়লোক হইতাম ॥

করি ভাবনা সেদিন আর পাব না
ছিল বাসনা সুখী হইতাম
দিন হতে দিন আসে যে কঠিন
করিম দীনহীন কোন পথে যাইতাম ॥

.

১২৪

চাল ছানিত্ কামলা চাচা দিলায় না
মাইয়ে করলা মুরুগ জবো
আইয়া তুমি খাইলায় না ॥

চাইচ্চে হিদিন মুরুগ লইয়া
মাইর লগে ঝগড়া করিয়া
গোসা করি গেছইন কইয়া
তোমরার বাড়িত যাইতাম না।
বন্দেপাত্রে থাকি আমরা
ঝগড়া করলা তারা তারা
এই বিষয়ে ভালাবুরা
আমি কুন্তা জানি না ॥

আরিপরি মিইল্যা খাওন
ভালা-বুরায় খবর লওন
বেহুদ্দা ঝগড়া করন
ইতা আমি ভালা পাই না।
পারি না মাইরে বুঝাইয়া
তাইন কিছু বেনারাইয়া
যেছা একটা কথা লইয়া
ধরলে কথা ছাড়ইন না ॥

আমি ইতা কানো লই না
আনাকামে মাত্ বেশাই না
পরের কথায় ফাল মারি না
ঝগড়া ফসাদ ভালা না।
মন থাকি ইতা ছাড়ি দিও
করিমরে মন্দ কইও
বিয়ালে চাচা বেড়ানিত্ যাইও
দুইন্যাই বেটা কুন্তা না ॥

.

১২৫

পুরুষ : খালি বাড়ি থইয়া নাইওর যাইতে দিব না

নারী : তুমি ইতা কিতা কও, আমি কিছু বুঝি না
আষাঢ় মাসে নাইওর যাইতে কে করে মানা ॥
আদিলকিলা কথা কইলে গায়ে আমার আগুন জ্বলে
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাস আইলে কোন বেটি নাইওর যায় না
আষাঢ় মাসে নাইওর যাইতে কে করে মানা ॥

পুরুষ : তুমি আমি দুইজন মাত্র ঘর ভরা জিনিসপত্র
মোরগরে কে গুড়া দিত, আমি ইতা পারি না
খালি বাড়ি থইয়া নাইওর যাইতে দিব না ॥

নারী : আম খাইমু কাঁঠাল খাইমু নয়া একখান কাপড় পাইমু
ভাই-বইনরে দেইখ্যা আইমু আমার কি মনে চায় না?
আষাঢ় মাসে নাইওর যাইতে কে করে মানা ॥

পুরুষ : নাইওর যদি যাইতে চাও কুনদিন আইবায় কইয়া যাও
নারী : আনতে যদি তুমি না যাও আমি ইবার আইতাম না
আষাঢ় মাসে নাইওর যাইতে কে করে মানা ॥

.

১২৬

ও বুবাইজি আমার দুঃখ কার ঠাঁই গো কইতাম
তোমরা কি দোয়া কর অউলাখান দিন কাটাইতাম ॥

মা-বাপে বিয়া দিলা মান ইজ্জতর দায়
তাইন করইন আবুল-তাবুল মনে যেতা চায়
আমারে ঠেকাইছে আল্লায়
আমি কও কিতা করতাম ॥

আমারে হুনাইন না কুনতা মনে মনে ঘুরইন
বুঝর কথা কইলে আরো রাগ-গোসা করইন
পুয়া পুড়িরে মারইন-ধরইন
মনর ভাব কিতা বুঝতাম ॥

কাম না করি ভাত খাওয়া ওই যে মনোভাব
ইতা তো সংসারখান নষ্ট করবার স্বভাব

হেষে যদি পড়ে অভাব
মান ইজ্জত কি হারাইতাম ॥

বাউল আবদুল করিম বলে সবারে জানাই
কাম করো হালাল করে খাও দশ নউকর কামাই
থাকতে আমার তনু-তনাই
পরর হগ্‌দা কেনে খাইতাম ॥

.

১২৭

ভালা মানুষ পাগল হইলাম
বউ ঘরে আইন্যা
বিয়া করিলাম গো না জাইন্যা ॥

ভালা-মন্দ না বুঝিয়া
জমি বেইচ্যা করলাম বিয়া
পাঁচ ছেলে ছয় মাইয়া
ছোটলার নাম মইন্যা
বিয়া করিলাম গো না জাইন্যা ॥

বাড়ি ভরা পুয়া-পুড়ি
খাইতে শুইতে হুড়াহুড়ি
আগে করতাম বেটাগিরি
এখন চলি মাইন্যা
বিয়া করিলাম গো না জাইন্যা ॥

একা ছিলাম ছিলাম ভালো
বিয়ার কী দরকার ছিল

আমারেনু ভূতে পাইল
পরের কথা হুইন্যা
বিয়া করিলাম গো না জাইন্যা ॥

আবদুল করিম ভাবে এখন
আগের কথা করে স্মরণ
আমরা যখন ছিলাম দুইজন
এণ্ডা খাইতাম ভুইন্যা
বিয়া করিলাম গো না জাইন্যা ॥

.

১২৮

লাউ কুমড়া লাগাইও গো, ওগো ভাবী সময় আইছে
পেট ভরে খাইতে পারি না দুঃখে কি জান বাঁচে গো
ওগো ভাবী সময় আইছে ॥

পাই না আনাজ-তরকারি আকাল পড়ে গেছে
ফলাইয়া সব খাইতে হবে আগের দিন কি আছ গো ॥

মাছ মাংসের অভাব ছিল না দিন গেছে পাছে
দুই আনা দুধের সের বাড়িত আইন্যা দিছে গো ॥

দুধ-মাটার অভাব দেখিয়া ঘাসি-ঘি বারইছে
দুই আনার দুধ ছয়-সাত টেকা ভেজাল দিয়া বেচে গো ॥

আনারস কমলা লেবুর নামটি মাত্র আছে
আম-কাঠালের দামে যেন আগুন লাইগ্যা গেছে গো ॥

পিছের খান গনে না মানুষ টেকার তালে নাচে
টেকা-টেকা কইরা মানুষ পাগল হইয়া গেছে গো ॥

বাউল আবদুল করিম বলে আর কী হবে পাছে
জীবনে দেখছি না যে আল্লায় দেখাইতাছে গো ॥

.

১২৯

আল্লায় যেন কর্জের লাগি কেউর বাড়িত নেয় না
মজুরি করিয়া খাইমু ভাত যদি খাইতে পাই না ॥

আগে যে কর্জ আনতাম সুদ-বাট্টা দিতাম না
এখন বড় বেইজ্জতি সুদ লাগে তিন চাইর দোনা ॥

সময় মতো না দিলে আর মান ইজ্জত বাঁচে না
আর কিতা দেখাইবা আল্লায় আইছে কলির জমানা ॥

সাক্ষাৎ চাচার ঘরর ভাই চশম-ভরম করে না
যাই যদি কুন্তার লাগি কথা কয় উনা-হুঁকনা ॥

বাপর খালি জমিন থাকতে নিজর বুঝখান বুঝলাম না
সময় থাকতে এই বুঝখান আমারে কেউ দিল না
করিম কয় এখন বুঝি, এই বুঝ আগে ছিল না ॥

.

১৩০

রঙিন টাকা, ও রঙিলা টাকা রে
তুমি রঙে রঙে খেল
টাকা রে, তোমার যে ধন্য জীবন সবাই বাসে ভালো রে ॥

যার হাতে যাও তার কথা কও এই যে তোমার রীতি
টাকা রে, তোমার ভালোবাসা যেমন কালো মাইয়ার পিরিতি রে ॥

কত জ্ঞানী কত গুণী তোমার প্রেমে পড়ে
টাকা রে, তোমারে পাইবার আশায় কতকিছু করে রে ॥

তুমি যার কাছে থাকো তারে করো ধনী
টাকা রে, তোমারে না পাইলে যেমন মণিহারা ফণী রে ॥

তোমার ভক্ত এ সংসারে প্রতি ঘরে ঘরে
টাকা রে, ভক্তিপূর্ণ অন্তরে তোর আরাধনা করে রে ॥

মানুষ যারা দিছে তারা তোমার মুখে ছাই
টাকা রে, মিছা ভবে তোমায় নিয়া মাতালের বড়াই রে ॥

যে তোমায় ভালোবাসে না তারে কয় পাগল
টাকা রে, করিমের দেনার খাতায় হইল না উসল রে ॥

.

১৩১

আমি ঠেকলাম ভরের বুঝা লইয়া
দিবানিশি অবসর নাই জীবন ভরিয়া ॥

বার মাস কিন্যা খাই তেল আনলে কয় লবণ নাই
কী করে যে ইজ্জত বাঁচাই পাই না আর ভাবিয়া ॥

বউয়ের কী আমিরানা জর্দা ছাড়া পান খায় না
আমারে বিশ্বাস করে না নানান্তা যায় কইয়া ॥

আমারও দোষ আছে চিন্তা করে দেখি পাছে
ভালা মাথা পাগল হইছে ভবের নিশা খাইয়া ॥

পুয়ার বয়স ষোল্ল বছর পিন্দিতে চায় টেডি কাপড়
হে তো জানে না খবর খায় যে কই থাকিয়া ॥

একী জঞ্জালে পাইল দিনে দিনে দিন ফুরাইল
করিম কয় যারা গেল আইলো না ফিরিয়া ॥

.

১৩২

দিরাই থানায় বসত করি হাওর এলাকায়
অবস্থা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা দায় ॥

হাড়ভাঙা খাটনির বলে জমিতে যে ফসল ফলে
হয়তো নেয় বন্যার জলে নইলে নেয় খরায় ॥

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বছরে এক ফসল মিলে
সে ফসল নষ্ট হইলে প্রাণে বাঁচা দায় ॥

আসে যখন বর্ষার পানি ঢেউ করে হানাহানি
গরিবের যায় দিন রজনী দুর্ভাবনায় ॥

ঘরে বসে ভাবাগুনা নৌকা বিনা চলা যায় না
বর্ষায় মজুরি পায় না গরিব নিরুপায় ॥

বাউল আবদুল করিম ভাবে গরিব যারা ঠেকছে ভবে
বিপদে দরদি হবে মিলে না ধরায় ॥

.

১৩৩

চৈত্র মাসে বৃষ্টির জলে নিল বোরো ধান
ভেবে মরি হায় কী করি বাঁচে কি না প্রাণ ॥

হাওর এলাকায় থাকি আমরা কৃষাণ
হাড়ভাঙা পরিশ্রম করি ফলাই বোরো ধান
এসে বন্যার জল অকালে ডুবাইয়া নিল
হাওরের ফসল মানুষ হয়েছে পাগল
গরিবের নাই সহায় সম্বল বড়ই নিদান ॥

দারুণ সমস্যা এসে দাঁড়ালো হঠাৎ
ঘাস বিনে মরিবে গরু মানুষের নাই ভাত
বাড়ির ঘাটেতে পানি গরিবের ভাঙা ঘর
চালে নাই ছানি ভাবে দিন রজনী
কার দুঃখ কেবা শুনি সবাই পেরেশান ॥

স্ত্রী বলে, ওগো আমি বলো কোথায় যাই
লবণ মরিচ পিঁয়াজ রসুন কেরোসিন তৈল নাই
জানো তো খবর একেবারে ছিঁড়ে গেছে মোর
পরনের কাপড় এবার সমস্যা বিস্তর
স্বামী বলে, নৌকা নাই মোর বড়ই নিদান ॥

এই দেশেতে ফসল রক্ষা বড়ই বিভ্রাট
দেশের যত নদী নালা হয়েছে ভরাট

বৃষ্টি হইলে কূল ডুবাইয়া নদীর পানি
হাওরে চলে–ফসল নিল সমূলে
নদী খনন না হইলে নাই সমাধান ॥

যে পানিতে সোনার ফসল ডুবাইয়া নিল
স্বচক্ষে দেখেছো পানি কোন পথে আইলো
ফিরে আসবে বারেবার যমে চিনেছে বাড়ি
হও হুঁশিয়ার নইলে উপায় নাই যে আর
ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার খোঁজে নেও সন্ধান ॥

আর কোনো ভরসা নাই করি এক ফসল
বারে বারে নষ্ট করে এসে বন্যার জল
দুর্বলতা ছাড়ো বাঁচার জন্য কাজ করে যাও
নিজে যাহা পারো কোদাল শক্ত করে ধর
করিম বলে চেষ্টা করো হইবে কল্যাণ ॥

.

১৩৪

গানের ভিতর প্রাণের কথা বলবার মনে চায়
এই দেশের গরিব কাঙাল হলো নিরুপায় ॥

গণতন্ত্র সমাজতন্ত্রের শুনলাম কত গান
ধর্মের নামে অধর্ম তাই ঘটল অকল্যাণ
কত কিছু শুনি
আসলে দিনে দিনে বাড়ে পেরেশানি
জীবন নিয়ে টানাটানি প্রাণে বাঁচা দায় ॥

গরিব কৃষকের কথা কী আর বলি
মহাজনের ঋণ শোধিতে হয়ে যায় খালি
আছে নিদারুণ শোষণ
সুদ-ঘুষের কবলে পড়ে গরিবের মরণ
চলে যায় হাড়ভাঙা ধন মহাজনের গোলায় ॥

গ্রামের বিপন্ন মানুষ দিনমজুর যারা
অগাধ বর্ষার দিনে কী করবে তারা
যদি না খেয়ে মরে
শাসক হইবে দায়ী নিজের বিচারে
শান্তিতে এই দেশের মানুষ বেচে থাকতে চায় ॥

আবদুল করিম বলে আমার মন যাহা চায় গাই
আমি অতি মূঢ়মতি বিদ্যাবুদ্ধি নাই
আমি বাংলা মায়ের সন্তান
দেশকে ভালোবাসি বলে গাই স্বদেশী গান
শোষণহীন সমাজব্যবস্থা আমার মনে চায় ॥

.

১৩৫

ওরে চাষি ভাই, শক্ত হাতে লাঙ্গল ধরা চাই
যত্ন গুণে রত্ন ফলে পরিশ্রমে প্রাণ বাঁচাই ॥

উৎপাদনের প্রয়োজনে চলো এবার সর্বজনে
মাটির সনে মনেপ্রাণে আমরা করি লড়াই ॥

কৃষক মজুর সবাই মিলে আছি বাংলামায়ের কোলে
পরিশ্রমে সোনা ফলে তবে কেন দুঃখ পাই ॥

মাছ ফলাও গাছ লাগাও যত পারো শবজি ফলাও
পাট ফলাও তুলা ফলাও ধান সরিষা বুট কালাই ॥

কাজ করে যাও মনোবলে কৃষক মজুর তাঁতি জেলে
বাউল আবদুল করিম বলে এ ছাড়া আর উপায় নাই ॥

.

১৩৬

ও ভাই জোর জুলুমি ছাড়ো
মানুষ যদি হইতে চাও মানুষের সেবা করো ॥

স্রষ্টায় সৃষ্টি করেছে সবাই বলো স্রষ্টা আছে
পরিণাম রয়ে গেছে এখন যাহা করো
কলেমা নামাজ রোজা ইমান হইল বড়
ইমান যদি ঠিক না থাকে কিসের নামাজ রোজা করো ॥

মানুষ খোদার প্রিয় পাত্র তারে না ভাবিয়া মিত্র
টাকা পয়সা জমি জুত্র তাই ভেবেছ বড়
স্বার্থ নিয়া দলাদলি ভাইয়ে ভাইরে মারো
দুর্বলেরে দায় ঠেকাইয়া বলপূর্বক ডাকাতি করো ॥

আজ যা আছে কাল রবে না টাকা পয়সা যতই কও না
শক্তি বল যৌবন থাকে না অবশেষে মরো
মরলে কিছু সঙ্গে যায় না নিজেই বুঝতে পারো
তুমি বা কার কে-বা তোমার আগে নিজের বিচার করো ॥

মানুষ হওয়ার ইচ্ছা থাকলে মানুষের সেবা করিলে
বাউল আবদুল করিম বলে মানুষ হইতে পারো

হিংসা নিন্দা দিলের গুমান লোভ লালসা ছাড়ো
ছয় রিপুকে বাধ্য করে প্রেমবাজারে ব্যাপার করো ॥

.

১৩৭

জিজ্ঞাস করি তোমার কাছে বলো ওগো সই
এ জীবনে যত দুঃখ কে দিয়াছে বল তাই ॥

দোষ করিলে বিচার আছে সেই ব্যবস্থা রয়ে গেছে
দয়া চাই না তোমার কাছে আমার উচিত বিচার চাই
দোষী হলে বিচারে সাজা দিবা তো পরে
এখন মারো অনাহারে কোন বিচারে জানতে চাই ॥

এই কি তোমার বিবেচনা কেউরে দিলা মাখন ছানা
কেউর মুখে অন্ন জুটে না ভাঙা ঘরে ছানি নাই
জানো শুধু ভোগবিলাস জানো গরিবের সর্বনাশ
কেড়ে নেও শিশুর মুখের গ্রাস তোর মনে কি দয়া নাই ॥

তোমার এসব ব্যবহারে অনেকে মানে না তোমারে
কথায় কথায় তুচ্ছ করে আগের ইজ্জত তোমার নাই
রাখতে চাইলে নিজের মান সমস্যার করো সমাধান
নিজের বিচার নিজেই করো আদালতের দরকার নাই ॥

দয়াল বলে নাম যায় শোনা কথায় কাজে মিল পড়ে না
তোমার মান তুমি বোঝ না আমরা তো মান দিতেই চাই
তুমি আমি এক হইলে পাবে না কোনো গোলমালে
বাউল আবদুল করিম বলে আমি তোমার গুণ গাই ॥

.

১৩৮

ওরে মেলা দিতে জ্বালা কার মন্ত্রণা পাইলে
এই দেশে কেন বা তুই আইলে ॥

প্রথম ফাল্গুন মাসে আসিলে নবীন বেশে
ধনীরে ভালোবেসে গরিবরে কাঁদাইলে ॥

আছে যাদের টাকাকড়ি মেলায় যাবে তাড়াতাড়ি
গরিবের মাথায় বাড়ি পড়িয়া ভেজালে ॥

ঘরে বেটার খাওন নাই অতিথ আইল মেয়ের জামাই
কুলমানে দিতে ছাই বড়-ই সুযোগ পাইলে ॥

মেলা তোরে করি মানা এই বেশে তুই আর আসিস না
গরিবরে দুঃখ দিস না আবদুল করিম বলে ॥

.

১৩৯

দয়াময় নামটি তোমার গিয়াছে জানা
গরিব যারা হয় তারা কি তোমার নয়
তবে কেন দয়াময় দয়া হয় না ॥

থাকে ভাঙা ঘরে কত কষ্ট করে
অনাহারে মরে অন্ন জোটে না
হলে দারুণ ব্যাধি নাই তার ঔষধি
দারুণ বিধি তোমার ভাব বুঝি না ॥

কেহ ভিক্ষা করে ফিরে দ্বারে দ্বারে
তবু স্মরণ করে নাম ভোলে না
দীনহীন জনে ডাকে আকুল প্রাণে
দুঃখের আগুনে একটু জল ছিটাও না ॥

নিরুপায় যারা ডেকে ফিরে তারা
দাও না তুমি সাড়া, করো ঘৃণা
বুঝিলাম এখন গরিব তোমার দুশমন
কাঁদিয়া ডাকিলে যখন মন গলে না ॥

আবদুল করিম বলে তব দয়া হলে
অকূলে কূল মিলে দুঃখ রয় না
তুমি দয়ার সিন্ধু দাও না একবিন্দু
কাজে তুমি ধনীর বন্ধু, গরিবের না ॥

.

১৪০

ঈদ আসলে কি দুঃখ দিতে?
আপন পর বেছে নিলে আসলে না সবার বাড়িতে ॥

কেউ খাবে আজ মাখন ছানা কেউ করিবে আমিরানা
অনেকে খাইতে পাবে না কাঁদিবে মনের আঘাতে ॥

এত বৈষম্য কেন তুমি নি তার খবর জান?
নইলে আমার কথা মানে আসিও না এই দেশেতে ॥

কেউ হাসে কারো কাদা দেখে দুঃখ লাগে ভাঙাবুকে
আবদুল করিম মনের শোকে চায় তোমায় মন্দ বলিতে ॥

.

১৪১

মনের দুঃখ কার কাছে জানাই মনে ভাবি তাই
দুঃখে আমার জীবন গড়া তবু দুঃখরে ডরাই ॥

গরিবকুলে জন্ম আমার আজও তা মনে পড়ে
ছোটবেলা বাস করিতাম ছোট্ট এক কুঁড়েঘরে
দিন কাটিত অর্ধাহারে রোগে কোনো ঔষধ নাই ॥

একসঙ্গে জন্ম যাদের তেরশো বাইশ বাংলায়
আনন্দে খেলে তারা ইস্কুলে পড়িতে যায়
আমার মনের দুর্বলতায় একা থাকা ভালো পাই ॥

পিতামাতার ছেলে সন্তান একমাত্র আমি ছিলাম
জীবন বাঁচাবার তাগিদে প্রথম চাকুরিতে গেলাম
মাঠে থাকি গরু রাখি ঈদের দিনেও ছুটি নাই ॥

সবসময় গান গাইতাম মনের এই স্বভাব ছিল
আমাকে নয় গানকে তখন অনেকে বাসত ভালো
রাগ-রাগিনি ভালো ছিল রচনা করিয়া গাই ॥

চাকুরি তখন ছেড়ে দিলাম হাতে নিলাম একতারা
দিবারাত্র গান গাই লোকেলে বেসরা
উদাস মনের চিন্তাধারা মন যাহা চায় তাই গাই ॥

গ্রামের মুরুব্বি আর মোল্লা সাহেবের মতে
ধর্মীয় আক্রমণ এল ঈদের দিনে জামাতে
দোষী হই মোল্লাজির মতে পরকালেও মুক্তি নাই ॥

নিষেধ বাধা না মানিয়া কুলের বাহির হইলাম
একতারা সঙ্গে নিয়া ঘরবাড়ি ছেড়ে দিলাম
ঘর ছাড়া বাউল সাজিলাম সকলেরই করিম ভাই ॥

.

১৪২

সালাম আমার শহীদ স্মরণে
দেশের দাবি নিয়া দেশপ্রেমে মজিয়া
প্রাণ দিলেন যে সব বীর সন্তানে ॥

ভাষার দাবি লইয়া আপনহারা হইয়া
স্মৃতি গেলেন রাখিয়া বাঙালির মনে
সালাম বরকত জব্বার প্রিয় সন্তান বাংলার
ভুলিবার নয় ভুলিব কেমনে ॥

জন্ম নিলে পরে সবাই তো মরে
স্বাভাবিক মরা এই ভুবনে
দেশের জন্য প্রাণ যারা করে দান স্মরণ করি আজ ব্যথিত মনে ॥

জন্ম নিলে পরে সবাই তো মরে
স্বাভাবিক মরা এই ভুবনে
দেশের জন্য প্রাণ যারা করে দান
স্মরণ করি আজ ব্যথিত মনে ॥

লভিব অধিকার ঘুচাবো আঁধার
শপথ বারেবার মনপ্রাণে
আবদুল করিম বলে শোষণমুক্ত হলে
হাসি ফুটিবে সবার বদনে ॥

.

১৪৩

দারুণ দুর্ভিক্ষের আগুন
লাগলো কলিজায় রে
প্রাণে বাঁচা দায়
প্রাণে বাঁচা দায় রে ॥

এ দেশের দুর্দশার কথা
কহনও না যায়
পেটের ক্ষুধায় কত লোকে
লতাপাতা খায় রে ॥

এ দেশের গরিব কাঙাল
চেষ্টা করে বাঁচতে চায়
ভালো চাইলে মন্দ ফলে
কোন শয়তানে পথভোলায় ॥

জুলুমের বিরুদ্ধে যখন
জনতা রুখে দাঁড়ায়
দালালগোষ্ঠী নেমে আসে
বিভ্রান্তি ঘটায় রে ॥

বাউল আবদুল করিম বলে
ঠেকছি ভবযন্ত্রনায়
উচিত কথা বলি যদি
শোষক দলে চোখ রাঙায় ॥

.

১৪৪

কোন দেশে যাই বলো
সুখের আশায় দুঃখের বুঝা
বওয়া সার হইল ॥

ভাইরে ভাই, অবিচারে রাজ্য নষ্ট
জ্ঞানী গেছেন বলে
দেশ করেছে লক্ষ্মীছাড়া
স্বার্থভোগীর দলে
কত অঘটন ঘটাইল
ভালো করবে বলে মাথায়
কুড়ালি মারিল ॥

ভাইরে ভাই, সাবধানে চালাইও নৌকা
সত্যের হাল ধরিয়া
কত ভালোলোকের জাতি গেল
কুসঙ্গ করিয়া।
অমানুষে সোনার দেশে
এই দুর্দিন আনিল
এখনও সময় আছে
বিচার করে চল ॥

ভাইরে ভাই, বাউল আবদুল করিম বলে
আমার এই মিনতি
কু-মানুষের সঙ্গে কভু
করো না পিরিতি।
নিজের দেশের মানুষ তোদের
চিনা-জানা ভালো

দরদি সেজে যারা
তোদের কাছে এল ॥

.

১৪৫

বলো ভোট দিব আজ কারে?
ভোট দিব যে দেশের সেবক ভোট দিব না যারে-তারে ॥

যারা মোদের ভোট নিয়া ভোটের বলে নেতা হইয়া
গরিবের খুন বিকাইয়া নিজের স্বার্থ করে
এমন মানুষ যারা যারা এসেছে নজরে
ভোট দেওয়া তো দূরের কথা দেশের শত্রু বলি তারে ॥

দেশের সেবক হবে যারা ভোটের অধিকারী তারা
ধোকাবাজি করে যারা তারা থাকুক দূরে
মানুষ হয়ে মানুষের দরদ নাই যার অন্তরে
এই দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথায় ভুলিবে না এবারে ॥

আবদুল করিম বিনয় করে থাকবেন সবাই বুঝের ঘরে
ভোট দিবে না যারে-তারে প্রলোভনে পড়ে
নিজের দোষে দোষী হলে দোষ দিবা আর কারে
কত দুষ্ট লোক ইলেকশনে পাস করতে চায় টাকার জোরে ॥

.

১৪৬

মোদের কেউ নাই রে কৃষক মজুর ভাই
হাড়কুটা পরিশ্রম করি খাইতে নাহি পাই ॥

সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ সামন্তবাদ মিলে
দেশের সম্পদ লুটে নিল তিন ডাকাতের দলে ॥

উচিত কথা কইতে গেলে জেল জুলুমের ডর
পেটে ভাত রোগে ঔষধ নাই, পরার নাই কাপড় ॥

স্কুলেতে ধনীর ছেলে ধনীর পড়া পড়ে
গরিবের ছেলে মেয়ে অনাহারে মরে ॥

ডাক্তারখানায় ডাক্তারগণ আছেন দলে দলে
গরিব কি ঔষধ পাবে পয়সা ছাড়া গেলে ॥

কোর্ট-কাছারি খোলা আছে হইতেছে বিচার
গরিবে কি বিচার পাবে পয়সা নাই যাহার ॥

শোষিত গরিব যারা হলো নিরুপায়
শোষকের শোষণের পালা চলছে সর্বদায় ॥

দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে করিয়া কৌশল
বৎসরে বৎসরে আসে দারুণ বন্যার জল ॥

বাড়ি ভাঙে ফসল নেয় বন্যার পানি আসে
জোতদার সুদখোর মহাজন সুযোগ দেখে হাসে ॥

বাড়ি জমি অল্প দামে কিনবে মহাজন
সুদের বাধন গলে বাধবে গরিব কৃষকগণ ॥

খাজনা-ট্যাক্সের চাপ দিয়েছে চেয়ারম্যান তহশিলদার
লোটা বাটি ক্রোক করে উপায় নাই তো আর ॥

শোষকের ইমারত গড়তে নেতারা পাগল
রঙবেরঙে বের হয়েছে ভোটশিকারী দল ॥

কেহ বলে জাগো বাঙালি উড়াও জয় নিশান
কেহ বলে ধর্ম গেল জাগো মুসলমান ॥

কৃষক মজুরের কেহ গায় গুণগান
আসলে ধাপ্পাবাজি ভোট নেওয়ার সন্ধান ॥

বাউল আবদুল করিম বলে সূক্ষ্ম রাস্তা ধরো
শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে বাঁচার উপায় করো ॥

.

১৪৭

পল্লীগ্রামের কবি আমি পল্লীর গান গাই
স্বাধীন দেশে শোষণমুক্ত সমাজ গড়তে চাই
তাই তো মনে পড়ে ॥

মনে পড়ে, বারেবারে ভুলিতে না পারি
শোষক আর শোষিতে লাগিল মারামারি
জাগো সর্বহারা ॥

সর্বহারা, শোষিত যারা আমরা ভাই ভাই
এবার করিতে হবে মুক্তির লড়াই
মানুষ মুক্তির তরে ॥

মুক্তির তরে, চলছে জোরে জীবন করে পণ
দেশে দেশে চলছে রোষে মুক্তিযুদ্ধের রণ
মুক্তির আলোকে ॥

মুক্তির আলোকে, লাখে লাখে লড়ছে বীরের দল
সমাজতন্ত্রের ঝড় উঠেছে হইয়া প্রবল
সারা বিশ্বজোড়া ॥

বিশ্বজোড়া, সর্বহারা জাগিল এবার
শোষকের ইমারত ভেঙে হবে চুরমার
অতি তাড়াতাড়ি ॥

তাড়াতাড়ি, নাই দেরি শোনো সমাচার
জনসমুদ্রে এল বিপ্লবী জোয়ার
শোষকের বাঁধ ভাঙিয়া ॥

বাঁধ ভাঙিয়া, চলছে ধাইয়া সারা দুনিয়ায়
আফ্রিকা এশিয়া এবং লেটিন আমেরিকায়
এবার পাকিস্তানে ॥

পাকিস্তানে, শোষকগণে বিপদ দেখিয়া
আইয়ুব-মোনায়েমকে নিল সরাইয়া
বসে গোলটেবিলে ॥

গোলটেবিলে, সবে মিলে পরামর্শ করে
আইয়ুবের আসনে বসায় ইয়াহিয়ারে
অতি কৌশল করে ॥

কৌশল করে, ইয়াহিয়ারে সামনে এনে ধরে
পুরান মদ নতুন বোতলে দিল ভরে
নতুন রঙ ধরিল ॥

রঙ ধরিল, আশা দিল গণতন্ত্র দিবে
এবার ভাবছে ভোটের ফাঁদে মোদেরে ঠেকাবে
খালি ধোঁকাবাজি ॥

ধোঁকাবাজি, কী কারসাজি দেখ না ভাবিয়া
ভোটের মাঠে নেমে গেল সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়া
যারা ভোটশিকারী ॥

ভোট শিকারী, তাড়াতাড়ি দেরি না করিয়া
ভোটের বাজার গরম করল ঢাক-ঢোল পিটাইয়া
দালাল টাউট যারা ॥

দালাল যারা, এবার তারা মহা সুযোগ পাইয়া
দেশদরদি সাজল তারা স্বার্থের ছালা লইয়া
পকেট গরম হইল ॥

গরম হইল, লেগে গেল ভোটের লড়াই
কেউ বলে বাঙালি জাগো স্বাধীন বাংলা চাই
লাগল মারামারি ॥

মারামারি, ঢাকার বুকে ভোটার লিস্টি লইয়া
বিহারী আর বাঙালিতে রায়ট গেল হইয়া
বাজার জমল ভালো ॥

জমল ভালো, নৌকায় দিল রঙিন বাদাম
শেখ মুজিব টাইটেল পাইলেন বঙ্গবন্ধু নাম
মনে আশা ছিল ॥

আশা ছিল, পূর্ণ হইল বাড়লো মনোবল
ধর্মের জিকির লয়ে হাজির হলেন আরেক দল
ও ভাই ধর্ম গেল ॥

ধর্ম গেল, সমাজতন্ত্র আসে যদি ভাই
সমাজতন্ত্রের মধ্যে কোন ধর্মাধর্ম নাই
আসবে দুর্নীতি ॥

দুর্নীতি, হবে ক্ষতি ধর্ম রবে না
তারা আরম্ভ করলেন এসব তালবাহানা
গরিবের উপায় নাই আর ॥

উপায় নাই আর, বাঁচার জোগাড় নাই কোনো মতে
গরিবের উপায় কেবল জীবনরক্ষার পথে
বলছেন ধর্ম রয় না ॥

ধর্ম রয় না, মাখন ছানা ধনী যদি খায়
গরিব মরে অনাহারে ধর্মে ভালো পায়
বড় মজার ব্যাপার ॥

মজার ব্যাপার, ধনতন্ত্রের নীতি থাকলে পরে
ধর্ম বড় তাজা থাকে আমেরিকার জোরে
এই তো মূলমন্ত্র ॥

মূলমন্ত্র, সমাজতন্ত্র আসে যদি ভাই
ধনীদের চলে যাবে জীবনের কামাই
তাইতো মাথায় বাড়ি ॥

মাথায় বাড়ি, মারামারি যার-তার স্বার্থ নিয়া
ভোট শিকার করিবে এবার ধর্মের ভাওতা দিয়া
এই তো মূল কথা ॥

মূল কথা, ধর্মের ভাওতা তাহার লাগিয়া
কেহ এলেন লেলিনবাদের মুখোশ পরিয়া
তারা কৃষক দরদি ॥

কৃষকদরদি, মজুরদরদি লীলার অন্ত নাই
তারা বলে ভোট দাও সংগ্রাম করতে যাই
গিয়া এ্যাসেমব্লিতে ॥

এ্যাসেমব্লিতে, শোষকের সাথে করিব সংগ্রাম
এজন্য আমরা এবার ভোটে দাঁড়াইলাম
বলছেন কৌশল করে ॥

কৌশল করে, জোরেসোরে দাদা বড় মুনি
পাহাড়েতে বাঁশ কাটেন বাড়ি থেকে শুনি
খালি ধোকাবাজি ॥

ধোঁকাবাজি, মূল পুঁজি ভোট নেওয়া ভাই
ভোট শিকারীর পথেরে গরিবের মুক্তি নাই
দেখ ইতিহাসে ॥

দেখ ইতিহাসে, মুক্তি আসে কোন পথে ভাই
ধোকাবাজের সঙ্গ ছাড়ো নইলে মুক্তি নাই
একমাত্র বিপ্লব ছাড়া ॥

বিপ্লব ছাড়া, সর্বহারা বাঁচার উপায় নাই
তিন ডাকাত হয় দেশের কর্তা জানোতো সবাই
বড়টা সাম্রাজ্যবাদ ॥

সাম্রাজ্যবাদ, বড় প্রমাদ সকলেরই জানা
মধ্যম জন শহর বন্দরে করে আমিরানা
ধনের মালিক হইয়া ॥

মালিক হইয়া, মানুষ লইয়া পুতুল খেলা খেলে
কৃষক-মুজুরের রক্ত টানে পূজির বলে
পরে ছোটো জনে ॥

ছোট জনে, নিশিদিনে করতেছে শোষণ
আমলা মুৎসুদ্দি আর জোতদার মহাজন
তার শোষণেতে ॥

শোষণেতে, কোনো মতে বাঁচার নাই জোগার
দিবানিশি সার করেছে জুলুম অত্যাচার
দুঃখ কইতে নারি ॥

কইতে নারি, সইতে নারি এ কী জ্বালাতন
তার হাতে গ্রাম বাংলার গরিবের মরণ
গরিব ঠেকছে ফেরে ॥

ঠেকছে ফেরে, বাঁচবে নারে টাকা আছে যার
মানুষ মারার কল-কৌশল সকলেই যে তার
সে শাসন ক্ষমতায় ॥

শাসন ক্ষমতায়, আছে সদায় নানা রঙ্গ ধরে
মেহনতি মজুরকে সে পশুর মত মারে
স্বার্থের আঘাত হইলে ॥

স্বার্থের আঘাত হইলে, সে মারিলে নাই কোনো বিচার
তার হাতে শাসনক্ষমতা সকলেই যে তার
এবার রুখতে হবে ॥

রুখতে হবে, বাঁচতে হবে সবারে জানাই
শোষণমুক্ত না হইলে শান্তির আশা নাই
জাগো সর্বহারা ॥

.

১৪৮

বলো স্বাধীন বাংলা মোদের
মাতৃভূমির জয়
প্রাণপণে প্রতিজ্ঞা কর
ছেড়ে দাও মরণের ভয় ॥

পাকিস্তান আসার পরে
যা ঘটিল তেইশ বৎসরে
মনের দুঃখ বলবো কারে
এই দুঃখ আর বলবার নয়।
আজও তারা শক্তির বলে
দারুণ শোষকের দলে
বিনাশিতে চায় সমূলে
আর বা কত প্রাণে সয় ॥

বাঙালি যুবকের দল
চল মুক্তির সংগ্রামে চল
তোরাই দেশের সহায়-সম্বল
পাছে হটার সময় নয়।
ধরো ধরো অস্ত্র ধরো
বাংলা মোদের মুক্ত করো
মনের দুর্বলতা ছাড়ো
আমাদের জয় সুনিশ্চয় ॥

ভেবেছিল শত্রু দলে
জুলুম অত্যাচারের বলে
রাখিবে পায়ের তলে
মনিব রবে সব সময়।
বীর বাঙালি বীরবিক্রমে
জেগে উঠল ধরাধামে
ইয়াহিয়া ছিল ভ্রমে
পেয়েছে ঠিক পরিচয় ॥

শপথ নেও বাঙালি যত
বাঁচলে বাঁচব বাঁচার মতো
আর আমরা হবো না নত
যদি হয় বিশ্বপ্রলয় ॥

কত ভাই বোন মুক্তির তরে
প্রাণ দিয়েছে অকাতরে
চিরদিন কেউ বাঁচে না রে
বাউল আবদুল করিম কয় ॥

.

১৪৯

বাংলা স্বাধীন হইল রে বীর বাঙালি ভাই
শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা চাই ॥

স্বাধীন হবে সুখে রবে বাংলা মায়ের সন্তান
এর জন্যে দিয়েছে কত লক্ষ লক্ষ প্রাণ ॥

কত নারী হলো স্বামীহারা ঝরে চোখের জল
পুত্রহারা হয়ে কত মা হলেন পাগল ॥

শোষিত বাঙালি আর ভুলবে না কখন
এই দেশে শাসনের নামে চলবে না শোষণ ॥

রক্তের বিনিময়ে এলো বাংলার স্বাধীনতা
ভুলিব না ভুলিবার নয় অন্তরের ব্যথা রে ॥

বাংলা মোদের জন্মভূমি রে বাংলা মোদের দেশ
বাংলা মায়ের সেবা করে হোক না জীবন শেষ ॥

রাখতে বাংলার স্বাধীনতা রাখতে বাংলার মান
ধন্য তারা দিল যারা দেশের জন্য প্রাণ ॥

বাংলার সার্বভৌমত্ব রাখতে যদি চাও
শোষণের বিরুদ্ধে সবাই এক হয়ে দাঁড়াও ॥

স্বাধীন মাতৃভূমি মোদের স্বর্গ মনে করি
বাউল আবদুল করিম গায় স্বাধীন বাংলার জারি ॥

.

১৫০

আমি বাংলা মায়ের ছেলে
জীবন আমার ধন্য যে হায়
জন্ম বাংলা মায়ের কোলে ॥

বাংলা মায়ের মুখের হাসি
প্রাণের চেয়ে ভালোবাসি
মায়ের হাসি পূর্ণ শশী
রত্নমানিক জ্বলে।
মায়ের তুলনা কি আর
ধরণীতে মিলে
মা আমার শস্যশ্যামলা
সুশোভিত ফলে-ফুলে ॥

গাছে গাছে মিষ্ট ফল
মাঠে ফলে সোনার ফসল
রয়েছে সুশীতল জল
নদী-নালা খাল-বিলে
কোকিল ডাকে কুহু স্বরে
বুলবুল নাচে ডালে
শুক-সারি গান গায়
মা যেন থাকেন কুশলে ॥

বাউল আবদুল করিম বলে
জীবন লীলা সাঙ্গ হলে
শুয়ে থাকব মায়ের কোলে
তাপ-অনুতাপ ভোলে।
মাকে ভুলে না মায়ের
খাঁটি সন্তান হলে

মা বিনে আর কী আছে তার
সুখে দুঃখে মা-মা বলে ॥

.

১৫১

এসো প্রাণ খুলে মিলে সকলে
গাই রে বাংলার গুণগান
গাই রে বাংলার গুণগান ॥

বাংলা মোদের মা জননী
আমরা ভাই ভগিনী
ভেদ নাই হিন্দু মুসলমান
বাঙালি বাংলা জবান ॥

শোষণের বিরুদ্ধে ভাই
প্রাণপণে করে লড়াই
গেল লক্ষ লক্ষ প্রাণ
চাই বাংলা মায়ের কল্যাণ ॥

শান্তিকামী বাংলাবাসী
সবার মুখে ফুটুক হাসি
শোষণের হোক চির-অবসান
এ আদর্শ সামনে রেখে হও আগুয়ান ॥

জন্ম নিয়ে ইহলোকে
মানুষের দুঃখ দেখে
আবদুল করিম মনের শোকে ম্রিয়মাণ
চায় সদা শান্তি, সমাজবিধান ॥

.

১৫২

নাইয়া রে, বাংলার নাও সাজাইয়া যাব আমরা বাইয়া
মোদের গতি রোধ হবে না ঢেউ তুফানের ভয় রাখি না
থাকিতে সুজন নাইয়া যাব আমরা বাইয়া ॥

নাইয়া রে, স্বাধীন বাংলার সারি গেয়ে রঙিন পাল উড়াইয়া
কৃষক মজুর সবাই মিলে বাও নৌকা কৌতূহলে
সত্যের হাল রাখিয়া ॥

নাইয়া রে, পূর্বে রবি রাঙা ছবি উদয় গেল হইয়া
সোনার বাংলা গড়তে এবার কৃষক মজুর হও হুঁশিয়ার
যাইও না ভুলিয়া ॥

নাইয়া রে, সাগর পাড়ি দিয়ারে নাও কিনারা ভিড়াইয়া
বাউল আবদুল করিম বলে হাসবো একদিন সবাই মিলে
পরান খুলিয়া ॥

.

১৫৩

শোষক তুমি হও হুঁশিয়ার চল এবার সাবধানে
তুমি যে রক্তশোষক বিশ্বাসঘাতক তোমারে অনেকে চিনে ॥

প্রাণে আর ধৈর্য মানে না দেখে তোর নীতি বিধান
মুসলিম লীগ নাম ধরিয়া গড়েছিলে পাকিস্তান
ভিতরে ঢুকিল শয়তান গরিবকে মারলে প্রাণে ॥

স্বার্থসিদ্ধি করবে বলে করেছিলে শয়তানি
না বুঝিয়া ভাইয়ে ভাইয়ে করেছি হানাহানি
কণ্ঠাগত হলো প্রাণী তোমার নিষ্ঠুর শোষণে ॥

মুসলিম লীগের নাও ডুবাইয়া যুক্তফ্রন্টে আসিলে
আইয়ুবের ছত্রচ্ছায়ায় বেশ কয়েকদিন কাটাইলে
তারপরে ইয়াহিয়ার কোলে ছিলে অতি সন্ধানে ॥

বাংলা স্বাধীন হইলে পরে আবার দেখি তোমারে
বাঙালির দরদি সেজে আসলে তুমি ছল করে
আর কী করবে তাহার পরে ভাবতেছি মনে মনে ॥

বড় শয়তান সাম্রাজ্যবাদ নতুন নতুন ফন্দি আঁটে
মধ্যম শয়তান পুঁজিবাদ বসে বসে মজা লোটে
সামন্তবাদ জালিম বটে দয়া নাই তাহার মনে ॥

তিন শয়তানের লীলাভূমি শ্যামল মাটি সোনার বাংলার
গরিবের বুকের রক্তে রঙিন হলো বারেবার
সোনার বাংলা করলো ছারখার সাম্রাজ্যবাদ শয়তানে ॥

স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে মজা মারলো শোষকে
এখন সবাই বুঝতে পারে চাবি ঘুরছে কোন পাকে
মধু হয় না বল্লার চাকে বাউল আবদুল করিম জানে ॥

.

১৫৪

খবর রাখনি
উন্দুরে লাগাইছে শয়তানি ॥

চাটি কাটে পাটি কাটে কাপড় চোপর আর
দিন রাত ঘরের মাঝে উন্দুরের দরবার ॥

বাড়িত কাটে বাড়ির বস্তু ক্ষেতে কাটে ধান
ঘরের ধন বাইরে নেয় ঘটাইছে নিদান ॥

ধান খায় চাউল খায় কাটে ঘরের বেড়া
কাটতে কাটতে গৃহস্থেরে করে বাড়ি ছাড়া ॥

বাউল আবদুল করিম বলে উন্দুর আছে ঘরে
বিলাইয়ে ধরে না উন্দুর দুঃখ বলব কারে ॥

.

১৫৫

কেবা শত্রু কেবা মিত্র
বুঝে উঠা দায়
তাই তো দেশের অবনতি
সাধুর নিশান চোরের নায় ॥

স্বার্থপর শত্রুদলে
দেশে দিছে আগুন জ্বেলে
উচিত কথা বলতে গেলে
তারা আবার চোখ রাঙায় ॥

কেউ হইল কালোবাজারি
কেউ করতেছে মজুতদারি
কেউ করতেছে রিলিফ চুরি
যে যেভাবে সুযোগ পায় ॥

শান্তি পেতে আশা করি
আসলে বিপাকে পড়ি
স্বার্থ নিয়ে মারামারি
শেষ হয় না তাদের বেলায় ॥

গরিবের প্রশ্নই নাই
বাঁচি কি-বা মরিয়া যাই
আবদুল করিম বলে রে ভাই
সোনা বর্ষে সোনার গায় ॥

.

১৫৬

গরিবের দুঃখের কথা
কেউ শোনে না
অরণ্যে রোদন বৃথা
বুঝিয়াছি তার নমুনা ॥

সমাজের নাই সুব্যবস্থা
গরিবের নাই বাঁচার রাস্তা
চৌদিকে পরেছে খাস্তা
হারালেম ষোলো আনা ॥

সুবিধাবাদি ধনী যারা
ভবের মজা মারছে তারা
ব্যক্তিস্বার্থে আত্মহারা
অন্য কিছু বোঝে না ॥

গরিবের রক্ত খেয়ে
নিশাতে বিভোর হয়ে
লোভ-লালসা বুকে নিয়ে
ঘুরছে সদায় দেওয়ানা ॥

মাংস খাওয়ার সুযোগ পাইলে
ভিড় জমায় শকুনের দলে
ঘটাইয়াছে কালে কালে
মানুষের এই লাঞ্ছনা ॥

আবদুল করিম চিন্তা করে
ঘুরলাম কত ধোকায় পড়ে
মানব রূপে রাক্ষস ঘোরে
সকলে তা চিনে না ॥

.

১৫৭

গরিবের কী মান-অপমান দুনিয়ায়?
গরিবের নাই স্বাধীনতা পরাধীন সে সর্বদায় ॥

ভোট নেওয়ার সময় আসিলে নেতা সাহেব তখন বলে
এবার আমি পাস করিলে কাজ করবো গরিবের দায়
পরে লাইসেন্স পারমিট দেওয়া ধনীর বাড়ি খাসি খাওয়া
সালাম দেওয়া নৌকা বাওয়া এইমাত্র গরিবে পায় ॥

অস্থিচর্ম সার হয়েছে রক্ত মাংস চলে গেছে
প্রাণটি শুধু বাকি আছে কখন জানি চলে যায়

আবদুল করিম ভাবছে মনে কার দুঃখ কেবা শোনে
স্বার্থের ব্যাপার যেখানে দয়ামায়া নাই সেথায় ॥

.

১৫৮

বেহেস্ত ধনীর জন্য রয় গরিবের নাই অধিকার
স্বচক্ষে দেখিলাম যাহা—গরিব হলে দোযখ তাহার ॥

গরিবের নাই পাকাবাড়ি চেয়ার-টেবিল-টোল-আলমারি
গরিবের নাই পালঙ পিড়ি ভাঙা ঘর ভাঙা যে দ্বার ॥

সাহেব বাবু গরিবরা নয় কুলি-মজুর গরিবরা হয়
দুঃখ কষ্ট গরিবে সয় করে না জুলুম অত্যাচার ॥

ধনীদের আমিরানা বলেন গরিব ভালো না
হারাম-হালাল বোঝে না ধার ধারে না নামাজ-রোজার ॥

গরিব হয় খোদার দুশমন, না হলে কি এই জ্বালাতন?
আবদুল করিম বলে রে মন টাকা ভবে হয় মূলাধার ॥

.

১৫৯

ভোট দিবায় আজ কারে?
ভোটশিকারি দল এসেছে নানা রঙ্গ ধরে
ভোট দিবায় আজ কারে ॥

দেশে আইল ভোটাভুটি পরে হবে বাটাবাটি
তারপরে লুটালুটি যে যেভাবে পারে ॥

কেউ দিতেছে ধর্মের দোহাই কেউ বলে সে গরিবের ভাই
আসলে গরিবের কেউ নাই গরিব ঠেকছে ফেরে ॥

কেহ বলে ধন্য আমি, আমি দেশের মঙ্গলকামী
দেশ হবে পবিত্রভূমি, ভোট যদি দাও মোরে ॥

যার-তার ভাবে বলাবলি করছে কত গালাগালি
স্বার্থ নিয়া ঠেলাঠেলি বুঝবায় কয়দিন পরে ॥

নিজের জ্ঞান থাকে যদি বুঝে নেও তার গতিবিধি
শোষকের প্রতিনিধি মালা পরাও যারে ॥

আবদুল করিম কয় ভাবিয়া ভালো মন্দ না বুঝিয়া
অনর্থ বিভ্রান্ত হইয়া গরিব কাঙাল মরে ॥

.

১৬০

ধর্মাধর্ম নাই রে শোষকের নাই বিবেচনা
লোভ লালসা বুকে নিয়া ঘুরেছে দেওয়ানা রে ॥

মুসলমানে সুদ খায় না কোরানেতে মানা
নয়া মুসলমান হইলে গরু খায় তিনদুনা রে ॥

সুদখোর ঘুষখোর মজুতদারের কত আমিরানা
নিদারুণ শোষকের দেশে গরিব আর বাঁচবে না রে ॥

গরিব মরে অনাহারে রুজি-রোজগার পায় না
শতকরা আশি ঘরের লাগিয়াছে কিনা রে ॥

বাউল আবদুল করিম বলে উপায় আর দেখি না
দিনে দিনে বাড়ে আগুন জল দিলে নিভে না রে ॥

.

১৬১

মাগো আমি কিসে দোষী?
গরিবের দুঃখ বুঝি বলে মা গরিব কে তাই ভালোবাসি ॥

তোমার গর্ভে জন্ম সবার ছেলে মেয়ে সবই
তোমার তোমার কাছে সমান অধিকার পাইতে প্রত্যাশী
একি মা তোর উচিত বিচার মা তোমায় জিজ্ঞাসী
কেউরে দিলি মাখনছানা–কেউ কেন মা উপবাসী ॥

ধনী মানী ভবে যারা শাসন-শোষণ করে তারা
তাইতো কেউ সর্বহারা কেউ যে স্বর্গবাসী
এ কি মা তোর ভালোবাসা ওগো সর্বনাশী
গাইতে দিলি আমারে মা গরিবের বারোমাসি ॥

এমন দিন মা আসবে কবে সকল বন্ধন খসে যাবে
এক যোগে ফুটে উঠবে সবার মুখে হাসি
করিম বলে বাঁচতে দে মা দাও না যদি বেশি
বাঁচার অধিকার নিয়ে মা লড়াই করছি দিবানিশি ॥

.

১৬২

অভাবে পড়িয়া কাঁদে মনপাখি আমার
ভাব নাই মনে নিশিদিনে ভাবিতেছি অনিবার ॥

ভাবিলে কী হইবে লাভ চৌদিকে পড়েছে অভাব
দুঃখের কথা কী বলিব আর
স্বার্থ নিয়া ব্যস্ত সবাই কে দুঃখ শুনিবে কার ॥

অসতের মাত্রা বেড়েছে সতোর অভাব পড়েছে
অভাব পড়ল মানবতার
রক্ষক ভক্ষক সেজেছে মিলে না আমানতদার ॥

'হুজুর' বলে ঘুষ খাইলে, সুদ খাইলে মহাজন বলে
জামানার হাল চমৎকার
কী করিব কোথায় যাব ভেবে করিম বেকারার ॥

.

১৬৩

কর্মফেরে বারে বারে ঘোর আঁধারে পড়ে যাই
আমরা দেশের মজুর চাষি স্বাধীনতা নাই ॥

আড়ইশত বৎসর গেল ব্রিটিশের শাসনে ভাই
ব্রিটিশ গেল স্বরাজ এলো গরিবের কপালে ছাই ॥

পথ ভুলিয়া ধর্ম নিয়া মারামারি লেগে যাই
দুইয়েরই হইল ক্ষতি কার দুঃখ কারে জানাই ॥

মুসলিম লীগ হয়ে যখন পাকিস্তানি স্বাধীন পাই
শাসন-শোষণ করতে তখন আসিলেন মুসলমান ভাই ॥

খ্রিস্টান গেল মুসলিম এলো কাজে কোন প্রভেদ নাই
মুসলিম লীগের ভাঙা লেন্টন তখন যে আমরা নিভাই ॥

কাড়াকাড়ি মারামারি চলিল স্বার্থের লড়াই
সামরিক শাসনে তখন আরো দশ বৎসর কাটাই ॥

তারপরে ইয়াহিয়া এলো দাজ্জালের ছোটো ভাই
লাখো লাখো মানুষ মারে মা-বোনের আর ইজ্জত নাই ॥

মুজিবের নেতৃত্বে তখন চলিল পাল্টা লড়াই
মানুষের নয় শোষিতের নয় বাংলার স্বাধীনতা পাই ॥

জন্ম নিয়েছি যখন সবাই মিলে বাঁচতে চাই
করিম কয় দুঃখের বিষয় গরিবের গান আমি গাই ॥

.

১৬৪

কৃষক মজুর পড়েছে ঘোর আঁধারে
কী করা যায় উপায় বুদ্ধি
মিলে না আর বিচারে ॥

সুদখোর ঘুষখোর মজুদদারের
দালাল টাউট বাটপারে
আগুন দিয়াছে মোদের ঘরে
তারা হয়েছে বাবু
গরিবকে করেছে কাবু
বিনয়ে মানে না তবু
মরারে আরো মারে ॥

দিন হতে দিন আসে কঠিন
এইভাবে আর বাঁচব কয়দিন
আবদুল করিম ভাবতেছে অন্তরে

হয়ে গেলাম নিরুপায়
দুঃখের বোঝা বাড়ছে সদায়
পড়েছি শয়তানি ধোকায়
তিন শয়তানের বাজারে ॥

.

১৬৫

গরিব বাঁচবে কেমন করে কার কাছে তা জিজ্ঞেস করি
গরিবের বাঁচার সম্বল নাই ধনীরা স্বার্থের পূজারি ॥

হাওরেতে জমি নাই অনেকের নাই ভিটে বাড়ি
দিনরাত মজুরি খেটে তবু অনাহারে মরি ॥

কৃষক মজুরের সমস্যা বাড়ছে অতি তাড়াতাড়ি
অল্প জমির মালিক যারা তারা হবে দীন ভিখারি ॥

ক্ষেত খামার কলকারখানায় হাড়ভাঙা পরিশ্রম করি
তার উপর জুলুম অত্যাচার মুখ খোলে না বলতে পারি ॥

খরচ বিনা বিচার পাই না কোর্টে যদি মামলা করি
আইন আদালত গরিবের নয় মিছে এ ভরসা করি ॥

ঔষধ ডাক্তার তাদের জন্য আছে যাদের টাকা কড়ি
তাদের জন্য মৌজুদ আছে হসপিটালের পালঙ্ক সিঁড়ি ॥

আমাদের দেশ কি করে কই আমরা দেশে চাকরি করি
দেশের মালিক তারা কয়জন যারা করে সাহেবগিরি ॥

কৃষিঋণ বলে যাহা ঋণ দেওয়া হয় সরকারি
গরিব কৃষক পায় না তাহা কে করবে এই খবরদারি ॥

যেসব কাণ্ডকারখানা মুখ খুলে না বলতে পারি
দেশের মালিক হলো যারা আছে তাদের বাড়ি গাড়ি ॥

তাদের প্রয়োজনে আছে স্কুল কলেজ কোর্ট কাঁচারি
তাদের হুকুমে চলে বন্দুক-কামান অস্ত্রধারী ॥

শোষকের শাসন ব্যবস্থা যেখানে রয়েছে জারি
ভোটে মুক্তি আসিবে না শুঁটকির নায় বিড়াল ব্যাপারি ॥

ভোট নিয়ে অধিকার পেয়ে গরিবের দেয় মাথার বাড়ি
ভোট নেওয়া নয় ধোকা দেওয়া কাজে বলি ভোট শিকারি ॥

গরিব কাঙাল কৃষক মজুর এক যদি সব হতে পারি
বাউল আবদুল করিম বলে দুঃখের সাগর দিব পাড়ি ॥

.

১৬৬

অতীত বর্তমানে কি আর মিল আছে?
নিঃস্বার্থ ভালোবাসা নাই ঘুরছে সব স্বার্থের পাছে ॥

ভালোর যে আদর ছিল সেদিন কি আর আছে বলো
দুগ্ধ নয় মদ খাইয়া আনন্দে মানুষ নাচে
দেখি এই নতুন জামানায় দেশ পাগল সিগারেট গাঁজায়
বলে নারিকেলের হুক্কায় আমার দিন চলে গেছে ॥

পুরুষ পাগল এই দুনিয়ায় কামিনী-কাঞ্চনের নেশায়
মেয়েরা স্বাধীনতা চায় যুগে সুযোগ দিয়াছে
এখন পত্র পত্রিকায় উলঙ্গ ছবি দেখা যায়
মন দিয়ে পড়ে ছেলেরায় পথ ভুলে কই যাইতেছে ॥

ব্যবসায়ী যত জনা সত্য কথা বলতে চায় না
খাঁটি জিনিস পাওয়া যায় না ভেজাল মিশাইয়া বেচে
মজুতদারে মুচকি হাসে দেশ পেয়েছে সুদে-ঘুষে
উচিত কইলে পাবে দোষে বলব দুঃখ কার কাছে ॥

মিথ্যা কথায় বাজায় ডঙ্কা রাক্ষস হয় গিয়ে লঙ্কা
রাজনীতি নেতার সংখ্যা অনেক গুণ বেড়ে গেছে
মনে মনে চিন্তা করি রাজনীতি নয় দোকানদারী
স্বার্থ নিয়া মারামারি–ধর্মাধর্ম সব গেছে ॥ বাউল করিমের বাণী শুনেন যত জ্ঞানী গুনী
মনে মনে আমি গণি সরিষারে ভূতে পাইছে
কখন কী হয় না জানি ভাবি তাহা দিনরজনী
চৌদিকে অস্ত্রের ঝনঝনি শুনিয়া ভয় হইতেছে ॥

ল তুমি রে ॥

গণসঙ্গীত

গণসঙ্গীত – শাহ আব্দুল করিম
প্রথম প্রকাশ আনুমানিক ১৯৫৬

.

১

এবারের দুর্দশার কথা
কইতে মনে লাগে ব্যথা
খোরাক বিনে যথা-তথা মানুষ মারা যায় ॥

কেউ মরেছে অর্ধ মরা
একেবারে বুদ্ধিহারা
হইয়া পাগলের ধারা ঘুরিয়া বেড়ায়।
হায় রে হায় খোরাক বিনে

শুকায় অঙ্গ দিনে দিনে
মায়ের বুকে সন্তানে দুগ্ধ নাহি পায় ॥

দেশেতে মজুরি নাই
মজুরের কপালে ছাই
ভিখারির ভিক্ষা নাই সবের দরজায়।
রাড়ি বুড়ির দুঃখের চিন
গ্রামে গ্রামে চাউলের মিশিন
ধনী মানীর রঙের দিন এই বাঙলায় ॥

এমন আছে অনেক জনা
সপ্তায় এক দিন অন্ন পায় না
কত অখাদ্য ভক্ষণ করে পেটেরই ক্ষুধায়।
সরকারের চক্ষে যখন
ভেসে উঠল এই বিড়ম্বন
কুড়ি টাকা চাউলের মণ কন্ট্রলে বিকায় ॥

অনেকেরই পয়সার অভাব
এতে তাদের হলো না লাভ
তারা শুধু বসে আছে রিলিফের আশায়।
সরকারের বিবেচনা
বসাইলেন লঙ্গরখানা
ডাইলে চাউলে একবার খানা প্রতি রোজ খাবায় ॥

এবারের অভাবের ধারা
ঠেকছে শুধু মজুর যারা
সরকারের সাহায্য ছাড়া নাই কোনো উপায়।
জনাব মৌলানা ভাসানী

কাঙালের বন্ধু তিনি
চিন্তা করেন দিনরজনী গরিব দুঃখীর দায় ॥

আদর করে পরোয়ারে
সৃষ্টি করলেন মানবেরে
সেই মানব আজ অনাহারে প্রাণে মারা যায়।
কেউ নহে কার সঙ্গের সাথি
ভাইর দয়া নাই ভাইয়ের প্রতি
ঘটাইল এই দুর্গতি লোভলালসায় ॥

বাউল আবদুল করিম বলে
কেউ ভাসে নয়নজলে
কেউ আছে রঙমহলে ফুলেরই শয্যায়।
শূন্য করে পরার বাড়ি
জমাইয়া টাকা কড়ি
যাবার বেলা একাশ্বরি শুধু হাতে যায় ॥

.

২

এবারের দুর্ভিক্ষের আগুন লাগল কলিজায় রে
প্রাণী যায় প্রাণী যায় রে ॥

এবারের দুর্দশার কথা কহন না যায়
পেটের ক্ষুধায় কত লোকে লতা পাতা খায় রে ॥

পাকিস্তানের গরিব দুঃখীর উপরে খোদায়
না জানি কী অপরাধে এই বিপদ ঘটায় রে ॥

ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ে নাহি নয়ন ফিরায়
ভব-সাগরে যার তার বৈঠা যার তার ভাবে বায় রে ॥

শিশু সময় থাকে সন্তান মা-বাপের হাওলায়
যে সময় যা দরকার পড়ে মায়ের কাছে চায় রে ॥

পেটের ক্ষুধায় সন্তান যখন কেঁদে বুক ভাসায়
এই দুঃখে মা-বাপের গলে ফাঁসি দিতে চায় রে ॥

সকলেরই মেয়ে-ছেলে আছে দুনিয়ায়
আগুনে ঝাঁপ দিতে চায় তোক সন্তানের মায়ায় রে ॥

কত কুলবধূ কুল ছাড়িয়া পেটের ক্ষুধায়
জীবন বাঁচাবারই তরে লঙ্গরখানায় যায় রে ॥

সাত বৎসরের লীগ শাসনে এই দুর্দিন ঘটায়
বিশ্বাসঘাতক যুক্তফ্রন্টে দ্বিগুণ জালায় রে ॥

কোয়ালিশন মন্ত্রিসভাতে আওয়ামী লীগ যাওয়ায়
চিরদুঃখী গরিব-কাঙালে জীবনভিক্ষা পায় রে ॥

এই দুর্নীতি দমন হবে কে ভেবেছে তায়
আঁধারে উঠিলে চন্দ্র চক্ষে দেখা যায় রে ॥

স্থানে স্থানে লঙ্গরখানা গরিব দুঃখীর দায়
সপ্তাহে সপ্তাহে তারা রিলিফের চাউল পায় রে ॥

গরিব কৃষকের শান্তি কৃষিঋণ পাওয়ায়
বন্যানিরোধ হবে বলে আশা করা যায় রে ॥

নয় বৎসরে গোরের পারে যাহারা পৌঁছায়
ইসলাম নষ্ট হবে বলে আজও ভয় দেখায় রে ॥

এই উপকার ভুলব না আমরা শত্রুদের ছল্লায়
আপন হস্তে দিব না ছুরি আপনার গলায় রে ॥

ওয়াস কুরুনি ওয়ালা তাকফুরুন কুরানে ফরমায়
নিমকের হারামি কর না বলেছেন খোদায় রে ॥

এতটুকু অগ্রসর মোরা যাদের উসিলায়
আওয়ামী লীগ জিন্দাবাদ বল মিলিয়া সবায় রে ॥

বাউল আবদুল করিম বলে দেশ নিল বন্যায়
আরেক বন্যা মিলিটারি আসছিল মোদের দায় রে ॥

.

আরে ও কৃষক মজুর ভাই
একবাক্যে সকলে বল দেশের শান্তি চাই
রে কৃষক মজুর ভাই ॥

ও ভাই রে ভাই
সাত বৎসরের লীগ
শাসনে সোনার অঙ্গ ছাই রে
ও ভাই সোনার অঙ্গ ছাই
এক মুখে বলি কত
যত দুঃখ পাই
রে কৃষক মজুর ভাই ॥

ও ভাই রে ভাই
কেউ করতেছে এ জগতে

বেহেস্তের বাদশাই রে
ও ভাই বেহেস্তের বাদশাই
আমরা দেশের মজুর চাষি
আমরার ভাগ্যে ছাই
রে কৃষক মজুর ভাই ॥

ও ভাই রে ভাই
শিক্ষা দীক্ষা না হইলে
চাকুরির আশা নাই রে
ও ভাই চাকুরির আশা নাই
আমরা মধ্যে মধ্যে একদুজনে
চৌকিদারি পাই
রে কৃষক মজুর ভাই ॥

ও ভাই রে ভাই
রোদে পুড়ি মেঘে ভিজি
লাঙ্গল চালাই আমরা ফসল ফলাই
ভাই ফসল ফলাই
খাবার বেলা ভাত মিলে না
রোগে ঔষধ নাই
রে কৃষক মজুর ভাই ॥

ও ভাই রে ভাই
আওয়ামী লীগের কাজের ফলে
ক্ষুধায় অন্ন পাই
ভাই রে ক্ষুধায় অন্ন পাই
নইলে এবার শ্মশান আর
করে হইত ঠাঁই
রে কৃষক মজুর ভাই ॥

ও ভাই রে ভাই
জনাব শহিদ-ভাসানীর
গুণের সীমা নাই
ভাই রে গুণের সীমা নাই
অল্পদিনে যা করেছেন
ধন্যবাদ জানাই
রে কৃষক মজুর ভাই ॥

ও ভাই রে ভাই
যে মোদের উপকার করে
আমরা তাকে চাই
ভাই রে আমরা তাকে চাই
স্বার্থভোগী শত্রুর দলের
মুখে পড়ক ছাই
রে কৃষক মজুর ভাই ॥

ও ভাই রে ভাই
বাউল আবদুল করিম বলে
পূর্ণ স্বাধীন চাই
ভাই রে পূর্ণ স্বাধীন চাই
এক যদি সব হইতে পারি
কারে বা ডরাই
রে কৃষক মজুর ভাই ॥

.

স্বাধীন দেশের মানুষ আমরা দুর্দশা কেন যায় না
জুলুম শোষণ বন্ধ হয় না হলো কী যন্ত্রণা ॥

কেউ থাকে রঙমহলে মন আনন্দে সদায় খেলে
যখন যা চায় তাই মিলে তবু সাধ মিটে না ॥

হলে পরে দারুণ ব্যাধি গরিবের আর নাই ঔষধি
ঘরের কোণে বসে কাঁদি পাই কত লাঞ্ছনা ॥

কৃষক ও মজুরের বলে এই দেশেতে সোনা ফলে
আজ তারাই কাঁদে দলে দলে ক্ষুধায় অন্ন পায় না ॥

দেখ রে ভাই বন্যার জোরে ফসল নষ্ট বারে বারে
বন্যা নিরোধ করার তরে দাও সবে ঘোষণা ॥

বন্যা নিরোধ না হইলে ছাড়বে না দুর্ভিক্ষের জালে
গ্রাস করিবে কালে কালে করো না ভাবনা ॥

দেখ ভাগ্যে কী যে ঘটে লাঙ্গল ধর শক্ত মুঠে
আঁধার গেলে চন্দ্র ওঠে এই দুর্দিন রবে না ॥

বাউল আবদুল করিম বলে সাম্রাজ্যবাদ শত্রুর দলে
বিনাশিতে চায় সমূলে তোমরা কী দেখ না ॥

.

৫

মাথা নত করে আর বসব না ঘরে
বলব উচ্চ স্বরে পূর্ণ স্বাধীন চাই
সহিব না আর কোনো অবিচার

করিব এবার সত্যেরই লড়াই
দেশপ্রেমিক যে জন তাকে করব সমর্থন
পুরবে আকিঞ্চন করিব বাদশাই ॥

আর থেকো না ঘুমে আর পড় না ভ্রমে
চল নিত্যধামে ওরে চাষী ভাই
স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রেরই বিধান
সকলই সমান ছোট বড় নাই ॥

দেশের জন্য প্রাণ করে দাও কুরবান
উড়াও জয়নিশান কোনো ভয় নাই
আবদুল করিম কয় কারে করি ভয়
করিব বিলয় অন্যায়ের বাদশাই ॥

.

৬

জয় জয় বলে এগিয়ে চল হাতে লয়ে সবুজ নিশান
জাগ রে মজুর কৃষাণ।
কত কষ্ট সাধনাতে বাঁচিলাম গোলামি হতে
মিস্টার জিন্নার উসিলাতে পেয়েছি এই পাকিস্তান ॥

মিষ্টার জিন্না লিয়াকত আলী পাকিস্তান করিয়া খালি
যখন তারা গেলেন চলি আমরার উপর এই নিদান ॥

হও হুঁশিয়ার পড় না ভ্রমে জাগো জাগো সব থেক না ঘুমে
যাইব মোরা আনন্দধামে দলে দলে কর যোগদান ॥

ঘুচলে ভ্রান্তি আসবে শান্তি রবে না আর এই দুর্নীতি
আমরা একে অন্যের হয়ে সাথি করব কার্য সমাধান ॥

বাঁচব বন্যার কবল হতে সরকারেরও সাহায্যেতে
ধরব কুদাল আপন হস্তে কাটব মাটি বাঁধব বান ॥

সবাই বল স্পষ্ট স্পষ্ট সহিব না আর এত কষ্ট
আমরা রাজা আমরার রাষ্ট্র আমরা চাই দেশের কল্যাণ ॥

রোগে ঔষধ শিক্ষার ব্যবস্থা চলবার জন্য চাই ভালো রাস্তা
যারা ভরে ঘুষের বস্তা তাদের দিব না স্থান ॥

বিদেশী সাম্রাজাবাদী এই দেশেতে থাকে যদি
আমরা হারাব পাকিস্তান নিধি করিম কয় হও সাবধান ॥

.

৭

জাগ রে কৃষাণ শ্রমিক মোদের এগিয়ে চল এই বার
জ্বলুক আগুন আন্দোলনে সব এক হয়ে চলার দরকার ॥

স্বাধীন স্বাধীন, স্বাধীন কইয়া কত দুঃখ-ক্লেশ সহ্য করিয়া
মোদের বুকের রক্ত দিয়া পাকিস্তান করলাম তৈয়ার
ব্রিটিশ গেল রাজ্য ছাড়ি শান্তির আশা সবাই করি
এখন কাক শৃগালের বাবুগিরি মোদের নাই রে অধিকার ॥

কৃষক মরে হা-হুঁতাশে চোর গুণ্ডারা মুচকি হাসে
রক্তমাংস নিল চুষে আসল চোরের নাই বিচার ॥

দরিদ্র মজুর যারা খোরাক বিনে অর্ধর্মরা
পরতে পায় না জামাজোড়া এই স্বাধীনের কী দরকার ॥

ন্যায় অন্যায় নাই বিচার গরম হয়েছে ঘুষের বাজার
স্বার্থ বিনা কথা কয় না যারা যারা হল লিডার ॥

করিম কয় শান্তি পাব সব ভাই যদি এক হইব
দুঃখ যাবে জয়ী হব হক্কের হাকিম পরওয়ার ॥

.

৮

আমরা স্বাধীন দেশে থাকি
খাবার বেলা ভাত মিলে না তবু আমরা সুখী ॥

না জানি কোন কর্মফলে হইলাম দরিদ্রের ছেলে
পেটের ক্ষুধায় অঙ্গ জ্বলে আল্লা বলে ডাকি
ভাঙা ঘর, চালে ছানি নাই কাঁদে প্রাণপাখি
আকাশের তারা দেখা যায় শুয়ে শুয়ে দেখি ॥

শান্তি পাব আশা মনে বাড়ে দুঃখ দিনে দিনে
কৃষক মরে খোরাক বিনে মজুরের উপায় কী?
সাহায্য পাবার আশে যদি রাজ দরবারে লিখি
ধনী-মানীর কুঁচকি ভরে আমরারে দেয় ফাঁকি॥

বাউল আবদুল করিম বলে কইতে দুঃখ অঙ্গ জ্বলে
বসিয়া সদায় নিরলে ঝরে দুটি আঁখি
দেশের যত রাড়ি বুড়ি তারা সার করেছে ঢেঁকি
গ্রামে গ্রামে চাউলের মিশিন, রাড়ি-বুড়ির উপায় বা কী ॥

.

৯

আর ঘুমে থেকো না চাষি ভাই
কর্তব্য কাজ সাধন কর আমরার আর দরদি নাই ॥

আঁখি খোলো মাথা তোলো
পাকিস্তান জিন্দাবাদ বল রে
একবাক্যে সকলে বল আমরা সবে শান্তি চাই ॥

আনলাম স্বাধীন শান্তির তরে
প্রাণ বাঁচে না অত্যাচারে রে
পাকিস্তানের ঘরে ঘরে হাহাকার রব শুনতে পাই ॥

যা ইচ্ছা তার শাসন-বিচার
ঘুষ বিনে চলে না কারবার রে
ধনী-মানীর রঙের বেপার গরিবের কপালে ছাই ॥

মুখের বোল নিতে চায় কেড়ে
মনের দুঃখ বলব কারে রে
ন্যায্য বিষয় দাবি করে প্রাণ বাঁচাইবার শক্তি নাই ॥

লীগ সরকার বলল প্রস্তাবে
রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে রে
আমরা দাবি করলাম তবে আমরার কি অধিকার নাই ॥

তখন বাংলা কইলে মারে-ধরে
বেশি কইলে জেলে ভরে
থাকিয়া জেলের ভিতরে তবু বলছি বাংলা চাই ॥

অবশেষে গুলি চালায়
এমএস-সি বরকতের মাথায়
কয়েকজন ছাত্র মারা যায় এখনও সুবিচার নাই ॥

স্বাধীন দেশে এত অবিচার
পুড়িয়া হইলাম আঙ্গার রে
করিম কয় দেখব এবার যদি একটু সুযোগ পাই ॥

.

১০

কত দুঃখ সইব পরানে পাকিস্তানে
আর কত দুঃখ সইব পরানে
ঘরে পুড়া বাইরে পুড়া পুড়িয়া হইলাম আঙ্গারা
তবু আগুন বাড়ে দিনে দিনে ॥

চাঁদমুখ করে মলিন দুইশো বৎসর পরের অধীন
ছিলাম মোরা ব্রিটিশের অধীনে
নয় বৎসর হয় ঘুচল বিষাদ পূর্ণ হল মনোসাধ
আমরা হইলাম আজাদ অতি ভাগ্যগুণে ॥

সবাই করি শান্তির আশা কেন বা ঘটে দুর্দশা
বুঝি না হয় কোন বিধির বিধানে
ঘটল কত অঘটন ছয়শো টাকা লবণের মণ
থাকবে স্মরণ ভুলব না জীবনে ॥

জিনিস কিনতে যাই বাজারে দাম চায় যখন দোকানদারে
শুনলে পরে আগুন জ্বলে কানে

ঠেকছে দেশের রাড়ি-বুড়ি পাঁচ টাকায় মিলে না শাড়ি
মান সম্মান আর বাঁচাইব কেমনে ॥

ক্ষুধায় অন্ন না পাইয়া কাঁদে লোকে রাস্তায় পড়িয়া
কত লোক ছাই দেয় কুলমানে
বাউল আবদুল করিম কয় অন্তরে লেগেছে ভয়
না জানি কি হইবে সামনে ॥

.

১১

ও নওজোয়ান ভাই আমি সবারে জানাই
তোমরা কী সুখে রইয়াছ ঘরে বসে রে
দেশের জন্য প্রাণ ভাই রে করে দাও কোরবান
শান্তির বাতাস নি দেশে আসে রে ॥

জালিম ও দুশমন করিয়া শোষণ
দুর্নীতি এনেছে এই দেশে
দেশেরও মা বোন ঐ কাঁদিতেছে শোন
শত্রু দোতালায় বসে হাসে রে ॥

প্রাণ বাঁচাবার দায় এক মুঠ অন্ন ভিক্ষা চায়
দ্বারে দ্বারে ঘুরে কাঙাল বেশে
ছিড়া বসন গায় ভাই রে সম্মান ঢাকা দায়
কত দুধের শিশু মরে উপবাসে রে ॥

হিন্দু-মুসলমান আমরা এক মায়ের সন্তান
কেন বা মরিব বিদ্বেষে

এক হয়ে দাঁড়াও সবাই দেশের শান্তি চাও
আশা তরী নি মোদের ভাসে রে ॥

যাদের আছে বুদ্ধি বল তারা করিয়া কৌশল
দিনে দিনে সব নিয়েছে চুষে
ওরে সর্বস্বহারা একবার জাগ রে তোরা
পড়েছ কালের করালগ্রাসে রে ॥

আবদুল করিম কয় কারে কর ভয়
জেগে উঠ না কেন রোষে
সোনার পাকিস্তান হয়েছে শ্মশান
জুলুম শোষণ আর ঘুষে রে ॥

১

নাও যেন গাঙে ডোবে না
ওরে মাঝি খবরদার
খবরদার হুঁশিয়ার
আছে ছয় ডাকাইতের অত্যাচার ॥

এই ভবের বাজারে আইলায়
হয়ে দোকানদার
কেউ হাসে কেউ কাঁদে
পাগলের বাজার রে ॥

নাম সম্বলে বাও রে তরী
থেকে হুশিয়ার
দিন যাইতেছে সামনে আছে
বিষম অন্ধকার রে ॥

বেলা গেল সন্ধ্যা হলো
দেয়ায় মারল ডাক
মধ্য গাঙে গিয়া মাঝির
নৌকায় মারল পাক রে ॥

সামিউন বাসির আল্লা
সব দেখে সব শোনে
যারে করিবে পার
মনে মনে জানে রে ॥

নৌকায় বসে আবদুল করিম
ভাবে মনে মনে

অকূল নদীর কূল কিনারা
পাব কত দিনে রে ॥

.

২

মন যদি হতে চাও মানুষ
মানুষকে ভিন বাসিও না
থাকিতে দোষ হয় না মানুষ
করে দেখো বিবেচনা ॥

অজু গোসল করি নিত্য
এতে হয় দেহ পবিত্র
মনের ময়লা না গেলে তো
মন পবিত্র হয় না ॥

মকরম ছিল এ জগতে
সৃষ্টির সেরা এক কালেতে
লান্নতের তক্ত গলেতে
মানুষকে করিয়া ঘৃণা ॥

মানুষ মানুষের বন্ধু হয়
সর্বশাস্ত্রে প্রমাণ রয়
পাগল আবদুল করিমে কয়
এই কথা ভুলিও না ॥

.

৩

বন্ধু তুমি জীবনের জীবন
দয়া করে একবার মোরে
দাও তোমার রাঙা চরণ ॥

পুড়িয়া হইলাম সারা
তুমি বন্ধু দেও না ধরা রে
আমি তোমা হইয়া হারা
জল ছাড়া মীনের মতন ॥

নূতন যৌবনের জ্বালা
আর কত সহিব কালা রে
বাঁচন হইতে মরণ ভালা
যদি না হইল মিলন ॥

বাউল আবদুল করিম বলে
রেখ তোমার চরণ-তলে রে
তুমি বন্ধে ভিন্ন বাসলে
কে আছে আমার আপন ॥

.

৪

পিরিত করে সুখ হইল না
যৌবন গেল বিফলে
দিনে দিনে বাড়ে ব্যথা
কলিজায় আগুন জ্বলে ॥

লাগল গো সই পিরিতের নেশা
একদিন তারে পাব বলে ছিল গো আশা

ঘটল আমার এ দুর্দশা
কাঁদি বসে নিরলে ॥

সখি তোরা জান নি কৌশল
কী দিয়া নিভাব আগুন বল গো তোরা বল
জল দিলে নিভে না অনল
পাব তারে কই গেলে ॥

যার লাগিয়া হইলাম কুলের বার
সে কেন গো প্রাণসজনী হইল না আমার
সে বিনে মোর জীবন অসার
ও এ করিম কেঁদে বলে ॥

.

৫

প্রাণনাথ বন্ধু আমার
কই রইল গো
এ জীবনে ছাড়িবে না
কথা দিল গো ॥

কী সন্ধানে কাছে এল
কী করে যে কই লুকাইল গো
কী জাদু করিয়া আমায়
পাগল করল গো ॥

সে যদি ছাড়িয়া গেল
প্রাণ গেলেও হইত ভালো গো

সখি তোরা এখন আমার
উপায় বলে গো ॥

কী করিব কোথায় যাব
কই গেলে বন্ধুরে পাব গো
করিম বলে আশায় আশায়
জীবন গেল গো ॥

.

৬

সে হইল গো নিষ্ঠুর কালিয়া
সোনার অঙ্গ পুড়ে আঙ্গার সই গো
হইল যার লাগিয়া গো ॥

আসবে বলে চলে গেল সই গো
না এল ফিরিয়া
শ্মশান ঘাটের পোড়ার মতন সই গো
গিয়াছে পুড়িয়া গো ॥

যে-দুঃখ অন্তরের মাঝে সই গো
রেখেছি চাপিয়া
বুক চিরে দেখাইবার হইলে সই গো
দেখাইতাম চিরিয়া গো ॥

যে দেশে প্রাণবন্ধু গেছে আমি
যাব গো চলিয়া
সবে মিলে দেও আমারে সই গো
যোগিনী সাজাইয়া গো ॥

বন্ধু যদি দেশে আসে তোরা
কইও গো বুঝাইয়া
তোমার আবদুল করিম গেছে সই গো
দেশান্তরী হইয়া গো ॥

.

৭

পোড়া অঙ্গ পুড়িবার বাসনা রে
ও কোকিলা
পুড়তে পুড়তে সোনার অঙ্গ
হইয়া গেল কালা রে ॥

কোকিল রে তোর কুহু স্বরে
মনের আগুন দ্বিগুণ বাড়ে রে
কেমনে থাকিব ঘরে
অবলা সরলা রে ॥

পুড়তে পুড়তে হইলাম ছাই
আর তো পোড়ার বাকি নাই রে
কাঁদিয়া বসন ভিজাই
বসিয়া নিরালা রে ॥

বাউল আবদুল করিম বলে
দারুণ বসন্তকালে রে
এই দেশে তুই কেন আইলে
আমায় দিতে জ্বালা রে ॥

.

৮

আর কি আশা পুরিবে আমার
দারুণ বিধি হইল বাদি
জানিয়াছি সারাসার ॥

আশা দিয়া প্রেম বাড়াইল
কী দোষে নিরাশ করিল গো
নয়নজলে বুক ভাসাইল
এই ছিল বাসনা তার ॥

সখি আমার উপায় বলো
প্রাণবন্ধুর তালাশে চলো গো
কী আগুন জ্বালাইয়া গেল
কলিজা হইল আঙ্গার ॥

আমি কুলের কলঙ্কিনী
শান্তি নাই দিন রজনী গো
বাকি আছে নিতে প্রাণী
আবদুল করিম পাগেলার ॥

.

৯

সোনা বন্ধে মোরে করিল উদাসী
মনপ্রাণ কাড়িয়া নিল বন্ধে
দিয়া মধুর হাসি গো ॥

তার সনে পিরিতি করিয়া আমি
হইলাম কুল-বিনাশী
যে দিন হতে লইলাম গলে সই গো
দারুণ প্রেমের ফাঁসি গো ॥

অন্তরে পাইয়া দুঃখ আমি
কাঁদি দিবানিশি
মনপ্রাণ দিয়াছি যারে সে যে
হইল বিদেশী গো ॥

বাউল আবদুল করিম বলে
আমি হইমু সন্ন্যাসী
নইলে জলে ঝম্প দিমু
গলায় বান্ধিয়া কলসি গো ॥

.

১০

প্রেম রোগের ঔষধ নি গো সখি
এই দেশে কেউ জানে
আর কত পুড়িব আমি
জ্বলন্ত আগুনে গো সখি ॥

আহার না চায় গো মনে
নিদ্রা নাই নয়নে
পাগলিনীর মতো হয়ে
ঘুরি বনে বনে গো সখি ॥

কেউ যদি দরদি থাকো
দেও গো তারে এনে
পোড়া অঙ্গ জুড়াই একবার
দেখিয়া নয়নে গো সখি ॥

কাঁচা বাঁশের মধ্যে সই গো
ধরে যেমন ঘুণে
সেই মতো করিমের অন্তর
কাটে নিশিদিনে গো সখি ॥

.

১১

মর্ম না জানিয়া তোরা প্রেম করিও না
দারুণ পিরিতে ধরে কলিজাতে
জীবন থাকতে অনল নিভে না ॥

প্রেমের আছে একটা ওজন
জানে না যে জন
ঘটে তার বিড়ম্ভন সুখ হয় না
কালার প্রেমের রীতি
মজাইয়া কুল জাতি
শেষে হয় না সাথি, ঘটায় লাঞ্চনা ॥

আপন বলি যারে
শেল দিল আমারে
বিন্ধিল অন্তরে খুলতে পারি না
কপালে যা ছিল

তাহাই ঘটিল
নিজে দোষী আমি, কেউরে দুষি না ॥

পাগলিনীর প্রায়
ঘুরি সর্বদায়
প্রেমের ঔষধ কোথায় কেউ বলে না
আবদুল করিম বলে
শোনো সকলে
আমার মতো তোরা কেউ মরিও না ॥

.

১২

তোর সনে মোর ভাব রাখা দায়, সোনা বন্ধু রে
তোর সনে মোর ভাব রাখা দায় ॥

বন্ধু রে, তিলেক মাত্র না দেখিলে কলিজা জ্বলিয়া যায়
আমার দুই নয়নে বহে ধারা রে যেমন যমুনাতে ঢেউ খেলায় ॥

বন্ধু রে, পাড়া-পড়শি যত তারা কলঙ্ক নাম সদায় গায়
লোকের নিন্দন পুষ্পচন্দন রে যেমন অলংকার পরেছি গায় ॥

বন্ধু রে, বলে বলুক লোকে মন্দ ভাবি না তাহারই দায়
তুমি যদি দয়া কর রে বন্ধু স্থান দাও তোমায় রাঙা পায় ॥

বন্ধু রে, আমার বলতে আর কিছু নাই যা ছিল দিলাম তোমায়
পাইলে চরণ সফল জীবন রে বলে আবদুল করিম পাগেলায় ॥

.

১৩

মুর্শিদ বাবাজান
তোমার লাগি কান্দে মনপ্রাণ
তুমি না করিলে দয়া
দুই কুলে নাই পরিত্রাণ ॥

অন্তরের ভেদ জানো তুমি
অন্তর্যামী তোমার নাম
তুমি কি জান না মুনিব
কী করে তোমার গোলাম
তুমি যারে কর দয়া
কী করতে পারে শয়তান ॥

তুমি নামাজ তুমি রোজা
তোমায় ভাবি নিশিদিন
চাই না আমি স্বর্গ শান্তি
তুমি যদি বাসো ভিন
নয়নে দেখেছি যারে
লাগে না সাক্ষী প্রমাণ ॥

বাউল আবদুল করিম বলে
কুলমানে দিলাম ছাই
যা ইচ্ছা তা বলুক লোকে
তাতে আমার ক্ষতি নাই
তোমার কাছে এই ভিক্ষা চাই
চরনছায়া কর দান ॥

.

১৪

আরে ও সর্বহারার দল
ভয় কিরে আর বন্দুক কামান
একযোগে সব চল রে
সর্বহারার দল ॥

ভাই রে ভাই
অর্ধহারে অনাহারে হয়েছি দুর্বল
দিনে দিনে ধনেমানে
হইলাম রসাতল রে ॥

ভাই রে ভাই
যদি থাকি উপবাসী তবু বাই লাঙ্গল
দুঃখের উপরে দুঃখ
বন্যায় নেয় ফসল রে ॥

ভাই রে ভাই
স্বার্থভোগী শোষকদলে করেছে কৌশল
আমাদের প্রাণে মেরে
তাদের চায় মঙ্গল রে ॥

ভাই রে ভাই
ধর্মের ভাওতা দিয়া কত মাথায় ঢালে জল
শিকড় কাটা গাছে কি আর
ধরে কখন ফল রে ॥

ভাই রে ভাই
ধনে হীন মানে হীন শক্তিতে দুর্বল

একতা বিনে আমদের
কী আছে সম্বল রে ॥

ভাই রে ভাই
ভাঙো জালিমের শাসনশোষণ ভাঙো জালিমের বল
করিম বলে প্রতিজ্ঞা করো
দেশের হউক মঙ্গল রে ॥

.

১৫

সোনার বাংলার ঘরে ঘরে
সকলে মিলিয়া জয়বাংলা বলিয়া
আনন্দে হাসিয়া চলিয়া পড়ে ॥

পেয়ে স্বাধীনতা হাসে তরুলতা
বাঙালির মনোব্যথা গেল দূরে
অবিচার অনাচার এ দেশে চলবে না আর
ঘুচিল আঁধার একেবারে ॥

ন্যায্য দাবি আমাদের দল আসিল জল্লাদের
কত মা বইনের ইজ্জত মারে
যত দুঃখ দিলো কী বলিব বলো
দ্বিগুণ জ্বালাইল বাংলার মীরজাফরে ॥

মোল্লা-মুন্সি বাংলার ধর্মের দোকানদার
তাদের কথা চমৎকার মনে পড়ে
বাংলার দুর্দিনে নায়েবে রাসুলগণে
শত্রুর সমর্থনে অস্ত্র ধরে ॥

লুটের মাল পাইয়া লুটের গরু খাইয়া
লম্বা তসবি লইয়া খতম পড়ে
জালিম যাতে বেঁচে রয় জুলুম যাতে আরো হয়
এই বিষয় খোদার কাছে মোনাজাত করে ॥

খুন খারাবি লুটতরাজ জুলুমবাজি যত কাজ
এবার আলেম সমাজ অনেকে করে
মা বইনের ইজ্জত মারা কোলের শিশু হত্যা করা
এই কি ইসলামের ধারা দেখো বিচারে ॥

দালাল রাজাকার বদর মোজাহিদ আর
হয়ে গেল ছারখার একেবারে
বাঙালি হাসে–তারা মরে ত্রাসে
করিম কয় কর্মদোষে পড়িল ফেরে ॥

.

আত্মস্মৃতি

সুর তাল ছন্দে যখন গান গেয়ে যাই।
আমার জীবন কাহিনী ছন্দে লেখতে চাই ॥
আমার নাম আবদুল করিম উজান ধল ঠিকানা।
পোস্ট আফিস ধল বাজার দিরাই হলো থানা ॥
মহকুমা সুনামগঞ্জ সিলেট জেলা।
জন্ম আমার হাওরমাতৃক ভাটি এলাকায় ॥
মাতার নাম নাইওরজান বিবি লই পদধূলি।
পিতার নাম মোহাম্মদ ইব্রাহীম আলী ॥
তেরোশো বাইশ বাংলায় জন্ম আমার।
মা বলেছেন ফায়ুন মাসের প্রথম মঙ্গলবার ॥

গরিব কৃষক পরিবারে জন্ম নিলাম।
পিতা-মাতার প্রথম সন্তান আমি ছিলাম॥
পিতা-মাতা রেখেছিলেন আবদুল করিম নাম।
জানি না কেন যে বিধি হলো বাম॥
এই দুঃখ কার কাছে কী বলি বলো না।
স্কুলে লেখাপড়া করা মোর হলো না॥
সমাজ ব্যবস্থা আমার পক্ষে ছিল না।
তাই তো আমার খবর কেউ যে নিল না॥
এই ভাবে লক্ষ লক্ষ করিম জন্ম নিল।
এই ব্যবস্থা তাদেরও নিঃস্ব করে দিল॥
জন্ম নিয়ে একজনের সান্নিধ্য পাইলাম।
পিতামহের ছোটো ভাই নসিব উল্লা নাম॥
ফকির ছিলেন করতেন সদা আল্লার জিকির।
ফকিরি বিনে ছিল না অন্য ফিকির॥
সংসারে ছিল না কোনো মায়ার বাঁধন।
জীবনে উদ্দেশ্য ছিল আত্মসাধন॥
শান্তমতি ঊর্ধ্বগতি জ্ঞানী স্থির ধীর।
অবিবাহিত ছিলেন ত্যাগী ফকির॥
যৌবন শেষে বার্ধক্য আসিলে পরে।
মুসাফিরি ছেড়ে তখন বসে পড়েন ঘরে॥

এই সময় আমি জন্ম নিলাম।
জন্ম নিয়ে দাদার কোলে স্থান পেয়েছিলাম॥
সংসারের কাজে মা ব্যস্ত থাকতেন।
দাদা আমায় আদর করে কোলে রাখতেন॥
আসতেন তখন ফকির সাধু হিন্দু-মুসলমান।
লাউ বাজিয়ে গাইতেন তারা ভক্তিমূলক গান॥
তখন যে গানটি আমার মন আকৃষ্ট করে।

ভুলি না সে গানটির কথা আজো মনে পড়ে ॥
গানের প্রথম কলি ছিল–'ভাবিয়া দেখ মনে।
মাটির সারিন্দারে বাজায় কোন জনে'॥

আমার ছোটো বোন তারা হলো পাঁচজন।
সংসারে আসিল তখন অভাব অনটন ॥
সম্পদ বলতে অল্প কিছু বোরো জমি ছিল।
ঋণের দায়ে তাহা মহাজনে নিল ॥
গরিব হলে আপনজনে বাসে তখন ভিন।
ভরণ-পোষণে দুঃখ বাড়ে দিন দিন ॥
ভরণ-পোষণে তখন অক্ষম ছিলেন।
পিতা-মাতা আমাকে চাকরিতে দিলেন ॥
শিক্ষা নয় চাকরি করি পেটে নাই ভাত।
কী করে বেঁচে থাকা যায় ভাবি দিনরাত ॥
বাঁচার তাগিদে যখন চাকরিতে ছিলাম।
গরু মহিষ রাখালির দায়িত্ব নিলাম ॥
মালিকের চাকরি করি কাজে ব্যস্ত থাকি।
সারাদিন বন জঙ্গলে গরু মহিষ রাখি ॥
সতত পালন করি মালিকের কথা।
খেলাধুলার সময় নাই, নাই স্বাধীনতা ॥
রাখালির দায়িত্বভার সহজ বিষয় নয়।
ভোরবেলা গরু নিয়ে মাঠে যেতে হয় ॥
গরু নিয়ে বাড়ি ফিরি সূর্য অস্তের পরে।
যত্ন করে বেঁধে রাখি নিয়ে গোয়ালঘরে ॥
সকাল-বিকাল গাভি দোহনে সাহায্য তখন করি।
একজনে গাভি দোহায় আমি বাছুর ধরি ॥
গরু নিয়ে প্রতিদিন হাওরে যাই।
ঈদের শুভদিনে ও আমার ছুটি নাই ॥

চাকরি করি গলে মোর দায়িত্বের ফাঁসি।
রাত্র হলে পির দাদাকে দেখিতে আসি ॥
বার্ধক্যজনিত রোগে হলেন দুর্বল।
দাদার অবস্থা দেখে চোখে এল জল ॥
নিয়তির বিধানে তিনি ইন্তেকাল করলেন।
যাবার পূর্বে কাছে এনে মাকে বললেন ॥
ছেলে মেয়ে আপনজন কেউ ছিল না আর।
তুমি অনেক সেবা মাগো করেছো আমার ॥
মাত্র একটি ছেলে তোমার আর তো কিছু নাই।
যাবার কালে তার জন্য দোয়া করে যাই।
আল্লার রহমতে সে ভালো পথে যাবে।
সময়ে সৎ মানুষের ভালোবাসা পাবে ॥
আমি তখন গরু নিয়ে হাওরে ছিলাম।
মা যাহা বলিলেন তাহা শুনিয়া নিলাম ॥
দাদার সঙ্গে শেষ দেখার সময় ছিল না।
মনে ভাবি কী করিব বিধি তা দিল না ॥
জন্ম নিয়ে নিরাশার আঁধারে পড়েছি।
অর্ধাহার আনাহার কত করেছি ॥
দেখেছি এই বিপন্ন অবস্থায় পড়ে।
মানুষ মানুষকে কত অবহেলা করে ॥
বঞ্চিত লাঞ্চিত অবহেলিত যারা।
কী ভাবে যে জীবন ধারণ করিতেছে তারা ॥
আজো ভাবি এমন দিন কবে আসিবে?
মানুষ যে-দিন মানুষকে ভালোবাসিবে ॥

.

ধল গ্রামে প্রথম যখন হলো ধলবাজার।
বিভিন্ন ব্যবসা নিয়ে এলেন দোকানদার ॥
যার যাহা ভালো হয় বুঝে তারা নিল।
ভুশিমালের দোকান এক মহাজনের ছিল ॥
বর্ষাতে একেবারে বেকার ছিলাম ।
মহাজনের দোকানে চাকরি নিলাম ॥
চাকরির বিনিময়ে যে বেতন নিতাম।
তা নিয়ে পিতামাতার কাছে দিতাম ॥
তখন ব্রিটিশ শাসন এই দেশে ছিল।
বড়দের শিক্ষার জন্য রাত্রে স্কুল দিল ॥
তৈমুর চৌধুরী তখন মাস্টারি নিলেন।
নিরক্ষর সবাইকে জানিয়ে দিলেন ॥
সুযোগ পেয়ে আমি সেই স্কুলে ভর্তি হই।
বিনা মূল্যে দিল একটি বড়দের বই ॥
পরে শুনি এই স্কুলে শিক্ষা যারা পাবে।
নাম দস্তখত শিক্ষার পরে যুদ্ধে নিয়ে যাবে ॥
এই মিথ্যা গুজব-বাণী গ্রামে যখন এল।
পড়িতে কেউ আসে না আর স্কুল বন্ধ হলো ॥
বড়দের বই আমার হয়ে গেল সাথি।
প্রয়োজন আছে তাই পড়ি দিবা রাতি ॥
অক্ষরজ্ঞান আমার হলো তাড়াতাড়ি।
পুথি পুস্তক তখন পড়তে আমি পারি ॥
জানার জন্য বিভিন্ন বইপুস্তক পড়ি।
গান গাই আর উপস্থিত রচনা করি ॥
একতারা নিয়ে আমার একা গান গাই।
এক মনে চেষ্টা করি বাউল হতে চাই ॥
রাত্রে খাওয়ার পরে সময় যখন পাই।

উস্তাদ করম উদ্দিনের কাছে তখন যাই ॥
সঙ্গীতপ্রিয় লোক ছিলেন জ্ঞানে মহান।
দোতারা বাজিয়ে গাইতেন ভক্তিমূলক গান ॥
প্রতিদিন উস্তাদের সঙ্গ করতে পারি।
উস্তাদের বাড়ির পাশে ছিল আমার বাড়ি ॥
আসদ্দর আলী হলেন উস্তাদের পুত্র।
তিনিও ধরলেন এই বাউল গানের সূত্র ॥
ঈদ এসেছে ঈদের দিন বাড়িতে ছিলাম।
জামাতে যাইতে সবার সঙ্গ নিলাম ॥
গ্রামের দুই এক মুরব্বি মোল্লাগণ সাথে।
ধর্মীয় আক্রমণ এল ঈদের জামাতে ॥
জামাত আরম্ভের পূর্বে মুরব্বি একজন।
ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাস করলেন তখন ॥
জানতে চাইলেন, গান গাওয়া পারে কি পারে না।
ইমাম বললেন, গান গাওয়া আল্লা-নবির মানা ॥
মুরব্বি বললেন, তবে জিজ্ঞাস করো তারে।
গান সে ছাড়বে কিনা বলুক সত্য করে ॥
ইমাম বললেন, কিতা জি বাঁচতে এখনো পার।
তওবা করে বেশরা বেদাতি কাম ছাড়ো ॥
সবার কাছে প্রথম বলো আমি এসব করব না।
আমি বললাম, সত্য বলি গান আমি ছাড়ব না ॥
মুরব্বি বললেন, দেখ কী করা যায় তারে।
সবার সামনে এই কথা বলতে কি সে পারে?
যাই করুক এখন বলা উচিত ছিল তার।
এই সমস্ত কর্ম আমি করিব না আর ॥
আমি বললাম, এসেছি আজ জামাত পড়িতে।
ইচ্ছা নয় মিথ্যা কোনো কথা বলিতে ॥

ছাড়তে পারব না আমি নিজে যখন জানি।
উপদেশ দিলে বলেন কী করে তা মানি ॥
পরে করিব যাহা এখন বলি করবো না।
সভাতে এই মিথ্যা কথা বলতে পারব না ॥
এই সময় অন্য এক মুরব্বি বললেন।
আপনারা এখন কোন পথে চললেন ॥
এই আলাপ ঘরে বসে পারি করিতে।
এখন এসেছি ঈদের নামাজ পড়িতে ॥
এক গ্রামে বাস করি হিন্দু-মুসলমান।
কে না গেয়েছি বলেন জারি সারি গান ॥
একতারা দিয়ে গায় একা গান তার ।
ঈদের জামাতে কেন এই গানের বিচার?
এই আলোচনা এখন বন্ধ করেন।
নামাজ পড়তে এসেছি নামাজ পড়েন ॥
মুরব্বি হতে এই কথা যখন এলো।
এই বিষয় এখানেই শেষ হয়ে গেল ॥
জামাত শেষ হলে পরে আসিলাম বাড়িতে।
কী করিব গান যে আমি পারি না ছাড়িতে ॥
মনে ভাবি দয়াল যাহা করেন আমারে।
আমার নৌকা ছেড়ে দিলাম অকূল পাথারে ॥

.

৩

মুর্শিদি ভক্তিমূলক বাউল জারি সারি ।
গান গাই রচনা করতে তখন পারি ॥
আমাদের গ্রামে আসলেন বাউল একজন।

গান শুনে আকৃষ্ট হলেন গ্রামবাসীগণ ॥
ভালোবেসে বাউলকে কেউ চায় না ছাড়িতে।
আসর হলো ধলআশ্রম চৌধুরী বাড়িতে ॥
প্রতিদ্বন্দ্বী বাউল ছিলেন মান উল্লা নাম।
ছাতক থানায় বাড়ি আছিনপুর গ্রাম ॥
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বুঝে নিলাম ফল।
ভাব দিয়ে গাইতে পারেন রচনায় দুর্বল ॥
পরে আরও দুই বাউলের হলো আগমন।
ভাটিপাড়ার কামাল উদ্দিন, সঙ্গে আরেকজন ॥
গ্রামের সবাই আমাকে খবর করে নিলেন।
গ্রামের মোড়ল-বাড়িতে আসর করে দিলেন ॥
দুইজনের সঙ্গে তখন দুই রাত্র গাইলাম।
আসরে মোটামুটি আনন্দ পাইলাম ॥
বাউল কামালের গান ভালো গেল শোনা।
দ্বিতীয়জনের বাড়ি ছিল নেত্রকোনা ॥
ভক্তিমূলক মনোভাব সেই লোকটির ছিল।
উস্তাদ তার রশিদ উদ্দিন পরিচয় দিল ॥
এই নাম পূর্ব থেকেই ছিল আমার জানা।
বাউল সাধক রশিদ উদ্দিন বাড়ি নেত্রকোনা ॥
রশিদ উদ্দিনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলাম।
দেখা করিতে মনে উদ্যোগ নিলাম ॥
নেত্রকোনার অন্তর্গত বাইশ চাপরা গ্রাম।
এই গ্রামে জন্ম সাধক রশিদ উদ্দিন নাম ॥
দেখা পেয়ে আনন্দে বিভোর হইলাম।
শ্রদ্ধাভরে উস্তাদের বাড়িতে রইলাম ॥
তিনিও ভালোবেসে আমাকে ছাড়েন না।
বার্ধক্য এসেছে গান গাইতে পারেন না ॥

বিভিন্ন আলোচনা করেন যখন বসে।
ভক্তগণ শান্তি পায় শান্ত মধুর রসে ॥
আশীর্বাদ পাইতে পদে আশ্রয় নিলাম।
উস্তাদের কাছে মাত্র পাঁচদিন ছিলাম ॥
উস্তাদ বললেন, চেষ্টা কর নিয়ে ভালোবাসা।
আশীর্বাদ করি তোমার পূর্ণ হবে আশা ॥
উস্তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।
ময়মনসিংহ ভ্রমণে চারমাস ছিলাম ॥
ময়মনসিংহে বাউল তখন ছিল বিস্তর।
রাত্রে নয় দিনের বেলা বসিত আসর ॥
এই পরিবেশে তখন মিশে পড়লাম।
বিভিন্ন গানের আসরে যোগদান করলাম ॥
তৈয়ব আলী, মিরাজ আলী, আবদুস সাত্তার।
খেলু মিয়া, দুলু মিয়া, মজিদ তালুকদার ॥
নীলগঞ্জের ফজলুর রহমান, আবেদ, আলাল।
উহাদের পূর্বসূরি রশিদ-জালাল ॥
বেশ কয়েকটা আসরে গান তখন গাইলাম।
ভাবের সাগর উকিল মুন্সির দেখা পাইলাম ॥
থানা জামালগঞ্জ লক্ষ্মীপুর গ্রামেতে।
আসর হলো উকিল মুন্সি সাহেবের সাথে ॥
ময়মনসিংহ জেলাতে বাউল যারা ছিল।
তারা আমায় ভালোবেসে কাছে টেনে নিল ॥
বাউলগণ বাউল গান গায় পঞ্চরসে।
গ্রাম গঞ্জে প্রচুর গানের আসর বসে ॥
আজমিরীগঞ্জে আসর গাওয়ার দায়িত্ব নিলাম।
আমি এবং আবদুস সাত্তার প্রথম ছিলাম ॥
পরে আসলেন নীলগঞ্জের ফজলুর রহমান।

আসলেন উস্তাদ রশিদ উদ্দিন অতি গুণবান ॥
রশিদ উদ্দিন আজমিরীগঞ্জে আসিলেন যখন।
নিজে কোনো গান বাদ্য করেন না তখন ॥
ফজলুর রহমানের উস্তাদ রশিদ উদ্দিন।
আমাকেও শিষ্য বললেন, জেনে দীনহীন ॥
তখন আজমিরীগঞ্জে সাত দিন ছিলেন।
আমাদেরে অনেক উপদেশ দিলেন ॥
উস্তাদ বলে মান্য করি আশীর্বাদ চাই।
রশিদ উদ্দিন আজ এই পৃথিবীতে নাই ॥
বাউলগণ বাউল গানে নূতন রূপ দিল।
এলাকার জনগণ তা গ্রহণ করে নিল ॥
যে কোনো এক বিষয়কে সামনে তুলে ধরে।
গাইতে হয় দুই জনে প্রশ্ন উত্তর করে ॥
বাউল প্রতিযোগিতা কবিগানের ধারা।
এলাকার জনগণ নাম দিল মালজোড়া ॥
বাউলগণ রঙ্গ রসে গায় বাউল গান।
শুনতে আসে ধনী-গরিব হিন্দু-মুসলমান ॥
কথাপ্রধান বাউল গান বুঝতে সবাই পারে।
প্রাণ খুলে গায় যেজনে ভালোবাসে তারে ॥
দেখা গেল বাউল গান সবাই আদর করে।
আসর হয় গ্রাম-গঞ্জ শহর ও বন্দরে ॥
সময়ে যখন ঢাকা শহরে যাইতাম।
খালেক আর রজব দেওয়ানের দেখা পাইতাম ॥
এই সমস্ত বাউলদের সঙ্গে গান গেয়েছি।
মানুষের ভালোবাসা আনন্দ পেয়েছি ॥
ছিল না টাকা নিয়ে দর কষাকষি।
টাকা নয় ভালোবাসা পেয়েছি বেশি ॥

৪

গানের আসরে যখন গান গাইতে যাই।
অনেক মহাজনের গান তখন গাই ॥
সকল মহাজনের গানে একই কথা বলে।
পির মুর্শিদ ভজিতে হয় আপন জানতে হলে ॥
কামেল মুর্শিদের সঙ্গ করা দরকার।
গুরু ব্যক্তি কেমন হবে ভেদ জানি না তার ॥
একদিন বসিলাম এক মহাজনের কাছে।
জিজ্ঞাস করলাম, আমার মুর্শিদ কোথায় আছে ॥
তিনি বললেন, পূর্বে নিজের মন ঠিক করে লও।
পরে এই মহান কাজে ব্রতী হও ॥
বলিলেন পাবে তারে সে নহে তো দূরে।
আশিক হয়ে খুঁজলে মিলে আছে মাশুকপুরে ॥
ঘুরিতে ঘুরিতে মন যথায় গিয়ে রয়।
তথায় তোমার প্রাপ্য বস্তু জানিও নিশ্চয় ॥
শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি তিনি সালাম করলাম।
পরে আমি আমার রাস্তা ধরলাম ॥
মহাজনের কথা শুনে ভরসা নিলাম।
একদিন পাব বলে আশায় ছিলাম ॥
গ্রাম গঞ্জে ঘুরে সদা বাউল গান গাই।
পির ফকির আউলিয়াদের সমাবেশে যাই ॥
সৈয়দ শাহনুরের বালক কুরফান আলী ছিল।
শাহনুরের ছুরির নিচে গলা পেতে দিল ॥
শাহ কুরফান আলীর বালক ইমান আলী নাম।
সুনামগঞ্জের অন্তর্গত মুক্তাখাই গ্রাম ॥

এই গ্রামে ইমান আলী ফকিরের মাজার।
উরস হয় ফাল্গুন মাসের প্রথম সোমবার ॥
মনে জেনে এই উরসে অংশ নিলাম।
বাউল আসকর আলী এবং আমি ছিলাম ॥
সারা রাত্র দুই জনে গান সেদিন গাইলাম।
এই উৎসবে একজনের দেখা পাইলাম ॥
উকারগাঁও জন্মস্থান মৌলা বক্স নাম।
দেখা পেয়ে পূর্ণ হইল মনস্কাম ॥
মৌলা বক্স মুন্সি একজন আলেম ছিলেন।
সুফি মতবাদে পূর্ণ বিশ্বাস নিলেন ॥
মুন্সি সাহেবের মুর্শিদ আব্বাস ক্বারি নাম।
সুনামগঞ্জের নিকটে সাধকপুর গ্রাম ॥
সাধকপুর কৃারি সাহেবের মাজার হয়েছে।
এই গ্রামে কারি সাহেবের বংশধর রয়েছে ॥
ক্বারি সাহেবের কথা শুনতে যাহা পাই।
বর্তমান ইতিহাসে লিখা তাহা নাই ॥
ক্বারী সাহেবের যারা শিষ্যত্ব নিলেন।
এর মধ্যে অনেকেই আলেম ছিলেন ॥
উরস হয় নির্দিষ্ট তারিখ আছে তার।
ফাল্গুন মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার ॥
ক্বারি সাহেব মহাসাধক ছিলেন।
মৌলা বক্স মুন্সি সাহেব শিষ্যত্ব নিলেন ॥
মুন্সি সাহেবকে দেখে ভাবনায় পড়লাম।
মুর্শিদ ভজিতে মনে সিদ্ধান্ত করলাম ॥
তখন আবার আপন মনে করি এই বিচার।
পিতা-মাতার হুকুম নেওয়া আমার দরকার ॥
মনের কথা কই না কারে মনে মনে আছে।

বাড়িতে আসিলাম আমার পিতামাতার কাছে ॥
পিতা মাতার আদেশ নিতে সমস্যায় পড়লাম।
রাত্রে নীরবে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম ॥
বললাম, মাগো আমি মুর্শিদ ভজতে চাই।
ভালো কাজ এতে কোনো সন্দেহ যে নাই ॥
আলেম কামেল ব্যক্তি বৃত্তজ্ঞানী লোক।
সুফিবাদে বিশ্বাসী পরম ভাবুক ॥
মা বললেন, তুমি আমার একমাত্র ছেলে।
মুর্শিদ ভজিতে হয় বয়স প্রাপ্ত হলে ॥
এখন মুর্শিদ ভজিতে কে বললেন তোমায়।
মুর্শিদ ভজলে মানুষ নাকি পাগল হয়ে যায় ॥
আমি বললাম, একটি কথা আমার মনে পড়ে।
যে যার সঙ্গ করে সে তার বর্ণ ধরে ॥
এই মানুষের সঙ্গ করে হব না বেহুশ।
ভোগী নয় ত্যাগী এই মহাপুরুষ ॥
মা বললেন, তুমি যদি ভালো মনে কর ।
তোমার পিতার আদেশ নিয়ে এই রাস্তা ধর ॥
আমি বললাম, মাগো আমি পিতাকে ভয় পাই।
আদেশ নিয়ে দাও গো মা আমি যাহা চাই ॥
মনে ভাবনা ছিল কী হইবে পাছে।
মা আমার প্রস্তাব নিয়ে গেলেন পিতার কাছে ॥
এখানেই ভয় ছিল পিতা কি বলেন।
স্থির ধীর ভাবে মা উপস্থিত হলেন ॥
মা যাহা জিজ্ঞাসা করেন শুনে নিলাম।
আমি মায়ের কাছে আড়ালে ছিলাম ॥
মা বললেন, ছেলে আপনার আদেশ নিতে চায়।
সে আপনার কাছে বলতে ভয় পায় ॥

একজন কামেল লোক তার চোখে পড়েছে।
মুর্শিদ ভজিবে মনে আশা করেছে ॥
আলেম কামেল ব্যক্তি অতি প্রাচীন লোক।
শ্রদ্ধার পাত্র তিনি পরম ভাবুক ॥
পিতা বললেন, জানি আমি সে এসব বলিবে।
পির চাচা নসিব উল্লার মতে সে চলিবে ॥
ভালো কাজে চলে যদি ভালো বিবেচনায়।
উদ্দেশ্য সৎ হলে আল্লাহ তার সহায় ॥
পিতা-মাতা অনুমতি দিলেন যখন।
আমার অন্তরে শান্তি আসিল তখন ॥
মনে ভাবি দয়াল আমার সহায় ছিলেন।
পিতা-মাতা ভালো মনে বিদায় দিলেন ॥
পিতা-মাতার চরণ ধুলি মস্তকে লইলাম।
পরের দিন ভোরবেলা রওয়ানা হইলাম ॥
পনেরো মাইল দূরে হইল মুর্শিদের বাড়ি।
মনে চায় যত শীঘ্র যাইতে আমি পারি ॥
মুর্শিদের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিলাম।
মুক্তাখাই গ্রামে আছেন খবর পাইলাম ॥
সেখানে গেলাম আপন কর্ম সারিতে।
দেখা হলো মুবারক শাহ ফকিরের বাড়িতে ॥
মুর্শিদের সঙ্গে দেখা হইল যখন।
বাউল আসকর আলী ছিলেন তখন ॥
এই রাত্র মুবারক শাহর বাড়িতে রইলাম।
আমি এবং আসকর আলী মুরিদ হইলাম ॥
মুর্শিদ ভজিতে মনে বড় আশা ছিল।
মুর্শিদ আমায় দয়া করে কোলে তুলে নিল ॥
মুর্শিদের কাছে যখন মুরিদ হইলাম।

কয়েক দিন মুর্শিদের কাছে রইলাম ॥
মুর্শিদের ভক্তবৃন্দ অনেকেই ছিল।
সবাই আমায় ভালোবেসে কাছে স্থান দিল ॥

·

৫

তখন সুনামগঞ্জে বহু গান গেয়েছি।
মানুষের ভালোবাসা আনন্দ পেয়েছি ॥
সুনামগঞ্জবাসী গানকে ভালোবাসতেন।
নানা স্থানের বাউলগণ তখন আসতেন ॥
দুর্বিন শাহ-কামাল উদ্দিন-আবদুস সাত্তার।
বারেক মিয়া-অমিয় ঠাকুর-আসকর আলী মাস্টার ॥
আসর হলে নিমন্ত্রণ আমিও পাইতাম।
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে গান তখন গাইতাম ॥
ছোটো একটি বই ছাপার উদ্যোগ নিলাম।
সুনামগঞ্জের রায় প্রেসে বই ছাপতে দিলাম ॥
‘আফতাব সঙ্গীত ছিল বইখানার নাম।
আবদুল করিমের গান বারো আনা দাম ॥
বই ছাপা করে গেলাম মুর্শিদের কাছে।
মুর্শিদ বললেন, তোমার সঙ্গে আলোচনা আছে ॥
মনে যে দুর্বলতা বিবাহ করবে না।
বিয়ে করে সংসারের ফাঁদে পড়বে না ॥
তুমি তোমার পিতামাতার একমাত্র ছেলে।
সর্বদা ভ্রমণে থাক তাহাদের ফেলে ॥
এই অবস্থায় বল তুমি কতদিন রবে।
পিতামাতার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে হবে ॥
এখন এক অন্য পরিবেশে পড়িবে।

কিছুদিনের মধ্যেই তুমি বিবাহ করিবে ॥
নিয়তির বিধানে তোমাকে যাহা দিবে।
মনানন্দে তুমি তাহা গ্রহণ করে নিবে ॥
মুর্শিদের কথা শুনে নীরব রইলাম।
পরের দিন বাড়ির পথে রওয়ানা হইলাম ॥
রাস্তার পাশে বাড়ি এক ধর্ম-মেয়ে ছিল।
দেখা পেয়ে প্রায় জোর করে তার বাড়িতে নিল ॥
কী করা যায় সেই দিন সেখানে রইলাম।
ধর্ম-মেয়ের বাড়িতে মুসাফির হইলাম ॥
ধর্ম-মেয়ের পড়শি এক গরিব কৃষক ছিল।
এই ভদ্রলোক আমাকে দাওয়াত করে নিল ॥
পরে জানিলাম তত্ত্ব বহুদিন ধরে।
আমার মুর্শিদকে তারা শ্রদ্ধা ভক্তি করে ॥
এদের ব্যবহারে মন আকৃষ্ট করিল।
তাদের এক মেয়ে আমার চোখে পড়িল ॥
দেখা মাত্র কী যেন এক অবস্থায় পড়লাম।
আপন মনে অনেক বিচার করলাম ॥
স্বামী স্ত্রী দুইজন তারা ছেলে মেয়ে আছে।
সম্পদ বলতে কিছুই নাই দুঃখে কষ্টে বাঁচে ॥
এক মেয়ে উপযুক্ত প্রায় বিবাহের সময়।
অর্থ সম্পদ না থাকাতে মনে বড় ভয় ॥
সুস্থির মতিগতি সরল শান্ত মন।
গরিবের কুঁড়েঘরে রয়েছে এই ধন ॥
মুর্শিদ আমায় হুকুম করলেন বিবাহ করিতে।
দায়িত্ব মোর অচেনা এক পাখি ধরিতে ॥
সিদ্ধান্ত নিলাম অনেক চিন্তা ভাবনার পরে।
এই মানুষকে নিব চিরসঙ্গিনী করে ॥

পরের দিন বাড়ির পথে যখন চললাম।
ধর্ম-মেয়েকে ডেকে তখন বললাম :
আমার মনের কথা গো মা তোমাকে জানাই।
এই গরিব কৃষকের মেয়েকে আমি চাই ॥
এই কথাটি গো মা তোমাকে যাই বলে।
আমি কিছু জানি না কী হইবে ফলে ॥
ধর্ম-মেয়ে আমার কথায় গুরুত্ব দিল।
সূক্ষ্ম মনে এই বিষয়ে পদক্ষেপ নিল ॥
মেয়ের পিতার সঙ্গে আলোচনা করে।
একমত হইল যে বহু চেষ্টার পরে ॥
মেয়ের পিতামাতা কথা যখন দিল।
ধর্ম-মেয়ে পরে অন্য ব্যবস্থা নিল ॥
মুর্শিদ সাহেবকে মেয়ে দাওয়াত করিল।
শক্ত করে মুর্শিদের চরণে ধরিল ॥
মেয়ে বলল সেবা করার ক্ষমতা মোর নাই।
তবুও যে আপনার চরণধুলা চাই ॥
অদ্য না হয় বলেন কবে যাইতে পারেন।
কথা দেন নইলে আমাকে প্রাণে মারেন ॥
কবে আসিবেন মুর্শিদ এই কথা যখন পাইল।
তখন আমার পিতাকেও আনিতে চাইল ॥
পিতা এবং মুর্শিদ সাহেব কথা দিলেন।
তারিখ অনুযায়ী তারা উপস্থিত ছিলেন ॥
গ্রামের মুরব্বি খানাপিনার পরে।
মেয়ে তখন তার কথা তুলে ধরে ॥
শাহ আবদুল করিম ধর্ম-পিতা আমার।
এই দেখেন এক গরিব লোক নাই খেতখামার ॥
ওনার এক মেয়ে আছে শান্ত-শিষ্ট অতি।

দেখিতে সুশ্রী এবং অতি বুদ্ধিমতী ॥
তখন মেয়েকে এনে সামনে ধরিল।
মেয়ে মুরুব্বিদের সালাম করিল ॥
ধর্ম-মেয়ে বলল, আমার আবেদন জানাই।
এই মেয়েকে আমার পিতার জন্য চাই ॥
এই হলো আমার আশা অন্য কিছু নয়।
পির সাহেব বলিলেই আমার আশা পূর্ণ হয় ॥
মুর্শিদ বললেন, সৎকর্ম উদ্দেশ্য যখন সৎ।
এই বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি একমত ॥
পিতা বললেন, পির সাহেব বলিলেন যাহা।
আমিও শ্রদ্ধাভরে মেনে নিলাম তাহা ॥
এখন সম্পূর্ণ কথা শেষ হয়ে রবে।
সময় সাপেক্ষে কাজ সম্পন্ন হবে ॥
ধর্ম-মেয়ে বলল, আমার অন্য কথা নাই।
আমি শুধু আপনাদের আশীর্বাদ চাই ॥
আমি আপনাদের কোনো দাযিত না দিয়া।
আমি আমার পিতাকে করাইব বিয়া ॥
পারি যদি দশ টাকায় কর্ম সারিব।
পারি যদি দশ হাজার খরচ করিব ॥
এরপরে বিবাহের দিন ধার্য হলো।
মুর্শিদ বললেন, সবে এখন আলহামদু বলো ॥
মনানন্দে সবাই তখন আলহামদু বললেন।
শুভ মিলনের জন্য মুনাজাত করলেন ॥
মুর্শিদ যে দিন ধার্য করেছিলেন।
সময়ে কাজ সম্পন্ন করে দিলেন ॥
গরিব কৃষকের মেয়ে কুঁড়েঘরে ছিল।
জীবন সঙ্গিনী রূপে এসে যোগ দিল ॥

সরল শান্ত শুদ্ধমতি সে হলো সুজন।
অশান্ত চঞ্চল আমি হলেম অভাজন ॥
সৎচরিত্র মন পবিত্র ছিল তার গুণ।
সরল বলেই নাম হলো তার সরলা খাতুন ॥
সরলা হতে যে সাহায্য পেয়েছি।
সরলার কাছে আমি ঋণী রয়েছি ॥
খাঁটি মা হবার গুণ সরলার ছিল।
মা বলে কত ছেলে চরণধুলা নিল ॥
সৎসঙ্গ স্বর্গবাস শুনি লোকে বলে।
মাতৃমঙ্গল পরশমণি ভাগ্যে যদি মিলে ॥
গরিব কৃষক হলেন আবদুর রহমান নাম।
সুনামগঞ্জের অন্তর্গত আসামমুড়া গ্রাম ॥
পিতামাতা আছেন আর বিবাহ করলাম।
তখন এক অসহায় অবস্থায় পড়লাম ॥
দায়িত্বভার পূর্ব থেকেই মাথায় নিয়েছি।
বোন ছিলেন পাঁচজন বিবাহ দিয়েছি ॥
সম্পদ বলতে কিছুই নাই আমি শুধু আছি।
প্রধান ভাবনা হলো কী করে যে বাঁচি ॥
বেঁচে থাকতে হলে যে খাওয়ার দরকার।
রোগ হলে প্রয়োজন সুচিকিৎসার ॥
বাসস্থান প্রয়োজন থাকতে যখন হবে।
শিক্ষা বিনে মানুষ কি পশু হয়ে রবে? ॥
বাঁচতে হলে যে নিরাপত্তা দরকার।
মনে ভাবি আমি এখন কী করিব আর ॥
অন্য কোনো উপায় নাই গাই শুধু গান।
জীবন নদীতে নৌকা বাইতে হয় উজান ॥
ভ্রমণে থাকি সদা আমি নহি স্থির।

মনোকষ্টে সরলার চোখে ঝরে নীর ॥
সরলা বলেন একদিন, কী অবস্থায় চলি।
অন্তরে ব্যথা হয় কার কাছে কী বলি ॥
বৎসরে এগারো মাস তোমায় ছাড়া থাকি।
নিরাশার আঁধারে পড়ে কাঁদে প্রাণ পাখি ॥
অনাহারে থাকি যেদিন অন্য উপায় নাই।
তখন শুধু তোমার আশায় পন্থপানে চাই ॥
সরলা শান্তিতে ছিলেন পিতামাতার ধারে।
আশা দিয়ে এনে আমি দুঃখ দিলাম তারে ॥
পিতামাতা আমার আশায় চেয়ে থাকেন।
আমার মঙ্গল কামনায় খোদাকে ডাকেন ॥
কে সরলা কে করিম কেন যে কী করি।
অষ্টপাশে বাধা আছি কখন জানি মরি ॥
এই সমস্ত দুঃখের ছবি মনে যখন ভাসে।
অন্তরে অনুতাপ হয় চোখে জল আসে ॥

.

৬

জীবনে কত আশার স্বপ্ন দেখলাম।
আশায় নেশায় পড়ে কত গান লেখলাম ॥
গানের আসরে যখন গান গাইতে যাই।
মধ্যে মধ্যে গরিবের দুঃখের গান গাই ॥
কার কাছে কী বলিব মনে এল ভয়।
তখন ছিল মুসলিম লীগের লুটপাটের সময় ॥
মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ভূমিকা নিলাম।
শোষক বিরোধী গানে সুর তখন দিলাম ॥

বিশ্বাস করে রাজনীতিতে মিশে পড়লাম।
আওয়ামী লীগে তখন যোগদান করলাম॥
সংগঠনে সাংস্কৃতিক সম্পাদক ছিলাম।
সুনামগঞ্জে কর্মীদের সঙ্গে নাম দিলাম॥
স্বার্থ নিয়ে দ্বন্দ্ব করে বিশ্বের ঘরে ঘরে।
রোজই খবরে শুনি কত মানুষ মরে॥
কেহ শোষক আর কেহ বা শোষিত।
এই নিয়ে পরিবেশ হয়েছে দূষিত॥
মেহনতি সবাই তারা করে উৎপাদন।
শোষক চায় শোষণ করে উন্নতি সাধন॥
শোষকের মনে কোনো দয়া মায়া নাই।
শোষিতগণ করে তাদের বাঁচার লড়াই॥
ব্রিটিশ শাসনে দেশ ছিল যখন।
স্বদেশী আন্দোলন দেশে আসিল তখন॥
কৃষক মজুর মেহনতি মানুষ ছিল যারা।
শান্তির আশায় আন্দোলনে যোগ দিল তারা॥
দুঃখে গড়া জীবন আমার দুঃখে কষ্টে চলে।
একদিন শুনি ছাত্রগণ বন্দে মাতরম বলে॥
একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম তখন।
কী বলে কী করতে চায় এই ছাত্রগণ॥
বুঝাইয়া বললেন তিনি জিজ্ঞাস করার পরে।
আমাদের দেশে বিদেশীরা শাসন শোষণ করে॥
পরাধীন হয়ে দেশে বেঁচে থাকা দায়।
দেশের জনগণ এখন স্বাধীনতা চায়॥
স্বাধীন হলে অন্যায় অবিচার হবে না।
দুঃখী মানুষের কোনো দুঃখ রবে না॥
দুঃখীর দুঃখ রবে না যখন শুনলাম।

তখন মনে এক আশার জাল বুনলাম ॥
বিশ্বাস নিলাম স্বাধীন হলে দুঃখ রবে না।
আমরারও দুঃখ কষ্ট সইতে হবে না ॥
স্বাধীনতা পাব মনে আশা নিলাম।
পরে কী ঘটিল তাহা অজ্ঞাত ছিলাম ॥
অন্য কিছু নয় বুঝি আমি মুসলমান।
উঠিল এক অগ্নিবাণী লড়কে লেংগে পাকিস্তান ॥
কাটাকাটি লুটালুটির খবর পেয়েছি।
এই সমস্ত ভিত্তি করে কত গান গেয়েছি।
শোষকগণ মানুষকে কুমন্ত্রণা দিল।
হিন্দু-মুসলমানে তখন দাঙ্গা বেঁধেছিল ॥
জানি না কে যে কার মন্ত্রণা লইল।
যার ফলে দেশ তখন বিভক্ত হইল ॥
মারা গেলেন অনেক হিন্দু-মুসলমান।
শোষিতের মুক্তি এল না এল পাকিস্তান ॥
সাধারণ মানুয়ের মনে কত আশা ছিল।
সুকৌশলে পাকিস্তান জন্ম তখন নিল ॥
পাকিস্তানে স্বৈরাচার লভিল আসন।
ইচ্ছা মতো চালাইল শোষণ শাসন ॥
সাধারণ মানুষের মনে ছিল কত আশা।
স্বাধীন হবে সুখে রবে বাধবে সুখের বাসা ॥
কৃষক মজুর মেহনতিদের আশায় ছাই দিল।
পরে ভাবি শোষক তার শোষণের সুযোগ নিল ॥
নিরাশা দুরাশায় মানুষ অসহায় হলো।
স্বার্থপরগণ বলে শুধু জিন্দাবাদ বলো ॥

শান্তির পরিবর্তে দুর্নীতি বাড়িল।
জনগণ মুসলিম লীগের সমর্থন ছাড়িল ॥
পরে নির্বাচনের ডাক যখন পড়িল।
বিরোধীগণ মিলে সবাই যুক্তফ্রন্ট গড়িল ॥
বিরোধী বলিতে তারা বহু দল ছিল।
আওয়ামী লীগ প্রধান ভূমিকা তখন নিল ॥
গানের আসরে যখন গান গাইতে যাই।
মধ্যে মধ্যে গরিবের দুঃখের গান গাই ॥
গান গাই-আসলে অর্থ সম্পদ নাই।
যেখানে লোকে চায় সেখানেই যাই ॥
জগন্নাথপুর আসর করার দায়িত্ব নিলাম।
আমি এবং কামাল উদ্দিন দুইজন ছিলাম ॥
বাজারে আসর করা হলো চমৎকার।
আসরে লোক ছিল হাজার হাজার ॥
সিলেটের কৃতী সন্তান আবদুস সামাদ।
জনসেবা করবেন বলে মনে নিয়ে সাধ ॥
পার্লামেন্টে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলেন।
যুক্ত ফ্রন্টের নৌকাতে বাদাম দিলেন ॥
অশান্তির আঁধারে আসলেন শান্তির বাণী মুখে।
গ্রহণ করে নিল তাকে এই এলাকার লোকে ॥
এলকাবাসীর সঙ্গে পিরিত বাড়ালেন।
দিরাই-জগন্নাথপুর থেকে তখন দাঁড়ালেন ॥
নির্বাচনের কাজে এই এলাকায় ছিলেন।
আসরে গান শোনার সুযোগ নিলেন ॥
সামাদ মিয়া গান শুনিলেন বসে এই আসরে।
গানের পরে আমাকে নিলেন খবর করে ॥
গণ্যমান্য লোক নিয়ে বসেছিলেন।

যাওয়ার পর হাত ধরে টেনে নিলেন ॥
আলোচনায় দিগ্বিদিক তুলে ধরলেন।
পরে আমাকে এক অনুরোধ করলেন ॥
দেখেন দেশে ন্যায়নীতি সমবন্টন নাই।
আমরা শোষণমুক্ত সমাজ গড়তে চাই ॥
রচনা করে যখন গান গাইতে পারেন।
শোষিত মানুষের কথা তুলে ধরেন ॥
আপনার এই গানগুলোর এখন দরকার।
উৎখাত করিতে এই মুসলিম লীগ সরকার ॥
আপনি আমার সব নির্বাচনী সভায়।
গান গাইবেন আপনাকে জনগণ চায় ॥
সভাতে মাইক তখন প্রথম পেয়েছি।
মানুষের সুখ দুঃখের কত গান গেয়েছি ॥
বক্তব্যের আসল কথা সহজ ভাষায় গাই।
সাধু কি চলিত ভাষা সেই বিচার নাই ॥
জনসভাতে গান যখন গেয়েছি।
সভাতে উপযুক্ত সমর্থন পেয়েছি ॥
শোষিত শ্রেণীতে যখন জন্ম নিলাম।
জন্মগত প্রতিবাদী আমি ছিলাম ॥
যুক্তফ্রন্ট জিন্দাবাদ ধ্বনি উঠিল।
স্বৈরশাসক মুসলিম লীগের সমাপ্তি ঘঠিল ॥
যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করলেন।
আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার গড়লেন ॥
সব সময় গনতন্ত্রের কথা বলেন।
শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধান মন্ত্রী হলেন ॥
রাজনীতি-সমাজনীতিতে ছিলেন সজীব।
দুর্নীতিদমনের মন্ত্রী হলেন শেখ মুজিব ॥

সুনামগঞ্জে সফরে আসলেন যখন।
সামাদ মিয়া সঙ্গে ছিলেন তখন ॥
এই দুইজনের প্রতি মানুষ আশাবাদী ছিল।
দূরের লোক কষ্ট করে দেখার সুযোগ নিল ॥
আমিও সমাবেশে অংশ নিলাম।
জনসভায় তখন গান গেয়েছিলাম :

পূর্ণচন্দ্রে উজ্জ্বল ধরা
চৌদিকে নক্ষত্রঘেরা
জনগণের নয়নতারা
শেখ মুজিবুর রহমান
জাগ রে জাগ রে মজুর-কৃষাণ ॥

গণসঙ্গীত পরিবেশন করলাম যখন।
একশত টাকা উপহার দিলেন তখন ॥
শেখ মুজিব বলেছিলেন সৎ-আনন্দমনে ॥
'আমরা আছি করিম ভাই আছেন যেখানে' ॥
শহীদ সোহরাওয়ার্দী দেশকে ভালোবাসলেন।
সরকারি সফরে তখন সিলেট আসলেন ॥
শহীদ সাহেবের প্রতি আস্থাশীল ছিল।
অসংখ্য মানুষ এই সভায় যোগ দিল ॥
প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শেষ হলে পরে।
শুনি তখন মাইকে ঘোষণা করে ॥
বাউল কবি আবদুল করিম গান এখন ধরবেন।
তিনি একটি পল্লীর গান পরিবেশন করবেন ॥
জনসভায় গান গাওয়ার সুযোগ পাইলাম।
মানুষের সুখ-দুঃখের গান একটি গাইলাম ॥
জনগণ আরেকটা শুনতে চাইলে পরে।

গাইলাম একটি গ্রামগঞ্জের অবস্থা তুলে ধরে ॥
আমি যখন গান গাই জনতার আসরে।
তখন এই দেশে দুর্ভিক্ষ বিরাজ করে ॥
এই সময় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল।
গ্রাম গঞ্জে লঙ্গরখানা খুলে তখন দিল ॥
বর্তমান অবস্থা বলতে ইচ্ছা করলাম।
ক্ষুধার্ত মানুয়ের কথা তুলে ধরলাম ॥
এই দেশের দুর্দশার কথা কী বলব সভায়।
পেটের ক্ষুধায় কত লোক লতাপাতা খায় ॥
জনাব মৌলানা ভাসানী গরিবের বন্ধু তিনি।
চিন্তা করেন দিনরজনী গরিব দুঃখীর দায় ॥
মৌলানা ভাসানীর শুনি নামের ধ্বনি।
কৃষক মজুর মেহনতিদের জন্য পরশমনি ॥
লক্ষ করলাম মনোযোগে গান শুনে নিলেন।
জেব উজার করে আমাকে উপহার দিলেন ॥
বুঝিলাম আমার প্রতি সদয় হলেন।
আরেক আশ্বাস বাণী পরে বলেন ॥
বলব আতাউর রহমানের সাথে।
তোমার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হয় যাতে ॥
একদিন ডিসি সাহেবের খবর পাইলাম।
দেখা করে বিষয় কী জানতে চাইলাম ॥
ডিসি বললেন, আপনাকে ডাকছেন সরকার।
কাগমারী সম্মেলনে যাওয়া দরকার ॥
আমি বললাম, আমি যে কাউন্সিলার নই।
আমি কেন যাব আর খরচ পাব কই ॥
ডিসি সাহেব বললেন, আমি ব্যবস্থা নিতেছি।
আপনার যা প্রয়োজন আমি দিতেছি ॥

একশন টাকা আর কম্বল একখান।
দিয়ে বললেন সবাই যাচ্ছে আপনিও যান ॥
সিলেট থেকে যাত্রী সেদিন অনেকেই ছিলেন।
আদর করে আমাকেও সঙ্গে নিলেন ॥
মহা এক আনন্দে কাগমারী গেলাম।
সর্বপ্রথম শেখ মুজিবের দেখা পাইলাম ॥
ক্যাম্পে আছেন বন্ধুবান্ধব, কাছে বসেছে।
দেখেই বললেন, হে আমার করিমভাই এসেছে ॥
সবাইকে পরিচয় দিলেন, আমার করিম ভাই।
গণসঙ্গীত শিল্পী সে আমি ভালো পাই ॥
প্রথমে বললেন, আপনার শরীর ভালো আছে?
পরে বললেন, ডিসি আপনার খরচ দিয়াছে ॥
স্নেহভরে কাছে নিয়ে হাত চেপে ধরলেন।
পরে একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন ॥
বললেন, দেখি তোর কাছে টাকা আছে কত?
থাকে যদি তা হলে আমাকে দে তো ॥
সে বুকের পকেট থেকে বাহির করে দিল।
ভদ্রলোকের পকেটে দেড়শো টাকা ছিল ॥
টাকাগুলো তখন নিজ হাতে নিলেন।
পরে তাহা আমাকে দিয়ে দিলেন ॥
দিয়ে বললেন, এগিয়ে চল, নাই কোনো ভয়।
গণসঙ্গীতগুলো যেন জোরদার হয় ॥
একটি কথা আমায় অন্তরে গাঁথা।
আজো ভুলি নাই আমি রমেশ শীলের কথা ॥
শুনেছি রমেশ শীল জেলে ছিলেন।
মুক্ত হয়ে সম্মেলনে অংশ নিলেন ॥
গণসঙ্গীতের আসরে গান তখন গেয়েছি।

বিভিন্ন শিল্পীদের সাক্ষাৎ পেয়েছি ॥
নেতাকর্মী সবাই তখন উপস্থিত ছিলেন।
মৌলানা ভাসানী আমাকে আশীর্বাদ দিলেন ॥

.

৭

আনোয়ার রাজা এক মহৎ লোক ছিলেন।
সাহিত্য সম্মেলন করার উদ্যোগ নিলেন ॥
গণ্যমান্য সবাই এতে মিশে পড়লেন।
হাসন স্মৃতি নামে এই আয়োজন করলেন ॥
হাসন স্মৃতি সম্মেলন হইল যখন।
আনন্দ পাইলেন এলাকার জনগণ ॥
সিলেটে বাউল শিল্পী যারা ছিলেন।
মনের আনন্দে সবাই অংশ নিলেন ॥
আধুনিক যারা গায় তারাও যোগ দিল।
রবীন্দ্রসঙ্গীত নজরুলগীতির শিল্পী সবাই ছিল ॥
শিল্পীগণ মন আনন্দে গান তখন গেয়েছে।
উপযুক্ত সম্মান সবাই পেয়েছে ॥
ঢাকা বেতারের লোক এসে হাজির হলো।
তারা বললেন, হাসন রাজার রচিত গান বলো ॥
উজির মিয়া হাসন রাজার গান গেয়েছিল।
বেতারের লোক তাহা রেকর্ড করে নিল ॥
গ্রামগঞ্জের লোক সবাই গান শুনতে পান।
বিশেষ আকর্ষণ ছিল মালজোড়া গান ॥
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে গান তখন গেয়েছি।
প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রথম উপহার পেয়েছি ॥

জনগণের মনে বড় উৎসাহ ছিল।
সম্মেলন সবার মনে আনন্দ দিল ॥
সাধারণ মানুষের মঙ্গল যারা চায় ॥
লোকসঙ্গীত গণসঙ্গীত তারা ভালো পায় ॥

উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য মহান।
প্রতিষ্ঠা করতে চায় লোকসঙ্গীতের মান ॥
১৩৯৭ বাংলায় উদ্যোগ তারা নিল।
জাতীয় শহীদ মিনারে আসর করেছিল ॥
তিনদিন ব্যাপী সম্মেলনের দায়িত্ব নিলেন।
শতাধিক শিল্পী তখন উপস্থিত ছিলেন ॥
প্রধান অতিথি করে আমাকে নিলেন।
উদ্বোধন করার দায়িত্বও দিলেন ॥
এই গান সরলপ্রাণ সবাই ভালোবাসে।
সমাজের ভেতরের ছবি বাহির হয়ে আসে ॥
লোকসঙ্গীত জনগণের সুখ দুঃখের গান।
পূর্বে ছিল আজো আছে বর্তমান ॥
শোষণের বিরুদ্ধে আমি শোষিতের গান গাই।
আপোসহীন সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে চাই ॥

পরিশিষ্ট – গ্রন্থপরিচিতি

শাহ আবদুল করিম রচনাসমগ্র পরিশিষ্ট – গ্রন্থপরিচিতি

আফতাব সঙ্গীত

আফতাব সঙ্গীত শাহ আবদুল করিমের প্রকাশিত প্রথম গানের বই। এ বইটি এখন আর পাওয়া যায় না। রচয়িতার সংগ্রহেও বইটি নেই। এটি সম্ভবত চল্লিশের দশকের শেষের দিকে প্রকাশিত হয়েছিল। শাহ আবদুল করিম ‘দেশবার্তা’ পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘প্রথম গানের বইয়ের নাম আফতাব সঙ্গীত, বের হয় ১৩৫৫ বাংলায়। এতে ৪০টি গান সংকলিত ছিল।’

আফতাব সঙ্গীত সুনামগঞ্জের রায় প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। যার মূল্য ছিলো বারো আনা। শাহ আবদুল করিম তার ‘আত্মস্মৃতি’-তে এ গ্রন্থ সম্পর্কে লিখেছেন,

ছোটো একটি বই ছাপার উদ্যোগ নিলাম।
সুনামগঞ্জের রায় প্রেসে বই ছাপতে দিলাম ॥
‘আফতাব সঙ্গীত’ ছিল বইখানার নাম।
আবদুল করিমের গান বারো আনা দাম ॥

.

গণসঙ্গীত

গণসঙ্গীত প্রকাশিত হয় আনুমানিক ১৯৫৭ সালে। সুনামগঞ্জের রায় প্রেস থেকে এ পুস্তিকাটি মুদ্রিত হয়। ক্রাউন ১/৮ সাইজের এ পুস্তিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬, গান ১১টি। প্রকাশকাল ও মূল্যের উল্লেখ নেই। পুস্তিকার আখ্যাপত্র ছিলো এরকম :

পাকিস্তান জিন্দাবাদ
গণ-সঙ্গীত।

কবি আব্দুল করিম
কর্তৃক প্রণীত

সাং ধল আশ্রম, দিরাই (শ্রীহট্ট)

প্রকাশক ছনাওর রজা
সাং ধল আশ্রম, থানা দিরাই।

রায় প্রেস, সুনামগঞ্জ।

.

কালনীর ঢেউ

কালনীর ঢেউ ১৩৮৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন/১৯৮১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক মো. জালাল (বাবুল), উজান ধল, পো, ধল বাজার, সিলেট; মুদ্রণ মেহেরাবাদ প্রেস, জিন্দাবাজার, সিলেট; মূল্য পনেরো টাকা। ডিমাই ১/৮ সাইজের এ গ্রন্থে পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২+১৫৪; গানের সংখ্যা মোট ২+১৬৩। বইটির প্রাপ্তিস্থান 'আমার লাইব্রেরী', দিরাই বাজার, পোস্টঅফিস দিরাই চানপুর এবং 'মুসলিম লাইব্রেরী' জিন্দাবাজার, সিলেট। প্রচ্ছদশিল্পীর নামের উল্লেখ ছিল না তবে ব্লক নির্মাণে 'চিটাগাং রবার স্ট্যাম্প এন্ড ব্লক হাউস, জিন্দাবাজার, সিলেট'-এর উল্লেখ ছিল। বাঁধাই 'বাঁধাই ঘর, জিন্দাবাজার, সিলেট'। বইটি উৎসর্গ করেন 'সহধর্মিনী সরলাকে'। এই গ্রন্থে 'আমার কথা' শিরোনামে শাহ আবদুল করিম স্বাক্ষরিত একটি বক্তব্য ছিলো। বক্তব্যটি নিম্নরূপ :

এই কালনীর ঢেউ প্রকাশ করিতে আমাকে যাহারা বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা ও অনুপ্রাণিত করিয়াছেন তাহাদের সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব হইল না বলিয়া আমি দুঃখিত ॥ তাহাদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আমি জানি না আমার লিখিত গানগুলি গুণ এবং মানসম্পন্ন হইয়াছে কিনা। দেশের সুধীসমাজ গানের সমজদার ব্যক্তিরা গানগুলি যাচাই করিয়া দেখিবেন, এই আশা রাখি।

বইটিতে দিলওয়ারের একটি ভূমিকা ছাপা হয়। ভূমিকাটি নিম্নরূপ :

দুটি কথা মূলত আবহমান কাল ধরে যে মানবগোষ্ঠী প্রাকৃতিক নিষ্ঠা ও অনুরাগ নিয়ে কর্দমাক্ত, জঙ্গলাকীর্ণ পৃথিবীকে নানা দিকে শিল্পায়িত করে এসেছে তারাই হচ্ছে জনসাধারণ। আধুনিক কালে এই জনসাধারণ শব্দটি আরও দুটি শব্দকে পুরোভাগে নিয়ে এসেছে এবং শব্দ দুটির একটি হচ্ছে জনগণ, অন্যটির নাম জনতা।

জনসাধারণ, জনগণ কিংবা জনতার সঠিক তাৎপর্য বুঝতে হলে ইতিহাসের আশ্রয় নিতে হয়। এবং এ ইতিহাস বিভিন্ন অভ্যুত্থান আর বিপ্লবের ইতিহাস। মানবসমাজে জনগণ যে এক অদ্বিতীয় শক্তির উৎস, আধুনিক বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন, গণচীন, আলবেনিয়া, কিউবা, উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনাম ইত্যাদি দেশ তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

আমাদের আলোচ্য লোকশিল্পী শাহ আবদুল করিম এমনি এক লোকসমাজের উত্তরসূরী। এক সাহসী এবং নিষ্ঠাবান মানবগোষ্ঠী থেকে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছে বলেই আবদুল করিম সংগীতের মতো একটি সুকুমার শিল্পকে তার জীবনের হাতিয়ার, জীবনের অবলম্বন করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। বহুমুখী জটিল সমস্যায় আকীর্ণ বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের খবর যারা রাখেন তারা স্বীকার করবেন যে এরূপ জট পাকানো লোকায়ত সমাজে সংগীতের উপর নির্ভরশীল হয়ে ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে লালন করা কঠিন ব্যাপার।

শিল্পী আবদুল করিমের যারা কাছের মানুষ, তারা অবশ্যই বলবেন কঠিনকে সহজ করার সাধনাই এ শিল্পীর মানসিক লক্ষ্য। উর্বর মাটির দিকে যে সব লাঙলের দৃষ্টি নিবন্ধ, আবদুল করিম তাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে তার চেতনার হলখানাকে বন্ধ্যা মাটিতে নিয়োজিত করেন। চিকিৎসাবিজ্ঞান তো একাধিক প্রমাণ দিয়েছে, সন্তান না হওয়ার জন্য শুধু স্ত্রী দায়ী নয়। শিল্পী আবদুল করিম আমাদের কর্মবিমুখ বন্ধ্যাতুজনিত নৈরাশ্যের জগতে একটি গভীর নলকূপের সমান।

শিল্পী বিরচিত গানের বই কালনীর ঢেউ প্রকাশিত হচ্ছে। এ গ্রন্থ প্রকাশিত হোক এটা ছিলো শিল্পীর কাছে আমার দীর্ঘদিনের দাবি। এ সমাজে মৃত্যুলীলা এত বেশি প্রাধান্য লাভ করেছে যে একজন মানুষের প্রয়াণ ঘটার সাথে সাথেই সে যেন চিরতরে লোপাট হয়ে যায়। জীবদ্দশায় এ লোকটি কোনো উল্লেখযোগ্য গুণের অধিকারী ছিল কিনা, সেটা যেন অচিরেই বাহুল্য হয়ে পড়ে। আমি তাই চেয়েছিলাম, তার সৃষ্টিকর্মের দলিল যেন তিনি রেখে যান। অবশেষে বেরোল তার কালনীর ঢেউ। কিছু কিছু মুদ্রণপ্রমাদ থাকা সত্ত্বেও এ গ্রন্থটির আবির্ভাব আমার কাছে উল্লাসকর।

শিল্পী আবদুল করিমের গান রচনা ও গান গাওয়ার ইতিহাস প্রায় চল্লিশ বছর সময়কালকে ধরে রেখেছে। সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চল তো বটেই, অন্যান্য স্থানেও শিল্পীর উদাত্ত কণ্ঠ হাজার হাজার নরনারী-শিশু-বৃদ্ধকে দিয়েছে প্রাণের নতুন স্পন্দন। মালজোড়া, মুর্শিদি, জারি, সারি, বাউল, ভাটিয়ালী, লোকগীতি, গণসংগীত–প্রায় সবক্ষেত্রেই তিনি সমান প্রতাপে বিচরণ করেছেন। এটা কোনো গবোদ্ধত রাজদণ্ডের ইতিহাস নয়, এ হচ্ছে মানবতার জন্য একটি রাজসিক চিত্তের অনুপম উপাখ্যান।

এটা সত্য যে গান, তা সে লোকগীতি কিংবা আধুনিক হোক ক্ষতি নেই তার। প্রয়োজন সুর এবং কণ্ঠের। যথাযোগ্য সুরারোপিত একটি গান যথাযোগ্য একটি কণ্ঠে যখন ধ্বনিত হয়, পাষাণচিত্ত মানুষও তখন সাড়া না দিয়ে পারে না। তথাকথিত ধর্মবাদীরা গানকে হারাম করে দিলেও গান তার স্বাভাবিক ধর্মে হালাল হয়েই রইলো। এবং প্রলয়ের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সর্বানুষের চিরশুদ্ধ হালাল খাদ্য হয়েই সে বেঁচে রইবে। প্রকৃত গানের অপরাজয়ের শক্তি এমন চিন্তারও জন্ম দেয়, যার খাতিরে বলতে ইচ্ছে করে, বিশ্বব্যাপী মানবসমাজের নিষ্কলুষ ধর্মবোধ সংগীতেই চিরস্থিত। কালনীর ঢেউ যেহেতু গানের বই, তাই তার ব্যাপক আবেদন থাকবে সমজদার সংগীতশিল্পীদের কাছে।

জানি আমাদের দিগভ্রান্ত সমাজে হাজার হাজার আবদুল করিম নীরবে এসে নীরবে চলে যান। আমাদের আবদুল করিম এই অমাবস্যার পাহাড়ে উজ্জ্বলতম অর্ন্তজ্বালা নিয়ে। প্রতিবাদে বিস্ফোরিত হয়ে সক্রিয় থাকুন, এটাই কাম্য।

দিলওয়ার
১২.৯.১৯৮১
খান মনজিল
ভার্থখলা, সিলেট

কালনীর ঢেউ-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। মুদ্রণে গ্রামসুরমা প্রিন্টার্স, ৪৮ সুরমা মার্কেট, সিলেট; প্রাপ্তিস্থান আমার লাইব্রেরী, দিরাই বাজার, পোস্টঅফিস দিরাই চানপুর; গ্রন্থস্বত্ব লেখক; মুল্য পঁচিশ টাকা; প্রথম সংস্করণের মতো দ্বিতীয় সংস্করণেও রচয়িতার লিখিত 'আমার কথা' ও দিলওয়ারের ভূমিকা 'দুটি কথা' দুবার মুদ্রিত হয়। ডিমাই ১/৮ সাইজের বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২+১২৪। গানের সংখ্যার উল্লেখ আছে ২+১৬১ অর্থাৎ ১৬৩। কিন্তু 'ও রে মেলা দিতে জ্বালা' গানটি ১১১ ও ১৩৯ সংখ্যক হিসেবে মুদ্রিত হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে সংখ্যা হবে ২+১৬০ অর্থাৎ ১৬২। প্রথম সংস্করণের 'আমরা ধন্য গাইয়া যাই' (১১৭ সংখ্যক), 'কোন দেশে যাই বলো' (১৪০ সংখ্যক), বল, ভোট দিব আজ কারে' (১৪১ সংখ্যক), বাংলা মোদের জন্মভূমি' (১৪৬ সংখ্যক) ও 'নাইয়া রে বাংলা নাও সাজাইয়া' (১৪৯ সংখ্যক) অর্থাৎ মোট ৫টি গান অনবধানবশত বাদ পড়েছে। প্রথম সংস্করণে নাই এরকম দুটি গান দ্বিতীয়

সংস্করণে যুক্ত হয়েছে। গান দুটি হলো : ‘প্রাণের প্রাণ মুর্শিদ আমার’ (৯৫ সংখ্যক), ‘ঝোঁক বুঝিয়া ছাড় নৌকা বেলা বয়ে যায়’ (১১৯ সংখ্যক)।

তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশক শাহ নূরজালাল; প্রকাশকাল অক্টোবর ১৯৯৯; মুদ্রণে সমতা প্রেস, সুরমা মার্কেট, সিলেট; প্রচ্ছদ সুলতান পারভেজ সুজন; সাইজ ডিমাই ১/৮; পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৬; মূল্য ১০০ টাকা। এটি প্রথম সংস্করণের অনুরূপ। দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজিত ২টি গান এ সংস্করণে মুদ্রিত হয়নি। এ সংস্করণে লেখকের কথা শিরোনামে ভূমিকা এবং শাহ নূরজালাল স্বাক্ষরিত প্রকাশকের কথা ছাপা হয়। মুদ্রণের দায়িত্বে যিনি ছিলেন তিনি নিজ উদ্যোগে কবি দিলওয়ারের লেখা ভূমিকাটি বাদ দেন। এ ঘটনায় শাহ আবদুল করিম খুব মর্মাহত হন এবং এ কারণে তিনি বইটির প্রচার ও বিতরণ বন্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। তৃতীয় সংস্করণে প্রকাশিত শাহ আবদুল করিম স্বাক্ষরিত ‘আমার কথা’ প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হলো :

আশির দশকের প্রথম দিকে কালনীর ঢেউ প্রকাশিত হয়েছিল। এই বইয়ে আমার প্রায় তিন যুগের রচিত গান সংকলিত হয়। আমার সর্বশেষ সম্বল নয় বিঘা জমি বিক্রি করে ১৯৮১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বইটি প্রকাশ করেছিলাম। বিভিন্ন সুধীজনের সহযোগিতায় বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮৯ ইংরেজির সেপ্টেম্বর মাসে। ব্যাপক চাহিদা থাকা। সত্ত্বেও বইটি অনেকদিন ধরে দুস্প্রাপ্য। পরবর্তীকালে আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিভিন্ন প্রকাশকের সাথে যোগাযোগ করেও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

দীর্ঘ দশ বছর পর কালনীর উ-এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। এ সংস্করণে বইয়ের গানগুলোকে আমি যথাসাধ্য সংশোধন ও পরিমার্জনের চেষ্টা করেছি। আমার সহৃদয় পাঠক ও গায়কদেরকে বর্তমান সংস্করণের সংশোধিত পাঠ গ্রহণ করার জন্য আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই। অবশ্য আগের দুটি সংস্করণের মতো এবারও ১৬৩টি গানই প্রকাশিত হয়েছে। নতুন কোন গান সংযোজন করিনি কিংবা পূর্বের কোন গান বাদও দেইনি।

কালনীর ঢেউ-এর ধারাবাহিকতায় আমার জীবনের শেষ দিনগুলোতে পরিপূরক হিসাবে ‘কালনীর কূলে’ নামক একটি বইয়ের প্রথম সংস্করণ খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। এই সংস্করণের প্রকাশক আমার একমাত্র ছেলে শাহ নূরজালাল।*[*কালনীর কূলে গ্রন্থটি লোকচিহ্ন, সিলেট কর্তৃক ২০০১ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়।] সে নিজেও সঙ্গীতসেবী হিসাবে গান

লিখে থাকে। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সাধনায় এই সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। আশা করি কালনীর কূলে আপনাদের কাছে সাদরেই গ্রহণযোগ্য হবে। আমার জীবন সায়াহ্নে আশীর্বাদ করি, সে যেন একজন সঙ্গীত সেবক হিসাবে শিল্পের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করতে পারে।

চতুর্থ সংস্করণ মুদ্রণের তারিখ ৩ এপ্রিল ২০০৯; প্রকাশক বইপত্র, ৯০ রাজা ম্যানশন দোতলা, জিন্দাবাজার, সিলেট; বর্ণবিন্যাস মাহমুদ কম্পিউটার, সিলেট; মুদ্রক উদয়ন অফসেট প্রেস, লামাবাজার পয়েন্ট, সিলেট; মূল্য ১২৫ টাকা। প্রথম সংস্করণে ব্যবহৃত প্রচ্ছদ অবলম্বনে প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা আবু আদনান; সাইজ ডিমাই ১/৮; পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২০। শেষ মলাটে নাসির আলী মামুনের তোলা আলোকচিত্র ব্যবহৃত হয়। গানের সংখ্যা ২+১৬৩ অর্থাৎ ১৬৫। এ সংস্করণেও দ্বিতীয় সংস্করণে মুদ্রিত ঝোঁক বুঝিয়া ছাড় নৌকা বেলা বয়ে যায় (১১৯ : দ্বি-সং.) ও বাংলা মোদের জন্মভূমি' (১৪৬ : প্রসং.) গান দুটি বাদ পড়ে। বর্তমান শাহ আবদুল করিম রচনাসমগ্র'-তে বাদ পড়া গানগুলি সংযোজিত হয়েছে। ১ম সংস্করণের ৯৮ সংখ্যক গানের প্রথম পঙক্তি আমার নাম কে শিখাইল রে ওরে বাঁশী দ্বিতীয় সংস্করণে ‘রাধা নাম কে শিখাইল রে শ্যামের বাঁশী রূপে পরিবর্তিত হয় (৯৯ : দ্বি.সং,পৃ.৬৯)। তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণের গান প্রথম সংস্করণের অনুরূপ। চতুর্থ সংস্করণে সবগুলো সংস্করণের ভূমিকা ও লেখকের কথা ‘পরিশিষ্ট’-এ মুদ্রিত হয়।

.

ধলমেলা

ধলমেলা ১৯৯০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি/১৩৯৬ বঙ্গাব্দের ১ ফাল্গুন প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ও মুদ্রাকর চারুমুদ্রণ, ৩৬-৩৭ সুফিয়া ম্যানশন, তালতলা, সিলেট; দাম পাঁচ টাকা। ডিমাই ১/৮ সাইজের পুস্তিকাটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২। এতে মেলা বিষয়ক ২টি গানসহ পয়ার-ছন্দে ধলমেলার বিবরণ ছাপা হয়। গান দুটির মধ্যে প্রথমটি ‘পয়লা ফাল্গুনে আইলো ধলের মেলা’ নতুনভাবে লিখিত এবং অন্যটি ‘ওরে মেলা দিতে জ্বালা কার মন্ত্রণা পাইলে’ কালনীর ঢেউ থেকে পুনর্মুদ্রিত। ধলমেলা পুস্তিকাটির প্রচ্ছদকারের নামের উল্লেখ নেই। পুস্তিকার পেছনের প্রচ্ছদে নিচের লেখক-পরিচিতি মুদ্রিত হয়।

আবহমান বাংলার লোকায়ত ধারার ঐতিহ্য আর
জনজীবনের চালচিত্র যাঁর সৃষ্টিকর্মে
বাঙময় তিনি বাউল কবি, জনগণের চারণ
শাহ আবদুল করিম।

গ্রামবাংলার প্রান্তরে প্রান্তরে তাঁর
উদাত্ত কণ্ঠের সুরমাধুর্য ছড়িয়ে আছে।
লোকচক্ষুর আড়ালে যেখানে অন্ধকার জমেছে,
সেই জনপদে এই বাউল কবি
ঘুম জাগানিয়া গান গেয়ে
ভেদ করেন স্তব্ধতা,
শাণিত করেন জনগণের সংগ্রামশীল চেতনাকে।

গণজাগরণের এই গণশিল্পী এক্ষেত্রে
পালন করছেন পথিকৃতের
এদেশের সংকটে-সংগ্রামে তাঁর গান,
তাঁর কবিতা তাই অনুপ্রেরণার উৎস।

সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার ধল গ্রামে
১৩২৮* বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে তাঁর জন্ম।
জন্মাবধি মাটির প্রতি তাঁর প্রাণের টান;
তিনি মিশে আছেন গ্রামবাংলার জনতার ভীড়ে,
মেলায়, উৎসবে।

জনগণের এই চারণকবি বিশ্বাস করেন
একদিন এদেশের গরীব জনতা
বিজয় ছিনিয়ে আনবেই; তখন উৎসবে-উৎসবে
মুখরিত হবে বাংলার অবারিত প্রান্তর ॥

[* তাঁর একটি গানের সূত্রে তখন পর্যন্ত ১৩২৮ বঙ্গাব্দ বাউল করিমের জন্মসাল বলে উল্লেখ করা হতো। পরবর্তীতে লেখক স্বয়ং তা সংশোধন করে ১৩২২ বঙ্গাব্দ তার জন্মসাল বলেছেন [‘গ্রন্থকারের নিবেদন’ ভাটির চিঠি, ১৯৯৮)।]

এই লেখার নিচে শাহ আবদুল করিমের নতুন বইয়ের আগাম বার্তা ছাপা হয় :
কবির প্রকাশিতব্য গ্রন্থ
ভাটির চিঠি।

———

.

ভাটির চিঠি

প্রকাশকাল ১১ বৈশাখ ১৪০৫/২৪ এপ্রিল ১৯৯৮; গ্রন্থস্বত্ব শাহ নুরজালাল; প্রকাশক সিলেট স্টেশন ক্লাব; পরিবেশক বইপত্র, উত্তর জিন্দাবাজার, সিলেট; মুদ্রক সিলটেক কম্পিউটার এন্ড অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, ‘ফয়জুর বাগ’ ৭০ বড়বাজার আ/এ, আম্বরখানা, সিলেট; প্রচ্ছদ অরবিন্দ দাসগুপ্ত; মুল্য ৮০টাকা; পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪। বইটি উৎসর্গ। করেছেন বাবা-মার স্মৃতির উদ্দেশে। এই গ্রন্থে ভাটির চিঠি নামক পয়ারে লেখা দীর্ঘ রচনায় ভাটি অঞ্চলের সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের চালচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ‘বিলাতের স্মৃতি’ গানটি বিলাত ভ্রমণের নানান অভিজ্ঞতার বর্ণনা। এ গ্রন্থে ‘দেশের গান মানুষের গান’ শিরোনামে ৮৫টি গান স্থান পায়। এর মধ্যে ৩১টি গান কালনীর ঢেউ থেকে পুনর্মুদ্রণ এবং একটি গান আংশিক পরিবর্তন করে মুদ্রিত। পুনর্মুদ্রিত ৩১টি গানের প্রথম। পঙক্তি : ‘আমি বাংলা মায়ের ছেলে’, ‘মনের দুঃখ কার কাছে জানাই মনে ভাবি তাই’, ‘ফুরু থাকতে যে খেইল খেলাইতাম’, ‘আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম’, ‘দিরাই থানায়। বসত করি হাওর এলাকায়’, ‘চৈত্র মাসে বৃষ্টির জলে নিল বোরো ধান’, ‘কৃষক মজুর পড়েছে ঘোর আধারে’, ‘হাওরেতে জমি নাই অনেকের নাই ভিটে বাড়ি’, ‘গণতন্ত্র সমাজতন্ত্রের শুনলাম কত গান’, ‘ভোট দিয় আজ কারে?’, ‘গরিবের কি মান-অপমান দুনিয়ায়?’, ‘গরিবের দুঃখের কথা’, সালাম আমার শহীদ স্মরণে’, ‘এসো প্রাণ খুলে মিলে সকলে’, ‘শোষক তুমি হও হুশিয়ার চল এবার সাবধানে’, ‘ধর্মাধর্ম নাই রে শোষকের নাই বিবেচনা’, ‘খবর রাখনি উন্দুরে লাগাইছে

শয়তানি’, ‘কেবা শত্রু কেবা মিত্র’, ‘কোন দেশে যাই বল’, ‘অভাবে পড়িয়া কাঁদে মনপাখি আমার’, ‘ওই ভাই জোর জুলুমি ছাড়ো’, ‘অতীত বর্তমানে কি আর মিল আছে?’, ‘বেহেস্ত ধনীর জন্য রয় গরিবের নাই অধিকার’, ‘কর্মফেরে বারে বারে ঘোর আঁধারে পড়ে যাই’, ‘ঈদ আসলে কি দুঃখ দিতে?’, ‘ওরে মেলা দিতে জ্বালা কার মন্ত্রণা পাইলে’, ‘মাগো আমি কিসে দোষী’, জিজ্ঞাস করি তোমার কাছে বলো ওগো সাই’, ‘দয়াময় নামটি তোমার গিয়াছে জানা’, ‘ওরে চাষি ভাই শক্ত হাতে লাঙ্গল ধরা চাই’, ‘নাইয়া রে, বাংলার নাও সাজাইয়া যাবো আমরা বাইয়া’। আংশিক পরিবর্তিত গানটি কালনীর ঢেউ প্রথম সংস্করণ থেকে নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

বাংলা মোদের জন্মভূমি বাংলা মোদের দেশ
বাংলা মায়ের সেবা করে হউক না জীবন শেষ ॥

রক্তের বিনিময়ে এল বাংলার স্বাধীনতা
ভুলিব না ভুলিবার নয় অন্তরের ব্যথা ॥

রাখতে বাংলার স্বাধীনতা রাখতে বাংলার মান
ধন্য তারা দিল যারা দেশের জন্য প্রাণ ॥

বাংলার সার্বভৌমত্ব রাখতে যদি চাও
শোষণের বিরুদ্ধে সবাই এক হয়ে দাঁড়াও ॥

স্বাধীন মাতৃভূমি মোদের স্বর্গ মনে করি
বাউল আবদুল করিম গায় স্বাধীন বাংলার জারি ॥

[১৪৬ সংখ্যক গান : কালনীর ঢেউ]

উপযুক্ত গান ভাটির চিঠি গ্রন্থের ‘দেশের গান মানুষের গান পরিচ্ছেদে মুদ্রণের সময় ধূয়াপদসহ গানটির ব্যাপক পরিবর্তন করেন রচয়িতা। পরিবর্তিত গান নিম্নরূপ :

স্বাধীন বাংলায় রে বীর বাঙালি ভাই
শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা চাই
স্বাধীন বাংলায় রে ॥

স্বাধীন হবে সুখে রবে বাংলামায়ের সন্তান
এর জন্যে দিয়েছে কত লক্ষ লক্ষ প্রাণ ॥

কত নারী স্বামীহারা ঝরে চোখের জল
পুত্রহারা হয়ে কত মা হলেন পাগল ॥

রক্তের বিনিময়ে এল বাংলার স্বাধীনতা
ভুলিব না ভুলিবার নয় অন্তরের ব্যথা ॥

শোষিত বাঙালি আর ভুলবে না কখন
এই দেশে শাসনের নামে চলবে না শোষণ ॥

বাংলা মোদের জন্মভূমি বাংলা মোদের দেশ
বাংলা মায়ের সেবা করে হউক না জীবন শেষ ॥

রাখতে বাংলার স্বাধীনতা রাখতে বাংলার মান
ধন্য তারা দিল যারা দেশের জন্য প্রাণ ॥

বাংলার সার্বভৌমত্ব রাখতে যদি চাও
শোষণের বিরুদ্ধে সবাই এক হয়ে দাঁড়াও ॥

স্বাধীন মাতৃভূমি মোদের স্বর্গ মনে করি
বাউল আবদুল করিম গায় স্বাধীন বাংলার জারি ॥

[৩২ সংখ্যক গান : ভাটির চিঠি]

এ গ্রন্থে 'দেশের গান মানুষের গান' শিরোনামে প্রকাশিত মোট ৮৫টি গানের মধ্যে ৫৩টি গান নতুনভাবে লেখেন। কালনীর ঢেউ-এর প্রথম সংস্করণের ১৪১ সংখ্যক গান 'বাংলা মোদের জন্মভূমি বাংলা মোদের দেশ' ভাটির চিঠি-তে পরিবর্তিতরূপে মুদ্রণের পর মূল গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণগুলোতে আর দেননি। ভাটির চিঠি-তে মুদ্রিত 'গ্রন্থকারের নিবেদন' নিম্নরূপ :

আজ থেকে এক যুগেরও বেশি আগে ‘ভাটির চিঠি’ রচনা করেছিলাম। এর বেশ কিছু অংশ সাপ্তাহিক যুগভেরী’ ও ‘সিলেট সমাচার’ পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। ‘বিলাতের স্মৃতি’ গানটি আমার দ্বিতীয়বার বিলাতভ্রমণকালে ১৯৮৫ সালে রচিত এবং বিলাত ও দেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের মূল ভাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিবেচিত হওয়ায় আমার নতুন লেখা বেশ কিছু গান ‘দেশের গান মানুষের গান’ শিরোনামে মুদ্রিত হলো। অবশ্য কয়েকটি গান আমার পূর্ব-প্রকাশিত ‘কালনীর ঢেউ’ গ্রন্থ থেকেও নিয়েছি। আমার গান যারা পছন্দ করেন তাঁরা এক মলাটের ভেতর এই নির্বাচিত দেশাত্মবোধক গানগুলো পেয়ে খুশি হবেন বলেই আমার ধারণা।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটি ভুল সংশোধন করতে চাই। আমার ‘কালনীর ঢেউ’ গ্রন্থের ‘মনের দুঃখ কার কাছে জানাই’ গান এবং পরবর্তীতে পত্রিকায় প্রকাশিত ‘‘ভাটির চিঠি’-র আত্মপরিচয় অংশে আমার জন্মসাল ১৩২২ বাংলার বদলে ১৩২৮ বাংলা উল্লিখিত হয়েছিল। এই ভুলটি পরবর্তীতে ধরা পড়লেও সংশোধন করার সুযোগ মেলেনি। ফলে আমার জন্মসাল হিসেবে ১৩২৮ বঙ্গাব্দ সর্বত্র প্রচারিত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থে এই ভুলটি সংশোধন করা হলো। অর্থাৎ আমার মায়ের বর্ণনা অনুযায়ী আমার প্রকৃত জন্মদিন ১৩২২ বাংলার ফাল্গুন মাসের প্রথম মঙ্গলবার।

সিলেট স্টেশন ক্লাব কর্তৃপক্ষ এই বইটি প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করায় তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই গ্রন্থ প্রকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে অধ্যাপক আ ন আ আ মাহবুব আহমেদ, কবি শুভেন্দু ইমাম, শিল্পী ভবতোষ চৌধুরী, স্নেহভাজন আবদুল তোয়াহেদ এবং সিলটেক প্রেসের এমরান আহমদ নানাভাবে সহায়তা করেছেন। তাঁদেরকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এছাড়া জনাব আবদুল হামিদ, কবি দিলওয়ার, সৈয়দ আবদুর রহমান, জনাব মইনুল হোসেন, জনাব মোহাম্মদ আলতাব হোসেন, জনাব সিকন্দর আলী ও স্নেহভাজন মোহাম্মদ মোশাহিদ মিয়া আমাকে নানাভাবে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। এ সুযোগ তাঁদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

শাহ আবদুল করিম
উজানধল, দিরাই, সুনামগঞ্জ
২৪ এপ্রিল ১৯৯৮

এই গ্রন্থের প্রকাশকের লিখিত প্রসঙ্গ-কথা' নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ হচ্ছে পল্লীসাহিত্য। আটষট্টি হাজার গ্রামের সৌন্দর্যে ছাওয়া এই সোনার বাংলাদেশ। আমাদের জনসমষ্টির আসল রূপ, মৌলিক সৌন্দর্য–এ সবই খুঁজে পাওয়া যায় পল্লীসাহিত্যে। সীমাহীন সবুজের প্রান্তে গ্রামীণ নির্জনতায় কবিগণ প্রাণের তাগিদে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে রচনা করেন এই অমূল্য সাহিত্য, যা নদীর স্রোতের মতো চিরবহমান আমাদের ইতিহাস জুড়ে। কবিদের এ সব রচনা প্রচার কিংবা প্রকাশের কোনো আকাঙ্ক্ষায় নয়, এ সব শুধু মনের টানে। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো সিলেটের লোকসাহিত্যও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। যার অফুরন্ত রত্নভাণ্ডারে জমে আছে বাউল, মারফতি, মুর্শিদি, কবিগান, পালাগান, জারি, সারি, মর্সিয়া, ধামালি, বিয়ের গান, বারোমাসি, শিল্লক ইত্যাদি নানা রকম সঙ্গীতসম্পদ। এই রত্নভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন সুরমাপারে বেড়ে ওঠা অনেক কবি এবং কবিয়াল। অফুরন্ত ভাবসম্পদে ভরপুর হাসন রাজা, দুরবিন শাহ, আরকুম শাহ, রাধারমণসহ আরো অনেকে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন স্বভাবকবি বাউল শাহ আবদুল করিম–যার অন্তর জুড়ে আছে গান। সিলেটের ইতিহাস-ঐতিহ্য, এমনকি জাতীয় সংকট উত্তরণের অনুপ্রেরণা তার গানে আমরা পাই। এ সবই তার দীর্ঘদিনের সাধনার ফল।

ভাটি অঞ্চলের মানুষ শাহ আবদুল করিম। গ্রামবাংলার মানুষের উদ্দেশে তিনি লিখেছেন 'ভাটির চিঠি'। নদীর স্রোত আর উর্বর পলিমাটির গন্ধমাখা ভাটির চিঠিখানি যথাঠিকানায় পৌঁছে দেবার চেষ্টা করছি আমরা। শতবর্ষের ঐতিহ্যে লালিত সিলেট স্টেশন ক্লাব কেবল বিনোদনকেন্দ্রই নয়, শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি ক্রীড়া ও জনকল্যাণমূলক নামাতে অতীতেও অবদান রেখেছে এবং এই যাত্রা অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টার সূত্র ধরেই শাহ আবদুল করিমের 'ভাটির চিঠি' গীতিকবিতাগুলোর প্রকাশনা।

সিলেটের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ এ ধরনের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসুক–আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় লোকসংস্কৃতি আরো সমৃদ্ধ হোক, সিলেটের লোকসান বেজে উঠুক সবার অন্তরবীণায়-সিলেট স্টেশন ক্লাবের পক্ষ থেকে সমগ্র সিলেটবাসীর প্রতি এই আমাদের প্রত্যাশা।

শওকত আলী
প্রেসিডেন্ট, সিলেট স্টেশন ক্লাব

.

কালনীর কূলে

কালনীর কূলে তার সর্বশেষ প্রকাশিত গানের বই। স্বত্ব শাহ নূরজালাল; প্রকাশকাল নভেম্বর ২০০১; প্রকাশক লোকচিহ্ন, ১৩৭ বাগবাড়ি, সিলেট; বর্ণবিন্যাস মাহমুদ। কমপিউটার, সিলেট; মুদ্রক উদয়ন অফসেট প্রেস, সবুজ বিপণি, সিলেট; প্রচ্ছদ পরিকল্পনা আবু আদনান; পরিবেশক বইপত্র, উত্তর জিন্দাবাজার, সিলেট; মূল্য ৭৫ টাকা; পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৮। এ বইয়ে সৃষ্টিতত্ত্ব ১৩টি, নবিতত্ত্ব ১টি, ওলিস্মরণ ৬টি, পির মুর্শিদ স্মরণ ৭টি, ভক্তিগীতি ১০টি, মনঃশিক্ষা ১৩টি, দেহতত্ত্ব ১১টি, বিচ্ছেদ ৫৮টি, বিবিধ ১৬টি এবং স্বাধীন বাংলার ইতিহাস শিরোনামে ১টি–মোট ১৩৬টি গান রয়েছে। বইটির ‘উৎসর্গ শাহ নূরজালাল’।

এই বই ‘লোকচিহ্ন লোকসঙ্গীত গ্রন্থমালা : ২’ হিসেবে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের শুরুতে শাহ আবদুল করিমের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত ছাপা হয় এভাবে :

ভাটিবাংলার বাউল কবি শাহ আবদুল করিম। ভাটির জল-হাওয়া-মাটির গন্ধ আর কালনী তীরবর্তী জনজীবন, মানুষের সুখ-দুঃখ, দারিদ্র্য-বঞ্চনা, জিজ্ঞাসা, লোকাঁচার, স্মৃতি প্রভৃতি তাঁর গানে এক বিশিষ্ট শিল্পসুষমায় পরিস্ফুট।

জন্ম সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলাধীন উজানধল* গ্রামে ১৩২২ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে। তার বাবা ইব্রাহিম আলী, মা নাইওরজান বিবি। সঙ্গীত সাধনায় তার ওস্তাদ ছিলেন স্বগ্রামবাসী কমর উদ্দিন ও প্রখ্যাত সাধক রশীদ উদ্দিন। তার মুর্শিদ মরহুম মওলা বক্স মুন্সি এবং পির শাহ ইব্রাহিম মস্তান। সহধর্মিনী আফতাবুন্নেসা ওরফে সরলা ১৩৯৭ বঙ্গাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। একমাত্র সন্তান শাহ নূরজালালও গান লেখেন।

কাগমারী সম্মেলনে সঙ্গীত পরিবেশন আর মৌলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাহচর্য তাঁর জীবনের মধুরতম স্মৃতি। ১৯৬৪ ও ১৯৮৫ সালে দুবার বিলাত ভ্রমণ করেন। ২০০১ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাঁকে ‘একুশে পদক প্রদান করে।

তাঁর প্রকাশিত অন্যান্য বই : আফতাব সঙ্গীত, গণসঙ্গীত, কালনীর ঢেউ (১৯৮১), ধলমেলা (১৯৯০) ও ভাটির চিঠি (১৯৯৮)।

শাহ আবদুল করিমের কালনীর কূলে গ্রন্থে ১৯৮১ সাল থেকে এ পর্যন্ত লেখা অর্থাৎ কালনীর ঢেউ পরবর্তী যাবতীয় বাউল গান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ছিলো

গ্রন্থপরিচিতি : শুভেন্দু ইমাম

[* শাহ আবদুল করিমের জন্মস্থান অনবধানবশত ‘ধলআশ্রম’-এর স্থলে ‘উজানধল মুদ্রিত হয়েছে। উজানধল তার বর্তমান আবাসস্থল। ১৯৫৭ সাল থেকে তিনি এ গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।]